হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্য-বিধান।

অর্থাৎ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের

আময়িক ব্যবহার-তত্ত্ব।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

A

CLINICAL MATERIA MEDICA

IN BENGALI.

BY

Hari prasad chakravartti.

PUBLISHED BY

LAHIRI & CO.

101, CollegeStreet, Calcutta.

PRINTED BY GANGAPRASAD CHAKRAVARTTI

AT THE MAHESHAVR PRESS, DACCA

1897

মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। Price. Rs

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক ডাঃ ফ্যারিংটনের ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী-গ্রন্থের বাঙ্গলা সঙ্কলন। ইহাতে সতত ব্যবহার্য্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলির বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ লক্ষণ, চিকিৎসা-সিদ্ধ প্রধান প্রধান আময়িক ব্যবহার, সমগুণ ঔষধের তুলনা ও প্রভেদ-বিনির্ণয়, এবং স্থানে স্থানে লক্ষণাদির ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার চিকিৎসাকালে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা তদপেক্ষাও দুরূহ। কেননা, আপাত দৃষ্টিতে অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণই একরূপ দেখায়। তন্মধ্যে কোন ঔষধটী ঠিক ব্যবস্থেয়, অভিনব ও অনভিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা অনায়াসে নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার চিত্ত সন্দেহে আন্দোলিত হইতে থাকে। তিনি "এটাদেই, কি ওটাদেই" এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। এদিকে আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঠিক সদৃশ ঔষধ না হইলে অপর শত শত ঔষধের স্থায়ী উপকার দর্শে না,—লক্ষ্যভেদ না করিতে পারিলে রোগ বিনষ্ট হয়না। সুতরাং প্রকৃত সদৃশ ঔষধ নিরূপণ করিতে হইলে ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও সমলক্ষণাপন্ন ঔষধ হইতে উহার পার্থক্য জানা না থাকিলে প্রকৃতরূপে ও প্রকৃষ্টরূপে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারা যায় না। এই পুস্তক পাঠে এইসকল গুরুতর বিষয়ে বিস্তর সাহায্য হইবে বলিয়া বোধ হয়। ভৈষজ্য-বিধানে ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ঔষধ-প্রয়োগ তত্ত্বের একান্ত প্রয়োজনীয় সারভাগ সংমিশ্রিত ও সংপ্রবিষ্ট আছে। ভরসা করি এতদ্দ্বারা কেবল বাঙ্গলা-ভাষাবিদ্ হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার দর্শিবে। পাঠকগণ কৃপা করিয়া ভ্রম-প্রমাদ মার্জ্জনা করিবেন।

এতদিনে চারিখণ্ডে ভৈষজ্য-বিধান সম্পূর্ণ হইল। যে সকল গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্ব্বক খণ্ডে খণ্ডে এই পুস্তক গ্রহণ করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কনের আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

জানুয়ারি। ১৮৯৭। শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

ভৈষজ্য-বিধানের সূচীপত্র।

ভৈষজ্য-বিধানের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৮	১৯	ষ্ট্রিকনিয়ায়	ষ্ট্রিকনিয়ার।
৯৭	২৫	মস্তিষ্খের	মস্তিষ্কে।
১৫৪	৫	তথস	তথন।
১৮৩	৮	ফোরিডা	ফ্লোরিডা।
১৮৩	২৪	সুনিশ্চর	সুনিশ্চিত।
২০২	১৪	লোপাচ্ছন্নতা	লেপাচ্ছন্নতা।
২০৮	১৮	দৃচতা	দৃঢ়তা।
২১৯	৪	বাঘীয়	বাদ্বব।
২১৯	৭	পাবদ	পাবদ।
২৩৬	২২	দ্বিভাজ্ক	দ্বিভাজ।
২৩৮	২২	নহে	থাকে না।
২৪০	১৯	(১)	(২)
২৪৬	৫	ক্যালকেবিবা	ক্যালকেরিয়া।
২৪৬	৭	পাব	পাবে।
২৫১	৩	পাকৃতি	আকৃতি।
২৫৬	২	উদ্বিদ	উদ্ভেদ।
২৫৭	১৭	সহকবে	সহকাবে।
২৫৭	২৩	শিশুদিগায়	শিশুদিগেব।
২৭১	২৩	মস্তিষ্ব	মস্তিষ্ক।
২৭৩	২০	তাহাব এবং	এবং তাহাব।
২৭৩	২৩	(৫)	(৪)।
২৭৩	২৪	(৪)	(৫)।
৩১৪	১৮	ল্যাকেসিবের	ল্যাকেসিসেব
৩১৫	১২	শ্বাদবেবাধ	শ্বাসাবরোধ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩১৭	২০	মদিবা	মদিরা।
৩৩৬	১৯	যদি	যদিও।
৩৪৬	১৪	উপস্থিক্ষ	উপস্থিত।
৩৫০	১৩	মাইট্রিক	নাইট্রিক।
৩৮৫	২	দক্তপাত	রক্তপাত।
৩৯৮	৭	নূতনতা	ন্যূনতা।
৩৯৮	১১	দোর্ব্বল্য	দৌর্ব্বল্য।
৩৯৯	২৪	লিঙ্গোদ্রেক	লিঙ্গোদ্রেকে।
৪০০	৮	উপস্থব	উপস্থের।
৪০১	৯	এসিডের	পিক্রিকএসিডের
৪০১	১০	পিক্রিক উপযোগী	উপযোগী।
৪১২	১৪	অস্থিবত	অস্থিবতা।
৪১৫	৮	সম্প্রদায়ই	সম্প্রদাই।
৪২৫	২৫	যাবহিত	অবহিত।
৪২৭	২০	হয়।	হয়,।
৪৩৪	১	প্রভূষে	প্রত্যূষে।
৪৪৩	২৩	আশস্কা	আশঙ্কা।
৪৫৪	২০	ভেস্পাব	ভেস্পার।
৪৬৩	১৬	লক্ষণে	লক্ষণ।
৪৬৪	১২	থাকিলে	থাকিয়া।
৪৭২	১৬	স্পান্দিত	স্পন্দিত।
৪৭২	২৭	সক্ত	রক্ত।
৪৭৩	১৬	বিশে-	বিশেষ।
৪৭৪	২২	বিশেয়তঃ	বিশেষতঃ।
৪৮৩	১৪	মণ্ডেব	মণ্ডলের।
৪৮৪	৫	শরীরেয়	শরীরের।
৪৯১	২২	বোগ	রোগী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৫০৮	২৩	বেজোনিউ	বেজোলিউ।
৫০৯	৫	ঝিল্লীর	ঝিল্লীর।
৫১৫	১৯	অধিকাবায়ত্তা	অধিকারায়ত্ত।
৫২৩	২৩	অকনে	অনেক।
৫৩৪	১৯	ঝাঁঞ্জি	ঝাঁজি।
৫৪৩	২৭	আযাস	আয়াস,।
৫৪৫	১৪	হুইওসাযেমাস	হাইওসায়েমাস।
৫৫১	৯	বাবস্থেয	ব্যবস্থেয।।
৫৫৫	৪	ব্রোমেণের	ব্রোমিণের।
৫৮০	২০	নিঃসবণ	নিঃসারণ।
৫৮২	৯	বেদানাব	বেদনার।
৫৮৬	৭	অবস্থায়	অবস্থায়ও।
৫৮৯	১৫	ক্যালকেবিয়া	ক্যালকেরিয়া।
৬০০	৭	ব্যালেনেবিযা	ব্যালোনেরিয়া।
৬০৪	১১	বিসর্জ্জনে	বিবর্জ্জনে।
৬১২	২৮	পাকে	পাকিতেও পারে।
৬৩০	২৬	পড়লে	পড়িলে।
৬৩২	২০	প্রবণতা	প্রবণতা।
৬৪০	১৩	স্বপকই	স্বকপই।
৬৪৪	১২	ডিম্বের	বিম্বের।
৬৫২	১৩	পাকেল	কপালে।
৬৫৮	১২	যে	যেন।
৬৬১	১৬	সোরিণম	সোরিণম।
৬৬৫	১	পবেনা	পারেন না।
৬৯২	২২	প্রবৃত্তি	বৃত্তি।
৬৯৫	২৫	মস্তিষ্ক	মস্তিষ্কোদক।
৬৯৯	৯	বাগ	রোগ।

উপক্রমণিকা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি প্রথমতঃ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হয়, অনন্তর রুগ্নদেহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব কোন ঔষধে কি কার্য্য কতদূর সাধিত হইবে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই পূর্ব্বে তাহা যথার্থরূপে অবগত থাকা আবশ্যকীয়। শিল্পকর স্বীয় যন্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার অপরিজ্ঞাত থাকিলে যেমন তাহা দ্বারা শিল্প কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তেমন চিকিৎসকও ব্যবস্থেয় ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলে তদ্দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য প্রকৃষ্ট রূপে নিষ্পন্ন হয় না। সুস্থ দেহে ঔষধ পরীক্ষাকালে শরীরের ক্রিয়ার, পরিপোষণের, অথবা শরীরস্থ কোন যন্ত্রের পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন হইতেই এক বা ততোধিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব লক্ষণ গুলি শরীরের এক বা বহু অংশের ক্রিয়া বা পরিপোষণের পরিবর্ত্তনেরই নিদর্শন। লক্ষণ দ্বারাই এই সকল শারীরিক পরিবর্ত্তন অবগত হওয়া যায় এবং শারীরিক পরিবর্ত্তন বশতই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ঔষধ পরীক্ষাকালে এই সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্রয়-নিষ্ঠ ও বিষয়-নিষ্ঠ ভেদে লক্ষণ সমস্ত দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। পরীক্ষাকারী কেবল স্বয়ং যে সকল লক্ষণ জ্ঞাত হয় তাহাদিগকে আশ্রয়-নিষ্ঠ এবং যে সকল লক্ষণ অন্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অর্থাৎ অন্যেরা দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন বা আঘ্রাণ করিতে পারে তাহাদিগকে বিষয়-নিষ্ঠ লক্ষণ বলে। যথা, কোন ঔষধের পরীক্ষাকালে যদি পরীক্ষাকারীর দক্ষিণ চক্ষুর বেদনা অনুভূত হয়, তবে সেই বেদনা আশ্রয়-নিষ্ঠ লক্ষণ। এই বেদনা অন্য কেহ দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন, বা অনুভব করিতে পারেনা। ইহা অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু পরীক্ষেয় ঔষধে স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, অথবা মূত্রে আবিল অধঃক্ষেপ জন্মিলে; কিম্বা ফুসফুসে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ বা কর্কশ ধ্বনি; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য; গাত্র-ত্বকে আঁচিল, বা ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইলে উহারা বিষয়-নিষ্ঠ লক্ষণ। এই সমস্ত আশ্রয়নিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ লক্ষণ দ্বারা স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়। পরীক্ষেয় ঔষধে আলোকে বিদ্বেষ জন্মিলে দৃষ্টি ক্রিয়ার আধিক্য, সূর্য্যেংদিকে পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারা

যায় এরূপ অক্ষতা জন্মিলে ক্রিয়ার হ্রাস, এবং কনীনিকার অপরিচ্ছন্নতা বা দীপ্তিমান নক্ষত্র-দৃষ্টি জন্মিলে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষা-কালে পরীক্ষাকারীর মূত্রের আধিক্য, অল্পতা, বা ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ (থাকড়ি) সংমিশ্রতা সমুৎপন্ন হইতে পারে; এই শেষোক্ত লক্ষণ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন। অতএব কোন ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইলে পরীক্ষা-কালে সুস্থ শরীরে পরিব্যক্ত স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার হ্রাস, বৃদ্ধি, বা পরিবর্ত্তন এই তিন প্রকার ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যের বিষয়ই উল্লিখিত হয়।

এইরূপে ঔষধ-পরীক্ষাকালে যে সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় সেইগুলি সংগ্রহ করিলে দৃষ্টতঃ সম্পর্কশূন্য এক স্তূপ বিশৃঙ্খল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু যে মানব-শরীর হইতে এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহাতে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা বা অসম্পূর্ণতা নাই। তাহার সর্ব্বত্রই সম্যক সামঞ্জস্য বিরাজিত। অতএব ইহার কোন অংশ বিশৃঙ্খল হইলে সেই বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়া-বিকার গুলি একসূত্রে গ্রথিত করিলেই কোন প্রকার রোগের প্রকৃত চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগের এই চিত্রকে সম্প্রাপ্তি বা নিদান বলে। এতদ্দ্বারা রোগের প্রকৃতি, কারণ, ও লক্ষণ জানা যায়। এই প্রকারে পরীক্ষেয় ঔষধে শরীরে যে সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহার সমষ্টি প্রাপ্ত হইলেই রোগের নিদান, অর্থাৎ যে যে ঔষধের ক্রিয়ায় শরীরে যে যে ফলোৎপন্ন হয় তাহার সমগ্র পাওয়া যায়। ঔষধের এই মহতী ক্রিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া উহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ গুলি বিচার করা আবশ্যক। কেননা, বিশেষ হইতে সাধারণে উপনীত হওয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই মহতী ক্রিয়াকে কেহ কেহ ঔষধের 'বিশেষ ধর্ম্ম' (জিনিয়স), কেহ কেহ বা 'সাধারণ ক্রিয়া' (জেনারাল য্যাকশন) বলিয়া থাকেন। এই সাধারণ ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে অন্যান্য লক্ষণ কোন কার্য্যকর নহে। সমগ্র ঔষধটীর কার্য্যকারিতা না জানিলে উহার এক এক অংশ বুঝিতে পারা যায় না। কুড়িটী ঔষধে ঠিক এক প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে, সুতরাং লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায় না। দেখিতে তাহাদিগের সকলকেই একরূপ দেখায় বটে কিন্তু তাহাদের সাধারণ ক্রিয়ার বিলক্ষণ স্বতন্ত্রতা থাকে। সাধারণ ক্রিয়া দ্বারাই ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই সাধারণ ক্রিয়া জানিতে হইলে সমগ্ররূপে ঔষধটীর অনুশীলন করা আবশ্যক

করে, আংশিক আলোচনায় উহা অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে বেলেডোনা স্কার্লেটিনার; আর্সেনিকম আসিয়িক ওলাউঠার; এবং ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি উৎপাদন করে, অতএব এই সকল রোগে এই সকল ঔষধই প্রকৃত ঔষধ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ, সকলের স্কার্লেটিনা, সকলের ওলাউঠা, ও সকলের টাইফয়েড জ্বর ঠিক এক রূপ নহে। একাঙ্গীন সাদৃশ্য দেখিয়া সেই ঔষধ প্রকৃত ঔষধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা উচিত নহে। তাহা হইলে অনেক সময়ই ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

ঔষধ পরীক্ষা-কালে যেমন তজ্জনিত সুস্থ শরীরের পরিবর্ত্তন গুলি লিপিবদ্ধ করিতে হয়, রোগীর পরীক্ষা কালেও তাহার রুগ্ন দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এবং রোগী স্বয়ং যাহা অনুভব করে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক করে। এই রূপে তাহার জিহ্বা, মল, মূত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সমস্ত লক্ষণ একত্র গ্রথিত করিলেই রোগীর রোগের সম্প্রাপ্তির প্রকৃত প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন সংগৃহীত লক্ষণ দৃষ্টে যদি রোগ টাইফয়েড জ্বর বলিয়া নিশ্চিত হয় তাহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল না। একই রোগে ভিন্ন ভিন্ন রোগীর কতকটা স্বতন্ত্রতা থাকে। সাধারণ টাইফয়েড জ্বর ও পরীক্ষিত রোগীর টাইফয়েড জ্বরে কি বিশেষ বা প্রভেদ তুলনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত না তাহা নিরূপিত হয় সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রোগীর রোগের বিশেষ ধর্ম্ম জানা যায় না। চিকিৎসেয় রোগীর রোগের বিশেষ ধর্ম্ম ঔষধের বিশেষ ধর্ম্মের সহিত ঐক্য থাকিলেই সেই ঔষধে সেই রোগী আরোগ্য হয়, নতুবা নহে। রোগীর বিশেষ ধর্ম্ম ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষ ধর্ম্মের উপযোগী হইলেই ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা টাইফয়েড জ্বর আরোগ্য হয়। নচেৎ টাইফয়েড জ্বরে তদ্দারা কোন উপকার দর্শে না। "রোগী আপনাকে দ্বিগুণিত বা বিখণ্ডিত মনে করে" ব্যাপ্টিসিয়ার এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান না থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া সেবনে টাইফয়েড জ্বর আরোগ্য হয় না। একদা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডনহাম কোন চিকিৎসা-মন্ত্রণায় আহুত হইয়াছিলেন। অনেক গুলি লক্ষণ-দৃষ্টে অন্যান্য চিকিৎসকেরা ইগ্নেশিয়া ব্যবস্থেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ ডনহামের অভিমতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে ইগ্নেশিয়া তাহার নিকট রোগীর ঠিক সদৃশ ঔষধ বলিয়া

বোধ হয় না। কেন না ইগ্নেশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতি রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতির সহিত এক দৃষ্ট হয় না। ব্যাবাইটার সহিতই উহার সাদৃশ্য দেখা যায় ও সেই ঔষধেই রোগীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ গুলি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। একের ইগ্নেশিয়ার সম্বন্ধে অসমগ্র জ্ঞান, অপরের সমগ্র জ্ঞানই এই প্রকার মত-ভেদের কারণ।

এই পুস্তকে প্রত্যেক ঔষধের সেই বিশেষ ধর্ম্ম বা সাধারণ ক্রিয়া এবং এক ঔষধের সহিত অন্য ঔষধের সম্বন্ধের বিষয় উল্লিখিত হইল। ভৈষজ্য-বিধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে লক্ষণ গুলির কেবল ভাষা শিক্ষা করিলে চলেনা উহাদের অর্থ বুঝিতে হয় অর্থাৎ লক্ষণের তাৎপর্য্য বা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হয়। তাহা না হইলে কখনই ঔষধের বিশেষ ধর্ম্ম বা সাধারণ ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। ঔষধের বিশেষ ধর্ম্ম না জানিলে উহার সুব্যবহারেরও সুবিধা হয় না।

এজন্য ঔষধ গুলির বিশ্লেষণ অতীব প্রয়োজনীয়। (১) রক্ত ও রক্তবহা-নাড়ী; (২) লসিকা ও লসিকাবাহী নাড়ী; (৩) স্নায়ু, মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশ, ও মহানু-ভৌতিক স্নায়ু, পেশী, কণ্ডরা, ও বন্ধনী; (৪) সংযোজক বিধান-তন্তু; অস্থি, উপাস্থি, ও সন্ধি, (৫) মাস্তক ঝিল্লী ও স্নৈহিক ঝিল্লী; (৬) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, (৭) ত্বক; এবং (৮) শরীরের যন্ত্র গুলিতে কোন ঔষধের কি প্রকার ক্রিয়া দর্শে, স্বাভাবিক শারীরিক-ক্রিয়ার কি কি বৈলক্ষণ্য জন্মে, অর্থাৎ ক্রিয়া বা বিধানের হ্রাস, বৃদ্ধি, বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ঔষ-ধের ক্রিয়ায় রক্তের প্লেথোরা বা হাইপারিমিয়ার ন্যায় বৃদ্ধি, এনিমিয়া বা ইস্কিমিয়ার ন্যায় হ্রাস; ক্লোরোসিস বা পাযিমিয়ার ন্যায় পরিবর্ত্তন সমুৎপন্ন হয় কিনা; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সংখ্যাক্রমে বিন্যস্ত শরীরাংশে ঈদৃশ হ্রাস, বৃদ্ধি, ও পরিবর্ত্তন জন্মে কি না তাহা অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করাকেই ঔষধের বিশ্লেষণ বা এনালিসিস বলে। এই প্রকার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কোন ঔষধের বিষয় অধ্যয়ন করিলেই সত্বর সমগ্র ঔষধটীর সমগ্র ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঔষধের বিশেষ ধর্ম্ম বা সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ঔষধের বিশেষ ধর্ম্ম অবগত হইলে যে পর্য্যন্ত না সেই ঔষধ হইতে অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য জানা যায় সে পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। উপমিতি দ্বারাই এই প্রভেদ নিরূপিত হয়। ঔষধগুলি

পরস্পর তুলনা করিলেই তাহাদের স্বতন্ত্রতা বুঝা যায়, নতুবা অনেক ঔষধই ঠিক একরূপ দেখায়। তুলনা ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। অতএব চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে হইলে এক একটী ঔষধের বিশ্লেষণ যেমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য ঔষধের সহিত সঙ্কলনও (কম্প্যারিজন) তদ্রূপ আবশ্যকীয়।

আবার, এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যে তাহারা পরস্পরের ক্রিয়া বিনষ্ট করে। এই সকল ঔষধকে বিষমগুণ ঔষধ বা এণ্টিডোটস বলে। যদি ভ্রমক্রমে কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয়, অথবা রোগীর ধাতু-প্রকৃতি বশতঃ তাহার শরীরে ব্যবহৃত ঔষধের অতি-ক্রিয়া দর্শে, তবে তৎপ্রতিহারার্থ বিষমগুণ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক করে। যথা, শর্দ্দির জন্য নক্সভমিকা ব্যবহারে শর্দ্দি আরোগ্য হইয়া অতিরিক্ত ঔষধ সেবন বশতঃ যদি রোগীর ভয়ঙ্কর শিরোবেদনা উপস্থিত হয় তবে কফি প্রয়োগে তাহা দূরীকৃত হইতে পারে। এস্থলে কফি নক্সভমিকার ক্রিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়াই শিরঃপীড়া আরোগ্য করে।

অপর, এমন কতকগুলি ঔষধও দেখা যায় যে তাহাদের পরস্পর এতই প্রগাঢ় সাদৃশ্য যে তাহাদিগকে সমগুণ ঔষধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা প্রতিকূল (ইনিমিক্যাল) ঔষধ ; অর্থাৎ একটীর পর অপরটী একেবারেই উপযোগী নহে।

একটীমাত্র ঔষধের অনুশীলন করিলে সকল রোগেই সেই ঔষধ উপযোগী বলিয়া ভ্রম জন্মে। কেবল একোনাইট অধ্যয়ন করিলে সকল রোগীর পক্ষেই একোনাইট খাটিবে বলিয়া বোধ হয়। অতএব ভৈষজ্য-তত্ত্বের সমুদয় ঔষধই একে একে বিশ্লেষণ ও সঙ্কলন করিয়া প্রত্যেকটীর সমগুণ ঔষধ সহকারে তাহা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই রোগে ব্যবহারকালে সদৃশ ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ পূর্ব্বক সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ করা যায়।

ঔষধসমূহের পরস্পরের সহিত কতিপয় সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে পাঁচটী সম্বন্ধই প্রধান। (১) জাতিগত সম্বন্ধ। এক প্রকার মূল হইতে উৎপন্ন ঔষধগুলিকে একজাতি বলে। একজাতির অন্তর্গত ঔষধের একই প্রকার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যথা, ক্লোরিণ, ব্রোমিন, আইওডিন, ও ফ্লোরিণ, একই হেলোজিন জাতির অন্তর্গত ; সুতরাং ইহাদের ক্রিয়ায় অনেক বিষয়ে

সাদৃশ্য দেখা যায়। উদ্ভিজ্জ ঔষধেও ঈদৃশ জাতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এরম ট্রিফিলমের জাতিগত সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বিদিত হইবে। সর্প-বিষগুলির জাতিগত সাদৃশ্য এতই প্রবল যে ল্যাকেসিস, ইলাপ্স, ও ক্রোটেলসের প্রভেদ নিরূপণ করা সবিশেষ সুকঠিন। সম্বন্ধ জন্য সাদৃশ্য কখন কখন এতই প্রায় একরূপ হয় যে সেই সকল সদৃশ ঔষধ একটীর পর আর একটী ভাল খাটে না। যথা,—নক্সভমিকা ও ইগ্নেশিয়া যদিও এক জাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন, তথাপি উহারা একটীর পর আর একটী ভাল উপযোগী হয় না, অথবা একটীর ক্রিয়া অপরটী দ্বারা বিনষ্ট হয় না। (২) আর এক শ্রেণীর ঔষধ আছে, তাহারা যদিও একজাতীয় নহে কিন্তু তথাপি তাহাদের ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এইগুলিকে সমগুণ ঔষধ বা এনালোগস্ বলে। সমগুণ ঔষধগুলি একটীর পরে আর একটী ভাল খাটে। (৩) ঔষধের তৃতীয় প্রকার সম্বন্ধকে অনুপূরক (কম-প্লিমেণ্ট) সম্বন্ধ কহে। অর্থাৎ এক ঔষধে যে আরোগ্য ক্রিয়া আরব্ধ হয় কিন্তু সম্পূর্ণ হইতে পারে না, অন্য ঔষধে তাহা সম্পূর্ণ হয়। বেলেডোনা ও ক্যালকেরিয়ায় এই প্রকার অনুপূরক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। (৪) চতুর্থ প্রকার সম্বন্ধকে বিষম-গুণ সম্বন্ধ বলা যায়। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (৫) পঞ্চম প্রকার সম্বন্ধের নাম প্রতি-কূল সম্বন্ধ। কতকগুলি ঔষধে দেখিতে সাদৃশ্য দেখায় বটে কিন্তু একটীর পরে আর একটীর ব্যবহার ভালরূপে উপযোগী হয় না। তাহারা যেন রোগীর অবস্থা বিমিশ্রিত বা বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে বলিয়া বোধ হয়। চায়না ও সোরিনম, ফসফরাস ও কষ্টিকম, এবং সিলিশিয়া ও মার্ক-উরি এই প্রকার ঔষধ।

উৎপত্তি-ভেদে ঔষধ সকল তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা, ১। প্রাণীজ ঔষধ। ২। উদ্ভিজ্জ ঔষধ। ৩। খনিজ ঔষধ। আর এক প্রকার চতুর্থ শ্রেণীর ঔষধ আছে তাহাদিগকে রোগজ ঔষধ বলে।

ঔষধের বিশ্লেষণ ও জাতি-গত সাধারণ ক্রিয়া আনুপূর্ব্বিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্ররূপে খণ্ডান্তরে বা পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইবে।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্য-বিধান।

একোনাইটম নেপেলাস।

বিশেষ বিবরণ।

বিষ-লক্ষণ।—বিষমাত্রায় একোনাইট মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদক। এতদ্দ্বারা শরীর-শাখায় কণ্টক-ভেদ ও শীৎকার (ঝিঁঝি লাগার ন্যায় একরূপ অনুভব) বিশিষ্ট এক প্রকার অবশতা জন্মে, এবং সম্পূর্ণ স্পর্শজ্ঞান-পরিশূন্যতা পর্য্যন্তও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার বিষ-ক্রিয়ায় প্রথমে মনোভাবের বৈকল্য উপস্থিত হয় না। রক্ত-সঞ্চালন-মণ্ডলেও একোনাইটের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ সর্ব্বশরীরে উষ্ণতা অনুভূত হইতে থাকে, তৎপরে শরীরের অভ্যন্তরে প্রখর উত্তাপ ও ত্বকে প্রভূত তপ্ত ঘর্ম্ম আবির্ভূত হয়। কোন কোন সময় চর্ম্মে অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে। নাড়ী ও শ্বাসের গতি অতিশয় দ্রুত হয়। অনন্তর গাত্র শীতল, ও আঠা আঠা শীতল ঘর্ম্মাবৃত, এবং নাড়ী ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু হয়।

সমগুণ ঔষধ।—স্নায়ুসমূহে একোনাইট ও ককুলস ইণ্ডিকসের ক্রিয়ায় প্রভেদ এই যে ককুলস ইণ্ডিকস প্রথমেই চৈতন্যের ব্যতিক্রম জন্মায় এবং জ্ঞানসাধিনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত না জন্মাইয়া গতিসাধিনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। জেলসিমিয়ম, কোনায়ম ও নক্সভমিকায়ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া অপেক্ষা গতিশক্তিরই শীঘ্র বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। একোনাইটের পতনাবস্থার সহিত ক্যাম্ফরের এবং অনেকটা ভিরেট্রম আল্‌বমের পতনাবস্থার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ভিরেট্রম আল্‌বমের পতনাবস্থায় উহার বিশেষ প্রকৃতিগত কপালে শীতল ঘর্ম্মবিশিষ্ট বমন-বিরেচন বিদ্যমান থাকে।

একোনাইট ও নক্সভমিকা উভয়েই ধানুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ জন্মায় বটে, কিন্তু একোনাইটের আক্ষেপ কেবল একাঙ্গীন, নক্সভমিকার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন নহে; এবং উহার সহিত অতিশয় পৈশিক দুর্ব্বলতা বিদ্যমান থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

জ্বর।—একোনাইটের ক্রিয়ায় দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। এই লক্ষণগুলির প্রকৃতিগত এতই পার্থক্য যে বোধ হয় যেন একোনাইটে দ্বিবিধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাদানের বিদ্যমানতাবশতঃ এই সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণগুলিতে একোনাইটের জ্বর ও প্রদাহের উৎপাদন-প্রবণতা বুঝা যায়। সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া নিবন্ধনই এরূপ ঘটে। অতএব প্রকৃত প্রাদাহিক জ্বরে অর্থাৎ যে জ্বরে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা লক্ষিত না হয় তাহাতে একোনাইট ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। গাত্রের ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ এবং পূর্ণ, কঠিন ও উল্লম্ফনশীল নাড়ীই সাধারণতঃ জ্বরে একোনাইটের প্রয়োগ-লক্ষণ। একোনাইট-জ্ঞাপক জ্বরে সচরাচর উৎকণ্ঠা-লক্ষণ থাকে। হানিমান বলেন যে মানসিক ও স্থানিক লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একোনাইট নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয় বিদ্যমান না থাকলে একোনাইট সুব্যবস্থেয় নহে। একোনাইটের জ্বরের পরে যে ঘর্ম্ম জন্মে তদ্দ্বারা সমস্ত লক্ষণের শান্তি হয়। এই ঘর্ম্ম প্রভূত, ও উষ্ণ বা উত্তপ্ত। একোনাইটে রক্তের গুণের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন জন্মে না। সুতরাং রক্ত বিষ-দুষ্ট হইয়া যে সকল জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাতে ইহা ব্যবহৃত হয় না। একোনাইটজ্ঞাপক জ্বর অবিরাম, কিন্তু সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম নহে। একোনাইটের কোন লক্ষণেই পর্য্যায়শীলতা পরিলক্ষিত হয় না। শীত হইয়া এই জ্বরের আরম্ভ হয়, তৎপরে ঘর্ম্ম শূন্য উত্তাপ প্রকাশ পায়, এবং যে পর্য্যন্ত না ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের শান্তি জন্মে সে পর্য্যন্ত উত্তাপাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। একোনাইটের জ্বর ছাড়িয়া আর পুনরায় উপস্থিত হয় না। সুতরাং সবিরাম জ্বরে একোনাইট ব্যবহৃত হয় না। কখন কখন জ্বর স্বয়ং রোগ স্বরূপ উপস্থিত হয় না। কিন্তু অন্য রোগের অভিব্যক্তির লক্ষণস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় একোনাইট প্রয়োগ করিয়া এই জ্বর-লক্ষণ নিবারণ করিতে

চেষ্টা করা উচিত নহে। কেবল লক্ষণস্বরূপ জ্বরে এই ঔষধ অব্যবস্থেয়। যথা, স্কার্লেটিনা রোগে, তীব্র জ্বর, উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মপরিশূন্য গাত্র, এবং কঠিন নাড়ী লক্ষণে, স্থূল দৃষ্টিতে একোনাইট ব্যবস্থেয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু পৃষ্ঠবেদনা, বমন, গলা-ব্যথা, ও সমীপবর্ত্তী স্থানে স্কার্লেটিনা রোগের প্রাদুর্ভাব, এই সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে ভাবিয়া দেখিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে স্কার্লেটিনা রোগই বিকশিত হইতেছে, এবং এই জ্বর তাহারই লক্ষণমাত্র ও উক্ত রোগের পিড়কাগুলি প্রকাশের পক্ষে প্রযোজনীয়। অতএব স্কার্লেটিনায় একোনাইট ব্যবস্থা করা অকর্ত্তব্য। যদি জ্বরের অতিশয় উগ্রতা এবং একোনাইটসূচক মানসিক লক্ষণের বিদ্যমানতা সুস্পষ্ট থাকে তবে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু একোনাইট ব্যবহারে দশজন রোগীর মধ্যে প্রায় নয় জনেরই অবস্থা মন্দ হইয়া উঠে।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে নাড়ীর বেগ ও গাত্রতাপের আধিক্য কমাইবার নিমিত্ত একোনাইট ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ, টাইফয়েড জ্বরের সহিত একোনাইটের একেবারেই কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল এক একটী লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা না করিয়া সম্প্রাপ্তিতত্ত্ব ও লক্ষণতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে টাইফয়েড জ্বরে একোনাইট কিছুতেই ব্যবস্থেয় হয় না।

জ্বরে একোনাইট ও ব্রাইওনিয়া।—আভিঘাতিক বা প্রদাহিক জ্বরে পূর্ব্ববর্ণিত অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা না থাকিলে একোনাইটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধের মধ্যে ব্রাইওনিয়া একটী। পূর্ণ, কঠিন নাড়ী, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য, ঘর্ম্মশূন্য গাত্র ও নড়িলে চড়িলে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ার প্রযোগ-লক্ষণ। ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক রোগী সম্পূর্ণ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার কোন প্রকার অস্থিরতা দেখা যায় না।

জ্বরে একোনাইট, জেলসিমিয়ম ও এপিস।—জ্বরে একোনাইট, জেলসিমিয়ম ও এপিসের লক্ষণের প্রভেদ অবগত থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে এই সকল ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায়।

প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট, স্বল্পবিরাম বা সবিরাম জ্বরে জেলি-সিমিয়ম; এবং সবিরাম বা সন্নিপাত জ্বরে এপিস বিশেষ উপযোগী।

(১) একোনাইট।—একোনাইট সুনিশ্চিত শীত, তৎপরে ঘর্ম্মশূন্য উত্তপ্তগাত্র, ও পূর্ণ, কঠিন উল্লম্ফনশীল নাড়ী, অনন্তর উষ্ণ, প্রভূত, ও শান্তিপ্রদ ঘর্ম্ম জন্মায়। জেলসিমিয়ম একাঙ্গীন শীত উৎপন্ন করে, এই শীত হস্তে আরম্ভ হয়, অথবা পৃষ্ঠবংশের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে গতায়াত করে, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ প্রকাশ পায়, উত্তাপ মস্তকে ও মুখমণ্ডলেই অধিক অনুভূত হয়। ঘর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ও অনধিক পরিমাণে জন্মে, কিন্তু ঘর্ম্ম নিঃসরণে সর্ব্বদাই রোগের উপশম পড়ে। এপিসও শীত, তৎপরে সর্ব্ব-শরীরের জ্বালাকর উত্তাপ, অথবা শরীরের কোন কোন স্থানে উত্তপ্ততা ও কোন কোন স্থানে শীতলতা জন্মায়। উত্তাপ উদরেই বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়। গাত্র উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মশূন্য, অথবা একবার ঘর্ম্মশূন্য একবার ঘর্ম্মসিক্ত থাকে। ঘর্ম্ম একেবারেই জন্মে না অথবা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। একোনাইট জ্ঞাপক নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, ও উল্লম্ফনশীল। জেলসিমিয়ম জ্ঞাপক নাড়ী পূর্ণ, প্রবাহিত, কিন্তু কঠিন নহে। এপিসজ্ঞাপক নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ ও সবল; অথবা আন্দোলিত, ত্বরিত, ও তার-বৎ। একোনাইটের জ্বরে রক্তের গুণান্তর জন্মে না। জেলসিমিয়মের জ্বরে রক্তের অবসাদকর পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে। এপিসের জ্বরে রক্তের বিষ দুষ্টতা ও জ্বরের সন্নিপাত প্রকৃতির সূচনা অবস্থিতি করে। অতএব স্থৈনিক অর্থাৎ জীবনীশক্তি এবং হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর ক্রিয়ার প্রাবল্যবিশিষ্ট জ্বরে, যথা, পরিশুষ্ক শীতল বায়ুভোগজনিত জ্বর; অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় সর্দ্দি লাগিয়া জ্বর; এবং উষ্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় সহসা শীতল হওয়াতে জ্বর হইলে কেবল একোনাইট উপযোগী। স্থৈনিক প্রকৃতির পিত্তজ্বরের প্রথমাবস্থায়, যকৃতের উপর ক্রিয়া করে বলিয়া একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়। জ্বরের প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য থাকিলে আভিঘাতিক বা অনাভিঘাতিক প্রাদাহিক জ্বরেও একোনাইট উপযুক্ত ঔষধ। পূর্ণ-রক্ত, বলিষ্ঠ, রক্তসঞ্চয়-প্রবণ ব্যক্তি-দিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সবিরাম প্রকৃতির জ্বরের সহিত একোনাইটের কোন সম্বন্ধ নাই তবে এই প্রকার জ্বরে একোনাইট প্রয়োগ

করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হইবাই উপকার দর্শে। সুতরাং ইহা সমমতানুযায়ী চিকিৎসা নহে। টাইফয়েড জ্বরের সহিতও একোনাইটের কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। (২) জেলসিমিয়ম।—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর গতিশক্তিবিধায়িনী স্নায়ুর স্তব্ধতার অনুকূল অবস্থাপন্ন জ্বরে জেলসিমিয়ম উপযোগী। জ্বরের যে অবস্থায় রক্তবহা নাড়ীগুলি প্রসারিত ও পরিপূর্ণ থাকে, অথচ পূর্ণ বিকসিত সবল প্রদাহের ন্যায় উহাদের দৃঢ়তা ও প্রতিঘাতশক্তি থাকে না, সেই অবস্থায় জেলসিমিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রকার জ্বরে আলস্য, পেশীর দৌর্ব্বল্য, সম্যক বিশ্রামেচ্ছা ও তন্দ্রালুতা লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায়ও একোনাইটের ন্যায় ধামনিক রক্তসঞ্চয় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহার তত প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না। নাড়ী পূর্ণ, প্রবাহিত ও অকঠিন অনুভূত হয়। অতএব পিত্তজ্বরেও যকৃতের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় লক্ষণে জেলসিমিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বরেও ইহা অব্যবস্থেয় নহে। কিন্তু রক্তবহা নাড়ীগুলির শিথিলতার আনুষঙ্গিক অলসতা ও নিদ্রালুতা এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় অতিশয় অবসন্নতায় ও অচৈতন্যে পরিণত হইলে পর আর ইহা ব্যবহার্য্য নহে। (৩) এপিস।—একোনাইটসূচক স্থৈনিক বা সবল জ্বরের উত্তপ্ত গাত্র, সবল নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণের সাদৃশ্য এপিসেও দেখা যায় বটে, বিসর্পজনিত প্রদাহের আরম্ভে এবং মাস্তক বা স্নৈহিক ঝিল্লীর প্রদাহে এই দৃষ্টতঃ সাদৃশ্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু সন্নিপাতাবস্থা বা রসস্রাবের অভিমুখেই এপিসের গতি, একোনাইটে এই দুই বিষয়ের আভিমুখ্য দেখা যায় না। সুতরাং মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ, ফুসফুস-বেষ্টের প্রদাহ, অথবা স্নৈহিক ঝিল্লীর প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায়ই কেবল একোনাইট ব্যবস্থেয় হইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রোগে, মস্তিষ্কের স্তব্ধতা, শ্বাস-কষ্ট ও ঘন-গর্ভ প্রতিঘাতশব্দ, কিম্বা সন্ধিস্থলে শ্বেতবর্ণ গোধূম-পিণ্ডের ন্যায় স্ফীততা দ্বারা সেই সেই যন্ত্রে রস-প্রসেক উপলব্ধি হইলে আর একোনাইট ব্যবস্থেয় নহে। সবিরাম জ্বরে একোনাইট বা জেলসিমিয়মের সহিত এপিসের কোন সাদৃশ্য নাই। আমবাতিক প্রকৃতির জ্বরেও একোনাইট ও এপিসের সাদৃশ্য তত প্রগাঢ় নহে। কারণ, এপিস বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ, বা জ্বালা ও হুলবেধবৎ

বেদনা এবং অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ উৎপন্ন করে, রক্তবহা নাড়ীতে ক্রিয়া-নিবন্ধনই এপিসের এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রকৃত আরক্তজ্বর, ঝিল্লিকপ্রদাহ ও টাইফয়েড জ্বরে এপিস উপযোগী। এই সকল রোগে রক্ত-তন্তু বিচ্ছিন্ন ও অবশেষে শরীরের তরলবিধান বিসমাসিত হইয়া থাকে এবং একোনাইটজ্ঞাপক উৎকণ্ঠাপূর্ণ অস্থিরতা ও জেলসিমিয়মজ্ঞাপক উপদাহিতা বা নিদ্রালুতার স্থলে এক প্রকার আবেশিক অস্থিরতা, ও অচৈতন্য উপস্থিত হয়, এবং একোনাইটসূচক উত্তেজনা ও প্রলাপ, এবং জেলসিমিয়মসূচক অর্দ্ধচৈতন্যবিশিষ্ট মৃদুপ্রলাপ একরূপ চৈতন্যশূন্য বিড়বিড়ে প্রলাপে পরিণত হয়। এই ঔষধত্রয়ের জ্বর-লক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে বিন্যস্ত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। (ক) উৎকণ্ঠা, নিরাশা, জ্বরকালীন অস্থিরতাবশতঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; মৃত্যুর আশঙ্কা; গাত্রবস্ত্র তুলিয়া ফেলা; পূর্ণ, কঠিন, উল্লম্ফন-শীল নাড়ী; উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মশূন্য ত্বক; এবং প্রভূত ঘর্ম্ম হইয়া সকল লক্ষ-ণের শান্তি; একোনাইটের লক্ষণ। (খ) উপদাহিতা, অনুভবাধিক্য; বালক-গণের কখন কখন নিদ্রাশূন্যতা, স্নায়বীয়তা অথবা আক্ষেপের সম্ভাবনা, কিম্বা নিদ্রালুতা, মত্ততার ন্যায় অক্ষিপুটের গুরুত্ব; সম্পূর্ণ শান্ত থাকিবার ইচ্ছা; পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে শীত, তৎপরে বিবর্দ্ধিত নিদ্রালুতাসহ জ্বর; পূর্ণ ও প্রবাহিত নাড়ী, মধ্যম রকম, ক্রমিক, কিন্তু উপশমপ্রদ ঘর্ম্ম, জেলসিমিয়মের লক্ষণ। (গ) থাকিয়া থাকিয়া অস্থিরতা, নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা কিন্তু স্নায়-বীয়তাবশতঃ অনিদ্রা; অথবা মৃদু, বিড়বিড়ে প্রলাপ; প্রগাঢ় নিদ্রা; হাটুতে বা উদরে অপরাহ্ন তিনটার সময় শীতের আরম্ভ; ঘর্ম্মশূন্য গাত্র, বা মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী ঘর্ম্মস্রাবসংযুক্ত উত্তাপ; গাত্র-উন্মোচন-প্রবৃত্তি; বক্ষঃস্থলের অতিশয় যাতনা, চর্ম্মের কোন কোন স্থানে শীতলতা ও কোন কোন স্থানে উত্তপ্ততা, নাড়ীর দ্রুততা ও সবলতা; অথবা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নাড়ীর ত্বরিততা ও তারবৎ সূক্ষ্মতা; গরিরামতা ও অননুভব-নীয়তা এপিসের লক্ষণ।

জ্বরে একোনাইট ও বেলেডোনা।—বেলেডোনাও একো-নাইটের সমগুণ ঔষধ বটে। বেলেডোনা মুখ্যতঃ ভ্যাসোমোটর স্নায়ুতে বা সহানুভৌতিক স্নায়ুতে ক্রিয়া দর্শায় না, সুতরাং এতদ্দ্বারা রক্তবহানাড়ীর

আয়তনের প্রতি কোন প্রভাব প্রকাশ পায় না। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং যে সকল জ্বর মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের লক্ষণ সহকারে আরব্ধ হয় তাহাতেই বেলেডোনা ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। প্রারম্ভাবস্থায় একোনাইটজ্ঞাপক জ্বর সম্প্রসারিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে বেলেডোনা উপযোগী হয়। এই জন্যই অনেক সময় একোনাইটের পরে বেলেডোনা বিলক্ষণ উপকার করে। মাস্তিষ্ক লক্ষণ, যথা—নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা, দপদপকর শিরোবেদনা, উত্তপ্ত মস্তক এবং শরীর ও হস্তপদের শীতলতা না থাকিলে বেলেডোনা সুব্যবস্থেয় নহে।

জ্বরে একোনাইট ও ভিরেট্রম ভিরিডি।—জ্বরে নিউমোনিয়ার সূচনা উপস্থিত হইলে, ধামনিক রক্ত-সঞ্চলনের অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে; এবং আযাসিত শ্বাস লক্ষণে একোনাইটের পরিবর্তে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহৃত হয়।

জ্বরে একোনাইট ও সলফার।—প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট বিফল হইলে সলফার উপযোগী। একোনাইট প্রয়োগ করিয়াও যখন শরীরের ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ দূরীভূত হয় না: হয় একেবারেই ঘর্ম্মস্রাব হয় না, নয় ক্ষণস্থায়ী অল্প ঘর্ম্ম হয়; রোগীর নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা অপনীত হইয়া নিদ্রালুতা উপস্থিত হয় এবং সে ধীরে ধীরে বা একটু একটু বিলম্ব করিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে; তাহার জিহ্বা নীরস ও বাক্য কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া উঠে; রোগীর অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে অবিরত জ্বরের উত্তাপ জনিত অবসন্নতা নিবন্ধন তাহার সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইতেছে: তখন সলফার ব্যবস্থেয়।

একোনাইট ও ফিরম ফসফরিকম।—একোনাইট ও ফিরম-ফসফরিকমে প্রভেদ এই যে ফিরম-ফসফরিকমের ক্রিয়া রক্তবহানাড়ীতে প্রকাশ পাইয়া ঐ সকল নাড়ীর এক প্রকার অর্দ্ধপক্ষাঘাতবৎ অবস্থা জন্মায় এবং তজ্জন্য উহারা প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থার ন্যায় প্রসারিত হইয়া পড়ে। এতদ্দ্বারা নাড়ীর পূর্ণতা ও কোমলতা জন্মে, কিন্তু একোনাইটের ন্যায় কঠিনতা ও অশিথিলতা জন্মে না। শরীরের যে কোন স্থানের রক্তসঞ্চয়ে, তথা হইতে রক্তের বেথাক্কিত স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়া

থাকে। অতএব রক্তামাশয়, রক্তকাশ, ও গৌণ ফুসফুস-প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়।

জ্বরে একোনাইট ও আর্সেনিক।—একোনাইটের ন্যায় আর্সেনিকেও উৎকণ্ঠা, মৃত্যুর আশঙ্কা ও অস্থিরতা লক্ষণাপন্ন তীব্র জ্বর উৎপন্ন হয়। কিন্তু উগ্র স্থানিক রোগ, বিধান-বিনষ্টকর বিবর্দ্ধিত প্রদাহ, বিগলিত স্রাবাদি সংযুক্ত সন্নিপাত প্রকৃতির জ্বর প্রভৃতির আনুষঙ্গিক প্রদাহ ও জ্বরেই আর্সেনিক উপযোগী।

মস্তিষ্করোগ।—মস্তিষ্কের প্রাদাহিক রোগেও একোনাইটের ব্যবহার আছে। এস্থলে স্বয়ংকৃত মস্তিষ্ক-প্রদাহ ও গভীরমূল রোগজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহে প্রভেদ করা আবশ্যক। সংঘটিক মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে একোনাইটের বিশেষ কোন অধিকার নাই। শয়িত অবস্থায়, বিশেষতঃ নিদ্রিত অবস্থায় মস্তকে সূর্য্যের উত্তাপ লাগিয়া মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ বা মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় জন্মিলে, একোনাইট ফলপ্রদ। এই রোগে একোনাইট, গ্লনয়েন বা বেলেডোনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ক্রোধাবেশবশতঃ মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় জন্মিলে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। অর্কাঘাত (শর্দ্দীগর্ম্মি) রোগে সূর্য্যোত্তাপে রক্তসঞ্চলনের স্তব্ধতা উপস্থিত হইলে, প্রথমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হইয়া পরে যখন তাহার বেগের ন্যূনতা জন্মে এবং হৃদ্‌স্পন্দ প্রতি মিনিটে ১২০ হইতে ১৩০ বার হইতে থাকে তখনও একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুরোগেও একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শস্ত্র-ক্রিয়ার পরে অথবা চক্ষে শৈল্যাদি বিদ্ধ হইয়া চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের যে প্রদাহ জন্মে তাহাতে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া চক্ষের যে সকল প্রাদাহিক রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতেও চক্ষে অতিশয় উত্তাপ ও জ্বালা; চক্ষু যেন বালুকাকণায় পরিপূরিত রহিয়াছে এরূপ অনুভব, এবং বেদনার এত তীব্রতা যে বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগীর মরিয়া যাইতে ইচ্ছা, অক্ষিগোলক যেন অক্ষিকোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে এপ্রকার অনুভব ও উহাতে অবিরাম বেদনা; এবং রুগ্নস্থান স্পর্শে বা সঞ্চালনে সেই বেদনার আতিশয্য, সুতীব্র আলোকাতঙ্ক, সঙ্কু-

চিত চক্ষুর তারা ও কনীনিকার চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল,—এই সকল লক্ষণে একোনাইট ব্যবস্থেয় হয়। গ্লকোমা রোগেও যখন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সহিত টিকডলরুর ন্যায় বেদনা মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, বিশেষতঃ যখন তীব্র শীত, বা শীতল বাতাস ভোগবশতঃ, অথবা আমবাতগ্রস্ত রোগীদিগের এই রোগ জন্মে তখন একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি একোনাইট সেবনে রোগের শীঘ্র উপশম না পড়ে তবে অবিলম্বে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; কারণ, এই রোগে অতি সত্বর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে পারে। শৈত্যের উপদাহজনিত চক্ষুপ্রদাহে একোনাইটে উপকার না দর্শিলে সলফার ব্যবস্থেয়। একোনাইটের বেদনার সহিত, বিশেষতঃ বাম চক্ষের বেদনায় স্পাইজিলিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু স্পাইজিলিয়ার প্রদাহে একোনাইটের প্রদাহের ন্যায় তত সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না।

মানসিকরোগ।—একোনাইটের অন্তর ক্রিয়ার লক্ষণগুলি মস্তিষ্কপৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের সহিতই নৈমর্ত্তিক সম্পর্কান্বিত। প্রথমতঃ একোনাইটের মানসিক লক্ষণের বিষয়ই উল্লেখ করা যাইতেছে। মানসিক রোগে বা হিষ্টিরিয়া রোগে, উত্তেজনায়, বিশেষতঃ জনাকীর্ণ রাস্তায় যাইতে রোগীর বিরক্তির লক্ষণ থাকিলে একোনাইট উপকারী। জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে এই সকল রোগীর সাহস হয় না, তাহারা মনে করে যেন উহা করিতে গেলে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিবে। কোন কোন অবস্থায় এরূপ লক্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু ইহার আতিশয্য মস্তিষ্কের অতিরিক্ত উত্তেজনাজ্ঞাপক। গুল্মবায়ুগ্রস্তা রোগিণীদিগের মধ্যে সচরাচর এই লক্ষণের প্রাবল্য দেখা যায়। এই সমস্ত রোগিণীর উৎকণ্ঠাও দৃষ্ট হয়। তাহারা গীতবাদ্য সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের শ্রবণশক্তির এতই অনুভবাধিক্য থাকে যে কোন প্রকার শব্দই সহ্য হয় না। তাহারা শরীরের কোন কোন অঙ্গ বিকল মনে করে, তাহাদের বোধ হয় যেন কোন অঙ্গ [illegible] ওষ্ঠ অত্যন্ত স্থূল, ও বদন বিকৃত হইয়াছে; এবং সমুদায় চিন্তা আমাশয় হইতে উঠিতেছে। কখন কখন এই সকল রোগিণী রোগের আবেশ সময় [illegible] র নিশ্চিত সময় সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি করে। সূতিকাজ্বরেও কখন কখন এই

লক্ষণটী দেখা যায় বটে। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি লক্ষণ কফি নামক ঔষধেও আছে।

পক্ষাঘাত।—একোনাইট পক্ষাঘাত জন্মায়। শীতলতা, অবশতা, ও শীৎকার অর্থাৎ ঝাঁঝিঁ লাগার মত একপ্রকার অনুভব (টিংগ্লিং) একোনাইট জনিত পক্ষাঘাতের এই তিনটী আশ্রয় নিষ্ঠ লক্ষণ। এই দুই তিনটী লক্ষণ দ্বারাই একোনাইটজ্ঞাপক পক্ষাঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। রুগ্নস্থলে টিংগ্লিং বা শীৎকার না থাকিলে পক্ষাঘাতে একোনাইট প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। শীতলতা ও শীৎকার (কোল ডনেস ও টিংগ্লিং) বিদ্যমান থাকিলে উভয় জঙ্ঘার পক্ষাঘাত অর্থাৎ উরুস্তম্ভ পর্য্যন্ত একোনাইট প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকিলে এবং শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া রোগ জন্মিলে অর্দ্দিত প্রভৃতি স্থানিক পক্ষাঘাতেও একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। রুগ্নস্থানে শীৎকার লক্ষণাপন্ন পক্ষাঘাতে ক্যানেবিস ইণ্ডিকা ও ষ্টাফিসেগ্রিয়া: এবং শীতলতা জনিত পক্ষাঘাতে রসটক্স, সলফার, এবং কষ্টিকমেরও ব্যবহার আছে।

স্নায়ুশূল।—শুষ্ক শীতল বাতাসজনিত স্নায়ুশূলেই একোনাইটের অধিকার। রুগ্নস্থলে প্রবল রক্তসঞ্চয় লক্ষণেই একোনাইট বিশেষ উপযোগী। সচরাচর মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বদনের আরক্ততা ও স্ফীততা; বেদনা বশতঃ প্রায় ক্ষিপ্ততা; এবং রোগাক্রান্ত স্থানে শীৎকার ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। মুখমণ্ডলের বামদিকের স্নায়ু-শূলে জ্বালাকর ভল্লাঘাতবৎ বেদনা লক্ষণে রোগীর অতিশয় উত্তেজনা ও বেদনায় অসহিষ্ণুতা থাকিলে স্পাইজিলিয়া ফলপ্রদ। মুখমণ্ডলের বামদিকের স্নায়ু শূলে বেদনাসহকারে পেশীর পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা থাকিলে ও স্পাইজিলিয়ার ন্যায় বেদনার তীব্রতা না থাকিলে কলচিকম উপযোগী। অত্যন্ত স্থানিক রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে একোনাইট অপেক্ষা এমিল নাইট্রাইট সমধিক প্রয়োজনীয়।

হৃদ্রোগ।—হৃদ্রোগেও একোনাইট বিশেষ উপকারী। কেননা একোনাইটের ক্রিয়ায় রক্তপ্রবাহ অতিশয় উপদ্রুত হয়, অপিচ, হৃৎপিণ্ড ও উহার স্নায়ুতে একোনাইটের এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। হৃৎপিণ্ড ও

ফুসফুসে রক্তসঞ্চয়; উৎকণ্ঠাসংযুক্ত হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডে গুরুত্বানুভব, এমনকি মূর্চ্ছা; বিচরণসময়ে হৃৎকম্পের আতিশয্য, কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ এবং তজ্জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা গভীর নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে অসমর্থতা; হৃৎপিণ্ড হইতে বাম বাহু পর্য্যন্ত তীব্র বেদনার আক্রমণ, এবং তৎসহকারে হস্তাঙ্গুলির অবশতা ও শীৎকার এই ঔষধের প্রযোগ-লক্ষণ। হৃদ্বৃদ্ধি রোগে এই হস্তাঙ্গুলির অবশতা ও শীৎকার লক্ষণে একোনাইট ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল উপসর্গ পরিশূন্য হৃদ্বৃদ্ধিতেই এই ঔষধ উপযোগী। হৃদ্কপাটের রোগ জনিত হৃদ্বৃদ্ধিতে ইহা অতিশয় অপকার করিতে পারে। অতএব সে স্থলে একোনাইটের সহিত আর্ণিকা, অরম, রসটক্স ও ক্যাক্টসের তুলনা করিয়া দেখা উচিত। ক্যালমিয়া ও রসটক্সেও হৃদ্রোগসহকারে বাম বাহুর অবশতা ও শীৎকার লক্ষণ আছে।

ফুসফুস-প্রদাহ।—ফুসফুস-প্রদাহের প্রথমাবস্থায় জ্বর উগ্র ও শীত-পূর্ব্ব হইলে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফুসফুসে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ, সাধারণতঃ কঠিন, শুষ্ক ও যন্ত্রণাকর কাস; অথবা মস্তপূর্ণ বা জলবৎ অল্প অল্প রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবন, (কিন্তু গাঢ় ও সম্পূর্ণ রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবন নহে); এবং রোগীর উৎকণ্ঠাপূর্ণতা একোনাইটের ব্যবহারোপযোগী লক্ষণ। ফুসফুস-প্রদাহের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় ভিরেট্রম ভিরিডি একোনাইটের সমকক্ষ। ফুসফুসে রক্তসঞ্চয়ের আধিক্য, এবং তৎসহকারে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার প্রাবল্য জ্ঞাপক দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী; বিবমিষা, উত্থানে মূর্চ্ছা; এবং জিহ্বার কেন্দ্রস্থানের নিম্নভাগে আরক্ততা লক্ষণে এতদ্দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। ফুসফুস-প্রদাহে, বিশেষতঃ হিপেটিজেশন আরম্ভ হইলে অর্থাৎ ফুসফুস নিরেট হইয়া যকৃৎবৎ হইতে থাকিলে, এবং তখনও কাসের কঠিনতা ও বেদনা সংযুক্ততা বিদ্যমান থাকিলে; গাঢ়তর নিষ্ঠীবন নিঃসৃত হইলে; উৎকণ্ঠা এক্ষণ জ্বরজনিত না হইয়া শ্বাস-কষ্টবশতঃ জন্মিলে, এবং রোগী এপাশ ওপাশ না করিয়া স্থির হইয়া থাকা ভাল বোধ করিলে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ।—ফুসফুস বেষ্ট-প্রদাহের অতি প্রারম্ভাবস্থায়, অর্থাৎ কোন প্রকার রস-ক্ষরণের পূর্ব্বে; বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে সূচী-

বোধ, শীত ও তৎপরে জরোত্তাপ লক্ষণ থাকিলে এবং ঘর্ম্ম-বোধ বা বিমল বায়ু অসেবন বশতঃ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকিলে একোনাইট ব্যবহেয় হয়।

ক্রুপ।—প্রাতিশ্যায়িক বা সশ্লৈষ্মিক ক্রুপ রোগ, শুষ্ক শীতল উত্তর-পশ্চিমের বাতাস লাগিয়া জন্মিলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। রোগী অধিক-ক্ষণস্থায়ী শ্বাসরোধের আক্রমণসহকারে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে; তাহার কঠিন, শুষ্ক, কুক্কুরববৎ, গৃহের সর্ব্বত্র শ্রুত কাস; এবং অতিশয় শ্বাসকষ্ট, উৎকণ্ঠা ও তীব্র জ্বর থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী। করাতের শব্দের ন্যায় শ্বাস, কুক্কুর-ববৎ কর্কশ কাস ও দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি লক্ষণে স্পঞ্জিয়া সুব্যবহেয়। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে রোগের বৃদ্ধি এবং শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে হিপার প্রয়োজ্য। স্বরযন্ত্র-মুখের আক্ষেপ; হাঁসফাঁস শব্দ ও কাকরববিশিষ্ট শ্বাস, এবং দুই প্রহর রাত্রির পরে ও মস্তক অবনত করিয়া শয়নে বৃদ্ধি লক্ষণে স্যাম্বুকস ব্যবহার্য্য।

ফুসফুসের রক্তস্রাব।—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব রোগে রক্তের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, এবং রক্তস্রাবসহকারে উৎকণ্ঠা ও জ্বর থাকিলে একো-নাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—রক্তকাসে একোনাইটের সহিত পরবর্ত্তী ঔষধ-গুলির তুলনা হয়। (১) জ্বরশূন্য রক্তকাসে উজ্জ্বল লোহিত, প্রভূত রক্তস্রাব লক্ষণে মিলিফোলিয়ম, (২) সুরাপায়ী বা আমবাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উজ্জ্বল লোহিত ও ফেণিল রক্তবিশিষ্ট রক্ত-কাসে লিডম, এবং একোনাইট অপেক্ষা অল্প উৎকণ্ঠা ও অল্প জ্বর, এবং হৃৎপিণ্ডের সবল দপদপাবিশিষ্ট রক্তকাসে ক্যাকটস উপযোগী।

আমাশয়ান্ত্রের রোগ।—উদরের রোগে, বিশেষতঃ উদরের প্রাদা-হিক পীড়ায় সচরাচর একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতভোগ; তরুণ উদ্ভেদ-বিলোপ; অথবা বরফের জল পানজনিত সহসা শীতলতা বশতঃ আমাশয়ের প্রদাহ বা প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রাদাহিক উদর-বেদনায় ও বেদনানিবন্ধন রোগীকে (কলোসিন্থের লক্ষণের ন্যায়) অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইতে হইলে, অথচ কোন প্রকার অবস্থানেই বেদনার উপশম না জন্মিলে একো-

নাইট প্রয়োগ করা যায়। উদরাভ্যন্তরের প্রাদাহিক প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে, এবং কোন কোন প্রকার ডিম্বাশয়িক রজ-শূলে এই লক্ষণটী অতীব প্রয়োজনীয়।

রক্তামাশয়।—রক্তামাশয় রোগে বিশেষতঃ উষ্ণ দিবস ও শীতল রাত্রি বিশিষ্ট শরৎকালে রোগ জন্মিলে, এবং রক্ত ও আমমিশ্রিত, অতিশয় কুন্থনসংযুক্ত স্বল্পমল লক্ষণ থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তামাশয়ে একোনাইটের পরে মারকিউরিয়স বিলক্ষণ উপযোগী হয়।

অতিসার।—প্রদাহমূলক অতিসারে জলবৎ, আম ও রক্তময় মল লক্ষণে একোনাইট প্রযোজিত হয়। এই অতিসার সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় দ্রব্য সেবন, অথবা ঘর্ম্মাবরোধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শিশু-বিসূচিকা।—শিশু-বিসূচিকায় মল বিখণ্ডিত শাকের মত দেখাইলে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রাদাহিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়।

অন্ত্র বৃদ্ধি।—আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে, অবরুদ্ধ অন্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত হইলে ও রোগাক্রান্ত স্থলে জ্বালা থাকিলে; অপিচ পিত্তবমন, অতিশয় উৎকণ্ঠা ও শীতল ঘর্ম্ম লক্ষণে একোনাইট ব্যবহৃত হইতে পারে।

বৃক্কক-প্রদাহ।—বৃক্কক-প্রদাহের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, বৃক্কক-প্রদেশ হইতে উদরের চতুর্দ্দিকে জড়িতান্ত্রের উপরে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিলে একোনাইট প্রয়োগে তাহা উপশমিত হয়।

রজ-শূল।—ডিম্বাশয়ের উপরিস্থ অন্ত্র-বেষ্ট গাঢ় হইয়া যে রজ-শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, তাহাতে একোনাইটের প্রকৃতি-গত পূর্ব্ববর্ণিত উদর-বেদনা বিদ্যমান থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

গর্ভ-উপসর্গ।—গর্ভাবস্থায় মৃত্যু-ভয়, উদ্দীপ্ত প্রকৃতি প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ দূরীকরণার্থ একোনাইট ব্যবহৃত হয়। ক্রোধজনিত গর্ভস্রাবের আশঙ্কায়ও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রসব-বেদনা।—প্রসবকালে বেদনার অস্বাভাবিক প্রাবল্য ও বারংবার উপস্থিতি থাকিলে; এবং প্রসূতীর শ্বাস-কষ্ট, বেদনা-অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, ও গাত্রে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম লক্ষণে একোনাইট প্রয়োগ করা যায়।

দুগ্ধ-জ্বর।—দুগ্ধ-জ্বরে, স্তন উত্তপ্ত ও স্ফীত, গাত্র উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মশূন্য; এবং তৎসহকারে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা থাকিলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়।

সূতিকা-জ্বর।—প্রবল চিত্ত-বিকার বশতঃ প্রসবান্তিক স্রাব অবরুদ্ধ হইলে এবং তৎসহকারে প্রবল জ্বর, পিপাসা ও উৎকণ্ঠা; স্তনের শিথিলতা, উদরের স্ফীততা ও স্পর্শাসহ্যতা থাকিলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়।

পচনজনক কারণ-মূলক বলিয়া সূতিকা-জ্বরে যদিও সচরাচর একোনাইট ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু কষ্টকর প্রসবের পর ধাত্রী অসতর্কতা বশতঃ প্রসূতীকে অতিশয় শীতল জলে প্রক্ষালন করিলে বা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন-কালীন শীত লাগিয়া উত্তপ্ত জ্বর, পিপাসা, উজ্জ্বল প্রমত্ত চক্ষু, তীব্র ব্যাকুলিত মুখাকৃতি; উদরের স্ফীততা ও স্পর্শদ্বেষ, স্তনের শিথিলতা ও দুগ্ধপরিশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণান্বিত যে এক প্রকার সূতিকাজ্বর জন্মে তাহাতে একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ। কতিপয় ঘটিকার মধ্যেই এতদ্দ্বারা এই সকল লক্ষণ বিদূরিত হয়।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগে যদিও একোনাইট ব্যবস্থেয় হয় না বটে, কিন্তু এই রোগের শল্কপাতাবস্থার পরে সর্দ্দি লাগিয়া ব্রাইটাখ্য রোগ উৎপন্ন হইলে; এবং রোগী কপালে শীতল ঘর্ম্ম ও শীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারে অতিশয় যাতনায় নিদ্রা হইতে চমকিয়া চমকিয়া উঠিলে, ও তাহর শোথ থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রতিশ্যায়।—তরুণ প্রতিশ্যায় রোগে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা, এবং অনাবৃত বায়ুতে উপশমশীল দপদপকর প্রচণ্ড শিরঃপীড়া লক্ষণে একোনাইট উপকারী। অথবা বারংবার হাঁচি, সর্ব্বশরীরের পেশীতে অল্প অল্প বেদনা ও তজ্জন্য হাঁচিবার সময় বক্ষঃস্থল ধারণ: এবং জ্বরাদি লক্ষণান্বিত তরল তপ্ত স্রাববিশিষ্ট প্রতিশ্যায়ে একোনাইট ফলপ্রদ। বর্ষাঋতুর আর্দ্রতা ও প্রতিশ্যায়জনক বায়বীয় পরিবর্ত্তন বশতঃ এই রোগ না জন্মিয়া, শীতল শুষ্ক বাতাস, বা ঘর্ম্মাবরোধ হইতে প্রতিশ্যায় জন্মিলেই একোনাইট উপযোগী। শীতঋতুতে প্রতিশ্যায় জন্মিলে এবং নাসিকা শুষ্ক ও অবরুদ্ধ; ও গলমধ্য অবদরণের ন্যায় খরস্পর্শ অনুভূত হইলে নক্সভমিকা; মস্তক অত্যন্ত তপ্ত, গলমধ্য আরক্ত ও তালুমূল স্ফীত থাকিলে বেলেডোনা,

সর্দ্দি বসিয়া গিয়া শিরোবেদনা জন্মিলে এবং একোনাইটের লক্ষণের ন্যায় অনাবৃত বায়ুতে বেদনা হ্রাস না পড়িয়া বৃদ্ধি পাইলে চায়না ব্যবস্থেয়।

চর্ম্ম-রোগ।—চর্ম্মরোগেও কখন কখন একোনাইটের ব্যবহার আছে। যদিও স্কার্লেটিনায় ইহা ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু প্রবল জ্বরসংযুক্ত আরক্ত উদ্ভেদে (স্কার্লেটর‍্যাশ) ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রোমান্তিকা বা হাম।—রোমান্তি রোগে জ্বরসহকারে চক্ষের আরক্ততা, অস্থিরতা, শুষ্ক কুক্কুর-রববৎ কাস, এবং গাত্রে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা থাকিলে প্রারম্ভাবস্থায় একোনাইট ব্যবহৃত হয়।

একোনাইট অপপ্রয়োজিত হইলে সলফার তাহার উপযোগী ঔষধ।

আর্সেনিকম আলবম।

বিশেষ বিবরণ।

ধীরে ধীরে আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে অক্ষিপুটের স্ফীততা; চক্ষের শুক্লমণ্ডলের ঈষৎ-প্রদাহ; চক্ষের প্রতিনিয়ত আরক্ততা, অশ্রুপূর্ণতা, টাটানি, ও জ্বালা; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; মুখ, নাসিকা, ও গলমধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অস্বাভাবিক আরক্ততা ও পরিশুষ্কতা; প্রায় অবিরত পিপাসা; জীর্ণশক্তির সুনিশ্চিত বৈলক্ষণ্য; ত্বকের পরিশুষ্ক মলিন আকৃতি, রন্ধ্রচিদ্র পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, ঘনঘন শীতপিত্তের প্রকাশ এবং তাহাতে অসহ্য কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; পামা, শরীরের নানাস্থানে দুর্দ্দম্য স্নায়ুশূল।—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি তরুণ লক্ষণও উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিবমিষাসংযুক্ত বমন জন্মে, যাহা পান করা যায় তাহাই উঠিয়া পড়ে। কখনওবা বিসূচিকার ন্যায় বমন, বিরেচন, ও হিমাঙ্গ উৎপন্ন হয়।

বিধানতন্তুর উপদাহিতা আর্সেনিকের সার্ব্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণ। অধিক মাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে, কিম্বা হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষার্থ অল্প মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিলে, উভয় স্থলেই বিধান-

তত্তর উপদাহিতাই প্রকাশ পায়। রোগী অচেতন অবস্থায় পতিত থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আকুল অব্যক্ত শব্দ ও অস্থিরতা দ্বারা এই উপদাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আর্সেনিকের এই বিশেষ ধর্ম্মানুসারে আকুলতা, অস্থিরতা, বারংবার অবস্থান-পরিবর্ত্তন, মৃত্যুভয়; ও মরিবার ভয়ে একাকী থাকিতে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয়। আর্সেনিকে প্রবল প্রলাপ জন্মে। এই প্রলাপ রাত্রিতে, বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পরে বৃদ্ধি পায়। রোগী ভূত-প্রেত ও অন্যান্য কাল্পনিক মূর্ত্তি* দর্শন করে এবং তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হয়। আর্সেনিক জ্ঞাপক বেদনা স্নায়বীয়ই হউক বা অন্য প্রকারই হউক উহাতে রোগীকে প্রকুপ্ত, হতাশ ও প্রায় প্রচণ্ড করিয়া তোলে। নিদ্রিত হইবার সময় সে চমকিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে। আর্সেনিক সাধারণতঃ রোগের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয় না। মৃত্যুর অভিমুখেই আর্সেনিকের লক্ষণের গতি পরিলক্ষিত হয়। অতএব যে সকল রোগের গতি মৃত্যুর অভিমুখে তাহাতে প্রারম্ভাবস্থায় অতি সত্বর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে যাহা নিবারণ করিতে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তাহাই শীঘ্র ঘটিয়া পড়ে। সন্নিপাতজ্বরে প্রথমাবস্থায় (লক্ষণের অভ্রান্ত সাদৃশ্য ব্যতীত) আর্সেনিক ব্যবহার করিতে নাই, করিলে প্রায়ই বিপদ ঘটে। সন্নিপাতজ্বরে আর্সেনিকের পূর্ব্বে প্রায়ই রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগের চরমাবস্থায় যে অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন জন্মে তাহা আর্সেনিকের লক্ষণ নহে এবং আর্সেনিক প্রয়োগে উহা উপশমিত হয় না। এই অস্থিরতা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। রোগীর মানসিক অবস্থা নিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে আর্সেনিকসূচক না হইলে আর্সেনিক ব্যবহারে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। কেবল আমাশয়ান্ত্রমণ্ডলের প্রদাহেই প্রারম্ভাবস্থায় আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে কোন অপকার জন্মে না, বরং সমধিক উপকারই দর্শে।

আময়িক ব্যবহার।

প্রদাহ।—আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় রক্ত পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং শোণিতের উৎকট পরিবর্ত্তনবিশিষ্ট জীবনীশক্তির নিস্তেজতা লক্ষণাপন্ন রোগে এই ঔষধ উপকারী। আর্সেনিক জ্ঞাপক প্রদাহে, প্রদাহের তীব্রতা

এবং প্রদাহিত বিধান-তন্তুর বিনাশ-প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। আর্সেনিক প্রয়োগোপযোগী স্থানিক প্রদাহে জ্বালাকর, তীক্ষ্ণ শস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। রোগী এই বেদনা তপ্ত অঙ্গার দ্বারা দগ্ধবৎ বর্ণনা করে। সচরাচর ইহার সহিত দপদপ লক্ষণ থাকে। আর্সেনিক-জ্ঞাপক জ্বালা বিধান-তন্তুর বিনাশ বশতঃ উৎপন্ন হয়, সুতরাং গ্যাংগ্রীণ, কার্ব্বঙ্কল, ক্যানসার প্রভৃতি রোগে জ্বালা-লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। স্নায়বীয় কারণ জনিত জ্বালা অনুভবে এই ঔষধ উপযোগী নহে; যথা,—ডিম্বাশয়ের স্নায়ু-শূল সম্ভূত জ্বালায় আর্সেনিক দ্বারা কোন উপকার দর্শে না, কিন্তু ডিম্বাশয়ের প্রদাহে জ্বালাকর বেদনা থাকিলে আর্সেনিক অত্যন্ত উপকার করে। আর্সেনিকসূচক এই সমস্ত রোগ উত্তাপ প্রয়োগে উপশমিত ও শৈত্য প্রয়োগে অতিশয় বিবর্দ্ধিত হয়। আর্সেনিকের প্রদাহ প্রধানতঃ আমাশয় ও অন্ত্রে, তৎপরে হৃৎপিণ্ডে জন্মে। আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ সামান্য উপদাহ হইতে অত্যন্ত সাংঘাতিক আমাশয় প্রদাহরূপে প্রকাশিত হয়। মুখ শুষ্ক ও জিহ্বা চূর্ণ-লেপিতবৎ শুভ্র হয়, অথবা কাহার কাহার আমাশয়ের উপদাহ বশতঃ জিহ্বা লোহিত ও কণ্টকিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত পিপাসা থাকে বটে, কিন্তু আমাশয়ে জল সহ্য হয় না বলিয়া রোগী এক একবার অল্প অল্প জল পান করে। সামান্য আহারেই রোগীর পূর্ণতা বা পরিতৃপ্তি জন্মে। (লাইকো)। অতি অল্প পরিমাণে আহার বা পানীয় গ্রহণ করিবামাত্র বমন হইয়া পড়ে। আবার, আমাশয়ে দুর্ব্বলতা ও শূন্যতাও অনুভূত হইয়া থাকে, এবং আহারে উহার উপশম জন্মে। কিন্তু রোগী আহার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার মল-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় এবং মলত্যাগ কালে তরল মল পরিত্যক্ত হয়। (সিঙ্কোনা, ফেরম)।

অতিসার ও অন্ত্র-প্রদাহ।—অতিশয় যন্ত্রণাজনক হৃদ্দাহ (বুক-জ্বালা); অতিসার সহকারে আমাশয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বালা; অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, আঠা আঠা, ও রক্তাক্ত মল, এবং তৎসহকারে প্রবল কুন্থন ও সরলান্ত্রে জ্বালা; রোগের গতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে মলের ঈষৎ কপিশ বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ও ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধোৎপত্তি,—এই সকল লক্ষণে আর্সেনিক অতিশয় উৎকট আকারের অন্ত্র-প্রদাহে ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। বরফ বা অন্য কোন শীতল দ্রব্য সেবন জন্য সহসা আমাশয়ের শীতলতা, অতিরিক্ত মদিরাপান, কোন কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য, পচা নবনীত বা বসা ভোজন, পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণ প্রকাশের উত্তেজক কারণ হইলে আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী হয়।

বিসূচিকা।—আর্সেনিক প্রায় সাংঘাতিক ওলাউঠার ন্যায় এক প্রকার অন্ত্র-রোগ উৎপন্ন করে। অতএব তীব্র বমন ও বিরেচন, ঈষৎ কপিশ-পীতবর্ণ প্রভৃত ও দুর্গন্ধময় মল, তণ্ডুলাম্বুর সহিত মলের সমধিক সৌসাদৃশ্যের অভাব; হরিৎ, পীত, বা পৈত্তিক বমন; জ্বালাকর পিপাসা, ও আর্সেনিক-জ্ঞাপক যাতনা, শরীরের উপবিভাগ তুষারের ন্যায় শীতল, অথচ অন্তরে অগ্নিদাহের ন্যায় জ্বালা;—এই সকল লক্ষণে ওলাউঠা রোগে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণে শিশু-বিসূচিকা রোগেও আর্সেনিকের ব্যবহার আছে।

শিশুর শীর্ণতা (মারাসমাস)।—শিশুদিগের শরীর-ক্ষয় রোগে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত মল, আহার বা পান করিতে আরম্ভ করিবা মাত্র উদরাময়ের উদ্রেক, মধ্যরাত্রের পরে রোগের (বিশেষতঃ অস্থিরতা ও উদরাময়ের) বৃদ্ধি, এবং শীঘ্র শীঘ্র শরীরের শীর্ণতাপ্রাপ্তি; চর্ম্মের খর-স্পর্শতা ও শুষ্কতা, এবং সচরাচর ঈষৎ পীত বা কপিশবর্ণ,; ও অবিরত যাতনার প্রমাণস্বরূপ অস্থিরতা;—আর্সেনিকের প্রয়োগ-লক্ষণ। এই রোগেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকিলে রোগের প্রারম্ভাবস্থায়ই আর্সেনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিসারের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে নক্সভমিকা বা সলফার উপযোগী। রোগ অতিশয় প্রবর্দ্ধিত হইয়া পড়িলে সিঙ্কোনা বা আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তখন লক্ষণানুসারে এই ঔষধদ্বয়ের একটী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—আমাশয় ও অন্ত্রের রোগে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলির সহিত আর্সেনিকের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।—(১) আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম।—আঠা আঠা, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মল, তৎসহ অতিশয় আধ্মান, এবং রাত্রে বৃদ্ধি ইহার লক্ষণ। উভয় ঔষধেই অস্থিরতা আছে বটে। কিন্তু আর্সেনিকের অস্থিরতায় রোগীর অবস্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা, অর্থাৎ 'উঠা বসা' লক্ষণ

থাকে। নাইট্রেট-অভ-সিলভারের অস্থিরতা বিশুদ্ধ স্নায়বীয়। রোগীর দীর্ঘ নিশ্বাস সংযুক্ত শ্বাস-কষ্ট ইহার অপর একটী লক্ষণ। (২) কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস।—বরফাদি শীতল দ্রব্য সেবনে আমাশয়ের শীতলতা জনিত উদর-রোগে আর্সেনিকের সহিত কার্ব্ব-ভেজির কতকটা সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে, ইহার লক্ষণে আর্সেনিকের ন্যায় তত অধিক অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন পরিশূন্য এক প্রকার স্নায়বীয়, উপদাহিত, ও উৎকণ্ঠিত অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। পচা বসাদ্রব্য সেবনে আমাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণে আর্সেনিকের ন্যায় কার্ব্ব-ভেজি-টেবিলিসও উপযোগী। (৩) আর্সেনিকের অনেকগুলি লক্ষণের মধ্যে সিকেলি কর্ণিউটমের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই দুই ঔষধ পরস্পর অনুপূরক অর্থাৎ এক ঔষধে যে আরোগ্য-ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, অন্য ঔষধে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। উদর-লক্ষণে ওলাউঠা রোগে উভয়েরই ঐক্য আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত লক্ষণদ্বারা সিকেলি ও আর্সেনিকের প্রভেদ অবগত হওয়া যায়। সিকেলির বিরেচন প্রভূত এবং থাকিয়া থাকিয়া স্রোতের ন্যায় নিঃসৃত হয় ও ইহাতে আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা থাকে না। অপর, আক্ষেপ লক্ষণ থাকিলে সিকেলিসূচক আক্ষেপে হস্তাঙ্গুলীগুলি প্রসারিত হইয়া প্রভিন্ন হয় এবং হস্ত ও পদে শিৎকার (শিহরণ) থাকে। (৪) সাংঘাতিক ওলাউঠা-রোগে আর্সেনিকের সহিত ভিরেট্রম আলবমের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু আর্সেনিক অপেক্ষা ভিরেট্রমের বিরেচন পরিমাণে অধিক, এবং কপালের ঘর্ম্ম সমধিক সুস্পষ্ট। (৫) কাল বমনে আর্সেনিকের ন্যায় ক্যাডমিয়ম সলফিউরিকমও ফলপ্রদ। কি পীতজ্বর, কি অন্য কোন রোগে এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ক্যাডমিয়ম বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

জ্বর।—১। বিষমজ্বর।—পর্য্যায়জ্বরে সিঙ্কোনার পরে সচরাচর আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। কুইনাইন বিফল বা অপব্যবহৃত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। সমুদ্রকূলে লবণাক্ত অনূপ স্থলে জ্বর জন্মিলেও ইহা ব্যবহার্য্য। আর্সেনিকজ্ঞাপক পর্য্যায়জ্বরে শীত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত; দাহ সুস্পষ্ট; ও অত্যন্ত পিপাসা থাকে। রোগী উষ্ণজল পান করিতে চায়

শীতল জল পান করিলে তাহার শীত শীত বোধ হয়। ঘর্ম্মে সর্ব্বদা শান্তি জন্মে না; কখন কখন উহা বড়ই আস্তে আস্তে নির্গত হয়। বিরাম কালে তীব্র লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বিবর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃতের ফলস্বরূপ শোথ জন্মে। রোগী প্রায়ই উঠিয়া বসিতে পারে না। সচরাচর সে পর্য্যায়-শীল স্নায়ু-শূলে প্রপীড়িত হয়। (২) সন্নিপাতজ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় রক্তের সমধিক পরিবর্ত্তনবশতঃ যখন সম্পূর্ণ অবসন্নতার প্রতিকৃতি প্রকাশ পায়, রোগী মনে করে বটে যে সে নড়িতে চড়িতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার আর নড়িতে সামর্থ্য থাকে না। মধ্যে-মধ্যে সঙ্কট-সূচক মূর্চ্ছার আবেশ উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছাকালে সর্ব্বশরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। দুইপ্রহর রাত্রির পরে প্রলাপ বৃদ্ধি পায় এবং প্রলাপের সহিত অতিশয় অস্থিরতা থাকে। উত্তাপাধিক্য বশতঃ রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না। মুখ ও জিহ্বা দন্ত-শর্করা ও একপ্রকার মলিন কপিশ লেপে সমাচ্ছন্ন হয়। কখন কখন বা জিহ্বার অতিশয় আর-ক্ততা জন্মে। জিহ্বা-পৃষ্ঠের চারিদিকে ও জিহ্বাগ্রে বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় আরক্ত ও উন্নত কণ্টক দৃষ্ট হয়। (কিন্তু আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখিয়া এই দুই ঔষধের প্রভেদ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।) মুখে ফোস্কা ও উপক্ষত জন্মে এবং উহা হইতে সহজে রক্তপাত হয়। কোন কোন রোগীর জিহ্বা ঈষৎ নীলবর্ণ হয় ও তাহার প্রান্তভাগে ক্ষত জন্মে। কখন কখন রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে গল-নলীর আংশিক পক্ষাঘাতবশতঃ জল গিলিতে পারা যায় না। তখন আর্সেনিক ব্যবস্থেয় হয়। আর্সেনিকজ্ঞাপক রোগীর প্রায়ই অধিক আধ্মান দেখা যায় না। কিন্তু উদরের অতিশয় উপদ্রব থাকে। প্রায় সর্ব্বদাই অতিসারের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, এবং কিছু পান বা আহার করিতে চেষ্টা করিলেই মলস্রাবের উদ্রেক হয়। সময়ে সময়ে অনিচ্ছায়ও মলমূত্র নির্গত হইয়া থাকে। মল ঈষৎ পীতবর্ণ ও জলবৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধময় হয়। মধ্যরাত্রের পরে মলস্রাব বৃদ্ধি পায়। কোন কোন রোগীর মূত্রাশয়ের পেশী-তন্তুর দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্র-রোধ জন্মে। জ্বরের অত্যন্ত তীব্রতাবশতঃ রোগী প্রায় দগ্ধ হয়। কখনও বা রক্তস্রাব-প্রবণ প্রকৃতি বশতঃ চক্ষু, নাসা প্রভৃতি শরীরের নানা স্থান হইতে রক্ত ক্ষরিত হয়। এই রক্তস্রাব বিপদ-

জনক লক্ষণ। কলচিকমও টাইফয়েড জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্সেনিক-জ্ঞাপক অতি দুর্ব্বলতা ও সিস্টোনা-জ্ঞাপক আধ্মান কলচিকমের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। অতিশয় আধ্মান, অনিচ্ছায় প্রবল বেগে জলবৎ মল নিঃসরণ এবং তৎসহকারে বিবমিষা ও বারংবার পিত্তবমন; ফসফরাসের লক্ষণের ন্যায় দেহের উত্তপ্ততা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা; নাসিকার শুষ্কতা ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, দন্ত ও জিহ্বার কপিশবর্ণ; মনের কথঞ্চিৎ জড়তা; জিজ্ঞাসিত বিষয়ের পরিশুদ্ধ উত্তরদান, অথচ অন্য বিষয়ে একেবারে নির্ব্বাকতা, এবং স্বীয় বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা;—এইগুলি সন্নিপাতাবস্থায় কলচিকম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। (৩) অবিরাম জ্বর।—অবিরাম জ্বরেও আর্সেনিকের ব্যবহার আছে। এই জ্বরের প্রথমাবস্থার লক্ষণের সহিত একোনাইটের এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে সহজে একোনাইট ও আর্সেনিকের প্রভেদ করিতে পারা যায় না। উত্তপ্ত গাত্র, পূর্ণ উল্লম্ফনশীল নাড়ী, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা উভয় ঔষধেরই লক্ষণ, কিন্তু জ্বরে যখন একেবারেই বিরাম জন্মে না অথবা কেবল স্বল্প বিরামমাত্র লক্ষিত হয়, ক্রমাগত উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং রোগী ক্রমে ক্রমে অধিকতর অস্থির ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, জিহ্বা কপিশবর্ণ হয় এবং সান্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন আর্সেনিক ব্যবস্থা করা যায়। সলফারও অবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হয় বটে। কিন্তু সলফার ও আর্সেনিকে প্রভেদ এই যে, অস্থিরতা ও জ্বালার আধিক্য দৃষ্টে অবিরাম জ্বর যখন সামান্য অবিরাম জ্বর নয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তখনই আর্সেনিক উপযোগী।

স্নায়ু-শূল।—আর্সেনিক জনিত স্নায়ুশূল পর্য্যায়শীল। এতদ্দ্বারা মুখমণ্ডলের একপার্শ্ব আক্রান্ত হয় এবং বেদনায় রোগীকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তোলে; রোগী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। আক্রমণের চরমাবস্থায় বিবমিষা, বমন, ও কর্ণনাদ জন্মে। ম্যালেরিয়া জনিত, বিশেষতঃ কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী সবিরাম অর্দ্ধশিরোবেদনায় আর্সেনিক ব্যবস্থেয়

সমগুণ ঔষধ।—স্নায়ুশূলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি আর্সেনিকের সমতুল্য। (১) সিড্রণ, প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে প্রত্যাগত স্নায়ুশূল।

(২) চিনিনম সলফিউরিকম,—পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল। (৩) ভেলেরিয়ান, গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের স্নায়ু-শূল। (৪) কাক্টস-গ্রাণ্ডিফ্লোরস,—নিয়মিত সময়ে আহার না করিলে প্রত্যাগত স্নায়ু-শূল বা অন্যবিধ বেদনা। (৫) ক্যালমিয়া ও ক্রিয়োজোট,—জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট স্নায়ু-শূল। (৬) ম্যাগ্নিশিয়া-ফস,—প্রতিরাত্রে নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত স্নায়ু-শূল। (৭) মেজেরিয়ম,—গণ্ডাস্থি বা বাম চক্ষুর উপরিভাগের স্নায়ু-শূল। বেদনান্তে ব্যথিত স্থানের অবশতা; উষ্ণতায় বেদনার বৃদ্ধি। পারদ অপব্যবহারের পর দদ্রু উৎপন্ন হইয়া থাকিলে এইঔষধ বিশেষ উপযোগী। কটিবন্ধবৎ দদ্রু-জনিত স্নায়ু-শূলে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয়। (৮) রোবিনিয়া,—হনুর অস্থি সন্ধিচ্যুতবৎ অনুভব, এবং তৎসহ অতিশয় তীব্র অম্ল আস্বাদ বা বমন। (৯) সিঙ্কোনা, স্পাইজিলিয়া, প্লাটিনা, ষ্টাণম, ও চেলিডোনিয়ম স্নায়ুশূলের অন্যান্য ঔষধ।

প্রতিশ্যায়।—শীতকালের প্রতিশ্যায় রোগে আর্সেনিক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা হইতে পাতলা, জলবৎ স্রাব নিঃসরণ ও তদ্দ্বারা উপরের ওষ্ঠের অবদরণ, অথচ নাসা-পথ সর্ব্বদা অবরুদ্ধ অনুভব; এবং এতৎ সহকারে সম্মুখ কপালে দপদপকর মৃদু শিরঃপীড়া, ও হাঁচি, আর্সেনিকের প্রয়োগ-লক্ষণ। বারংবার এই প্রকার প্রতিশ্যায়ের আক্রমণবশতঃ পরিশেষে গাঢ়, ঈষৎ পীতবর্ণ, শ্লেষ্মা ও পূয মিশ্রিত আস্রাব নির্গত হয়; এবং নাকে ক্ষত ও চিপিটিকা জন্মে। হাঁচি আর্সেনিকের একটী প্রধান লক্ষণ। নাসা-মধ্যের স্থানবিশেষের উপদাহবশতঃ নাসা-রন্ধ্রে পালক দ্বারা ভিড়বিড় করার ন্যায় ভিড়বিড় করিয়া আর্সেনিকের হাঁচি উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু হাঁচি হইবার পরেও নাসিকার উপদাহের শান্তি জন্মে না। শ্বাস।—প্রতিশ্যায় ক্রমে নিম্নগামী হইলে যখন প্রতিশ্যায়জনিত শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; রোগী দুইপ্রহর রাত্রির পর শয়ন করিতে পারে না; এবং কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিলে তাহার অনেকটা শান্তি জন্মে তখনও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

হে-ফিভার।—হে-ফিভারের লক্ষণের সহিত আর্সেনিকের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। এইলান্থস, সিনার্শিয়া, রোজা ডেমেসিনা ও লোবেলিয়া

প্রভৃতি ঔষধও এই রোগে ব্যবহৃত হয়। নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগে বা কর্ণ-নলে কণ্ডূয়ন বা উপদাহ লক্ষণে সিলিশিয়া; এবং কর্ণ-নল আক্রান্ত হইয়া অল্প অল্প শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ও কর্ণ-নাদ লক্ষণে রোজা ডেমেসিনা; এবং নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নীরসতা, উত্তপ্ততা, স্রাবশূন্যতা, এবং অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে রোগ-লক্ষণের আধিক্যে সিনাপিস নাইগ্রা প্রয়োজিত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া।—ডিফথিরিয়া রোগে আর্সেনিক অতিশয় উপকারক ঔষধ। শ্বাসের দুর্গন্ধ লক্ষণেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অতি দৌর্ব্বল্য বিশিষ্টজ্বর, অতিশয় নিদ্রালুতা, চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া, ও অঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া সেই নিদ্রাভঙ্গ; কৃত্রিমঝিল্লীর মলিনবর্ণ ও বিগলিত আকৃতি, এবং দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। যদি আর্সেনিক জ্ঞাপক লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে লসিকা-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন লক্ষিত হয় তবে এই ঔষধের পরিবর্ত্তে আর্সেনিকম আইওডেটম ব্যবস্থেয়।

হৃদ্রোগ ও শোথ।—হৃদ্রোগে সংক্ষেপতঃ আর্সেনিকের লক্ষণ এই:— হৃদস্পন্দনের অতিশয় প্রাবল্য জন্মে। নিকটে দাঁড়াইলে অপর ব্যক্তি সেই হৃদ-কম্প দেখিতে পায় এবং রোগী স্বয়ং তাহার শব্দ শুনিতে পায়। রাত্রিতে হৃৎকম্প বৃদ্ধি পায়, এবং রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিলে উহার বিশেষ আধিক্য জন্মে। হৃদ্‌ক্রিয়ার অতিশয় বৈষম্য-দোষ সহকারেও হৃৎস্পন্দ থাকিতে পারে। অথবা নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হইতে পারে। হাম বা আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ, ও হৃদাবরণ-প্রদাহ প্রভৃতি জন্মিলেই আর্সেনিক উপকারী। তখনই আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ অস্থি-রতা ও যাতনা, এবং হস্তাঙ্গুলীতে, বিশেষতঃ বাম হস্তের অঙ্গুলীতে শীৎকার (টিংগ্লিং) প্রকাশ পায়। এবং একাঙ্গীন বা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ সমুৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ চক্ষু ও পা স্ফীত হয়, অবশেষে সর্ব্বশরীরে শোথ জন্মে ও অতিশয় শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। হৃদ্রোগে দুই প্রকার শ্বাস-কষ্ট জন্মে। এক প্রকার ফুসফুসে ও সাধারণতঃ সমস্ত শরীরে রক্ত-সঞ্চলনের ব্যতিক্রম বশতঃ, অন্য প্রকার বক্ষ বা হৃদ্বেষ্টে জলসঞ্চয় বশতঃ উৎপন্ন হয়। থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস-রোধের আবেশ উপস্থিত হয় এবং রাত্রিতে বিশেষতঃ দুইপ্রহর রাত্রির পরে ও শয়ন করিলে তাহার আধিক্য জন্মে। গাত্র-ত্বক শীতল ও

আঠা আঠা থাকে, কিন্তু রোগী অতিশয় জ্বালা অনুভব করে। আর্সেনিক প্রয়োগোপযোগী এই অবস্থা অনারোগ্য থাকিলে বৃক্কের ব্রাইটাখ্য পীড়া প্রকাশ পায়। মূত্র অত্যধিক অণ্ডলালময় হইয়া উঠে, এবং উহাতে মোমময় বা বসাময় ছাঁচ দৃষ্ট হয়। শোথ উপস্থিত হয়। জঙ্ঘায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা পড়ে এবং ফোস্কাগুলি বিদীর্ণ হইয়া শোথাক্রান্ত অঙ্গ হইতে মস্ত ক্ষরিত হইতে থাকে। চর্ম্মে অশিথিলতা অনুভূত হয় ও উহার বর্ণ মোমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। এই সমস্ত লক্ষণের সহিত দুর্ব্বলকর অতিসারও বিদ্যমান থাকিতে পারে। জলাসহ্যতা বিশিষ্ট জ্বালাকর পিপাসা থাকারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শোথ রোগে আর্সেনিকমের সহিত এপোসাইনম, এসিটিক এসিড, ও এপিসের তুলনা হয়। বক্ষ-শোথে আর্সেনিকের সহিত মারকিউরিয়স সলফিউরিবসের সাদৃশ্য আছে।

বৃক্ক-রোগ।—বৃক্ক-রোগে আর্সেনিকের সহিত এপিস, হেলিবোরস, ফসফরাস, অরম, টেরিবিন্থিনা, ও ডিজিটেলিসের তুলনা করা যাইতে পারে। বৃক্কের শৈবিক রক্তাধিক্য; শোথ, ক্ষীণ বা মন্দ-বেগ নাড়ী, ও স্বল্প, মলিন, আবিল মূত্র;—বৃক্কের রোগে ডিজিটেলিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। এই ঔষধ ঠিক আর্সেনিকের সমতুল্য, কিন্তু ইহার লক্ষণে আর্সেনিক জ্ঞাপক অস্থিরতা ও উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে না।

হৃদ্‌শূল।—হৃদ্‌শূল রোগে রোগীকে যদি সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়; শরীরের পেশীসকল সঞ্চালন করিতে অত্যন্ত যাতনা জন্মে; শ্বাস ত্যাগে অতিশয় কষ্ট হয় বলিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে সমগ্র বক্ষঃস্থলের উপর ও বামবাহুর নিম্নে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; এবং রোগ অত্যন্ত উৎকট আকারের হইলে কপালে শীতল ঘর্ম্ম; এবং নাড়ী বিলুপ্ত-প্রায় দৃষ্ট হয়; ও এই সকল লক্ষণের সহিত হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে জ্বালা থাকে তবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্মরোগ।—আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়ায় চর্ম্মের দৃঢ়তা বা কঠিনতা জন্মে। অতএব চর্ম্মের স্থূলত্ব ও উপত্বকোন্মোচন লক্ষণাপন্ন চর্ম্ম-রোগে আর্সেনিক উপকারী। পামারোগে জলপূর্ণ স্ফোট সকল প্রকাশিত হইয়া পূযপূর্ণ পিড়কায় পরিণত হইলে ও তাহাতে চিপিটিকা জন্মিলে আর্সেনিক

উপযোগী। মস্তকের বুসিকা অর্থাৎ ভূষির বর্ণ শল্ক কপাল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইলে আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তকে স্থূল চিপিটিকা বিশিষ্ট, অতি দুর্গন্ধি পূযস্রাবী উদ্ভেদেও আর্সেনিক ব্যবস্থেয়।

সমগুণ ঔষধ।—চর্ম্ম-রোগে আর্সেনিকের সহিত সিপিয়া, রস্টক্স ও গ্রাফাইটিসের সাদৃশ্য আছে। (১) সিপিয়ার লক্ষণে আর্সেনিকের ন্যায় আঁইসবৎ শুষ্ক ত্বক উন্মোচিত হয় বটে, কিন্তু উপত্বক উন্মোচনের পর, রক্তবর্ণ পরিবেষ্টন পরিশূন্য জলপূর্ণ উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়, অথবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা জন্মে, এবং সন্ধিস্থলে উহার আতিশয্য লক্ষিত হয়, কিম্বা অঙ্গুরীর আকার দদ্রুর ন্যায় মণ্ডলাকার পিড়কা প্রকাশ পায়। (২) রস্টক্সের জলপূর্ণ স্ফোটগুলি বিসর্পবৎ আরক্ত ভূমিতে উৎপন্ন হয়। (৩) গ্রাফাইটিসের পিড়কা অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তাহা হইতে শিরীসবৎ এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। (৪) ক্রিয়েটিসও আর্সেনিকের সদৃশ বটে, কিন্তু উহার পিড়কাগুলি অধিকতর কাঁচা কাঁচা দৃষ্ট হয়, আর্দ্রতায় ও প্রক্ষালনে বৃদ্ধি পায় এবং একবার কাঁচা ও একবার শুষ্ক চিপিটিকায় আবৃত থাকে।

শীতপিত্ত।—শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া) রোগে জ্বালা, কণ্ডূয়ন ও অস্থিরতা লক্ষণে আর্সেনিক উপকারক। শীতপিত্ত বসিয়া গিয়া যে সকল দুর্লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে, এমন কি তজ্জাত ক্রুপ রোগে পর্য্যন্ত আর্সেনিক ফলপ্রদ।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগে উদ্ভেদসকল যথোপযুক্তরূপে বহির্গত না হইলে এবং বালক আক্ষেপগ্রস্ত হইলে ও তাহার পাণ্ডুবর্ণ, অচৈতন্য, অস্থিরতা এবং অচেতন অবস্থায় কাতরোক্তি: সহসা জাগরণ ও তৎক্ষণাৎ আক্ষেপোৎপত্তি, এবং অনন্তর পুনরায় জ্ঞান শূন্যতাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। অপর, এই রোগে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া পূযোৎপন্ন হইলে এবং রস্টক্স দ্বারা তাহাতে কোন উপকার না দর্শিলে আর্সেনিক উপকার করে।

গ্যাংগ্রিণ।—গ্যাংগ্রিণ রোগে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের স্রাবশূন্য গ্যাংগ্রিণে, রোগাক্রান্ত স্থলের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ ও জ্বালা, এবং উষ্ণ বা উত্তপ্ত প্রয়োগে শান্তি লক্ষণে আর্সেনিক ফলপ্রদ। শীতল প্রয়োগে উপশম জন্মিলে সিকেলি ব্যবস্থেয়।

কার্ব্বঙ্কল।—কার্ব্বঙ্কল নামক দূষিত স্ফোটকে তীক্ষ্ণশস্ত্র-বিদ্ধ কর্ত্তনবৎ বেদনা, দুই প্রহর রাত্রির পর বেদনার বৃদ্ধি, এবং শরীর ও মনের উপদাহিতা লক্ষণে আর্সেনিকের ব্যবহার আছে। কখন কখন আর্সেনিক দ্বারা কার্ব্বঙ্কল রোগে উপকার দর্শে না, তখন এন্থ্রাসাইনম ত্রিংশ ক্রম ব্যবহৃত হয়। যদিও এই ঔষধ ও আর্সেনিকের লক্ষণ ঠিক একরূপ বটে, কিন্তু ইহার লক্ষণ আর্সেনিক অপেক্ষা তীব্রতর। কার্ব্বঙ্কলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ও ল্যাকেসিসও উপকারী। কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহার করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে অঙ্গারের পোলটিশ প্রযোগ করা উচিত।

ক্যানসার।—ক্যানসার রোগেও আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। উপত্বকের ক্যানসার কোনায়ম, হাইড্রাষ্টিস, আর্সেনিক, ক্লিমেটিস, ও অপর কয়েকটী ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত বিমুক্ত ক্যানসার প্রায়ই আরোগ্য হয় না। যদিও এই প্রকার ক্যানসার আরোগ্য না হউক, তথাপি ঔষধ প্রয়োগ করিলে কতকটা উপশম জন্মে। ক্যানসারের তীক্ষ্ণ শস্ত্র-বিদ্ধবৎ বেদনা অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ছুরিকা প্রবিষ্টের মত যাতনা আর্সেনিক সেবনে সময়ে সময়ে উপশমিত হয়। কখন কখন বেলেডোনা ব্যবহারেও তাহার শান্তি জন্মে। কোন কোন রোগীর পক্ষে আর্সেনিকম আল্বম বিফল হইলে আর্সেনিকম আইওডেটম প্রযোগে উপকার দর্শে।

ক্ষত।—আর্সেনিকজ্ঞাপক ক্ষত তত গভীর নহে, এবং উহার বেদনা জ্বালাকর ও শস্ত্র-বিদ্ধবৎ; স্রাব অবদরণকর, মলিন, দূষিত ও জলবৎ। এই সকল ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত স্রাবিত হয়।

শিরঃশূল।—অর্দ্ধ শিরঃশূলে, এক চক্ষুর উপরিভাগে বেদনার আধিক্য এবং শস্ত্র-বিদ্ধবৎ যাতনা থাকিলে আর্সেনিক ফলপ্রদ। এই শিরোবেদনা প্রায়ই উদর-বেদনা বা যকৃৎ রোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয়, সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় এবং শীতল প্রয়োগে ক্ষণকাল উপশমিত থাকে।

অপস্মার।—অপস্মার রোগে, রোগীর অচেতন হইয়া পতন, তৎপরে আক্ষেপবশতঃ শরীরের আকুঞ্চন; রোগাবেশের পূর্ব্বে থাকিয়া থাকিয়া শিরোঘূর্ণন ও মস্তকের পশ্চাৎদেশে তীব্র অবিরাম বেদনা; আক্ষেপের

পরে অসম্যক অচৈতন্য, ও মধ্যে মধ্যে অস্থিরতা আর্সেনিকের প্রয়োগ-লক্ষণ।

পানাত্যয়।—বহুকাল সুরা পান করিয়া যাহারা উৎকটরূপে পানাত্যয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, অথচ কোন কারণে তাহাদের নিয়মিত মদিরা পান করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে আর্সেনিক ফলপ্রদ।

বিষাক্ততা।—আর্সেনিক জনিত তরুণ বিষাক্ততায় বমন করাইয়া বিষ নাশার্থ সেসকুই অক্সাইড অভ আয়রণ সেবন করান উচিত। পুরাতন বিষাক্ততাজনিত বিবমিষায় ইপিকাক ব্যবস্থেয়। ওলাউঠার ন্যায় তরুণ ভেদ-বমনে ভিরেট্রম উপযোগী। দুর্ব্বলতা, শোথ ও স্নায়ু-শূলে চায়না ফলপ্রদ। চর্ম্ম-রোগে গ্রাফাইটিস বিশেষ উপকারী।

সমগুণ।—(১) একোনাইট, সলফার। (২) * ফসফরস, রস, ল্যাকিসিস। (৩) * ইপিকাক, * চায়না, * ভিরাট-আল্ব, কলচিকম; * ফিরম। (৪) * ব্যাপ্টিসিয়া, * মিউরিয়েটিক এসিড, * ফসফরিক এসিড, * নাইট্রিকএসিড। (৫) * এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, * এণ্টিমোনিয়ম-টার্ট, * নক্স-ভম, পলসেটিলা। (৬) * সিকেলি, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজি। (৭) * এপিস। (৮) এইলান্থস। (৯) * এন্থ্রাসাইনম।

বিষমগুণ।—সেসকুই অক্সাইড অভ আয়রণ। চায়না, ইপিকাক ফিরম, গ্রাফাইটিস, ক্যাম্ফর, ভিরাট-আল্বম।

অনুপূরক।—ফসফরস ও এলিয়মস্যাটাইভা আর্সেনিকের অনুপূরক। (কম্প্লিমেণ্টেরি রেমিডিস)।

নক্স ভমিকা।

বিশেষ বিবরণ।

বিষ-লক্ষণ ও টঙ্কার রোগ।—নক্সভমিকার সর্ব্বপ্রধান বীর্য্য ষ্ট্রিক-নিয়া এক প্রকার বিষ। এই বিষ প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় আত্ম-হত্যা, নরহত্যা, ও মূষিকাদি প্রাণী-হত্যা হইয়া থাকে। এজন্য ইহার বিষ-লক্ষণ-গুলি এস্থলে উল্লিখিত হইল। ষ্ট্রিকনিয়া অস্থিরতা, অঙ্গ-কম্প, এবং গ্রীবা ৩

শ্বাসের স্তব্ধতা জন্মায়; ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে না। ইহার ক্রিয়ায় ফুসফুস-আমাশয়িক স্নায়ুরপ্রান্তভাগের পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দ্রুততা জন্মে, কিন্তু রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় না। ফলতঃ ভেসোমোটর স্নায়ুর প্রান্তদেশগুলির পক্ষাঘাত নিবন্ধন রক্তবহানাড়ী প্রসারিত ও তজ্জন্য শোণিত-প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিউ-রেয়ার সেবনে পেশীর দৌর্ব্বল্যতা, শক্তিহীনতা জনিত শ্বাস-বৈলক্ষণ্য, জাগরণান্তে স্থিরদৃষ্টি সংযুক্ত চলৎশক্তি হীনতা, এবং শিশুদিগের মুখমণ্ডলের ও কর্ণ-পশ্চাতের পামা আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্ন হনুর আক্ষেপ সংযুক্ত ক্যাটালেপ্সি, এবং ছুলিরোগেও ইহার ব্যবহার আছে। (৪) ফাইটোলাক্কা ও ষ্ট্রিকনিয়ার প্রভেদ এই যে ফাইটোলাক্কায় তীব্র মাদক শক্তি আছে এবং এতজ্জনিত আমাশয়াস্ত্রের উপদাহ ওপতনাবস্থা ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনম্যতা, হস্তের দৃঢ়মুষ্টি, পদের প্রসারণ, পদাঙ্গুলীর আনতি, দন্তে দন্তে সংলগ্নতা, ওষ্ঠের বিপর্য্যস্ততা, হনুর বুরুাস্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা, সম্মুখদিকে শরীরের বক্রতা প্রভৃতি আক্ষেপ-লক্ষণে ষ্ট্রিকনিয়ার সহিত এই ঔষধের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। (৫) পাসি-ফ্লোরা ইনকার্ণেটা পরীক্ষিত হয় নাই বটে কিন্তু ইহার মূল অরিষ্ট ও ১ম ক্রম ব্যবহারে উষ্ণপ্রধান দেশে দুইটী ধনুষ্টঙ্কারের রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৬) এঙ্গষ্টুরা,—আকৃষ্টতা, আততি, এবং আঘাতের পরবর্ত্তী মৃত্তবৎ অনুভবলক্ষণাপন্ন পেশীর ও সন্ধির স্তব্ধতা জন্মায়। এই আততি শঙ্খদেশের ও গণ্ডদেশের পশ্চাদ্ভাগের পেশীতেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং এই ঔষধ ধনুস্তম্ভে ব্যবহৃত হয়। (৭) একো-নাইটের লক্ষণেও উৎকণ্ঠা ও উত্তাপাদি সংযুক্ত স্নায়ুর ও রক্তবহানাড়ীর আততি আছে। ইহাতেও হনুস্তম্ভ, অঙ্গস্তম্ভ, ও বহির্বায়াম টঙ্কার জন্মে। এজন্য আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কারের প্রারম্ভাবস্থায় একোনাইট ব্যবহারের বিধি দেখা যায়। কিন্তু এতদ্দ্বারা ষ্ট্রিকনিয়ার ন্যায় বিবর্দ্ধিত প্রতিক্ষিপ্ত উত্তেজনা উৎপন্ন হয় না। পরন্তু শীৎকার (টিংলিং) ও অবশতা লক্ষণ দ্বারা ইহাই অনুভূত হয় যে একোনাইট ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ন্যূনতা বা বিকৃতিই জন্মায়। (৮) হাইড্রোসায়েনিক এসিডেও টঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহাতে ষ্ট্রিক-

নিয়া জনিত বিবর্দ্ধিত প্রতিক্ষিপ্ত উত্তেজনশীলতার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু একোনাইট ও সাইকিউটার ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রবল আক্ষেপ জন্মিয়া থাকে। এই আক্ষেপ পৃষ্ঠবংশের মজ্জায় হাইড্রোসায়েনিক এসিডের অপরোক্ষ ক্রিয়া বশতঃ উৎপন্ন হয়। ধনুষ্টংকারের লক্ষণগুলি প্রধানতঃ মুখমণ্ডল, হনু, ও পৃষ্ঠের পেশীতে প্রকাশ পাইলে; এবং হনুস্তম্ভ, হাস্যবৎ মুখ-বিকৃতি, শ্বাস-কষ্ট, নীলবর্ণ, ও মুখে ফেণা লক্ষণ থাকিলে হাইড্রোসায়েনিক এসিড বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বার্ণার্ড এতদ্দ্বারা দুইজন আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কারের রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এই ঔষধে উভয় রোগীরই কেবল বদন, হনু, ও বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ হ্রাস পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট লক্ষণগুলি অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে দূরীকৃত হইয়াছিল। শরীরের ঊর্দ্ধাংশের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় বলিয়া হাইড্রোসায়েনিক এসিড যে বহির্বায়াম টঙ্কারে ও টঙ্কার জনিত সর্ব্বাঙ্গীন দৃঢ়তায় একেবারেই ব্যবহৃত হয় না এমত নহে, কেন না ইহার বিষক্রিয়ায় দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখা উভয়েরই আক্ষেপ জন্মে। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত এক ব্যক্তির পদাঙ্গুলীতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মেডুলাঅবলঙ্গেটায়ই এই এসিডের অতিশয় প্রবল ক্রিয়া দর্শে, সুতরাং নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, ও স্বরযন্ত্রে ইহার প্রভাব প্রকাশ পায়। ষ্ট্রিকনিয়ার সহিত হাইড্রোসায়েনিক এসিডের অল্পই সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু সাইকিউটা, ল্যাকেসিস, ও নিকোটিনের সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। (৯) হনুস্তম্ভ ও স্বরযন্ত্রের আক্ষেপের সহিত শ্বাস-রোধ জনিত নীলবর্ণ, ও আক্ষেপকাল পর্য্যন্ত রোগীর নিদ্রা লক্ষণ থাকিলে ল্যাকেসিস ব্যবহারে উপশম জন্মে। (১০) সহসা শরীরের দার্ঢ্যতা, অনন্তর উৎক্ষেপ ও প্রবল অঙ্গ-বিকৃতি, তৎপরে *সম্যক অবসন্নতা; বিলম্বিত আক্ষেপ, ও স্পর্শে উহার পুনরাগতি; *অতিশয় শ্বাস-কষ্ট; হনুস্তম্ভ; বদনের মলিন আরক্ততা; মুখে ফেণা; বহির্বায়াম টঙ্কার; ও অচৈতন্য,—এইগুলি সাইকিউটার লক্ষণ। সাইকিউটা জনিত আক্ষেপে ষ্ট্রিকনিয়াজনিত আক্ষেপ অপেক্ষা অপস্মারের আক্ষেপেরই অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং ইহাতে সাধারণতঃ চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। সাইকিউটার অবসন্নতা কেবল চিনিনম আর্সের সমতুল্য। (১১) ট্যাবেকম ও নাই-

কোটিনম গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীর দৃঢ়তাবিশিষ্ট পশ্চাদ্দিকে মস্তকের আকৃষ্টতা; অক্ষিপুট ও গণ্ডের পেশীর সঙ্কোচন ; স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর পেশীর আক্ষেপ সম্ভূত হিসহিস শব্দিত শ্বাস ; পর্য্যায়ক্রমে বিলম্বিত ও ত্বরিত আক্ষেপ, এবং তৎপরে সর্ব্বাঙ্গীন শিথিলতা ও কম্প ; উদরের পেশীর পশ্চাৎদিকে আকৃষ্টতা ; এবং অন্ত্র, মূত্র-নালী প্রভৃতি অনৈচ্ছিক পেশীবিশিষ্ট শরীরাংশের আকুঞ্চন ; ও সেই আকুঞ্চন সহকারে তীব্র বেদনা, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম ও শ্বাস-রোধ সংযুক্ত দ্রুতগামী পতনাবস্থা জন্মায়। অতএব পৃষ্ঠ-বংশে, বিশেষতঃ দীর্ঘীভূত মজ্জায়, অপিচ উদরের গ্রন্থিল স্নায়ুতে টুব্যাকোর ক্রিয়া দর্শে। ষ্ট্রিকনিয়া অপেক্ষা হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সহিতই টুব্যাকোর টঙ্কার-লক্ষণের অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বৃক্ক-শূলে টুব্যাকো ও নক্স-ভমিকায় প্রভেদ এই :—দক্ষিণ মূত্র-প্রণালীর নিম্ন দিয়া জননেন্দ্রিয় ও জঙ্ঘায় বেদনা, বিবমিষা, ও বমন লক্ষণে নক্সভমিকা; এবং দক্ষিণ-মূত্রপ্রণালীর নিম্ন দিয়া বেদনা, ভয়ানক বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম লক্ষণে ট্যাবেকম ব্যবস্থেয়। (১২) ভিরেট্রম এল্বম, স্বর-যন্ত্র-মুখের আক্ষেপ, বক্ষঃস্থলের প্রায় শ্বাস-রোধকর আকুঞ্চন ; হস্তপদের অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্টতা, ও চক্ষুর তারার আকুঞ্চিতত৷ লক্ষণাপন্ন টঙ্কার উৎপন্ন করে। ভিরেট্রম এল্বমের আক্ষেপ অন্যান্য অবসন্নকর রোগের গৌণফল স্বরূপই জন্মে, ইহাতে কখনও ষ্ট্রিকনিয়ার ন্যায় মুখ্য আক্ষেপ উৎপন্ন হয় না। (১৩) ষ্ট্রামোনিয়মও ষ্ট্রিকনিয়ার ন্যায় টঙ্কার জন্মায়। এতজ্জাত আক্ষেপও স্পর্শে বা দিপ্তি সন্দর্শনে বিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ষ্ট্রামোনিয়মের আক্ষেপের সহিত প্রায়ই উন্মত্ততা বিদ্যমান দেখা যায় ; ষ্ট্রিকনিয়ার আক্ষেপে জীবনের শেষ ঘটিকা পর্য্যন্ত চিত্ত অবিকৃত থাকে। (১৪) টঙ্কারে ষ্ট্রিকনিয়ার সহিত ক্যাম্ফর ও ফাইটোলাক্কার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই উভয় ঔষধেই মুখের কোণ আকৃষ্ট হইয়া দন্ত প্রদর্শিত হয়। নিয়ত বর্ত্তমান, ও মৃতবৎ শীতলতাবিশিষ্ট আক্ষেপেই ক্যাম্ফর উপযোগী। হস্ত আকুঞ্চিত ও পদাঙ্গুলী আনত ; ওষ্ঠ বিপর্য্যস্ত, এবং মুখমণ্ডলের পেশী পর্য্যায়ক্রমে আক্ষিপ্ত ও শিথিলিত হইলে ফাইটো ব্যবস্থেয়।

আশঙ্কিত ধনুষ্টংকারে, রোগের পূর্ণ বিকাশ প্রতিষেধার্থ,—জ্বর, উৎকণ্ঠা

পেশীর আততি, শীৎকার ও অবশতা লক্ষণে একোনাইট ; সদ্যব্রণ বা অভিঘাতে অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা থাকিলে ভিরেট্রম ভিরিডি, ও হাই-পারিকম ; এবং সদ্যব্রণে পূয জন্মিলে বা সহসা পূযস্রাব অবরুদ্ধ হইলে বেলেডোনা, সাইকিউটা, সাইলিশিয়া, ও সম্ভবতঃ এন্টিমনিয়া ব্যবহৃত হয়।

নক্স ভমিকা ও সলফারে সম্বন্ধ।—নক্সভমিকা সলফারের অনুপূরক ;—অর্থাৎ নক্সভমিকা ব্যবহারে রোগের এই ঔষধসাধ্য লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইলে, অবশিষ্ট লক্ষণ প্রায়ই সলফার প্রয়োগে দূরীকৃত হইয়া রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

নক্সভমিকা-প্রকৃতি।—ক্ষীণকায় রোগীদিগের পক্ষেই নক্সভমিকা উত্তম উপযোগী। হৃষ্টপুষ্ট মাংসল ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার ভাল উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কোপনতা, ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রকারিতা লক্ষণাপন্ন রোগীদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নায়বীয় প্রকৃতি (বায়ু-প্রধান-ধাতু), মলিন বা ঈষৎ পীতবর্ণ বদন ; কখন কখন পীতবর্ণ গণ্ডস্থলে আরক্তরাগ ; অধিক মানসিক পরিশ্রমে অসুখ, ও অব্যায়ামে উহার আতিশয্য নক্সভমিকার প্রয়োগ-যোগ্য লক্ষণ। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি অধ্যয়নানুরোধে নিদ্রা ও শারীরিক পরিশ্রমে শৈথিল্য করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। নক্সভমিকা জ্ঞাপক রোগীর শিরোবেদনা থাকে, প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে শ্রান্তি অনুভূত হয়, মনে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল চিন্তার উদয় হওয়াতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না, দুই প্রহর রাত্রির অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা জন্মে ও প্রত্যূষে চারি পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; আবার নিদ্রা হয়, কিন্তু তখন জাগরণান্তে অতিশয় অবসন্নতা বোধ হয়, নিদ্রায় যেন কোন উপকার হয় নাই এরূপ অনুভূত হইতে থাকে। তাহার মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বায় মলাচ্ছন্নতা, মৃদু শিরঃপীড়া, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন শ্রান্তি-সূচক অন্যান্য লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার রোগীদিগের পক্ষেই নক্সভমিকা অতিশয় ফলপ্রদ। কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক প্রকৃতি ঠিক পূর্ব্ববৎ না হইলেই যে একেবারে নক্সভমিকা অব্যবস্থেয় এমন নহে। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রকৃতিতেই ইহার ক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

নক্সভমিকা সিপিয়ার ক্রিয়ার তীব্রতা জন্মায় বলিয়া বোধ হয়। আবার, সিপিয়া লিলিয়ম টাইগ্রিনমের, এবং সলফার মারকিউরিয়সের ক্রিয়ার তীব্রতা উৎপন্ন করে। নক্সভমিকার সহিত জিঙ্কের প্রতিকূল সম্বন্ধ।

নক্সভমিকার রোগী অব্যাহত নিদ্রার পরে সর্ব্বদাই উপশম প্রাপ্ত হয়। তন্দ্রার পর উপশম লক্ষণ দৃষ্টে ডাঃ ওয়েল্স নক্সভমিকা ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ ডনহামের ডিফথিরিয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিলে নক্সভমিকার রোগীর অবস্থা সর্ব্বদাই মন্দ হয়। সন্ধ্যাকালে তাহার দুর্নিবার নিদ্রালুতা জন্মে।

সন্ধ্যাকালে সেবন করিলেই নক্সভমিকার উত্তম ক্রিয়া দর্শে। হানিমান বলেন যে প্রাতে অভুক্তাবস্থায়; অথবা নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রথমে; আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে; কিম্বা মানসিক পরিশ্রম-কালে নক্সভমিকা সেবন করা উচিত নহে। কেন না তাহা হইলে ইহার অত্যন্ত প্রবল লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আময়িক ব্যবহার।

আমাশয়ের উপদাহিতা।—নক্সভমিকার রোগীর পরিপাক-যন্ত্র অতিশয় উপক্রুত দৃষ্ট হয়। সচরাচর তাহার শিরঃপীড়া থাকে। এই শিরঃপীড়া, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অথবা কোন এক চক্ষুর উপরে, সাধারণতঃ বাম চক্ষুর উপরে অবস্থিতি করে। বেদনা চক্ষুর উপরে অবস্থিতি করিলে সচরাচর প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত দিন বৃদ্ধি পায়। এবং উহার সহিত সাধারণতঃ মুখে অম্ল আস্বাদ, কাহারও কাহারও বা তিক্তাস্বাদ, উদরে বায়ুসঞ্চয়, ও বিরক্তিকর উদ্গার লক্ষণ লক্ষিত হয়। এতৎসহকারে ভুক্তদ্রব্য বা অম্ল পদার্থ বমন উপসর্গ থাকে, কিন্তু আমাশয়ের উপদাহিতাজ্ঞাপক অত্যধিক নিষ্ফল ও প্রবল বমন-চেষ্টাই এই বমনের প্রধান প্রকৃতি। নক্সভমিকার রোগী রাত্রি তিন চারিটার সময় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে, এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে প্রথম বার অপেক্ষা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। তাহার বিফল মল-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণ থাকে। এই কোষ্ঠবদ্ধ মলনাম্রের দুর্ব্বলতাবশতঃ জন্মে না, কিন্তু উহার অনিয়মিত ক্রিয়া

নিবন্ধন উৎপন্ন হয়। আমাশয়ে বেদনা থাকে ও সেই বেদনা সাধারণতঃ আহার করিলে বৃদ্ধি পায়, কখন কখন বা আমাশয় শূন্য থাকিলেও বেদনার আতিশয্য জন্মে। বেদনা উদরোর্দ্ধ দেশে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠাদি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং প্রায়ই প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়। ইহার সহিত সচরাচর অম্ল পদার্থ বমন ও বিফল মল-বেগ দৃষ্ট হয়। এই বেদনা কামড়ান বা খামচানবৎ অনুভূত হয়, বোধ হয় যেন আমাশয়ের অভ্যন্তরভাগ কেহ হস্তদ্বারা চাঁচিতেছে। উত্তপ্ত পানীয় সেবনে বেদনার উপশান্তি জন্মে। নক্সভমিকার এই সমস্ত লক্ষণ একমাত্র আমাশয়ের উপদাহিতা হইতেই সমুৎপন্ন হয়। স্নায়ুগুলি এতই উপদাহিত-অবস্থায় থাকে যে আহার করিলে আমাশয়ের আক্ষেপিক ক্রিয়া জন্মিয়া ভুক্তান্ন উদ্গীরিত হইয়া পড়ে। এবং সবলান্ত্রেও ঠিক এই প্রকার অবস্থা বশতই বিফল মল-বেগ উপস্থিত হয়।

আমাশয়ের এই প্রকার অতি উপদাহিতায় নক্সভমিকা ও অপর দুই তিনটী ঔষধ অতীব ফলপ্রদ। কোন শয্যাগত রোগী পথ্য গিলিবামাত্র অমনি উহা উঠিয়া পড়িলে, বিশেষতঃ কোপন-স্বভাব বালকদিগের পক্ষে, এবং অতি-ভোজী বা অপরিমিত সুরাপায়ী পূর্ণবয়স্কদিগের রোগে নক্সভমিকা ফলপ্রদ। আমাশয়ে অতিশয় জ্বালা ও প্রবলবেগে ভুক্তান্ন উদ্গীরণ লক্ষণে বিসমথ উপকারী। বিশুদ্ধ আমাশয়-শূলে আমাশয়ের *প্রতিশ্যায় বা অগ্নি-মান্দ্যের* কোন লক্ষণ না থাকিলে উদরোর্দ্ধদেশের বেদনা জ্বালাকর, কামড়ান বা কর্ত্তনবৎ হইলে এবং উহার সহিত পৃষ্ঠে মৃদু বেদনা, ও আক্ষেপিক বমন লক্ষণ থাকিলে বিসমথ সুব্যবস্থেয়।

অগ্নি-মান্দ্য।—আহারের এক ঘটিকা পরে বর্দ্ধিত হয় এরূপ অগ্নি-মান্দ্যে রোগী চাব্বিশ ঘটিকার মধ্যে অথবা রোগাক্রমণের পূর্ব্বে অতিশয় ক্ষুধানুভব করিলে এবং মাংস ও ঘৃতাদি রসাদ্রব্য খাইতে চাহিলে; তাহার প্রবল পিপাসা থাকিলে, অথচ জলপানে আমাশয়ের যাতনা ও স্ফীততা জন্মিলে; এবং লঘু আহারের পরেও পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে হইলে নক্স-ভমিকা ব্যবহার্য্য।

সমগুণ ঔষধ।— (১) আর্সেনিক অপ্রবৃদ্ধ আমাশয়-প্রদাহের

সম্পূর্ণ লক্ষণ উৎপন্ন করে সুতরাং কোন কোন রোগীর পক্ষে জ্বালাকর বেদনা সহকারে যখন অসহ্য অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, ও পিপাসাদি থাকে, তখন আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়। (২) আমাশয়ের এই প্রকার উপদাহশীল দুর্ব্বলতায় ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক লক্ষণে ক্রিয়োজোট পরমোপকারক ঔষধ। ভুক্তান্ন আমাশয়ে কতিপয় ঘটিকা থাকিয়া অবশেষে অজীর্ণাবস্থায় উদ্গীরিত হওয়া ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। (৩) সুরাপানাদির পরবর্ত্তী আমাশয়ের লক্ষণে কখন কখন নক্সভমিকা প্রয়োগে কোন ফল দর্শে না, কখনও বা রোগীর প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য না থাকাতে এই ঔষধ অব্যবস্থেয় হয়। প্রথমোক্ত অবস্থায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিস দ্বারা বিলক্ষণ উপকার জন্মে। (৪) মাংস, পিষ্টক, বরফাদি বিমিশ্র আহার-দ্রব্য ভক্ষণ জন্য আমাশয়িক উপদ্রবে, বিশেষতঃ রোগীর প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য থাকিলে পলসেটিলা নক্স-ভমিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কোষ্ঠবদ্ধে নক্সভমিকার সমগুণ ঔষধ।—কোষ্ঠবদ্ধে নক্স-ভমিকার সহিত কতকগুলি ঔষধের সাদৃশ্য আছে। (১) বিফল মল-বেগ সংযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ লাইকোপোডিয়মেরও লক্ষণ, কিন্তু লাইকোপোডিয়ম জ্ঞাপক বিফল মল-প্রবৃত্তি সরলান্ত্র ও মলদ্বারের আকুঞ্চন বশতঃ উৎপন্ন হয়। (২) নক্সভমিকার ন্যায় বিফল মল-বেগ লক্ষণ কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসেও আছে, কিন্তু তাহা বায়ু-নিঃসরণে উপশমিত হয়, সুতরাং বায়ু-সঞ্চয় জন্যই সেই মল-বেগ জন্মে। (৩) ওপিয়ম, ব্রাইওনিয়া ও এলুমিনার কোষ্ঠবদ্ধে মল-প্রবৃত্তি থাকে না। ওপিয়মসূচক কোষ্ঠবদ্ধ অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে শক্ত, গোল, কাল, বর্ত্তুলাকার মল নির্গত হইয়া থাকে। অন্ন-পথের পরিশুষ্কতা হইতে ব্রাইওনিয়াজ্ঞাপক কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে এবং ইহাতে বৃহৎ, শুষ্ক, কঠিন মল বহির্গত হয়। সরলান্ত্রের সুস্পষ্ট নিষ্ক্রিয়তা জনিত কোষ্ঠবদ্ধে, এমন কি কোমল মল নিঃসারণেও অতিশয় চেষ্টার আবশ্যকতায় এলুমিনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতেও নক্সভমিকার ক্রিয়া দর্শে। অতিরিক্ত মদিরা পান, অধিক উগ্র দ্রব্য আহার, অথবা বিরেচক ঔষধের অপব্যবহার জনিত যকৃদ্রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের ফল

প্রতিহারার্থে যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার আছে নক্সভমিকা তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধগুলির মধ্যে একটী। এলোপ্যাথিমতে চিকিৎসিত কোন রোগীকে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে হইলে অনেক সময় প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই সকল রোগীদিগের প্রায়ই যকৃতের স্ফীতত্তা, কঠিনতা ও বস্ত্রের চাপে অনুভবাধিক্য, এবং উল্লিখিত আমাশয়িক ও পৈত্তিক উপদ্রব সংযুক্ত উদর-বেদনা বর্ত্তমান থাকে। এই উদর-বেদনা হয় বায়ু সঞ্চয় বশতঃ নয় অর্শ-স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া উৎপন্ন হয়। বায়ু-সঞ্চয় বশতঃ জন্মিলে সঞ্চিত বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে বক্ষাভিমুখে উত্থিত হইয়া শ্বাসের অসুবিধা, অথবা নিম্নদিকে মলান্ত্রে ও মূত্রাশয়ে উপস্থিত হইয়া মল মূত্রের বেগ জন্মায়। রোগীর বহুবৎসর পর্য্যন্ত রক্তস্রাবী অর্শ থাকিয়া সহসা রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়াও শিরোবেদনা বা উদর-বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে। উভয় প্রকার উদরবেদনায়ই নক্স-ভমিকা উপযোগী। যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইলে নক্সভমিকা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা আবশ্যক করে, তবেই যকৃতের আয়তন স্বাভাবিক হইয়া উঠে। নক্স-ভমিকা দ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ না হইলে সলফার, সিপিয়া বা ম্যাগ্নিসিয়া-মিউর প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মদিরাপায়ীদিগের যকৃৎ-বিবর্দ্ধনেও নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এস্থলে সলফার, ল্যাকেসিস, ফ্লোরিক-এসিড, আর্সেনিকম, ও এমন-মিউরের সহিত নক্সের তুলনা হইয়া থাকে।

পাণ্ডু।—প্রবল ক্রোধাবেশ, কুইনাইনের অপব্যবহার, ভোজনবিলা-সিতা প্রভৃতি কারণে পাণ্ডুরোগ জন্মিলে নক্সভমিকা ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) ক্রোধাবেশজনিত পাণ্ডুরোগে ক্যামোমিলাও ব্যবহৃত হয়। (২) ক্যালোমেল অপব্যবহৃত পাণ্ডুরোগে চাইনিয়া উপ-কারী। (৩) অতীব্র শিরোবেদনা; মুখে তিক্তাস্বাদ; শুভ্র জিহ্বা, বিশে-ষতঃ জিহ্বার মধ্যভাগের শুভ্রতা, প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা; এক প্রকার অম্ল ও হরিদ্বর্ণ তরল পদার্থ বমন সংযুক্ত বিবমিষা, পৈত্তিক মল; স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ মূত্র; এবং যকৃদ্দেশে এক প্রকার অস্বচ্ছন্দকর পূর্ণতা লক্ষণাপন্ন পাণ্ডুতে কার্ডিউয়স মেরিএনস উপযোগী।

অর্শ।—অর্শরোগে রাত্রিতে অতিশয় কণ্ডুয়ন, বারংবার নিষ্ফল মল-

প্রবৃত্তি ; ও বলি হইতে রক্তস্রাব লক্ষণে নক্সভমিকা ফলপ্রদ। নক্সভমিকা সম্যকরূপে উপযোগী না হইলে ইহা ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে, কারণ এরূপ অবস্থায় নক্সভমিকা অর্শ আরোগ্য করিলেও অর্শাপেক্ষা অসহ্য অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত করে।

সমগুণ ঔষধ।—অর্শরোগে নক্সভমিকার যতকগুলি সমগুণ ঔষধ আছে, যথা,—(১) ইসকিউলস হিপোক্যাষ্টেনম,—উদরের রক্তাধিক্যে এই ঔষধ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। উদরের গভীর স্থানে, বিশেষতঃ নিম্নোদর প্রদেশে দপ দপ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। রক্তস্রাবী বা স্রাবহীন অর্শে সরলান্ত্রে পরিশুষ্কতা অনুভব, যেন উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভাঁজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠী বা চোঁচ ফুটিতেছে এপ্রকার বোধ ইসকিউলাস প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। কট্যাস্থি ও ত্রিকাস্থির সংযোজক উপাস্থির দুর্ব্বলতা ও তজ্জন্য জঙ্ঘার ক্ষীণতানুভবও এই ঔষধের লক্ষণ। (২) এলোজ,—এই ঔষধেও নক্সভমিকা ও সলফারের ন্যায় উদরের রক্তাধিক্য ও আধ্মান, এবং নক্সভমিকা, সলফার ও ইসকিউলাসের ন্যায় অর্শ-লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে এলোজ প্রায় সম্যকরূপে সরলান্ত্রেই ক্রিয়া করে ও সরলান্ত্রের প্রতিশ্যায় জন্মায়। ইহার লক্ষণে অতিশয় বায়ু নিঃসরণ সহকারে মল নির্গত হয়; বলিগুলি দ্রাক্ষাস্তবকের ন্যায় বহির্গত ও শীতল জল প্রয়োগে অনেকটা উপশমিত হয়; এবং যেন মল নিঃসৃত হইবে সরলান্ত্রে এরূপ এক প্রকার অনুভব বিদ্যমান থাকে। নক্সভমিকা জ্ঞাপক শিরঃপীড়ার ন্যায় চক্ষের উপরিস্থিত শিরোবেদনাও এই ঔষধে আরোগ্য হয়। এই শিরোবেদনায় অক্ষিপুট যেন কোন গুরুদ্রব্য দ্বারা নীচের দিকে প্রচাপিত হইতেছে এপ্রকার অনুভূত হয়, এবং আংশিক নয়ন-নিমীলনে বেদনার উপশম জন্মে। (৩) কোলিনসোনিয়া,—সরলান্ত্রে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের অবস্থিতির ন্যায় অনুভবে অর্শ-রোগে কোলিনসোনিয়াও উপযোগী। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ; ও প্রায়ই সন্ধ্যাকালে মল নিঃসরণ ইহার লক্ষণ। অর্শের সহিত কন্দ উপসর্গ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থেয়। অতিসার ও গুদভ্রংশ সংযুক্ত কন্দরোগে অনেক সময় যেমন পডফিলমের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অর্শ সংসৃষ্ট কন্দে কোলিনসোনিয়াও তদ্রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোলিনসোনিয়ায় কতকটা ওপিয়মের ন্যায় মল-লক্ষণ

পরিলক্ষিত হয়। ইহাতেও শুষ্ক, ভাঁটার ন্যায় মল বিনির্গত হয়, কিন্তু মলের অহিফেণসূচক কৃষ্ণ বর্ণ থাকে না। (৪) হেমেমেলিস,—অর্শরোগে অতিশয় শোণিতস্রাব, ও স্পর্শ-দ্বেষ; এবং পৃষ্ঠে ভগ্নবৎ অনুভব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

অতিসার।—পানাহারাদি অমিতাচারের পরবর্ত্তী অতিসারে, প্রাতে রোগের আতিশয্য, আবেগবিশিষ্ট, লেহ বা জলাকার, স্বল্প মল লক্ষণে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রাতঃকালে বমনোদ্যম, এবং হয়তো একটু ফেনা বা অম্ল জল বমন; রোগীর মদিরাপানের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অল্পমাত্র পান করিলেই আমাশয়ের উপদাহিতাবশতঃ তখনই তাহা উদ্গীরণ; ও দুগ্ধে বিশেষ অসহ্যতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

রক্তাতিসার।—পুনঃপুনঃ মল-প্রবৃত্তি, মল নিঃসৃত হইবামাত্র মল-বেগের নিবৃত্তি; রক্তাক্ত, আমময়, জলবৎ ও স্বল্প মল, প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি;—এই সকল লক্ষণে, শীতলতা, বা ঘর্ম্মাদি স্বাভাবিক স্রাবাবরোধ জনিত রক্তামাশয়ে নক্সভমিকা ব্যবস্থেয়।

সমগুণ ঔষধ—(১) রক্তামাশয়ে মারকিউরিয়স ও নক্সভমিকার প্রভেদ এই যে বিমুক্ত ভাবে মল নিঃসৃত হইলেও মল বেগের নিবৃত্তি না জন্মিলে মারকিউরিয়স এবং বেগের নিবৃত্তি জন্মিলে নক্সভমিকা উপযোগী। (২) মলত্যাগের পূর্ব্বে নিম্নোদরে কামড়ানি থাকিলে রক্তামাশয়ে এলোজ ব্যবহৃত হয়। এই কামড়ানি লক্ষণে এলোজের সহিত নক্সভমিকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এলোজসূচক মলে আমরক্ত লেহের ন্যায় নির্গত হয়; অধিকন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আম নিঃসৃত হইয়া থাকে; উদর-বেদনা মলত্যাগান্তে থামিতেও পারে, থাকিতেও পারে।

অন্ত্রবৃদ্ধি।—আবদ্ধ অন্ত্র-বৃদ্ধি রোগে, অন্ত্র-বৃদ্ধি বঙ্ক্ষণেই হউক বা নাভি-মূলেই হউক, রোগী প্রাতে উঠিয়া উদরে দুর্ব্বলতা অনুভব করিলে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা যায়। দক্ষিণ পার্শ্বের বঙ্ক্ষণীয় অন্ত্র-বৃদ্ধিতে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইতে পারে। নাভীদেশীয় অন্ত্র-বৃদ্ধিতে নক্সভমিকা দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে ককুলাস-ইণ্ডিকস ব্যবহার করা যায়।

চক্ষুরোগ।—সামান্য চক্ষু-প্রদাহে, প্রাতঃকালে রোগের আতিশয্যে নক্সভমিকা ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে উপচয় নক্সভমিকার একটি বিশেষ লক্ষণ। এই ঔষধজ্ঞাপক অভিষ্যন্দে প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজিত ও আলোকে বিদ্বেষ থাকে। এই লক্ষণে গণ্ডমালা জনিত অভিষ্যন্দে ও অক্ষিপুটের আক্ষেপিক স্পন্দনেও নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অক্ষিপুটের আক্ষেপে এগেরিকসই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রেটিনার শীর্ণতায়ও নক্সভমিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। রেটিনার স্পর্শাধিক্যে ও প্রাতে বির্দ্ধিত আলোকাসহ্যতা; অল্পমাত্র অক্ষি ব্যবহার-চেষ্টায় সুতীব্র বেদনা, ও চক্ষুর পেশীগুলির আক্ষেপিক সঙ্কোচন; এবং তৎসহকারে বিদাহী অশ্রুক্ষরণ লক্ষণে নক্সভমিকা প্রযোজিত হয়। শুক্লমণ্ডলের নিম্নে খানিকটা রক্তক্ষরিত হইয়া চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লীর নীলিমা জন্মিলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত ব্যক্তিরা অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন বা পানাহারে অমিতাচার করিলে সচরাচর তাহাদেরই এই রোগ জন্মে। কিন্তু নীলিমা অভিঘাত সম্ভূত হইলে লেডম, আর্ণিকা, ও হেমেমেলিস উপযোগী।

প্রতিশ্যায় (ক্যাটার)।—সামান্য প্রতিশ্যায়ের প্রারম্ভাবস্থায়, বিশেষতঃ পরিশুষ্ক শীত ঋতুতে, বা শীতল স্থলে উপবেশনে প্রতিশ্যায় জন্মিলে; এবং হাঁচি, নাসিকায় অবরুদ্ধবৎ অনুভব; নাসিকার পরিশুষ্কতা ও স্রাবাভাব; অশ্রুস্রাব, ও গলার অভ্যন্তরে চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় অবদরণ অনুভব লক্ষণ থাকিলে; এবং সর্দ্দির এই সকল লক্ষণ কখন কখন উষ্ণ গৃহে বির্দ্ধিত ও অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত হইলে নক্সভমিকা উপযোগী। অবদরণ চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় খরস্পর্শ না হইয়া হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় হইলে অর্থাৎ নাসামধ্যে ও গল-মধ্যে ত্বকোত্তোলনবৎ স্পর্শ দ্বেষ অনুভূত হইলে ও তাহা আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি পাইলে সর্দ্দিতে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়। পাকা সর্দ্দিতে হরিদ্বর্ণ অবিদাহী স্রাব লক্ষণে পলসেটিলা ফলপ্রদ। সর্দ্দির প্রারম্ভাবস্থায় পলসেটিলা ব্যবহার করিলে এতদ্দ্বারা সাধারণতঃ অপকার দর্শে। নক্সভমিকা ব্যবহার সত্ত্বেও প্রতিশ্যায় নিম্নদিকে যাইয়া বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলে নক্সভমিকার পরে ফসফরাস প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।—অর্শরোগগ্রস্তদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নক্সভমিকা সেবনে আরোগ্য হয়। সাধারণতঃ এই রক্তস্রাবের পূর্ব্বে গণ্ডস্থলের আরক্ততা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া জন্মে এবং সচরাচর রাত্রিতে *নিদ্রাবস্থায়ই রক্তপাত হইয়া থাকে। অন্যান্য সময়েও হইতে পারে।*

কর্ণ-রোগ।—কর্ণ নলের প্রতিশ্যায়ে কণ্ডূয়ন, স্ফুরণ, ও তজ্জন্য বারংবার গলাধঃকরণ লক্ষণে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা যায়।

মুখ-রোগ।—ওষ্ঠে ক্ষতোদ্ভব এবং সেই সকল ক্ষতে জ্বালা ও বিদ্ধবৎ বেদনা, মুখের অভ্যন্তরেও ক্ষতোৎপত্তি,—এই সকল লক্ষণে আমাশয়-মূলক মুখ-ক্ষতে নক্সভমিকা ব্যবস্থেয়।

কাস।—কাসে নক্সভমিকার অধিক ব্যবহার নাই। তবে স্নায়বীয় কাসে, যথা মানসিক পরিশ্রমে উদ্রিক্ত কাসে; এবং আমাশয়িক কাসে, অর্থাৎ আহারান্তে উদ্রিক্ত কাসে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়। আমাশয়িক কাস সহকারে সচরাচর নিম্নোদরে স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণও বিদ্যমান থাকে।

শ্বাস।—বক্ষ-রোগে সর্ব্বদা নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শ্বাস বা য়্যাজমা রোগে কখন কখন ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ স্নায়বীয় শ্বাসে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু আমাশয়ের উপদ্রব বশতঃ যে শ্বাস জন্মে তাহাতেই ইহা উপযোগী। আমাশয়ে, বিশেষতঃ পূর্ণাহারের পরে, গুরুত্ব ও পূর্ণত্বানুভব, এবং তজ্জন্য কটির কাপড় শিথিল করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা; বায়ু জন্য উদরের স্ফীততা; উদ্গারে শ্বাসের উপশান্তি; শীতল বায়ু বা পরিশ্রমে, বিশেষতঃ উচ্চ স্থান আরোহণে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি নক্সভমিকার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) জিঙ্কিবার বা জিঙ্কাব অতিমাত্রায় ব্যবহৃত না হইলে আমাশয়ের বল বিধান করে। কিন্তু বালকদিগের পক্ষে, ও বৃক্ক-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে খাদ্যদ্রব্যরূপে জিঙ্কিবার সেবন নিরাপদ নহে। কারণ এতদ্দ্বারা ব্রাইটাখ্য রোগ বিকসিত হয়। আমাশয়মূলক শ্বাসে জিঙ্কিবার নক্সভমিকার সমগুণ ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। শেষ-রাত্রে রোগের আবেশ, শ্বাস ছাড়িবার জন্য শয্যা হইতে উঠিয়া উপবেশন; ও রোগের আক্রমণের তীব্রতা সত্ত্বেও রোগীর অনুৎকণ্ঠা ইহার ব্যবস্থা-লক্ষণ।

(২) উদরের উপদাহজনিত, সুস্পষ্ট আধ্মানবিশিষ্ট শ্বাসরোগে কার্ব্বোভেজি-টেবিলিস ও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রক্ত-কাস।—অমিতাচারসম্ভূত রক্তকাসে বা রক্তনিষ্ঠীবনে, মদিরা-পান বা প্রচণ্ড ক্রোধাবেশের পরে রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে; অথবা অর্শস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া রোগ জন্মিলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃক্কক-শূল।—বৃক্কক-শূলে, কোন এক বৃক্কক, সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বেরটী রোগের আবাস স্থান হইলে; বেদনা জননেন্দ্রিয় ও জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করিলে; এবং উহার সহিত সাধারণতঃ সুতীব্র পৃষ্ঠ-বেদনা থাকিলে নক্সভমিকা উপকারী।

সমগুণ ঔষধ।—বৃক্কক-শূলে নক্সভমিকা, লাইকোপোডিয়ম, ক্যান্থে-রিস ও বার্ব্বেরিসের প্রভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। (১) বেদনার আবেশ-কালে ক্যান্থেরিস অতিশয় ফলপ্রদ। এতদ্দ্বারা স্থানিক উপদাহ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অল্প ক্লেশে শিলা বিনির্গত হয়। পিত্ত-শিলা নিঃসরণে ইথার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার জন্মে। এ রোগে ইথার ক্লোরো-ফরম অপেক্ষা ভাল কাজ করে। (২) পিত্তশিলায় বেলেডোনাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তীব্র, সঞ্চরমান বেদনা সহসা উপস্থিত হইয়া উপদাহের কেন্দ্র-স্থল হইতে নানাদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে; এবং রোগী জ্বরাক্রান্ত ও উত্তে-জিত থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজিত হয়। (৩) পিত্ত-শিলা ও বৃক্কক-শিলা রোগে বার্ব্বেরিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বার্ব্বেরিসজ্ঞাপক বেদনা সঞ্চরণশীল। ইহাতে রোগী একেবারেই নড়িতে চড়িতে পারে না,ও আক্রান্ত স্থানে বেদনার লাঘব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ পার্শ্বে অবনত হইয়া উপবেশন করে। অধিকন্তু, রোগীর যদি মূত্র-নালীর অভিমুখে সুতীব্র বেদনা অনুবর্ত্তিত হইয়া জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয় তাহা হইলে এই রোগে বার্ব্বেরিসের সমতুল্য ঔষধ আর নাই। (৪) পিত্ত-শিলা স্থায়ীরূপে আরোগ্য করিতে হইলে সিঙ্কোনা ব্যবস্থেয়। ডাঃ থেয়ার্স এই ঔষধের অতীব প্রশংসা করেন। যদি রোগীর লক্ষণদৃষ্টে অন্য কোন ঔষধ বিশেষ ব্যবস্থেয় বলিয়া বোধ না হয় তবে তাহাকে কয়েক মাস সিঙ্কোনা সেবন করান বিহিত।

রক্ত-মূত্র।—যে কারণে রক্তকাস জন্মিলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই কারণে রক্ত-মূত্র জন্মিলেও নক্সভমিকা উপযোগী।

মূত্র-কৃচ্ছ্র।—মূত্রাশয়ের রোগে, বিশেষতঃ মূত্র-কৃচ্ছ্রে, যন্ত্রণাপ্রদ মূত্র-বেগ, এক এক বার কেবল কয়েক বিন্দুমাত্র মূত্র নিঃসরণ, ও তজ্জন্য মূত্র-পথে জ্বালা ও অন্যান্য প্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব লক্ষণে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

প্রমেহ।—কখন কখন প্রমেহ রোগে স্রাবক্ষরণ আরোগ্য হইলেও রোগী মূত্রমার্গের পশ্চাদ্ভাগে, সম্ভবতঃ মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থিতে এক-প্রকার উপদাহের কথা বলে ও তজ্জন্য লিঙ্গ-মূলে একরূপ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে এবং তাহার বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি জন্মে, ও এই মূত্র-বেগ সহকারে মল-বেগ বিদ্যমান থাকে। এবম্বিধ অবস্থায় নক্সভমিকা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপর, প্রমেহ রোগে কিউবেবস বা কোপেইভা অপ্-ব্যবহারের পরে, পাতলা স্রাব লক্ষণেও নক্সভমিকা প্রদানে উপকার দর্শে।

শুক্র-মেহ।—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার, বিশেষতঃ অল্প বয়সে কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল নিবারণে নক্সভমিকা ফলপ্রদ। হানিমানের সময় হইতেই নক্সভমিকা, সলফার, ক্যালকেরিয়া ও লাইকোপোডিয়ম, এক স্তবকের এই ঔষধ চতুষ্টয় শুক্রমেহ রোগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রোগীর শিরঃপীড়া; রাত্রিতে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘন ঘন স্বপ্ন-দোষ; পৃষ্ঠে বেদনা, ও বিচরণে আয়াস লক্ষণে নক্সভমিকা ব্যবস্থেয়। কিন্তু এই রোগে ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে। নক্সভমিকাজনিত উপকারের বিরতি হইলে, প্রায়ই তৎপরে সলফার প্রয়োগে রোগী ফল-প্রাপ্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) নক্সভমিকা ও সলফারের পরে সাধারণতঃ ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেতঃপাতের পরে নৈশ ঘর্ম্ম; অথবা বিবাহান্তে প্রত্যেকবার সংসর্গের পরে শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। (২) রোগের আরও প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়, সম্পূর্ণ ধ্বজ-ভঙ্গ জন্মিলে, লিঙ্গোদ্রেকের অভাব বা অসম্যকতা; এবং জননেন্দ্রিয়ের শীতলতা ও কিয়ৎপরিমাণে কুঞ্চিততা থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়।

(৩) অতিশয় শীর্ণতা, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে মলিন বর্ণ মণ্ডল, অপ্রসন্ন মুখাকৃতি এবং সুস্পষ্ট ক্ষণরাগিতা ও সলজ্জতা লক্ষণে কৃত্রিমমৈথুনের কুফলে ষ্টাফিসেগ্রিয়া ব্যবহার্য্য। (৪) অনৈচ্ছিক বা ঐচ্ছিক শুক্রস্রাবের পরবর্ত্তী কটি ও পৃষ্ঠ-বেদনায়; এবং উপবিষ্ট অবস্থায় পৃষ্ঠ-বেদনার বিশেষ আধিক্যে কোবাল্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কন্দ-রোগ।—নক্সভমিকা কন্দ উৎপন্ন করে; সুতরাং এতদ্দ্বারা কন্দরোগ আরোগ্য হয়। সহসা শরীর মচকাইয়া গিয়া কন্দ জন্মিলে এবং তাহার সহিত বিফল মল-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে রোগের তরুণ অবস্থায় নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়। নক্সভমিকা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে এই রোগ আরোগ্য না হইলে তৎপরে সিপিয়াই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

রজোরোগ।—নক্সভমিকাজ্ঞাপক ঋতু-শোণিতের পরিমাণ প্রায় সর্ব্বদা অধিক ও বর্ণ সাধারণতঃ মলিন থাকে। রোগিণী ঋতুকালে, বিশেষতঃ উষ্ণ গৃহে অবস্থান সময়ে বারংবার মূর্চ্ছার ন্যায় অনুভব করে।

গর্ভিণী-রোগ।—গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষায় নক্সভমিকা উপকারী। রোগিণী প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমাশয়ে দুর্ব্বলতা ও বিবমিষা অনুভব করিলে; বমন অপেক্ষা বমন-চেষ্টার প্রাধান্য থাকিলে; এবং ত্বকের মালিন্য, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধাহীনতা, ও পাণ্ডু বিদ্যমানে নক্সভমিকা উপযোগী। অপর, গর্ভের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় রোগিণী ঊর্দ্ধদিকে অতিশয় প্রচাপন্ন ও তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট অনুভব করিলেও নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

প্রসব-বেদনা।—প্রসব-বেদনার সময়েও কোষ্ঠবদ্ধ; অতিশয় আক্ষেপিক তীব্র বেদনা; অবিরত মল-মূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি, ও শিশুর মস্তকের চাপাদি ভৌতিক কারণ ব্যতীত কেবল প্রতিক্ষিপ্ত কারণে এই লক্ষণের উৎপত্তি; সচরাচর বেদনার সময় মূর্চ্ছা, অথবা বেদনার পৃষ্ঠে অবস্থিতি এবং তথা হইতে নিতম্বে ও উরুতে অধোগতি লক্ষণে নক্সভমিকা ব্যবস্থেয়। ঠিক পলসেটিলার লক্ষণের ন্যায় বেদনার প্রায় বা সম্যক বিরতি লক্ষণেও রোগিণীর প্রকৃতি পলসেটিলার ন্যায় না হইয়া নক্সভমিকার ন্যায় হইলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

পৃষ্ঠবংশের রোগ।—পৃষ্ঠবংশে নক্সভমিকার ক্রিয়াবশতঃ গতি-

শক্তি-বিধায়িনী স্নায়ুর কেন্দ্রের ও কেন্দ্রাপসারিণী স্নায়ুর উপদাহ জন্মে। অতএব কটিদেশে অবস্থিত পৃষ্ঠ-বেদনা নক্সভমিকা দ্বারা আরোগ্য হয়। এই বেদনা সাধারণতঃ রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালে বৃদ্ধি পায় এবং রোগী না উঠিয়া বসিয়া পাশ ফিরিতে পারে না; প্রাতে যতই অধিকক্ষণ শয্যায় শুইয়া থাকে ততই তাহার পৃষ্ঠ-বেদনার আধিক্য জন্মে। কটি-বেদনায়ও নক্সভমিকা ফলপ্রদ। পৃষ্ঠবংশের রোগজনিত ও শীতলতা সম্ভূত গ্রীবা-স্তম্ভেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ।—পূর্ব্ববর্ণিত পৃষ্ঠবেদনা সহকারে প্রাতঃ-কালে অকস্মাৎ জঙ্ঘার শক্তিশূন্যতা; হাত পায় সহজে ঝাঁঝি লাগা; জানু-গহ্বরে অনম্যতা ও অশিথিলতা; কটির বসনের অতিরিক্ত অশিথি-লতা অনুভব; কটিদেশে বন্ধনবৎ অনুভব; শয়ন-প্রবৃত্তি; পৃষ্ঠবংশে ও হস্ত-পদে অবশতা ও তুড়তুড়ি;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে পৃষ্ঠবংশের উপ-দাহে নক্সভমিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপর, এই সমস্ত লক্ষণে মাইলাইটিস, ও লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া রোগের প্রথমাবস্থায়ও, বিশেষতঃ শীতলতা বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ রোগ জন্মিয়া থাকিলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ফাইসষ্টিগমার লক্ষণগুলিও পৃষ্ঠবংশের উপদাহের প্রায় অনুরূপ। এই ঔষধের ক্রিয়ায় পৃষ্ঠবংশোৎপন্ন প্রত্যেক স্নায়ু উপদাহিত হয়; কশেরুকাদ্বয়ের মধ্যভাগে অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে রোগীর মুখ-বিকৃতি জন্মে। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর উপদাহ জন্মাইয়া ফাইসষ্টিগমা পেশীর দৃঢ়তা উৎপন্ন করে। অবশেষে ইহা হনুস্তম্ভ ও ধনুস্তম্ভ জন্মায়। (২) আমবাত বা প্রতিশ্যায় সম্ভূত গ্রীবা-স্তম্ভে বেলেডোনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। (৩) শীর্ণ, শুষ্ক, স্নায়ুবীয় রোগীদিগের পক্ষে নক্স-ভমিকার ন্যায় এম্ব্রা-গ্রিসিয়াও উপযোগী। ত্বকের সুস্পষ্ট অবশতা; শরীরের নানাস্থানে সহজে ঝাঁঝি লাগা; উপবেশনান্তে কটিদেশের অনম্যতা, ও কটির পেশীর অশিথিলতা, জাগরণান্তে উহার বৃদ্ধি; এবং এমন কি মুষ্ক ও উপস্থে পর্য্যন্ত অবশতা অনুভব ইহার লক্ষণ। এই সকল লক্ষণাপন্ন রোগীদিগের অতিশয় স্নায়ুবীয়তা ও দুর্ব্বলতা থাকে, লোকসংসর্গে তাহারা সহজে উদ্বেজিত হইয়া

উঠে ; এবং দ্রুতবেগে কথা বলে ও কাজ করে। স্নায়বীয়তা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া (ককুলস, ভিরেট্রম এল্বম, ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম, এলুমিনা, সলফার, ও কালীকার্ব্বের লক্ষণের ন্যায়) তাহাদের আলাপ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে বটে কিন্তু অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এবং আলাপে ও পরিশ্রমে তাহারা সত্বর শ্রান্ত হইয়া পড়ে। (৪) কেহ রেশম আঁচড়াইতেছে, অথবা তদ্রূপ কোন শব্দ কবিতেছে এরূপ মনে করিলেই যে সকল উগ্রস্বভাবা রোগিণীব রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধি পায় তাহাদের পক্ষে এসেরম ইউরোপিয়ম উপযোগী। (৫) স্নায়বীয়া স্ত্রীলোকদিগেব রোগের পর ভালরূপে প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে ক্যাষ্টরিয়ম ব্যবস্থেয়। এজন্য টাইফয়েড জ্বরের পরে, বিশেষতঃ রোগিণীর শিরঃপীড়া থাকিলে এবং তৎপরে মস্তকের এক প্রকার স্পর্শাধিক্য রহিয়া গেলে; ও তৎসহকারে নিদ্রায় উপশমিত স্ফুরণ, ও সুড় সুড়ি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আমবাত।—বৃহৎ বৃহৎ সন্ধি ও পেশী আক্রান্ত হইলে বাতে নক্স-ভমিকা উপকারী। দেহ-কাণ্ডের বাতেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ সন্ধিস্থলের স্ফীততার অপেক্ষাকৃত পাণ্ডুবর্ণ এবং রোগের লক্ষণ প্রায় সর্ব্বদাই প্রাতঃকালের প্রাক্কালে বৃদ্ধি নক্সভমিকাব প্রয়োগ-লক্ষণ।

মস্তিষ্ক-রোগ।—নক্সভমিকা প্রয়োগে মস্তিষ্কের কোমলতা প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য ও অমিতাচার, বিশেষতঃ ভোজন-বিলাসিতা বশতঃ রোগ জন্মিলেই নক্স-ভমিকা বিশিষ্টরূপে উপযোগী। স্মৃতির অস্থায়িত্ব, মানসিক পরিশ্রমের চেষ্টা মাত্রেই শিরোবেদনার আক্রমণ; প্রাতে উঠিবামাত্র শিরোঘূর্ণন; এবং রোগীর আন্দোলিত গতি এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ। এই অবস্থায় নক্সভমিকার পরে প্রায়ই ফসফরাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার তীব্র মানসিক পরিশ্রমের পরে যদি রোগীর দপদপকর প্রকৃতির উগ্র শিরঃ-পীড়া জন্মে ও মস্তিষ্কের মূল-দেশে বেদনা অধিক অনুভূত হয়; অপর, যদি পৃষ্ঠবংশের রক্তাধিক্য নিবন্ধন জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় উত্তেজনা জন্মিয়া উপস্থের প্রবল উদ্রেক জন্মে, তবে পিক্রিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে, মুখে তিক্ত আস্বাদ, প্রাতঃকালে বিবমিষা, পিত্তবমন ও নক্সভমিকাসূচক বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতানুসারেই নক্সভমিকা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সন্নিপাতাবস্থার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা নক্সভমিকার লক্ষণে প্রবল শয়ন-প্রবৃত্তি রূপে প্রকাশিত হয়। রোগীর রাত্রে সুনিদ্রা হয় না, যৎসামান্য শব্দে সে চমকিত হইয়া উঠে; রাত্রে অতিশয় স্বপ্ন দেখে; এবং প্রলাপও বলিতে পারে।

সবিরাম জ্বর।—সবিরাম জ্বরে শীতের পূর্ব্বে বা শীত সহকারে হস্তাঙ্গুলীর নখের নীলবর্ণ; সুস্পষ্ট জৃম্ভণ; সর্ব্বদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পৃষ্ঠে বেদনা; তৎপরে জ্বরের উত্তাপাবস্থা, অনন্তর ঘর্ম্ম; এবং বিরাম-কালে আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে নক্সভমিকা উপকারী।

পলসেটিলা।

বিশেষ বিবরণ।

রক্তবহানাড়ী, শ্লৈষ্মিকঝিল্লী, স্নৈহিকঝিল্লী, ও শরীরস্থ যন্ত্রে প্রধানতঃ পলসেটিলার ক্রিয়া দর্শে। পলসেটিলাকে উইণ্ডফ্লাওয়ার বা বায়ু-কুসুম বলে। কারণ ইহার লক্ষণগুলি বাতাসের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। রোগ-লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা এই ঔষধের প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। যথা,—পলসেটিলার রক্তস্রাব কখনও বা রুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়, আবার কিয়ৎকাল পরে প্রবাহিত হইতে থাকে। পলসেটিলার অতিসারেরও আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। কখনও হরিদ্বর্ণ, কখনও পীত মিশ্রিত, আবার কখনও বা কর্দ্দমবর্ণ মল নিঃসারিত হয়। ইহার মানসিক লক্ষণগুলিরও এইপ্রকার পরিবর্ত্তনশীলতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রোগীর কখনও বা কোপনতা, কখনও বা অশ্রুপূর্ণতা, আবার কখনও বা বিনম্রতা ও প্রফুল্লতা জন্মে।

স্ত্রীলোকের পক্ষেই পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষের পক্ষে এই ঔষধ অনুপযোগী নহে। যে সকল ঔষধ মানসিক

লক্ষণের প্রাধান্য অনুসারে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে পলসেটিলাও একটী। বিনীত ও অশ্রুপূর্ণ এবং ধীর ও শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতির রোগীদিগের পক্ষেই পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী। পলসেটিলার রোগীর কখনও ক্রোধ জন্মে না, কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষণরাগিতা দৃষ্ট হয়। যথা, কোন বালকের পাকস্থলীর দোষে সে খিঁট খিঁটে, সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং শীত শীত অনুভব করিলে পলসেটিলা ব্যবস্থা করা যায়। এরূপ অবস্থায় নক্সভমিকা বা ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয় না, কারণ নক্সভমিকা ও ক্যামোমিলার ক্রোধে পলসেটিলা অপেক্ষা অধিক প্রচণ্ডতা থাকে।

পলসেটিলা প্রযোগোপযোগিনী নারী সহজে অশ্রুপাত করে ও সহজে ভয় প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে তাহার নানাপ্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে ও তৎসহকারে বিপদপাতের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। এই উৎকণ্ঠা উদরোর্দ্ধদেশ হইতে উপস্থিত হয় এবং সম্ভবতঃ অগ্নিমান্দ্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকে। সচরাচর ইহার সহিত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, হৃদ্‌স্পন্দন, ও থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপানুভবও বিদ্যমান থাকে। এইগুলি পলসেটিলার প্রধান মানসিক লক্ষণ। যে কোন রোগে পলসেটিলা ব্যবস্থেয় হয় তাহাতেই এই মানসিক লক্ষণগুলির অল্লাধিক বর্ত্তমানতা দেখা যায়।

পলসেটিলার মানসিক লক্ষণের সহিত (১) সিপিয়ার মানসিক লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে সিপিয়ায় কোপনতা ও ক্রোধ লক্ষণ আছে, পলসেটিলায় তাহা নাই। অপর, সিপিয়ার রোগিণীর গৃহ-কার্য্যে উদাসীনতা জন্মে; পলসেটিলায় তাহা জন্মে না। (২) ন্যাট্রম মিউরেটিকমেও পলসেটিলার ন্যায় অশ্রুস্রাব লক্ষণ আছে; তবে প্রভেদ এই যে ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের রোগীকে সান্ত্বনা করিলে তাহার রোগ-লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, পলসেটিলার রোগী সান্ত্বনা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে। (৩) ষ্টানমেও এইরূপ অশ্রুস্রাব-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী অতিশয় হীন-সাহস হইয়া পড়ে এবং তাহার বক্ষ-লক্ষণগুলি উপলক্ষ্য করিয়া অশ্রুপাত করে। তাহার আশঙ্কা হয় যে সে ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িবে। (৪) ইগ্নেশিয়ার রোগী বিষন্ন থাকে বটে কিন্তু তাহার দুঃখ সে অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।

আময়িক ব্যবহার।

ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া।—ক্লোরোসিস বা এনিমিয়াগ্রস্তা স্ত্রী-দিগের পক্ষেই পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী। সর্ব্বদা শীতানুভব, এবং এই শীতানুভব সত্ত্বেও অনাবৃত বায়ুতে রোগের অধিকাংশ লক্ষণের উপ-শম প্রাপ্তি; অপ্রশস্ত অল্পবায়ু-সেবিত গৃহ-বাসে অস্বচ্ছন্দতা; বেদনা সহকারে শীতানুভব; যতই বেদনার আধিক্য ততই শীতের স্পষ্টতা; এবং পূর্ব্বোক্ত মানসিক লক্ষণগুলির বিদ্যমানতা, ক্লোরোসিস রোগে পলসেটি-লার প্রয়োগ-লক্ষণ। লৌহ বা কুইনাইন অপসেবিত ক্লোরোসিসেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ। এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়া আয়রণ ও কুইনাইন ব্যবহারে উপকার না পাইয়া যে সকল রোগিণী হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎ-সিত হইতে আইসে তাহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমেই পলসেটিলা উপযোগী ঔষধ হইয়া থাকে। কেবল যে ক্লোরোসিস রোগেই এরূপ হয় এমন নহে, অন্যান্য রোগেও পীড়া একাঙ্গীন রোগ হইতে যত না উৎপন্ন, সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণের অসম্যকতা হইতে ততোধিক সমুৎপন্ন হইলে; এবং সমগ্র শরীর-যন্ত্রের ক্ষীণতা, প্রত্যেক বিধান-তন্তুর শিথিলতা; জরায়ুর অবস্থানের পরিবর্ত্তন; বিলম্বিত, স্বল্প, মলিন, সংযত বা পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির রজঃ;—এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে পলসেটিলা ফলপ্রদ। লৌহ অপসেবনের পর যে সর্ব্বদাই পলসেটিলা আরোগ্যকর এমন নহে। তবে অতিবিরেচক ঔষধ অপব্যবহারের পর নক্সভমিকা ও ক্যান্থারাইডিসের পর ক্যাম্ফর যেরূপ উপকার করে, আয়রণের পর পলসেটিলাও সেইরূপ উপকার করিয়া থাকে।

সচরাচর বামাদেহে, অথবা কখন কখন বা পুরুষের শরীরে এই সকল লক্ষণ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে হইলে রক্তবহানাড়ীমণ্ডলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে, এবং শিরা ও কৈশিকাগুলিতে পলসেটিলার যে ক্রিয়া দর্শে তৎপ্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। তাহা হইলেই দৃষ্ট হইবে যে যাহাতে শৈরিক রক্তসঞ্চলন দুর্ব্বলীভূত এবং হৃৎপিণ্ডে রক্তের প্রত্যাব-র্ত্তন মন্দীভূত হয় তাহাতেই পলসেটিলা জ্ঞাপক এই শ্রেণীর লক্ষণ সকল

উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। উষ্ণ গৃহে বসিলে শিরা আকুঞ্চিত, বক্ষঃস্থলে কতকটা গৌরব অনুভূত, ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। রোগে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই পলসেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাম হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে পলসেটিলার অধিকতর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং নীরক্ততাজনিত শীতানুভব সত্ত্বেও, অনাবৃত বায়ুতে শৈরিক রক্ত-সঞ্চলন উত্তেজিত হয় বলিয়া তদ্দ্বারা রক্তের মন্দগতিসম্ভূত লক্ষণগুলির উৎকর্ষ জন্মে।

যক্ষ্মা।—শৈরিক রক্তসঞ্চলনের উপদ্রব বশতঃ উৎপন্ন, সমগ্র শরীরে প্রকাশিত অনেকগুলি লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলে, স্কন্ধের নিম্নদেশে, অথবা বাম বা দক্ষিণ ফুসফুসের শিখরদেশে যে এক প্রকার স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে অথবা বাম বক্ষে চাপ দিলে রোগীর যে স্পর্শ-দ্বেষ অনুভূত হয়, এবং যদ্দ্বারা স্কন্ধের সমীপবর্ত্তী পেশী-বিধান ও রুগ্ন পার্শ্বের বাহুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে; শৈরিক রক্তসঞ্চয় কিংবা বাম ফুসফুসের ঊর্দ্ধভাগে মন্দীভূত রক্ত-সঞ্চলন হইতেই সেই স্পর্শ-দ্বেষ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। যক্ষ্মারোগের পূর্ব্ব-রূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ পলসেটিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই লক্ষণটী জন্মে। ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাবী কাসও থাকিতে পারে। যদিও গুটিকাসঞ্চয়ের অন্য কোন নিশ্চিত লক্ষণ না থাকুক, তথাপি যক্ষ্মা রোগের প্রারম্ভ জ্ঞাপক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্টে পলসেটিলা ব্যবস্থা করিলে এই সকল রোগীর উপকার দর্শে।

শিরা-স্ফীতি।—শিরার স্ফীততায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই হউক, অথবা অণ্ড-কোষেই হউক, রোগাক্রান্ত স্থল ঈষৎ নীলবর্ণ এবং স্পর্শ-দ্বেষ ও হুলবেধবৎ বেদনাবিশিষ্ট হইলে পলসেটিলা ফলপ্রদ।

রক্ত-স্রাব।—নাসিকা হইতে শৈরিক রক্তস্রাবে, অনুজ্জ্বল রক্ত, দমকে দমকে পতিত না হইয়া অবিচ্ছেদে পড়িলে পলসেটিলা ব্যবহার্য্য। রজঃ-স্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তপাতে; এবং বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দ্বেষ বা শৈরিক রক্তসঞ্চয় সংসৃষ্ট, অথবা রজোবিলোপ জনিত রক্তনিষ্ঠীবন বা রক্ত-কাসে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ।—এই সকল শৈবিক লক্ষণে (১) হেমেমেলিস পলসেটিলার সমকক্ষ। হেমেমেলিস পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণাবলীতে কেবল পলসেটিলাই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনা শিরার স্ফীততায় বিশেষতঃ অণ্ডকোষের শিরার স্ফীততায় পলসেটিলাজ্ঞাপক সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে হেমেমেলিসই অধিকতর উপযোগী। হেমেমেলিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে অণ্ডকোষের শিরার স্ফীততা (ভেরিকোসিল) সুন্দররূপে আরোগ্য হয়। রোগাক্রান্ত স্থলের স্পর্শ-দ্বেষ বা বেদনা (সোরনেস) এই ঔষধ নির্ব্বাচনের নিশ্চিত লক্ষণ। এই স্পর্শ-দ্বেষ, আর্নিকার ন্যায় ঠিক থেঁৎলানবৎ অনুভব; ল্যাকিসিসের ন্যায় অতিশয় অনুভবাধিক্য; অথবা এপিসের ন্যায় হুল-বেধবৎ নহে, কিন্তু শৈবিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ যেরূপ স্পর্শ-দ্বেষ বা বেদনা জন্মে ইহা সেইরূপ। এই প্রকার স্পর্শ-দ্বেষই হেমেমেলিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে যে কোন অবস্থায় হেমেমেলিস প্রয়োগ করিয়া সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় উদরের শিরার স্ফীততায় রোগিণী নড়িলে চড়িলে এই প্রকার বেদনানুভব লক্ষণে হেমেমেলিস প্রয়োগে উপকার দর্শে। হেমেমেলিস সর্ব্বরোগ-আরোগ্যকর ঔষধ নহে। এতদ্দ্বারা বাতকণ্টকাদি সকল রোগই আরোগ্য হয় না, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি নিশ্চিতই দূরীকৃত হইয়া থাকে। (২) লিলিয়ম টাইগ্রিনম পলসেটিলার আর একটী সমগুণ ঔষধ। ইহাতেও পলসেটিলার ন্যায় দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া শিরাতে রক্তাধিক্য জন্মে এবং অনাবৃত বায়ুতে শান্তি, দমবদ্ধ, ও মুখে রক্তের আস্বাদ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই ঔষধে যে আবেগবিশিষ্ট ও উদরোত্তোলনে বা উরুর উপর উরু সংস্থাপনে উপশমিত কন্দরোগের অভিমুখতা জন্মায় পলসেটিলায় তাহা জন্মে না। অপর, লিলিয়ম ব্যবস্থেয় হইলে বাম স্তন-বৃন্ত হইতে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত একপ্রকার তীব্র বেদনা বিদ্যমান থাকে। (৩) পলসেটিলার আর একটী সমগুণ সিপিয়া। পলসেটিলার লক্ষণের অনেকগুলি সিপিয়ায় আছে। এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগে সিপিয়াও ব্যবহৃত হয়, এবং ইহাতেও বিনীত প্রকৃতি ও অশ্রুস্রাব-প্রবণতা লক্ষণ আছে। কিন্তু মানসিক লক্ষণে এই দুই

ঔষধের প্রভেদ লক্ষিত হয়। সিপিয়ার রোগিণীর সময়ে সময়ে কোপনতা বা প্রচণ্ডতা প্রকাশ পায়, এবং গৃহকার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি থাকে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ।—পলসেটিলার ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে একপ্রকার প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে এবং অবশেষে অবিদাহী পীতবর্ণ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা স্রাবিত হয়। এই স্রাব লক্ষণানুসারে পলসেটিলা যে কোন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহে গাঢ়, পীতবর্ণ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ, অবিদাহী স্রাব লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রোগের প্রারম্ভে নয়, কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায়ই ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্রাব লক্ষণে হামের পরবর্ত্তী অভিষ্যন্দ; পূয়স্রাবী অভিষ্যন্দ; ও সদ্যজাত শিশুদিগের অভিষ্যন্দ রোগ, প্রমেহ-মূলকই হউক বা অন্য কারণেই জন্মুক এই ঔষধে উত্তমরূপে আরোগ্য হয়। অভিষ্যন্দ রোগে আর্জ্জেন্টম-নাইট্রিকম পলসেটিলার সমগুণ। ইহার লক্ষণও ঠিক পলসেটিলার ন্যায়, কিন্তু অধিক সুস্পষ্ট। পলসেটিলা বিফল হইলে আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম ব্যবস্থেয়। আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম ব্যবহার সত্ত্বেও যে সকল রোগীদিগের কনীনিকায় ক্ষত ও রন্ধ্র হইবার আশঙ্কা দেখা যায় তাহাদের পক্ষে মারকিউরিয়স করোসাইভস উপযোগী। শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ ব্যতীত পলসেটিলা দ্বারা শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা, যুগল-দর্শন, তারকা-দর্শন, ও অগ্নি-পরিবেশাদি-দর্শন বিশিষ্ট অপ্রসন্ন দৃষ্টি; অল্প অল্প আলোকাতঙ্ক, ও অনাবৃত বায়ুতে বিবর্দ্ধিত অশ্রুস্রাব সংযুক্ত কনীনিকার পচ্যমান পিড়কা; চক্ষে প্রচাপন ও হুলবেধবৎ বেদনা; অক্ষিপুটের স্ফীততা; অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত অঞ্জনী, এবং অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের প্রদাহিতা, স্ফীততা, কিন্তু অনবদীর্ণতা জন্মে। অতএব এই সকল অবস্থায়ও পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। কনীনিকার মধ্যস্থলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতে, বিশেষতঃ গণ্ডমালা-গ্রস্তদিগের রোগে পলসেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে অশ্রুবাহী নাড়ীর রোগজনিত অশ্রুস্রাবেও ইহা অব্যবস্থেয় নহে।

নাসা-রোগ।—নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও পলসেটিলার ক্রিয়া প্রকাশ পায়; এবং তাহাতে প্রতিশ্যায়ের প্রবর্দ্ধিত অবস্থার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ সকল অভিব্যক্ত হয়; হাঁচি ও অবদরণকর মস্তময় স্রাব পলসেটিলার প্রকৃতিগত লক্ষণ নহে, সুতরাং পলসেটিলাজ্ঞাপক বিশেষ স্বভাব ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা পলসেটিলা ব্যবস্থেয় না হইলে প্রতিশ্যায়ের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয় না। নাসিকার শর্দ্দি পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ গাঢ়, শ্লেষ্মা ও পূযময়, পীতাভ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ, এবং সম্পূর্ণ অবিদাহী স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকিলেই পলসেটিলা সম্পূর্ণ উপযোগী। নাসিকার প্রাচীন প্রতিশ্যায়েও আস্রাবের প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ হইলে পলসেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায় আরোগ্য করিতে হইলে এই ঔষধ দৃঢ়তা সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত। উল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতীত প্রাচীন প্রতিশ্যায়ে স্বাদ ও গন্ধাভাব লক্ষণও পলসেটিলা জ্ঞাপক। এই রোগে সাইক্লেমেন নামক ঔষধের লক্ষণের সহিত পলসেটিলার লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নাসিকার প্রতিশ্যায়ে স্বাদ-গন্ধাভাব, ও পলসেটিলার ন্যায় গাঢ় স্রাব লক্ষণে এই ঔষধও উপযোগী বোধ হয়; কিন্তু ইহাতে তদতিরিক্ত আক্ষেপিক হাঁচি লক্ষণ থাকে।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় নাসা-মধ্য ও গল-মধ্যের অবদরণ, এবং স্রাব নিঃসরণ ব্যতীত নাসিকার অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত আর্দ্রতা অনুভব; অবশেষে পলসেটিলার ন্যায় গাঢ় পূযময় স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে পেন্থোরম ফলপ্রদ। (২) নাসা-রন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগের প্রতিশ্যায়ে নাসিকার কেবল উপরের রন্ধ্র দিয়া প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণে স্পাইজিলিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৩) নাসা-পশ্চাতের প্রতিশ্যায়ে হাইড্রাষ্টিসও উপযোগী। পাতলা, জলবৎ স্রাব, ও তৎসহকারে নাসিকায় জ্বালা, অবদরণ, এবং নাসারন্ধ্রে চুল থাকার ন্যায় অনুভব লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়।

কর্ণরোগ।—কর্ণের রোগে পলসেটিলা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। (১) কর্ণের বহির্ভাগের প্রদাহে বাহ্যকর্ণের উত্তপ্ততা, আরক্ততা ও স্ফীততা; এবং সঞ্চরণশীল, ছিন্নকর, স্পন্দনবৎ বেদনা থাকিলে, ও সেই বেদনা

রাত্রে বৃদ্ধি পাইলে পলসেটিলা ব্যবহার করা যায়। (২) কর্ণের মধ্যভাগের প্রদাহেও, গাঢ়, ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা পীতাভ হরিদ্বর্ণ প্রভৃত স্রাব লক্ষণে পলসেটিলা প্রয়োজিত হয়। (৩) প্রতিশ্যায়জনিত কর্ণ-প্রদাহে পলসেটিলা একটী প্রধান ঔষধ। কর্ণ যেন অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব সংযুক্ত বধিরতা; ও কর্ণের নাড়ীর স্পন্দন সহকারে যুগপৎ কর্ণে সপ্‌সপ্‌ শব্দ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায় জনিত কর্ণ-পুতি (কাণপাকা) রোগে সিলিশিয়া পলসেটিলার ঘনিষ্ঠ সমগুণ। (৪) কর্ণ-কুহরের প্রদাহে অত্যন্ত তীব্র বেদনা, বাহ্য কর্ণের স্ফীততা ও আরক্ততা এবং সাধারণতঃ রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে পলসেটিলা উপকারী।

সমগুণ ঔষধ।—(১) বেলেডোনা ও মারকিউরিয়সের ক্রিয়া পলসেটিলা অপেক্ষা গভীরতর, কোষময় বিধান-তন্তুতে ইহাদের ক্রিয়া দর্শে। (২). কর্ণ-লক্ষণে পলসেটিলার সহিত ক্যামোমিলার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ক্যামোমিলাজ্ঞাপক বেদনা পলসেটিলা অপেক্ষা প্রবলতর। উহার সহিত গণ্ডস্থলের আরক্ততা বিদ্যমান থাকে; এবং রোগী বেদনা সহ্য করিতে পারে না। (৩) কর্ণ-বেদনার সহিত দন্ত-বেদনা সংযুক্ত থাকিলে প্লাণ্টেগো মেজর উপকার করে। (৪) টেলুরিয়ম মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায় জন্মায় এবং তদ্দ্বারা কর্ণের অভ্যন্তর ভাগ বা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে, অথবা সেই প্রতিশ্যায় শঙ্খাস্থির স্তন-বৃন্তবৎ প্রবর্দ্ধনের কোষগুলিতে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় ব্রণ-শোথ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। মধ্য-কর্ণে পূয উৎপন্ন হয়, এবং পরিশেষে সেই পূয কর্ণ-পটহ ভেদ করিয়া বাহিরে আইসে।

গল-মধ্যের রোগ।—গল-মধ্যের প্রতিশ্যায়ে রুগ্ন স্থানের আকৃতি দৃষ্টে কখন কখন পলসেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তালুমূলের সুস্পষ্ট আরক্ততা, রোগাক্রান্ত স্থলের রক্তবহা নাড়ীগুলির স্ফীততা, গল-গহ্বরের মলিন লোহিত বর্ণ বা ঈষৎ বেগুণি রং, অপিচ গলায় হুল-বেধবৎ বেদনা, ও সামান্যতঃ লালা গিলিলে বা আহার গ্রহণের পরে সেই বেদনার বৃদ্ধি পলসেটিলার প্রয়োগ-লক্ষণ।

আমাশয়-রোগ।—পলসেটিলা আমাশয়ের প্রতিশ্যায় জন্মায়। এই রোগে জিহ্বায় গাঢ়, বন্ধুর, শ্বেতবর্ণ লেপ; মুখের শুষ্কতা অথচ প্রায় পিপা

সাভাব (পিপাসাহীনতা পলসেটিলাব একটি বিশেষ লক্ষণ) লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। অপব, বিবমিষা, সময়ে সময়ে ভুক্ত দ্রব্য বা শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, জীর্ণ-শক্তিব ক্ষীণতাব পরিচয় স্বরূপ বান্ত পদার্থে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ভুক্ত অন্নাদিব অবস্থিতি ; আহাবান্তে আমাশযে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব, এবং তৎসহকাবে সময়ে সময়ে আমাশয়ে ক্ষতজনিত অবদবণেব ন্যায এক প্রকাব অবদবণ অনুভব (এই শেষ লক্ষণটী কেবল আশ্রযনিষ্ঠ লক্ষণ ও পলসেটিলাব একটী সাধাবণ লক্ষণ); সচবাচব আঠা আঠা বা জলবৎ মল বিশিষ্ট ও মধ্যবাত্রেব পরে প্রবর্দ্ধিত অতিসাব, এই সকল আমাশযিক লক্ষণ সহকারে হৃদ্দাহ ও মধ্যে মধ্যে মুখ-প্রসেক ; (মুখ-প্রসেকে প্রাতে মুখে পচা আস্বাদ ও জলপানান্তে উহাব নিবৃত্তি পলসেটিলাব প্রয়োগ-লক্ষণ); বোগীব লেমনেড পানের অভিলাষ ; বোগী বলে যে তাহাব মুখ শুষ্ক, কিন্তু বাস্তবিক মুখে প্রচুব শ্লেষ্মাব অবস্থিতি ; অধিকন্তু আহারের এক ঘটিকা পবে উদবোর্দ্ধদেশে গুরুত্ব অনুভব, ও পুনবায আহার গ্রহণে তাহাব নিবৃত্তি ; গল-নলীতে যেন ভুক্ত দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব (চায়না, এবিস) ; উদবোর্দ্ধদেশে দপদপ ; অতিশয় বাতাধ্মান ও সেই বাযুব ইতস্ততঃ সঞ্চবণ এবং তজ্জন্য চিমটিকাটাব ন্যায় বেদনা ও অন্ত্র কূজন, নিদ্রা হইতে জাগবিত হইবামাত্র অথবা রাত্রির আহাবেব অব্যবহিত পবে উহার বৃদ্ধি ;—আমাশযেব প্রতিশ্যায়ে এই গুলি পলসেটিলাব অন্যান্য লক্ষণ। এই রোগ, বসাময দ্রব্য বা পিষ্টকাদি ভক্ষণে উদ্রিক্ত, পেকুব মাংস, উদ্ভিজ্জ, কফি প্রভৃতি বিমিশ্রাহাবে উত্তেজিত, এবং আমাশযেব উষ্ণাবস্থায় বরফাদি শীতল দ্রব্য সেবনে আমাশয়েব শীতলতা জন্মিযা উপস্থিত হইলে পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী। সিক্ততাব পবে, বিশেষতঃ পা ভিজিয়া ঋতু রুদ্ধ হইয়া আমাশযেব প্রতিশ্যায উৎপন্ন হইলেও পলসেটিলা ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ।—পলসেটিলা ব্যতীত ইপিকাক, থুজা, ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসেও বসাময় দ্রব্য আহাবে ; আর্সেনিকম ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে বরফ সেবনে ; এবং নক্সভমিকা ও ইপিকাকে বিমিশ্র আহাব গ্রহণে বা বাত্রে ভোজনে বোগেব উপচয় লক্ষণ আছে। পলসেটিলাব ন্যায লেমনেড পানের অভিলাষ সাইক্লেমেন, স্যাবিনা, ও বেলেডোনায় ; খাদ্য দ্রব্যেব, বিশেষতঃ

অধিক মোসল্লাযুক্ত বা বসাবিশিষ্ট আহার্য্য দ্রব্যের বিষয় চিন্তা বা আঘ্রাণে বিবমিষা সিপিয়া ও কলচিকমে; এবং আহারের অনেক ক্ষণ পরে ভুক্তান্ন বমন লক্ষণ ক্রিয়োজোটেও লক্ষিত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ব্রাইওনিয়াও শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, মুখে পচা আস্বাদ ও আমাশয়ে গুরুভাব অবস্থিতিব ন্যায় অনুভব লক্ষণাপন্ন আমাশয়ের প্রতিশ্যায় জন্মায। আমাশয় শীতল হইযা আমাশযের প্রতিশ্যায় জন্মিলেও এই ঔষধ উপযোগী। কিন্তু গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইলেই ব্রাইওনিযা বিশেষ ফলপ্রদ। কোষ্ঠবদ্ধই সাধারণতঃ ব্রাইওনিয়াব আনুষঙ্গিক লক্ষণ, অথবা অতিসাব থাকিলে লেহবৎ আকৃতি, ও দুবিত্ত গন্ধ বা পুরাতন পণিরের গন্ধ বিশিষ্ট মল ব্রাইওনিযা জ্ঞাপক; পীতাভ হরিদ্বর্ণ বা জলবৎ মল এই ঔষধের লক্ষণ নহে। (২) নক্সভমিকাবও পলসেটিলার সহিত সাদৃশ্য অছে। অতি ভোজন বা বিমিশ্র দ্রব্য ভোজন জনিত আমাশয়ের প্রতিশ্যায়ে উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। সুবাপানেব পবে রোগ জন্মিলেই নক্সভমিকা বিশেষ উপযোগী। অল্প পিপাসা বা পিপাসাহীনতা সংযুক্ত মুখ-শোষ ও আমাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব নক্সভমিকার লক্ষণ। নক্সভমিকায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। হৃদ্দাহ (বুকজ্বালা) অপেক্ষাকৃত নক্সভমিকার বিশেষ লক্ষণ এবং মুখ-প্রসেক অপেক্ষাকৃত পলসেটিলার বিশেষ লক্ষণ। (৩) এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ও পলসেটিলায়ও সাদৃশ্য আছে, কিন্ত এণ্টিক্রুডে জিহ্বা চূর্ণ-লেপিতবৎ শুভ্রবর্ণ; অন্যান্য উপদ্রবাপেক্ষা বমনের প্রাধান্য, অতি অল্প পরিমাণ আহার গ্রহণে বিবমিষা ও বমনের উদ্রেক লক্ষণ থাকে। বালকদিগের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৪) বরফের জল পানে আমাশয শীতল হইয়া; কিম্বা পিষ্টক, মিষ্টান্ন, অথবা অন্য কোন গুরুপাক দ্রব্য সেবনে আমাশয়ের প্রতিশ্যায় জন্মিলে ইপিকাকুযানহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার লক্ষণে সাধারণতঃ জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম বা পলসেটিলা জ্ঞাপক গাঢ় লেপের অবিদ্যমানতা; এবং অন্যান্য লক্ষণ অপেক্ষা বিবমিষার প্রাধান্য থাকে। (৫) বরফাদি সেবনজন্য আমাশয় শীতল হইয়া উহার প্রতিশ্যায় জন্মিলে আর্সেনিকম পলসেটিলার অনুপূরক। (৬) পলসাটিলার "উদরোর্দ্ধে প্রস্তরাবস্থিতি অনুভবের" ন্যায় একটী লক্ষণ এবিস নাইগ্রা নামক

ঔষধেও আছে। আহারান্তে রোগী আমাশয়ে অসিদ্ধ ডিম্বাবস্থানের ন্যায় অনুভব করিলে আমাশয়ের উপদ্রবে এবিস নাইগ্রা ফলপ্রদ।

কোষ্ঠবদ্ধ।—গর্ভবতীদিগের কোষ্ঠবদ্ধে, অথবা সিঙ্কোনা বা তজ্জাত ঔষধের অপব্যবহারে কোষ্ঠ কাঠিন্য জন্মিলে, বৃহৎ মল-লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহার করা যায়।

অতিসার।—পীতাভ হরিদ্বর্ণ বা বর্ণ-পরিবর্ত্তনশীল মলবিশিষ্ট অতিসারে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বদিন অধিক রাত্রে বিমিশ্র খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া অতিসার উৎপন্ন হইলে এবং দুই প্রহর রাত্রির পরে উহার আতিশয্য জন্মিলে সাধারণতঃ পলসেটিলা প্রযোজিত হইয়া থাকে। এস্থলে পলসেটিলার সহিত আইরিস ভার্সিকলারের তুলনা করা যায়। সামান্য বিসূচিকায় আইরিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রি দুই তিনটার সময় রোগের প্রকাশ; ভুক্তান্ন, অম্ল বা পিত্ত বমন, এবং একই সময়ে বমন-বিরেচন ইহার লক্ষণ। আইরিস ও ভিরেট্রমে প্রভেদ এই যে আইরিসে ভিরেট্রমসূচক শীতলতা ও পতনাবস্থার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না।

মূত্রাশয়-প্রদাহ।—মূত্রাশয-প্রদাহে বা মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়ে মূত্রাশয় যেন অতিশয় পূর্ণ রহিয়াছে মূত্রাশয়ে এরূপ চাপ বশতঃ বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি; মূত্র-মার্গে বেদনা, শ্লেষ্মার সংমিশ্রণ জন্য মূত্রের আবিলতা;—এই সকল লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চিকিৎসাকালে মূত্রাশয়-প্রদাহে পলসেটিলা প্রথম শ্রেণীর ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। তবে গর্ভাবস্থার আনুষঙ্গিক মূত্রাশয়ের উপসর্গে পলসেটিলা প্রায় অমোঘ। মূত্রাশয়-প্রদাহে ইহা ক্যান্থেরিস, ইকুইসিটম ও ডলকামারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

প্রমেহ।—প্রমেহের স্রাব গাঢ়, শ্লেষ্মা ও পূযময়, পীতাভ বা পীতাভ-হরিদ্বর্ণ হইলে প্রমেহ রোগে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে সাধারণতঃ রোগীর কুচকীতে বেদনা থাকে ও সেই বেদনা উদর-নিম্ন প্রদেশের অনুপ্রস্থে এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে গতায়াত করে। এই লক্ষণটী পলসেটিলার অতিক্রিয়া বশতও জন্মে। প্রমেহ রোগে এই ঔষধ অল্প কয়েক বার দিলেই কোন কোন রোগীর আমাশয়ে ঈদৃশ বেদনা উৎপন্ন হয়। এরূপ হইলে ঔষধের মাত্রার ব্যবধান-কাল দীর্ঘ বা একেবারেই ঔষধ বন্ধ করিয়া

দেওয়া উচিত। প্রমেহ-স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষ বা উপকোষের প্রদাহ জন্মিলে পলসেটিলা প্রযোজিত হইয়া থাকে। অণ্ডকোষ আকুঞ্চিত, বিবৰ্দ্ধিত, মলিন-আরক্ত ও অতিশয় স্পর্শাসহ হইলে; এবং শুক্রবাহী নাড়ীগুচ্ছে আকৃষ্টবৎ তীব্র বেদনা থাকিলে; অন্য কোন লক্ষণে বা কারণে যদি পলসেটিলা অব্যবস্থেয় না হয়, তবে এই ঔষধ সেবনে প্রমেহ-স্রাব পুনরাবৃত্ত ও বেদনা উপশমিত হয়; কিন্তু রোগীর সুস্থির থাকা ও বন্ধনী দ্বারা অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত করিয়া রাখা আবশ্যক করে। কোন কোন স্থলে এতৎ সহকারে উষ্ণ জল স্থানিক প্রয়োগে বেদনা উপশমিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা স্ফীততা বৃদ্ধি পায় বলিয়া বোধ হয়

অন্যান্য ঔষধ।—(১) কোন কোন রোগীর কোন আশ্রয়নিষ্ঠ লক্ষণ থাকে না। কেবল অণ্ডকোষের স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ মাত্র থাকে। প্রমেহ-স্রাব প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল রোগীদিগের পক্ষে হেমমেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। (১) প্রমেহ জনিত অণ্ডপ্রদাহে অণ্ডকোষ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিলে কিমেটিস ফলপ্রদ। (৩) অণ্ড-প্রদাহ পুরাতন হইলে এবং অণ্ডকোষ কিমেটিসের লক্ষণের ন্যায় শক্ত থাকিলে রোডোডেণ্ড্রণ উপকারী। এই ঔষধে অণ্ডকোষের শীর্ণতার সম্ভাবনা ও অণ্ডের সংপিষ্টবৎ অনুভব লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। (৪) অণ্ডকোষের কাঠিন্যে কোনায়ম, আর্ণিকা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, স্পঞ্জিয়া, অরম প্রভৃতি ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেতবাহী নাড়ীগুচ্ছে ভয়ঙ্কর স্নায়বীয় বেদনা ও যৎসামান্য সঞ্চলনে তাহার আতিশয্য লক্ষণে অক্জেলিক এসিড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (৫) ঈষৎ হরিদ্বর্ণ অল্প অল্প প্রমেহ-স্রাব নিঃসৃত ও অণ্ডদ্বয় স্ফীত হইলে, অধিকন্তু মুদা জন্মিলে মার্কিউরিয়স উপযোগী।

প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৰ্দ্ধন।—প্রষ্টেট-গ্রন্থির বিবর্দ্ধনে, 'বৃহৎ ও চেপ্টা মল' লক্ষণে পলসেটিলা ফলপ্রদ।

বৃদ্ধিরোগ।—কুরণ্ড রোগে, বিশেষতঃ রোগ কৌলিক হইলে পলসেটিলা উপকার করিতে পারে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ ও বাতাদি।—প্রকৃত মাস্তক ঝিল্লীর সহিত একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার সম্বন্ধের ন্যায় পলসেটিলার কোন সম্বন্ধ

নাই। কিন্তু স্নৈহিক কোষে ইহার ক্রিয়া দর্শে। অতএব সন্ধিস্থলের বাতে, এবং গাউট, প্রমেহ, ও অভিঘাত জনিত সাইনোভাইটিস বা স্নৈহিক ঝিল্লীর প্রদাহে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। সন্ধিস্থলের স্ফীততা, তীব্র হুলবেধবৎ বেদনা ও তৎসহকারে রুগ্ন স্থানে স্পর্শ-দ্বেষ ও চর্ম্মের নিম্নে ক্ষতবৎ অনুভব; বেদনার স্থান-বিকল্পতা; সন্ধিস্থলের ছিন্নকর বেদনা বশতঃ রোগাক্রান্তস্থান সঞ্চালন, প্রচাপনে উপশম; আক্রান্ত অঙ্গের নিম্ন পর্য্যন্ত এই ছিন্নকর বেদনার সংপ্রসারণ, ও তৎসহকারে সম্ভবতঃ পেশীর স্নায়ুর উপদাহ সম্ভূত উৎক্ষেপণ (জার্কিং) এবং আস্তে আস্তে সঞ্চালনে উহার উপশান্তি; সাধারণতঃ উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শীতলতায় হ্রাস; ও সন্ধ্যাকালে উপচয় পলসেটিলার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) সাইনোভাইটিস রোগে এপিস পলসেটিলার প্রকৃত সমকক্ষ। কিন্তু প্রভেদ এই যে এপিসে পলসেটিলা অপেক্ষা রস-প্রসেকের (এফিউজন) আধিক্য থাকে, সুতরাং সন্ধিস্থলে অধিক স্ফীততা (ইডিমা) থাকিলে এপিস ব্যবহৃত হয়। (২) স্থান-বিকল্পশীল বেদনা বিশিষ্ট বাতে কালীবাইক্রোমিকম, সলফার, ও ব্রাইওনিয়াও ব্যবস্থা করা যায়। (৩) প্রমেহ জনিত বাতে, উষ্ণ গৃহে বেদনার লাঘব লক্ষণে কালীবাই-ক্রোমিকম উপকারক।

গাউট।—পরিপাক-যন্ত্রে পলসেটিলার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া গাউট রোগে ও গাউটজনক ধাতুদোষে, বিশেষতঃ অজীর্ণ বশতঃ রোগ জন্মিলে পলসেটিলা ফলপ্রদ। পলসেটিলা ব্যবহার করিয়াও রোগ আরোগ্য না হইলে তৎপরে কল্চিকম প্রয়োগে উপকার জন্মে।

শিরঃপীড়া।—পলসেটিলা সূচক শিরোবেদনা প্রধানতঃ সম্মুখকপালে ও অক্ষিকোটরের ঊর্দ্ধে অবস্থিত করে। ইহা সাধারণতঃ গর্ভাশয়িক, স্নায়বিক, আমবাতিক, বা আমাশয়িক কারণে জন্মে; মানসিক পরিশ্রমে ও উষ্ণতায় বাড়ে; এবং সচরাচর সন্ধ্যাকালে মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাশয়িক লক্ষণগুলির প্রাতে আতিশয্য জন্মে। শিরোবেদনা আমবাত-মূলক হইলে বেদনার অতিশয় তীব্রতা থাকে এবং তাহা মস্তক হইতে মুখমণ্ডলে সঞ্চরণ করে বলিয়া বোধ হয়, বেদনার তীব্রতা বশতঃ রোগী

প্রায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। অন্যান্য স্থলে এই বেদনার স্থান-বিকল্পতা দৃষ্ট হয় এবং ইহা মস্তকের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। কাহারও কাহারও এই শিরঃপীড়ার সহিত রজোবিলোপ উপসর্গ থাকে। তাহা হইলে মস্তক উত্তপ্ত হয়, প্রায়ই নাক দিয়া রক্ত পড়ে, ও অনাবৃত বায়ুতে বেদনার উপশম জন্মে।

সমগুণ ঔষধ।—শিরোবেদনায় পলসেটিলার সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির তুলনা হইয়া থাকে। (১) রাণনকিউলস বলবোসস,—প্রচাপনে প্রভিন্ন হওয়ার ন্যায় মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, এবং সন্ধ্যাকালে, ও শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ বায়ুতে ও উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুতে গেলে তাহার বৃদ্ধি এই ঔষধের লক্ষণ। (২) মূর্দ্ধাদেশের কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে চর্ব্বণবৎ বেদনা রাণনকিউলস স্কিলিরেটস জ্ঞাপক। (৩) মস্তক-পৃষ্ঠে বিমোচন ও অববোধনের ন্যায় বেদনা ককুলস ইণ্ডিকসের লক্ষণ। (৪) মস্তক যেন মূর্দ্ধাদেশে উদ্ঘাটিত হইতেছে এ প্রকার অনুভবে স্পাইজিলিয়া উপযোগী। (৫) মূর্দ্ধাদেশে প্রচাপনে প্রভিন্ন হওয়ার ন্যায় অনুভব ও উহা একত্র করিয়া ধরিয়া রাখার আবশ্যকতা লক্ষণে কার্ব্বো এনিমেলিস ব্যবস্থেয়। (৬) আমাশয়ে বেদনা সহ মূর্দ্ধোপরি প্রচাপন; মূর্দ্ধায় চাপ দিলে মস্তকের বেদনার শান্তি ও নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি লক্ষণে ভিরেট্রম-এল্বম ব্যবহার্য্য। (৭) মূর্দ্ধাদেশে আকুঞ্চনবৎ বেদনা ও সিঁড়িতে উঠিবার সময় মস্তিষ্কে যেন কোন গুরুভার চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব এবং তৎসহকারে হস্ত পদের শীতলতা লক্ষণে মিনিয়ান্থিস প্রয়োজ্য। (৮) মস্তক-শিখরের উপর গুরুভারজনিত বেদনার ন্যায় বেদনা; শঙ্খস্থলে ও চক্ষুর উপরিভাগে অবিরাম বেদনা ও জ্বালা; চক্ষে রক্তসঞ্চয়, অশ্রুস্রাব; এবং আলোক ও শব্দে বিদ্বেষ ফিলেণ্ড্রিয়মের লক্ষণ।

স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের রোগে পলসেটিলা অতিশয় ফলপ্রদ। প্রাপ্তযৌবনা বালিকাদিগের স্বাভাবিক ভাবে অথবা একেবারে ঋতু না হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই সময়েই পূর্ব্বোল্লিখিত পলসেটিলা জ্ঞাপক ফুসফুসের অগ্রভাগের স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং এই লক্ষণ দূরীকৃত ও স্ত্রী-ধর্ম্ম সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন না কোন প্রকার যক্ষ্মারোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঋতু হইলেও যখন অতিবিলম্বে অত্যল্প পরিমাণে রক্ত-

স্রাব হয়, রক্তের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি থাকে, অর্থাৎ রজ-রক্ত কখনও প্রবাহিত, কখনও প্রতিরুদ্ধ হয়; কখনও মলিন সংযত রক্ত, আবার কখন বা প্রায় বর্ণহীন জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হয়; ঋতু ক্ষরণের পূর্ব্বে রজ-শূল জন্মে, উহার খল্লী ও দংশনবৎ বেদনা এতই-তীব্র হয় যে রোগিণী তাহা সহ্য করিতে পারে না: বাস-গৃহ ভালরূপ বায়ু সেবিত না হইলে তাহার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়; এবং রোগিণীর সুস্পষ্ট পলসেটিলাসূচক প্রকৃতি থাকে, তখন এই ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। এমেনোরিয়া বা রজোরোধেও পলসেটিলা উপযোগী। ঋতুকালে, বা পদদ্বয়ের সিক্ততা বশতঃ রক্তরুদ্ধ হইলে, অথবা রজস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসা-পথে রক্তপাত হইলে পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। এই সকল রোগে কাহারও কাহারও এক মাত্রা ঔষধ সেবনে, কাহারও কাহারও বা পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগে রজস্রাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গর্ভিণী-রোগ।—(১) জরায়ু ও উদর-প্রাচীরের স্পর্শ-দ্বেষে পলসেটিলা ও হেমেমেলিস ব্যবহৃত হয়। (২) ভ্রূণের অযথা-সংস্থান বা কুটিল-গতি সংশোধনেও পলসেটিলা উপযোগী। এতদ্দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণ আবর্ত্তিত হইয়া যে কুটিল-গতি সংশোধিত হয় এমন নহে, গর্ভাশয়ের পেশী-প্রাচীরে পলসেটিলার ক্রিয়াবশতঃ পেশীগুলির বিবর্দ্ধন-শক্তি উদ্রিক্ত হয়। কখন কখন গর্ভাবস্থায় জরায়ু বাড়িতে বাড়িতে এক পার্শ্বে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং জরায়ুর বিকাশের বৈষম্য বশতঃ ভ্রূণশরীরেরও সংস্থানের বৈষম্য জন্মে। পলসেটিলা দ্বারা জরায়ু বিবর্দ্ধনের ঈদৃশ বৈলক্ষণ্য দূরীকৃত হওয়াতেই ভ্রূণের কুটিল-গতিও সংশোধিত হইয়া যায়। (৩) প্রসবকালে বেদনার ধীরতা, ক্ষীণতা, ও নিষ্ফলতা লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। আবার আক্ষেপিক ও অনিয়মিত বেদনায়, নকুভমিকার ন্যায় মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত উদ্রিক্ত হইলে এবং রোগিণী শ্বাসাবরোধ অনুভব করিলে ও জানালা খুলিয়া দিতে বলিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। (৪) প্রসবের পর ফুল না পড়িলেও পলসেটিলার ব্যবহার আছে। এতদ্দ্বারা যে কেবল ফুল বিমুক্ত হয় এমন নহে গর্ভাশয়েরও বল-বিধান হইয়া প্রসবান্তিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়। এই অবস্থায় ক্যান্থেরিসও উপকারী। (৫) প্রসবান্তিক বেদনায় অর্থাৎ হেঁতাল ব্যথায় রোগিণীর পলসেটিলা জ্ঞাপক বিশেষ প্রকৃতি থাকলে পলসেটিলা ব্যবস্থা করা যায়।

কিন্তু এই বেদনায় ক্যামোমিলা ও জ্যান্থোজাইলমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্যান্থোজাইলম ইহার একটি বিশেষ উপকারক ঔষধ। যে সকল্ স্ত্রীলোকের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে তাহাদের তীব্র খল্লীবৎ প্রসবান্তিক বেদনায় কুপ্রম বিলক্ষণ ফলপ্রদ। (৬) স্বল্প বা বিলুপ্ত প্রসবান্তিক স্রাবেও পলসেটিলা উপকারী। (৬) ফ্লেগমেসিয়া এল্বা ডোলেন্স নামক রোগেও হেমেমেলিসের ন্যায় এই ঔষধ সচরাচর প্রযোজিত হয়।

স্তন-রোগ।—প্রসবের পূর্ব্বে, পরে, ও তৎকালে স্তনে পলসেটিলার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ে পুস্তকাদি বহন প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ঘর্ষণে উপদাহ জন্মিয়া দুগ্ধস্রাব হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। প্রসবের পর, স্তন স্ফীত, ব্যথিত, এবং স্তন্যস্রাব স্বল্প বা অবর্ত্তমান থাকিলে ও রোগিণীর বিমর্ষতা ও অশ্রুস্রাব লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়।

স্তন্যরোগে আরও কয়েকটী ঔষধ উপকারী। (১) অন্য কোন লক্ষণ, বা দৃশ্যমান কারণ পরিশূন্য স্তন্যাভাবে আর্টিকা ইউরেন্স উৎকৃষ্ট ঔষধ। (২) রিসিনস কমিউনিস বা কাষ্টর অয়েল বাহ্য প্রয়োগে স্তন-দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, অতএব আশা করা যায় যে নিম্নক্রমে আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও এতদ্দ্বারা সুফল দর্শিবে। (৩) অতিশয় মানসিক অবসাদ থাকিলে এগ্নসক্যাষ্টস ফলপ্রদ। (৪) আমবাতিক ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বদনের মলিনতা ও চিত্তের অপ্রফুল্লতা লক্ষণে কষ্টিকম উপযোগী।

সমগুণ ঔষধ।—স্ত্রী-রোগে পলসেটিলার কতকগুলি সমগুণ ঔষধ আছে, যথা (১) একটিয়া রেসিমোসা বা সিমিসিফুগা। জরায়ুতে ইহারও ক্রিয়া দর্শে বলিয়া পলসেটিলার সহিত ইহার সাদৃশ্য হয়। এই উভয় ঔষধই স্বাভাবিক প্রসববেদনা উৎপাদনে সহায়তা করে। এস্থলে একটিয়া পলসেটিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পলসেটিলার ন্যায় প্রসবকালে অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ প্রসববেদনায়ও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণগুলি সবিরাম নহে, কিন্তু অবিরাম। একটিয়ার রোগিণীর প্রকৃতি পলসেটিলা হইতে স্বতন্ত্র। প্রসবকালে ও প্রসবান্তে অতিশয় স্নায়বীয়তা ও ভয়ঙ্কর আশঙ্কাশীলতা লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে প্রসূতীর মনে সততই এই প্রকার আশঙ্কা, এবং অন্য সময়ে সামান্য

কার্য্য করিতেও ভয়ভয় অনুভব ইহার লক্ষণ। জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থানের কোন প্রকার ব্যতিক্রমে উদরের নিম্নদেশের অনুপ্রস্থে, একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা লক্ষণে একটিয়ার ব্যবহার আছে। জরায়ুর উপদাহের প্রতিক্ষিপ্ততা-জনিত স্নায়ুশূলে, মস্তক, বক্ষ, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন স্থানের স্নায়ু আক্রান্ত হউক না কেন তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। (২) কলোফাইলমেরও পলসেটিলার সহিত তুলনা হইয়া থাকে। বেদনার সবিরামতা কলোফাইলমের প্রধান বিশেষ লক্ষণ। বেদনা স্নায়বীয় ও জরায়ু-রোগের প্রতিক্ষিপ্ততা-জনিত হইলে তাহার বিরামশীল প্রকৃতি থাকে। সাধারণতঃ এই বেদনা তীব্র ও খল্লীবৎ হয় এবং মূত্রাশয়, বঙ্ক্ষণ ও অধঃশাখায় প্রকাশ পায়। প্রসবকালে গর্ভাশয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে কলোফাইলম ব্যবহৃত হয়। কলোফাইলমসূচক প্রসব বেদনা অতিশয় তীব্র হইলেও উহাতে পরিদৃশ্যমান নিঃসরণ-চেষ্টা লক্ষিত হয় না। স্নায়বীয়া স্ত্রীলোকদিগের বেদনায় অসহিষ্ণুতা লক্ষণে সচরাচর এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। আক্ষেপিক ও স্থানবিকল্পশীল বেদনা, কখনও বঙ্ক্ষণে, কখনও নিম্নোদরে, কখনও বা বক্ষঃস্থলে উপস্থিত হইলে এবং স্বাভাবিক প্রসব-বেদনার গতি-পথে গমন না করিলে; গর্ভিণী অবসন্ন হইয়া পড়িলে; এবং স্বরের ক্ষীণতা বশতঃ সময়ে সময়ে ভাল করিয়া কথা বলিতে না পারিলে কলোফাইলম উপযোগী। অধিকাংশ চিকিৎসকই প্রসববেদনায় কলোফাইলম নিম্ন ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সকল ক্রমেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গর্ভের শেষাবস্থায় যে কৃত্রিম প্রসব-বেদনা জন্মে তাহাতেও উদরের নিম্নদেশে যন্ত্রণাজনক আবেগ (কুন্থন) লক্ষণে কলোফাইলম উপযোগী। কখন কখন কেবল একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগেই এই বেদনা নিবারিত হয়। (৩) হেলোনিয়স ডাইওইকা পলসেটিলার অপর একটী সমগুণ ঔষধ। যে সকল স্ত্রীলোকের স্নায়ুমণ্ডল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; যাহারা কোন কাজ করিলে সহজেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং পৃষ্ঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একপ্রকার ক্লান্তি অনুভব করে; কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় অপেক্ষা কাজ করিতে করিতে যাহাদের অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয়; পৃষ্ঠ-বেদনা কটিদেশে বৃক্কের উপর, অথবা আরও নিম্নে

ত্রিকদেশে অবস্থিতি করে; এবং যাহাদের এই উভয় স্থলের বেদনাই জরায়ুর ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে হেলোনিয়াস ফলপ্রদ। রজ-বিলোপের পর বৃক্ককে রক্তসঞ্চয় জন্মিলে অর্থাৎ মাসে মাসে জরায়ুতে যে রক্ত সঞ্চিত হইত তাহা তথায় না হইয়া বৃক্ককে সঞ্চিত হইয়া এল্বুমিনুরিয়া রোগ উৎপন্ন করিলে এবং স্বল্প ও আবিল মূত্র বিনির্গত হইলে হেলোনিয়াস উপকারী। অপর, প্রসবের পরে কন্দ বা জরায়ুর অন্যবিধ কুটিল-গতি থাকিলে হেলোনিয়াস ব্যবহৃত হয়। বস্তি-গহ্বর-প্রদেশে গুরুত্ব ও আকর্ষণ অনুভব; "জরায়ুর বিদ্যমানতা উপলব্ধি"; * এবং দীর্ঘ-কাল প্রসবান্তিক স্রাব নিঃসরণ,—এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। একজন স্ত্রীলোকের একটী বৃহৎ সন্তান প্রসূত হয় এবং তৎপরে তাহার কন্দরোগ জন্মে। তিনমাস পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সেই রোগ আরোগ্য হয় না। এই সময়ে তাহার বক্ষঃস্থলের অনুপ্রস্থে অশিথিলতা অনুভূত হইতে থাকে এবং তৎসহকারে কাস ও অল্প অল্প রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন প্রকাশ পায়। এই রোগিণীর মাতাও যমজসন্তান প্রসব করিয়া যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং ফুসফুসের উৎকট উপসর্গ আশঙ্কা করিয়া ইহাকে ফসফরাস ও নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। অবশেষে রাত্রে জাগরিত হইলে রোগিণীর বক্ষঃস্থলে বুক্কাস্থির উপরে গুরুভার থাকার ন্যায় এবং বক্ষঃস্থল পেঁচে আকুঞ্চিত হইবার ন্যায় অনুভব লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া হেলোনিয়াস প্রদত্ত হয়। যদিও হেলোনিয়াসের বক্ষ-লক্ষণগুলি এই ঔষধের পুরুষ-পরীক্ষাকারীদিগের শরীরেই প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি এতদ্দ্বারা এই রোগিণীর বক্ষ-লক্ষণ ও কন্দউপসর্গ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছিল। ভগ ও যোনির পূয়োৎপত্তি বিশিষ্ট প্রদাহেও হেলোনিয়াস উপকারী। জরায়ু-গ্রীবার ক্ষতে দুর্গন্ধি স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর ও সামান্য পরিশ্রমে রক্তস্রাব এবং তৎসহকারে

---

* সুস্থাবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির বিদ্যমানতা অনুভূত হয় না, অজ্ঞাতসারেই তাহারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে ও স্ব স্ব নির্দ্ধারিত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। কিন্তু যখনই আমাশয়, যকৃৎ, বা অন্য কোন যন্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় তখনই তাহাতে রোগ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হয়।

প্রায় সর্ব্বদা, জননেন্দ্রিয়ের দুর্নিবার কণ্ডূয়ন লক্ষণে হেলোনিয়াস উপযোগী। প্রসবকালে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। (৪) হেলোনিয়াসের সহিত সিনিসিও অরিয়সের অনেকটা সম্বন্ধ আছে। এই ঔষধে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে। এজন্য নাসিকা, গল-মধ্য ও ফুসফুসের প্রতিশ্যায়-প্রবণতায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উপকার করে। স্নায়ু-প্রধানা, উত্তেজনশীলা, এবং জরায়ুর কন্দ বা কুটিলতা সম্ভূত উপদাহ বশতঃ নিদ্রাশূন্যা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সিনিসিও জ্ঞাপক রোগিণীর রজস্রাবের স্বল্পতা; অশ্রুস্রাবের আধিক্য; শুষ্ক বিবক্তিকর কাস, ও তৎসহকারে বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা এবং রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবন; জরায়ু-রোগের সহিত মূত্রাশয়ের সহানুভূতি ও তজ্জন্য মূত্রাশয়-গ্রীবায় অতিশয় বেদনা, জ্বালা, ও মূত্র-কৃচ্ছ্র, এবং রজস্রাবান্তে বক্ষঃস্থলের ও মূত্রাশয়ের উপসর্গের পরিবর্ত্তন বা বিরতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। সুতরাং ঋতু-বৈলক্ষণ্যের সহিতই এই সকল লক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। (৫) সিনিসিও ও হেলোনিয়াসের সহিত এলিট্রিস ফেরিনোসা নামক ঔষধের বিলক্ষণ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ইহার ন্যায় তিক্ত পদার্থ অদ্যাপি পরিজ্ঞাত হয় নাই। এলোপ্যাথেরা ইহাকে বলকর বলিয়া থাকেন। যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ুর উপদ্রব ও শ্বেতপ্রদরের সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে, এবং মল নিঃসারণে অতিশয় চেষ্টা আবশ্যক করে; মুখে অধিক পরিমাণে ফেণিল লালা সঞ্চিত হয়, তাহাদের পক্ষেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অগ্নি-মান্দ্যেও ভুক্তান্ন রোগীর যাতনা জন্মাইলে এবং আমাশয়ে গুরুভাবের ন্যায় স্থাপিত থাকিলে এলিট্রিস ব্যবহৃত হয়। (৬) পলসেটিলার সহিত সাইক্লেমেনের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। এই দুই ঔষধই ক্লোরোসিস ও এনিমিয়াগ্রস্থা রক্তহীনা স্ত্রী-লোকদিগের পক্ষে উপযোগী। এবং উভয়েই জীর্ণ-শক্তির বৈলক্ষণ্য ও ঘৃতাদি বসাদ্রব্যের অসহ্যতা লক্ষণ আছে। উভয় ঔষধেরই রজবৈষম্য ও রজ-শূল প্রায় এক প্রকার, এবং বিষাদ-লক্ষণ একরূপ। তবে পলসেটিলা হইতে নিম্নোক্ত লক্ষণ দ্বারা সাইক্লেমেনের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করা যায়:—সাধারণতঃ, কিন্তু সর্ব্বদা নয়, সাইক্লেমেন জ্ঞাপক রোগীর অধিকতর পিপাসা থাকে। পলসেটিলা-সূচক রোগী

খোলা বাতাসে ভাল বোধ করে, সাইক্লেমেনের রোগী তাহা করে না। সাইক্লেমেন জ্ঞাপক রোগীদিগের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ এক প্রকার দুর্ব্বলতা বা নিশ্চেষ্টতা থাকে। তাহারা চিন্তা করিতে পারে না, পরিশ্রম করিতে উত্তেজিত বা বাধ্য করিলে ভাল থাকে; প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে তাহাদের এমনই গাত্র-গৌরব ও অবসন্নতা বোধ হয় যে দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে না; কিন্তু একবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারে। এইগুলি সাই-ক্লেমেনের লক্ষণ এবং হেলোনিয়াসের সহিত এই সকল লক্ষণের অনেকটা ঐক্য দেখা যায়। সাইক্লেমেনে ইন্দ্রিয় সকলের অপ্রাখর্য্য ও চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি-শিখা-দর্শন লক্ষণও আছে। দুর্ব্বল নীরক্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই লক্ষণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্যাণ্টোনাইনের লক্ষণের ন্যায় তাহারা চক্ষুর সম্মুখে নানাপ্রকার বর্ণ দর্শন করে। কখন কখন বা দৃষ্ট পদার্থের অর্দ্ধমাত্র দেখিতে পায়। তাহাদের অগ্নিমান্দ্যেও এই অর্দ্ধ-দৃষ্টি-লক্ষণ থাকে। উদরে বায়ু জন্মে এবং রাত্রিকালে তদ্দ্বারা উদর-বেদনা উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য রাত্রিতে উঠিয়া বিচরণ করিতে হয়। (৭) হাইড্রাষ্টিস কানেডেন্সিস পলসেটিলা অপেক্ষাও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অধিকতর প্রবল ক্রিয়া দর্শায়। এতদ্দ্বারা নাসিকা, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয় ও অপত্য-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় জন্মে এবং পলসেটিলা অপেক্ষা অধিকতর বিদাহী, গাঢ় পীতবর্ণ অথবা রজ্জ্বাকৃতি আকৃতির স্রাব নিঃসৃত হয়। জরায়ু-গ্রীবার ক্ষতসংযুক্ত কন্দরোগে হাইড্রাষ্টিস ব্যবহৃত হয়। কখনও বা জলবৎ কখনও বা গাঢ় পীতবর্ণ ও অবদরণকর প্রদর-স্রাব; এবং তৎ-সহকারে আমাশয়গহ্বরে শূন্যতা বা দুর্ব্বলতা অনুভব ও সুস্পষ্ট হৃৎকম্প; আর্দ্র, মলিন পীতবর্ণ মলাচ্ছন্ন ও দন্তাঙ্কিত জিহ্বা; অনুজ্জ্বল বদন; নিমগ্ন, ও মলিন বর্ণ মণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু, এবং আমাচ্ছন্ন বা আম-মিশ্রিত মলবিশিষ্ট কোষ্ঠ-কাঠিন্য;—হাইড্রাষ্টিসের লক্ষণ। (৮) এক কট্যস্থি হইতে অপর কট্যস্থি পর্য্যন্ত উদরের অনুপ্রস্থে সুতীব্র বেদনা, অধিকন্তু সুস্পষ্ট কুন্থনবৎ বেদনা এবং তজ্জন্য রোগিণীর উরুর উপরে উরু স্থাপন ও হস্তদ্বারা ভগ ধারণ লক্ষণাপন্ন জরায়ুরোগে লিলিয়ম টাইগ্রিনম ব্যবহেয়।

জ্বর।—মস্তকের উত্তপ্ততা ও ওষ্ঠের শুষ্কতা; আর্দ্র রাখিবার নিমিত্ত অবিরত ওষ্ঠ পরিলেহন, অথচ জলপানে অনিচ্ছা লক্ষণবিশিষ্ট জ্বরে পলসেটিলা ব্যবহৃত হয়। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী সবিরাম জ্বরেও অপরাহ্ন দুই তিনটার সময় পিপাসা; তৎপরে পিপাসাশূন্য শীত, এবং বক্ষঃস্থলে শৈবিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ উৎকণ্ঠা ও গুরুত্বানুভব; নিদ্রার আবল্য অথচ নিদ্রা যাইতে অসমর্থতা; কখনও বা এক হস্তের উত্তপ্ততা, ও অপর হস্তের শীতলতা লক্ষণে পলসেটিলা ফলপ্রদ।

হাম।—হাম রোগেও পলসেটিলা প্রয়োজিত হয়। অনেক সময় ইহার অপপ্রয়োগও হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায়ের লক্ষণের প্রাধান্য; নাসিকা হইতে জলস্রাব, ও প্রভূত অশ্রুস্রাব, রাত্রিকালে শুষ্ক ও দিবসে তরল কাস; কাসিতে কাসিতে শয্যায় উঠিয়া উপবেশন;—এই সকল লক্ষণেই পলসেটিলা উপযোগী। কর্ণ-বেদনা থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রারম্ভাবস্থায় জ্বরের প্রাবল্য সত্ত্বে ইহা ব্যবহৃত হয় না, তখন একোনাইট বা জেলসিমিয়ম দ্বারাই চিকিৎসা আরম্ভ করা বিহিত। চক্ষুর সামান্য প্রতিশ্যায়ের পরিবর্ত্তে যদি কনীনিকায় পচ্যমান পিড়কা সমুৎপন্ন, গল-মধ্য স্ফীত ও তথা হইতে বেদনা কর্ণে সঞ্চারিত; এবং লালাস্রাবী গ্রন্থিগুলি স্ফীত হয়; ও প্রতিশ্যায়জনিত বধিরতা থাকে তবে কালীবাইক্রোমিকম ব্যবহার করা যায়।

স্নায়ু-শূল।—নিউরালজিয়া বা স্নায়ু-শূলে উৎক্ষেপবৎ (চিড়িকমারা) স্থান-বিকল্প-শীল বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হইলে; এবং বেদনা যতই অধিকক্ষণ থাকে ততই উহার আতিশয্য ও অসহ্যতা জন্মিলে পলসেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ।—পৃষ্ঠবংশের উপদাহেও পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। গ্রীবা, ফলতঃ সমগ্র শরীরের কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অনম্যতা; কটিদেশে দৃঢ় বন্ধের ন্যায় অনুভব; ত্রিকদেশে বেদনা, এবং উপবেশনে ও পশ্চাদ্দিকে অবনত হইলে উহার আধিক্য; সন্ধিস্থানে দুর্ব্বলতানুভব, বোধ হয় যেন সহজেই সন্ধি-বিশ্লিষ্ট হইবে; বিশ্রামে, সুতরাং নিদ্রান্তে রোগ-লক্ষণের উপশান্তি এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। উপ-

বেশনে বিবর্দ্ধনশীল পৃষ্ঠ-বেদনায় জিঙ্কম, কোবাল্ট, সিপিয়া ও ক্যানেবিস ইণ্ডিকাও ব্যবহৃেয়।

নিদ্রা-রোগ।—পলসেটিলার নিদ্রা-লক্ষণে বিলক্ষণ স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। পলসেটিলা-জ্ঞাপক রোগীর সুনিদ্রা হয় না, সে বারংবার জাগরিত হয় ও স্বপ্ন দেখে; জাগ্রত হইবার পর তাহাকে অপ্রফুল্ল ও অনাবিষ্ট দেখা যায়। নিদ্রা-লক্ষণে পলসেটিলা ও নক্সভমিকায় বিস্তর প্রভেদ। পলসেটিলার রোগী সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে ও তাহার মনে নানাপ্রকার চিন্তা উদিত হয়; নক্সভমিকার রোগী সন্ধ্যাকালে নিদ্রাক্রান্ত হয়। পলসেটিলার রোগী প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রগাঢ় রূপে নিদ্রিত থাকে; নক্সভমিকার রোগী রাত্রি তিন চারিটার সময় বিশ্রান্ত বোধ করিয়া জাগরিত হয়। অনন্তর পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইয়া পড়ে ও যথা সময়ে জাগ্রত হয়, কিন্তু তখন সে অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। নিরবচ্ছিন্ন মানসিক ক্রিয়াশীলতা নিবন্ধন নিদ্রাশূন্যতা ককুলসের লক্ষণ। নিদ্রার অল্পমাত্র বিরতির পরে ককুলসের রোগীর বিবমিষা জন্মে। যৎসামান্য শব্দে নিদ্রা হইতে জাগরণ সলফারের লক্ষণ।

সমগুণ।—ব্রাই, নক্স-ভম, এণ্ট-ক্রুড, ইপিকাক, সলফার, সলফ-এসিড, আর্সেনিক, কলচিকম, কালি-ব্রাই, কালোফাইলম, ইগ্নেশিয়া, এক্টিয়া, হেলোনিয়াস, হেমেমেলিস, সিপিয়া, পলসেটিলার সমগুণ।

বিষমগুণ।—ক্যামো, কফি, ইগ্নেশিয়া, ও নক্সভমিকা পলসেটিলার বিষমগুণ।

সলফিউরিক এসিড ও লাইকোপোডিয়ম পলসেটিলার অনুপূরক। আমাশয়ের উপসর্গে পলসেটিলার পরে সলফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলা একস্থলে সলফিউরিক এসিডের ক্রিয়া প্রতিহারও করে। সুরাপান প্রবৃত্তি নিবারণার্থে সলফিউরিক এসিড ব্যবহার করিলে যে অতিসার জন্মে, পলসেটিলা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফসফরাস।

বিশেষ বিবরণ।

স্নায়ুমণ্ডলেই প্রধানতঃ ফসফরাসের ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং ইহার পরীক্ষা-লক্ষণে সর্ব্বত্রই ফসফরাসের এই ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ফসফরাসের লক্ষণে কোথাও সামর্থ্য বা জীবনী-শক্তির বিবর্দ্ধন, অথবা শারীরিক ক্রিয়ার বাস্তবিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল আর্সেনিকের ন্যায় উপদাহশীল দুর্ব্বলতাই দেখা যায়। বাহ্যইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় রোগীর অতিশয় অনুভবাধিক্য জন্মে। আলোক, শব্দ, গন্ধ, ও স্পর্শ তাহার সহ্য হয় না। সহসা ঋতু-বিপর্য্যয়, বিশেষতঃ ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি তাড়িৎ-পরিবর্ত্তনে তাহার উৎকণ্ঠা ও ভয় জন্মে এবং রোগ-লক্ষণসকল বিবর্দ্ধিত হয়। তাহার মনও সহজে উত্তেজিত হয়। সহজে ক্রোধের উদ্রেক ও প্রচণ্ডতা জন্মে, সে রাগোন্মত্ত হইয়া উঠে এবং নক্সভমিকাজ্ঞাপক রোগীর ন্যায় ক্রোধের ফলে তাহার শারীরিক অপকার দর্শে। অন্যান্য সময়ে, বিশেষতঃ অন্ধকারে ও গোধূলী সময়ে তাহার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জন্মে। নানা প্রকার কল্পিত ও অবাস্তবিক ভাবের উদয় হয়। গৃহের সকল কোণ হইতে হাস্যময় মুখ দৃষ্ট হয়। মনে নানাবিধ চিন্তার উদ্রেক হয়, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আবার প্রতিচিন্তনে বা পুনঃ স্মরণে অসামর্থ্য জন্মে ; অথবা মানসিক পরিশ্রমে রোগের সমস্ত লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। নক্সভমিকার লক্ষণের ন্যায় মানসিক পরিশ্রম সহ্য হয় না। উত্তেজনশীল দুর্ব্বলতার প্রমাণস্বরূপ ফসফরাসে প্রলাপ জন্মে। এই প্রলাপ টাইফয়েড জ্বর, পাণ্ডু, বা সঙ্গম-প্রবৃত্তির আতিশয্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে পারে। প্রলাপ প্রচণ্ডও হইতে পারে। উহাতে চিত্তের কোন এক বিষয়ে প্রগাঢ় অভিনিবেশবশতঃ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া ও ঐচ্ছিক গতি-শক্তি স্থগিত হইয়া পড়ে। রোগী মনে করে যেন তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, এবং কেমন করিয়া সেই খণ্ডগুলি একত্রিত করিবে তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। সে আপনাকে অতিশয় সাজসজ্জা পরিবেষ্টিত বড় লোক মনে করে। ইহাকে কখন কখন বিভবোন্মাদ

বলা যায়। কখন বা এই উন্মাদ কামোন্মাদের আকার ধারণ করে, এবং রোগী লজ্জাশূন্য হইয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলে ও যাহাতে তাহাতে উপগত হইতে চেষ্টা করে। অবশেষে এই প্রলাপের আক্রমণ তন্দ্রাদোষ, চিত্তের জড়ত্ব, বা উদাসীনতায় পরিণত হয়। তখন রোগীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রায়ই তাহার উত্তর দেয় না, অথবা অতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক উত্তর দেয়। কামোন্মাদে হাইওসায়েমাসের সহিত ফসফরাসের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে এবং হাইওসায়েমাসের পরেই সচরাচর এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষ্ট্রামোনিয়ম, ব্যাপ্টিসিয়া, রসটক্স এবং মিউরিয়েটিক এসিডের সহিতও ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

স্নায়ুমণ্ডলে ফসফরাসের ক্রিয়ার নিদর্শন শরীরের সমস্ত লক্ষণেই পরিলক্ষিত হয়। যথা, এতজ্জনিত শিরঃপীড়ার সহিতও ঘ্রাণাধিক্য বিদ্যমান থাকে। ঘ্রাণ শক্তি এতই তীব্র হইয়া উঠে যে ফুলের গন্ধে পর্য্যন্ত রোগীর মূর্চ্ছা জন্মে। গীতবাদ্যে বিবর্দ্ধনশীল স্পন্দন বা দপদপকর শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের শব্দে শ্রবণ-শক্তির ক্ষীণতা ও তৎসহকারে কর্ণে রক্তাবেগের ন্যায় গর্জ্জন-ধ্বনি জন্মে। কর্ণে শব্দের অসুখকর প্রতিধ্বনি হয়। অপিচ, বারংবার উপস্থের উদ্রেক বিশিষ্ট কামোত্তেজনা প্রকাশ পায়, রোগীর সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অশ্লীল ভাব সকল তাহার মনে উদিত হইতে থাকে; এবং নিদ্রাবস্থায় পুনঃপুনঃ স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয়।

ফসফরাসের প্রকৃতি-গত পৃষ্ঠবংশের উপদাহের লক্ষণগুলি অতিশয় সুনিশ্চিত। এই সকল লক্ষণের সহিত রোগীর হৃৎকম্প থাকে, এবং তাহা শোক, ক্রোধ, বা আনন্দ সকল প্রকার মনোভাবেই বিবর্দ্ধিত হয়। পৃষ্ঠবংশের উপদাহ রোগে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাতেও পৃষ্ঠবংশে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ থাকে। এইসকল লক্ষণের সহিত পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয়। পৃষ্ঠ যেন ভগ্ন হইবে এরূপ দুর্ব্বল বোধ হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা জন্মে, হাঁটিতে আরম্ভ করিলে শরীর কাঁপিতে থাকে, বারংবার পদ-স্খলন হয়। অত্যন্ত শারীরিক উত্তাপ বশতঃ রোগীর নিদ্রা হয় না, নিদ্রা হইলে সে ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। এইগুলি ফসফরাসের উপদাহিতার আতিশয্য ও বাহ্য উত্তেজনা

প্রতিরোধ-শক্তির ন্যূনতার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল ব্যক্তিদিগের পরিণামে নানাবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। পুনঃপুনঃ সন্তান-প্রসব, শোণিত, শুক্র, দুগ্ধাদি শারীরিক দ্রব-বিধানের অপচয় বশতঃ ইহাদের পক্ষাঘাত, কোরিয়া, পৃষ্ঠবংশের রোগ প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগ অথবা যক্ষ্মা উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

আময়িক ব্যবহার।

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া।—লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া রোগে পৃষ্ঠবংশে অতিশয় জ্বালা লক্ষণে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠবংশে এবং আক্রান্ত দেহ-শাখায় অতিশয় শিহরণ ও সুড়সুড়ি এই ঔষধের অপর লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় এই সকল রোগীদিগের সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অতিশয় উত্তেজনা থাকে। কাম-প্রবৃত্তির ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান উত্তেজনার আতিশয্য ফসফরাসের একটী অপরিহার্য্য লক্ষণ। শুক্রাদি শারীরিক ধাতুর অতিক্ষয় জনিত লোকোমোটর এট্যাক্সিয়ায় ফসফরাস ফলপ্রদ।

ধ্বজভঙ্গ।—সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা জনিত বা তৎপরবর্ত্তী ধ্বজভঙ্গেই ফসফরাস উপযোগী। যে সকল তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার আধিক্য বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না, ফসফরাস তাহাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে সাহায্য করে। কৌমার্য্য, অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা বশতঃ সঙ্গমেন্দ্রিয়ের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিলে এবং রোগোৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা থাকিলে ফসফরাস তাহার উপযুক্ত ঔষধ। কিন্তু কাম-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক উত্তেজনা থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বজভঙ্গ জন্মিলে কোনায়ম ব্যবস্থেয়।

মস্তিষ্কের কোমলতা।—স্নায়ু-বিধানের শীর্ণতার প্রকারান্তর স্বরূপ মস্তিষ্কের কোমলতা রোগে ফসফরাসের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। রোগীর মস্তকে মৃদু বেদনা, সর্ব্বদা শ্রান্তি ও ক্লান্তি অনুভব, এবং বিচরণে অল্প অল্প কষ্ট ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। নক্সভমিকা প্রয়োগের পরেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয়। নক্সভমিকা ফসফরাসের বিষমগুণ। একপ অবস্থায় ফসফরাসের পূর্ব্বে বা পরে কেমন করিয়া ইহা ব্যবস্থিত হইতে পারে একথা

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রথমতঃ কোন ঔষধের বিষম-গুণ কেবল তাহার ক্রিয়া বিনষ্ট করিবার নিমিত্তই যে ব্যবহৃত হয় এমন নহে, কিন্তু চিকিৎসা-কালে কোন ঔষধ ব্যবহারের পর কখন কখন তাহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়, তখন কাজে কাজেই বিপরীত* ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ অর্থাৎ বিষমগুণ ব্যবহার করা আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ একটী ঔষধ অপর ঔষধের কতকগুলি লক্ষণের বিষমগুণ ও কতকগুলি লক্ষণের সমগুণ হইতে পারে সুতরাং বিষম-গুণ ঔষধ রোগের প্রকৃত ঔষধ স্বরূপও ব্যবহার করা যায়।

কোরিয়া বা তাণ্ডব।—শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এরূপ বালকদিগের তাণ্ডব রোগে ফসফরাস অতিশয় ফলপ্রদ। রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় বিচরণ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বর।—ফসফরাসের স্নায়বীয় লক্ষণানুসারে জীবনীশক্তির নিস্তেজতা বিশিষ্ট স্নায়বীয় জ্বরে ও সন্নিপাত প্রকৃতির জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় অবসন্নতায় অর্থাৎ সন্নিপাত-দোষে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশ বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইলে ফসফরাস ব্যবস্থেয় হয়। ভস্ম বা মধুখবৎ মুখের বর্ণ বা আকৃতি; আঠা আঠা সূত্রবৎ, কষ্টে নিষ্ঠিবিত শ্লেষ্মায় জিহ্বার আচ্ছন্নতা; (এই শ্লেষ্মা দন্ত, দন্তমূল, ও জিহ্বায় সঞ্চিত হয়, এবং ইহার দুশ্ছেদ্য প্রকৃতি ও রোগীর দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উহা নিষ্ঠিবন করিয়া মুখ পরিষ্কার কবিতে পারে না); দেহ-কাণ্ডের উত্তপ্ততা, মস্তকের অল্প অল্প শীতলতা, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুনিশ্চিত শীতলতা; বক্ষঃ ও উদরে রক্ত-সঞ্চয়; শ্বাসের উত্তপ্ততা, এবং প্রায় সর্ব্বদা বায়ুনলীভুজের প্রতিশ্যায় বা ফুসফুসপ্রদাহের বিদ্যমানতা; (টাইফয়েড জ্বরে ফুসফুস-প্রদাহে রস-ক্ষরণ); জ্বালাকর পিপাসা, শীতল জলপানে উহার উপশম, অপরাহ্ণ তিনটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত পিপাসার আধিক্য, শীতল জলপানে শান্তি, কিন্তু তাহা আমাশয়ে উষ্ণ হইবামাত্র প্রবল বেগে উদ্গীরণ; অন্ত্রা-ক্রমণ; যকৃতের স্পর্শ-দ্বেষ ও বিবৃদ্ধি; প্লীহাব স্পর্শ-দ্বেষ ও বিবৃদ্ধি; আহার করিবামাত্র অতিসার (আম); সূত্রবৎ বা শস্কের ন্যায়, মলিন, ও সচরাচর রক্তাক্ত মল, এবং মলত্যাগান্তে বাহ্যিক দুর্ব্বলতা; (এই দুর্ব্বলতা

নিশ্চিতই. মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় লক্ষণ, মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশে ক্রিয়াকারী ঔষধ অর্থাৎ কোনায়ম, নক্সভমিকা, বিশেষতঃ ফসফরাসে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়); কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে ফসফরাসের প্রকৃতিগত কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় দীর্ঘ, সরু, অতি চেষ্টায় নিঃসারিত মল ; জ্বরকালীন বক্ষঃস্থল ও উদরের রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ অবিরত শয্যাবস্ত্র নিক্ষেপ , শীতল রাখিবার নিমিত্ত বাহু শয্যার বাহিরে রাখা ; প্রচুর ঘর্ম্ম, অথচ ঘর্ম্মস্রাবে অনুপশম ; ("ঘর্ম্মস্রাবে অনুপশম বিশিষ্ট প্রভূত ঘর্ম্ম" মারকিউরিরও লক্ষণ বটে. কিন্তু সন্নিপাত জ্বরে মারকিউরি জ্ঞাপক পরিষ্কার পাণ্ডু-লক্ষণ ও অন্ত্র-লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে মারকিউরি ব্যবস্থেয় নহে। বসটক্স, ক্যামোমিলা ও ফসফরাস প্রভৃতিতেও এইরূপ ঘর্ম্ম-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্যামোমিলা বালকদিগের পক্ষেই উপযোগী)। এই সকল লক্ষণে টাইফস. টাইফয়েড, ও সন্নিপাতাবস্থাপন্ন অন্যান্য জ্বরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। টাইফয়েড জ্বরের চরম অবস্থায় যখন ফুসফুসের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জন্মে, রোগী একপ্রকার অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহার নিশ্বাস উত্তপ্ত ও শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, বোধ হয় যেন ফুসফুসে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া ঘড ঘড শব্দ হইতেছে ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাক্ত হয় ; নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না ; তখনও ফসফরাস ব্যবস্থা করা যায়। পতনাবস্থায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিসও উপযোগী। ফসফরাসের পরে ইহা ভাল খাটে। শাস্ত্রতঃ ফসফরাস ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে প্রভেদ এই যে মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ফসফরাসের অধিকতর ক্রিয়া দর্শে এবং সহানুভৌতিক স্নায়ু-মণ্ডলে, বিশেষতঃ সোলারপ্লেক্সসে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের অধিকতর ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বমন।—অগ্নিমান্দ্যের পুরাতন বমন ভিন্ন, সচরাচর বমনে ফসফরাস দ্বারা কোন উপকার দর্শে না। তবে জল আমাশয়ে উষ্ণ হইবামাত্র উদ্গীরণ লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ। আর্সেনিকে অতি অল্প পরিমাণ জলপান বা আহার গ্রহণ করিবামাত্রই বমন. হয়। বিসমথে কেবল আহার গ্রহণ করিবামাত্র বমন হয়, এবং তৎসহ জ্বালা ও হৃদ্দাহ থাকে। ক্রিয়োজোটে আহারের কতিপয় ঘটিকা পরে অজীর্ণ দ্রব্য বমন হইয়া পড়ে।

মেদাপকর্ষ।—ফসফরাসে মেদাপকৃষ্টতা জন্মায়। স্নায়ুমণ্ডলে ফস-ফরাসের ক্রিয়া বশতঃ এই মেদাপকৃষ্টতা উৎপন্ন হয় না। রক্তেও ফসফরাস ক্রিয়া করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কি প্রকারে ক্রিয়া করে তাহা অদ্যাপি প্রকৃতরূপে জানা যায় নাই। এতদ্দারা রক্ত বিসমাসিত হইয়া অধিকতর তরল হয়; ও সহজে সংযত হয় না এবং সেই সময়ে কোন কোন স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে। এই প্রকারে মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, অথবা শরীরের অন্য কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয়। এই রক্তাধিক্য প্রবল ধামনিক রক্ত-সঞ্চয় নহে, কিন্তু এক প্রকার রক্তাবরোধ মাত্র। আক্রান্ত স্থানে এই প্রকারে রক্ত-সঞ্চিত হওয়াতে ও সেই সঞ্চিত রক্তের গুণের ন্যূনতা বশতঃ সেই স্থানের ভালরূপে পরিপোষণ না হওয়াতে উহার মেদাপকৃষ্টতা জন্মিতে থাকে। এই রূপে ফসফরাস মস্তিষ্ক বা পৃষ্ঠবংশ, হৃৎপিণ্ড বা ফুস-ফুস, বিশেষতঃ যকৃৎ ও বৃক্ককের মেদাপকৃষ্টতা জন্মায়। এমন কি পেশী সকলের পর্য্যন্ত মেদাপকর্ষ সমুৎপন্ন করে।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতেও ফসফরাসের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। যকৃতের মেদাপকর্ষের সহিত ফসফরাসের এই ক্রিয়া জনিত লক্ষণগুলির সম্বন্ধ দেখা যায়। দীর্ঘকাল ফসফরাস সেবন করিলে যকৃতে পূর্ব্ববর্ণিত রক্তাধিক্য জন্মে, সুতরাং যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইয়া উহাতে সুস্পষ্ট স্পর্শ-দ্বেষ, ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়। পিত্ত-নিঃস্রবের অভাব বশতঃ মল ধূসরাভ শুভ্র হয়। উদর স্ফীত হয়। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া নাড়ী দুর্ব্বল ও সূত্র-বৎ হইয়া উঠে। দুই কারণে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ফসফরাস জনিত রক্তের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন এক কারণ, পিত্তের উপাদানগুলি শোণিতে বিদ্যমান থাকিয়া শোণিতের বিষাক্ততার উৎপত্তি দ্বিতীয় কারণ। ইহা হইতেই হৃৎপিণ্ডের অবসাদ জন্মিয়া নাড়ী মন্দগতি বা দুর্ব্বল এবং সূত্র-বৎ সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় যকৃৎ পরীক্ষা করিলে তাহার শীর্ণতার সূচনা দৃষ্ট হয়। যকৃতের অণুকোষের (সেল) বিনাশ ও মূলতন্তুর আধিক্য বশতই এই শীর্ণতা সংঘটিত হয়। যকৃৎ-বিধানের যোজক-তন্তু, প্রদাহ জন্য বিবর্দ্ধিত হইয়া যকৃতের অণুকোষগুলির উপর চাপ প্রদান করাতে উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং এই প্রকারেই যকৃতের সিরোসিস রোগ জন্মে।

তৎপরে উদরী উপস্থিত হয় এবং উদরের উপরে স্ফীত শিরাসকল দেখা দেয়। অনন্তর পাণ্ডু-লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়, এবং অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। রক্ত এমনই বিষাক্ত হইয়া পড়ে যে তৎপ্রভাবে রোগীর পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রলাপ জন্মে। এই সকল রোগীর মূত্র অতিশয় অণ্ডলালময় হয়। ফসফরাস দ্বারা যকৃতের পীতবর্ণ শীর্ণতাও জন্মে সুতরাং এই ঔষধ উক্ত রোগে উপকার করে। হৃদ্রোগের পরিণাম স্বরূপ যকৃতের মেদাপকৃষ্টতায়ও ইহা উপযোগী। কশেরুকার বা বঙ্ক্ষণ-সন্ধির কেরিজ প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী অস্থি-রোগ জনিত যকৃতের মধুথ (মোম) বৎ আকারেও এই ঔষধ উপযোগী। যকৃৎ-প্রদাহে পূযোৎপন্ন হইলে বিলেপী জ্বর, নৈশঘর্ম্ম, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিবৃদ্ধি, এবং যকৃতের স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে ফসফরাসের ব্যবহার আছে।

পাণ্ডু।—ক্রিয়া-বিকার জনিত পাণ্ডুরোগে ফসফরাস উপযোগী নহে, বিধান-বিকার জনিত পাণ্ডুরোগেই ইহা ফলপ্রদ। ফসফরাস-জ্ঞাপক পাণ্ডু, নীরক্ততা, মস্তিষ্ক-রোগ, গর্ভ, অথবা যকৃতের সাংঘাতিক রোগের সহিত সংসৃষ্ট থাকে।

আমাশয়ের রোগ।—অন্নবাহী পথে ফসফরাসের সুস্পষ্ট ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের ন্যায় জিহ্বার শুভ্রতা, ও মধ্যভাগে তাহার আধিক্য ফসফরাসেও দেখা যায়। পৈত্তিক রোগে জিহ্বার পীতবর্ণ; এবং সান্নিপাতিক রোগে রসটক্সের ন্যায় জিহ্বার ঈষৎ কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় শুষ্কতা ফসফরাস জ্ঞাপক। গল-মধ্যের, বিশেষতঃ উপজিহ্বার প্রদাহ; গলার অভ্যন্তরে শুভ্র, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা সঞ্চয়; রাত্রিতে রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা, ক্ষুধাবশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ, ও যে পর্য্যন্ত কিছু না খাওয়া যায় ততক্ষণ জাগিয়া থাকা; (এই ক্ষুধা লক্ষণে ফসফরাস জ্বরেও ব্যবহৃত হয়); বরফ বরফের জল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা; শীতল দ্রব্য সেবনে কিয়ৎকাল উপশান্তি, ও সেইগুলি আমাশয়ে উষ্ণ হইবামাত্র বমন ফসফরাসের লক্ষণ। বমন।—আমাশয়ের বিশুদ্ধ অবসন্নতাজনিত পুরাতন অগ্নিমান্দ্যের বমন এই ঔষধে আরোগ্য হয়। গলনলীর সংবৃতি।—গলনলীর, বিশেষতঃ উহার হৃৎপিণ্ডাভিমুখীন অংশের আক্ষেপিক আকুঞ্চনে, ভুক্তদ্রব্য কতকদূর গমনান্তর প্রবলবেগে উদ্গীরিত হইলে এই ঔষধ ফল-

প্রদ। আমাশয়ের ক্ষত।—আমাশয়ের বক্র কর ক্ষতে বেদনা, গলাধঃকরণমাত্র ভুক্তদ্রব্য বমন, এবং বান্ত পদার্থে মলিন, গুটিল, অর্দ্ধ-নিরেট, কফিচূর্ণ সদৃশ বস্তুর বিদ্যমানতা ফসফরাসের প্রয়োগ-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে আমাশয়ের কর্কট রোগেও ক্ষত হইবার উপক্রমে এই ঔষধ ব্যবহেয়।

ক্লোম-রোগ।—ক্লোমযন্ত্রে ফসফরাসের ক্রিয়া দর্শে। ক্লোমের মেদাপকৃষ্টতায় ইহা বিশেষ উপযোগী। পূর্ব্বোক্ত আমাশয়িক লক্ষণ এবং তৈলাক্ত মল লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। কখন কখন মল পাচিত সাগুর ন্যায় দেখায়। ক্লোমের রোগের পরবর্ত্তী বা তৎসহবর্ত্তী মধুমেহে ও ব্রাইটাখ্য পীড়ায়ও ফসফরাস বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

অন্ত্রের রোগ।—ফসফরাস দ্বারা প্রায় আর্সেনিকের ন্যায় প্রবলরূপে অন্ত্র-পথ আক্রান্ত হয়। ইহা পূর্ব্ব বর্ণিত 'কুক্কুর-বিষ্ঠার' ন্যায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য উৎপন্ন করে। ইহাতে অতিসারও জন্মায়। এই অতিসারের মল প্রভূত ও জলবৎ, এবং তাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। ফসফরাসে সবুজ আমময় মলও জন্মে, উহাও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। মলে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যও থাকে, এবং এই অতিসারে রোগীকে অতিশয় দুর্ব্বল করে। উপবিসূচিকায় অর্থাৎ ব্যাপক ওলাউঠার সময় যে অতিসার জন্মে তাহাতেও এই ঔষধের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। ফসফরাস দ্বারা অন্ত্রের পক্ষাঘাত উৎপন্ন ও আরোগ্য হয়। অন্ত্রের নিম্নাংশ অর্থাৎ স্থূলান্ত্র ও সরলান্ত্র আক্রান্ত হইলেই এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ফসফরাসের লক্ষণে মলদ্বার উদ্ঘাটিত থাকে ও তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়।

মূত্রযন্ত্রের রোগ।—মূত্র-যন্ত্রের রোগে ফসফরাস প্রথম শ্রেণীর ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রাইটাখ্য পীড়া নামে যে সকল রোগ অভিহিত তাহার চিকিৎসায় এই ঔষধের কার্য্যকারিতা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বৃক্কের মেদাপকৃষ্টতা বা শ্বেতসারবৎ অপকৃষ্টতায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ খণ্ডের তাদৃক্ অবস্থায় এবং নানাযন্ত্রে তজ্জনিত শৈরিক রক্ত-রোধ ও রক্তাধিক্যের লক্ষণে, এবং ফুসফুসের স্ফীততায় ও ফুসফুস-প্রদাহসূচক ফুসফুসের রক্তাধিক্যে ফসফরাস ফলপ্রদ। এই সকল রোগে মূত্রে উপত্বক, বসা, বা মোমময় ছাঁচ দৃষ্ট হয়। ব্রাইটাখ্য

পীড়ার সহিত সংস্কৃষ্ট ফুসফুস ও আমাশয় হইতে রক্তস্রাবেও ফসফরাস উপকারী।

কামোন্মাদ।—ফসফরাস পুং ও স্ত্রী সঙ্গমেন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট উত্তেজনা জন্মায় এবং এতদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ ও পুরুষদিগের দুর্দ্দম্য সঙ্গম-প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্মবোন্মাদে ফসফরাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ইহার ক্রিয়া তত প্রবল নহে। কিন্তু এতদ্দ্বারা ঋতুস্রাবের বৈলক্ষণ্য জন্মে। প্রায়ই অধিক দিন স্থায়ী প্রভূত রক্ত নিঃসৃত হয়, এবং ঋতুকালে রোগিণী বিমর্ষ চিত্তে থাকে ও বিলাপ করে। ঋতুর রক্ত পাণ্ডুবর্ণ হয়। যাহা হউক, রজোরোধেই ফসফরাস বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আস্থানিক রজস্রাবে অর্থাৎ রজস্রাবের পরিবর্ত্তে রক্ত-নিষ্ঠীবন, রক্ত-মূত্র, বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে এই ঔষধ উপযোগী।

স্তন-রোগ।—স্তনের রোগে ব্রণ-শোথ জন্মিলে ফসফরাস বিশেষ ফলপ্রদ। প্রদাহিত স্তনের বিসর্পবৎ আকৃতি, ব্রণের মুখ হইতে লাল লাল রেখার বিস্তৃতি, ও ক্ষত হইতে জলবৎ, পাতলা, দূষিত পূয নিঃসরণাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই রোগে ফসফরাস সিলিশিয়ার অনুপূরক।

প্রতিশ্যায়।—নাসিকার প্রতিশ্যায় রোগে ফসফরাসের ব্যবহার নাই। কিন্তু পুরাতন প্রতিশ্যায়ে ও ওজিনা রোগে রক্তের রেখাঙ্কিত হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণে ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে। রক্তরঞ্জিত হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা লক্ষণ ব্যতীত ফসফরাস সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।

বহুপাদ।—নাসিকার পলিপস হইতে অধিক রক্ত স্রাব হইলে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। কর্ণের বা জরায়ুর বহুপাদেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রোগে টিউক্রিয়ম, ক্যালকেরিয়া, ও সেঙ্গুইনেরিয়াও উপকারী।

স্বরযন্ত্র-প্রদাহ।—স্বর-যন্ত্রে ফসফরাস অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া দর্শায়। এতদ্দ্বারা স্বরযন্ত্রের প্রদাহ জন্মে। সন্ধ্যাকালে বিবর্দ্ধিত স্বরভঙ্গ; স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত অনুভবাধিক্য, এবং কথা বলিলে বা কাসিলে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে স্বরযন্ত্র-প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ক্রুপরোগ।—ফসফরাসের বিষক্রিয়ায় প্রাতিশ্যায়িক বা কৃত্রিম ঝিল্লী বিশিষ্ট ক্রুপরোগ জন্মে। কিন্তু ক্রুপরোগের প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। রোগের পুনরাক্রমণের প্রতিষেধক স্বরূপ ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অপর, ক্রুপরোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ স্বরনাশ, সত্বর বলক্ষয়, শীতল ঘর্ম্ম, শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ, নিমগ্ন পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও নিম্ন হনুর অধঃপতন প্রভৃতি লক্ষণেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল রোগীদিগের নাড়ী দুর্ব্বল, সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, ও সপর্য্যায় দোষ বিশিষ্ট থাকে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণপুঞ্জে ফসফরাসের সহিত লাইকোপোডিয়মের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর প্রদাহ।—কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর প্রদাহে, বিশেষতঃ গুটিকা-সম্ভব ধাতু, দীর্ঘ ও ক্ষীণকায়, অবনত বক্ষ, ও অবশীর্ষপ্রবণ ব্যক্তিদিগের রোগে; উষ্ণগৃহ হইতে শীতল বায়ুতে গমনে, অথবা উষ্ণতা হইতে শীতলতায় পরিবর্ত্তনে কাসের বিশিষ্টরূপ বৃদ্ধি লক্ষণে ফসফরাস প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্বরযন্ত্রেরও বুকাস্থির নিম্নের উপদাহ সম্ভূত গল-কণ্ডূয়নকর শুষ্ককাস থাকে। রোগের চরম অবস্থায় রোগীর এমন স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য জন্মে যে কাসিবার সময় তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হয়। স্বরযন্ত্রের প্রতিশ্যায় বশতঃ স্বরযন্ত্রে অসহ্য-প্রায় বেদনা; মস্তকে ব্রাইওনি-য়ার ন্যায় বিদীর্ণকর বেদনা; স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে জ্বালাসংযুক্ত অবদরণ; ফুসফুসের উপরের তৃতীয়াংশের আড়াআড়ি আকৃষ্টতা; সেই আকৃষ্টতায় বক্ষঃস্থলের চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় অনুভূত না হওয়া, কিন্তু ফুসফুস যেন আকুঞ্চিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব; ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। ডাঃ ডন-হাম বলেন যে গলকোষ হইতে উদ্রিক্ত শুষ্ক, কণ্ডূয়নকর, বিরক্তিজনক কাসে গলমধ্যের উজ্জ্বল আরক্ততা ও তালুমূলের বিবর্দ্ধিততা লক্ষণে বেলেডোনা; কণ্ঠ-কূপে কণ্ডূয়ন জনিত এবং শ্বাসের যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে উদ্রিক্ত কাসে রুমেক্স; এবং বায়ুনলী কণ্ডূয়ন করিয়া উদ্রিক্ত কাসে ফসফরাস উপযোগী।

কাস।—নানা প্রকার কাসে ফসফরাসের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা,—আহারান্তে উপস্থিত ও আমাশয়-গহ্বর কণ্ডূয়িত হইয়া উদ্রিক্ত কাস;

অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে উদ্রিক্ত কাস; ও তীব্র গন্ধে উৎপন্ন কাসে ইহা ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক সৌরভাদি যে কোন পদার্থে স্নায়ুমণ্ডলের সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম জন্মাইয়া কাস উৎপন্ন করে তাহাতেই ফসফরাস উপযোগী।

বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ।—বুক্কাস্থির নিম্নে ছিন্নকর বেদনা, বোধ হয় যেন কিছু ছিঁড়িয়া আলগা হইতেছে; স্বরযন্ত্রের আকুঞ্চন সহকারে বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশে শ্বাসরোধকর প্রচাপন; ফুসফুসে রক্তাধিক্য, ফুসফুসের অভ্যন্তর দিয়া শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, আয়াসিত ও দ্রুত শ্বাস; নানাপ্রকার নিষ্ঠীবন, যথা রক্তাক্ত ও শ্লেষ্মাময় নিষ্ঠীবন, অথবা ফসফরাসের বিশেষ প্রকৃতিসূচক রক্তের রেখাবঞ্জিত ঈষৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মাময় নিষ্ঠীবন; কিম্বা ফুসফুস-প্রদাহ রোগের ন্যায় লৌহের মরিচাববর্ণ নিষ্ঠীবন, অথবা ঈষৎ মিষ্ট বা লবণাস্বাদ, পূযাক্ত নিষ্ঠীবন,—এই সকল লক্ষণে বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে অথবা বায়ুনলীর প্রতিশ্যায়ে, ঊর্দ্ধাংশের বায়ুনলী বা নিম্নাংশের বায়ুনলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা আক্রান্ত হইলে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-প্রদাহ।—ফুসফুস-প্রদাহ রোগে বায়ুনলীর লক্ষণের প্রাবল্যে ফসফরাস বিশেষ উপকারী। ফসফরাসের বিষক্রিয়ায় ফুসফুসের যকৃতাকৃতি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ফুসফুসের যকৃতাকৃতি (হিপেটিজেশন) জন্মিলে এই ঔষধ উপযোগী নহে। কিন্তু নিউমোনিয়া রোগের ভোগকালে হিপেটিজেশন উপস্থিত হইবার প্রারম্ভাবস্থায় ও তাহা অবসান হইবার সময় সন্নিপাত-লক্ষণে; এবং বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশে জ্বালা ও অবদরণ বিশিষ্ট বায়ু-পথের শুষ্কতায় ফসফরাস ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্ষয়-রোগ।—ক্ষয়রোগে সুকুমার গাত্র-ত্বক; সুদীর্ঘ, সুকোমল চক্ষু-পক্ষ্ম; সুন্দর অঙ্গভঙ্গি; ও উৎকৃষ্ট মানসিক বিকাশ বিশিষ্ট যুবক যুবতীদিগের পক্ষে ফসফরাস ব্যবহার্য্য। এই সকল রোগীর কুল-দোষ বা শিশুকালে অস্থি-রোগ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। রোগের প্রারম্ভাবস্থায়, সহজে শর্দ্দি লাগা; বক্ষঃস্থলে রক্তাবেগ; অল্পমাত্র শর্দ্দি সহকারে বক্ষঃস্থলের পূর্ব্ববর্ণিত আকুঞ্চন; বাম ফুসফুসের শিখরের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা; বামপার্শ্বে শয়নে অপারগতা; স্বরভঙ্গ; শুষ্ককাস; বিলেপীজ্বরের চিহ্নস্বরূপ

সন্ধ্যাকালে গণ্ডস্থলে আরক্ত রাগ; রাত্রিতে বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব অনুভব ও তজ্জন্য উঠিয়া বসার আবশ্যকতা; পূর্ব্বাহ্ণ দশ এগারটার সময় আমাশয়-গহ্বরে বিশিষ্টরূপে শূন্যতানুভব; রাত্রিতে ক্ষুধিত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ, এবং কিছু না খাইলে মূর্চ্ছিত হইবার আশঙ্কা; এবং অবশেষে বিলেপীজ্বরের প্রাবল্য; ও শীঘ্র শীঘ্র ফুসফুসে গহ্বরোৎপত্তি ফসফরাসের প্রযোগ-লক্ষণ। এই ঔষধ সাবধানে ব্যবহার না করিলে রোগ আরোগ্য না হইয়া বর্দ্ধিত হয়। নিশ্চিত ঔষধ নিরূপিত হইলে তাহা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা উচিত নহে, তাহা হইলে যাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করা যায় তাহাই সত্বর আসিয়া পড়ে। যে সকল রোগীদিগের যক্ষ্মা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে ফসফরাস সুব্যবস্থেয় নহে। ফুসফুসে গুটিকা সঞ্চিত হইলে ফসফরাসের লক্ষণ সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত না থাকিলে ইহা ব্যবহারে বিরত থাকা উচিত। সলফার সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। সলফার রোগের প্রথম অবস্থায়ই উপযোগী। তখন এক দুই মাত্রা এই ঔষধ প্রযোগ করিলে রোগের প্রারম্ভাবস্থার লক্ষণগুলি প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু গুটিকা সঞ্চিত হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হৃৎকম্প।—হৃৎপিণ্ডের বাম পার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হইলে হৃদ্রোগে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। ফসফরাসের লক্ষণ দক্ষিণ হৃৎ-পিণ্ডের রোগসূচক অর্থাৎ শৈরিক রক্তের স্থিতি জ্ঞাপক। অকস্মাৎ কোন অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ; সঞ্চরণ ও বক্ষঃস্থলে রক্তের আবেগ প্রভৃতি যে কোন কারণে হৃৎকম্প উপস্থিত হউক না কেন, সকল প্রকার হৃৎকম্পেই ফসফরাস উপযোগী।

হৃদ্‌প্রদাহ।—তরুণ প্রাদাহিক আমবাত অথবা ফুসফুসপ্রদাহের সময় হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণ বা পেশীর প্রদাহে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ।—হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতায়ও ফসফরাস ব্যবহার্য্য। দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের রোগে শৈরিক রক্তের স্থিতি, ও মুখমণ্ডলের বিশেষতঃ অক্ষিপুটের নিম্নভাগের স্ফীতি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। বাম হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, ও শ্বাস ক্রিয়ায় বক্ষঃস্থলে অধিকতর যাতনা,

অধিকতর অর্থপনিয়া (দণ্ডায়মান বা অর্দ্ধ দণ্ডায়মান অবস্থা ব্যতীত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অসমর্থতা), এবং অধিকতর সর্ব্বাঙ্গীন শোথ লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক উপযোগী।

অস্থি-রোগ।—অস্থিতেও ফসফরাসের ক্রিয়া দর্শে। নিম্ন হনুর অস্থির সহিতই ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। ফসফরাস দ্বারা বিষাক্ত হইলেএই অস্থির নিক্রোসিস রোগ জন্মে। অতএব দন্তোদ্ভেদ বা কোন গ্রন্থির পূযোৎপত্তি নিবন্ধন নিম্ন হনুর অস্থির ক্ষত বা পূতি জন্মিলে এই ঔষধ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য অস্থিতেও ফসফরাসের ক্রিয়া দর্শে। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের কশেরুকার ক্ষত-রোগে রোগীর ফসফরাস সূচক আকৃতি, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, প্রাতে বিবর্দ্ধিত, সলফারের অতিসারের ন্যায় অতিসার, এবং সহজে প্রতিশ্যায়ের উৎপত্তি, ও বায়ুনলীভুজ প্রদাহের সম্ভাবনা প্রভৃতি ফুসফুসাক্রমণ-প্রবণতা থাকিলে ফসফরাস ব্যবস্থেয়। পরন্ত, কশেরুকার ক্ষত জনিত প্রদাহ ভিতরের দিকে প্রসারিত হইয়া পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা আক্রান্ত হইলেও ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠবংশের কোন কোন স্থানে জ্বালা, পৃষ্ঠে উত্তাপের অসহ্যতা; শরীরের চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় অনুভব ইহার প্রথম লক্ষণ; অনন্তর রোগীর বিচরণ-কষ্ট ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সে একেবারেই হাঁটিতে পারে না। তাহার মলদ্বারের আবরকপেশীও কিযৎ পরিমাণে অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

সন্ধি-রোগ।—সন্ধিতে, বিশেষতঃ বঙ্ক্ষণ-সন্ধি ও জানু-সন্ধিতে ফসফরাসের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের মর্ব্বস্ কক্সি নামক বঙ্ক্ষণ-ব্যাধিতে, অথবা জানুসন্ধির শ্বেতবর্ণ স্ফীততায় সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণানুসারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফসফরাস সাইলিশিয়ার অনুপূরক। এই সকল সন্ধি-রোগে সাইলিশিয়া দ্বারা আংশিক উপকার দর্শিলে তৎপরে ফসফরাস উপযোগী।

নাড়ীব্রণ।—ফসফরাসের বিষ-ক্রিয়ায় গ্রন্থিতে ও সন্ধিস্থলে নালী ঘা উৎপন্ন হয়। এই সকল নালী ক্ষতের প্রান্ত-দেশ অতিরিক্ত ক্ষতাঙ্কুর বশতঃ উচ্চ হইয়া উঠে, এবং উহা হইতে পাতলা দূষিত পূয স্রাবিত হয়। ফসফরাসের ক্ষতের চারিদিকে বেলেডোনার ন্যায় বিকীর্ণ, ও সাইলিশিয়া অপেক্ষা অধিকতর বিসর্পবৎ আরক্ত রাগ দৃষ্ট হয়; এবং সচরাচর উহাতে জ্বালা,

হুলবেধবৎ বেদনা, নৈশঘর্ম্মসংযুক্ত সুস্পষ্ট বিলেপীজ্বর, অতিসার, ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে উৎকণ্ঠা লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। স্তনের নালীক্ষতেও সাইলিশিয়ার ন্যায় ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। বিসর্পবৎ আরক্ত রাগের আধিক্য দ্বারাই সাইলিশিয়া ও ফসফরাসের প্রভেদ জানা যায়। জ্বালাকর ও হুলবেধবৎ বেদনায় এপিসও ব্যবহেয়। কিন্তু এপিসে গভীর-মূল পূয অর্থাৎ কোন যন্ত্রের সান্তব-বিধানে পূয উৎপন্ন হয় না।

চক্ষু-রোগ।—চক্ষুর বহিরাংশের রোগে যদিও ফসফরাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ নহে, কিন্তু চিত্রপত্র, দ্বিতীয় পটল ও স্বচ্ছ পটলাদি চক্ষুর গভীর বিধানের রোগে ইহা একটী প্রধান ঔষধ। চক্ষুর স্নায়ুর পীড়ায়ই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। কোরয়েড ও রেটিনার রক্তাধিক্যে এবং উহাদের প্রদাহে ইহা ফলপ্রদ। এই প্রদাহ জন্মিলে দৃষ্টিশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা জন্মে। রোগী নানা প্রকার অস্বাভাবিক বর্ণ দর্শন করে, শূন্যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও দৃষ্ট দ্রব্যাদি ধূসরবর্ণ অবগুণ্ঠনাবৃত দেখে; রোগী যেন সর্ব্বদাই কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তর দিয়া দেখিতেছে তাহার নিকট এপ্রকার বোধ হয়। পদার্থ সকল লোহিত বর্ণ দেখায়। পড়িবার সময় অক্ষরগুলি লাল দৃষ্ট হয়। অন্যান্য ঔষধের লক্ষণেও লোহিত-দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু আর কোন ঔষধেই পড়িবার সময় অক্ষর লাল দেখায় না। এই লক্ষণটী ফসফরাসের বিশেষ লক্ষণ। বৃক্ককের রোগসংসৃষ্ট চিত্রপত্র-প্রদাহে এই ঔষধ উপযোগী। রজোবিলোপ অথবা জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের অন্যবিধ পীড়ার আনুষঙ্গিক চিত্রপত্র-প্রদাহেও ইহা ব্যবহৃত হয়। চক্ষুরোগ চিকিৎসাকালে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শরীরের অন্যান্য স্থানের রোগ বশতও চক্ষুরোগ জন্মে। সুতরাং ঔষধ ব্যবস্থাকালে কেবল চক্ষুর লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণের প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এম্প্লিওপিয়া।—ব্রাইটাখ্য রোগের সহিত সংসৃষ্ট অথবা শরীরের তরল বিধানের অপক্ষয়জনিত এম্প্লিওপিয়া বা এম্বিনোপিয়া নামক চক্ষুরোগে পাঠকালে অক্ষরগুলি বিমিশ্রিত ও ঝাপসা দৃষ্ট হইলে এবং চক্ষু কটকট ও জ্বালা করিলে ফসফরাস ফলপ্রদ। সন্নিপাতজ্বর, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা, অথবা তরল-বিধানের অপক্ষয় জনিত এম্প্লিওপিয়া রোগেও এই ঔষধ উপ

কারী। বজ্রপাতের পরবর্ত্তী অন্ধতায়ও ইহা উপযোগী। এই সকল রোগে রোগী প্রায় সততই দীপালোকের চতুর্দ্দিকে হরিদ্বর্ণ মণ্ডল দেখিয়া থাকে।

ক্যাটারাক্ট।—ক্যাটারাক্ট রোগে ফসফরাস সেবনে ফুলির বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। সাইলিশিয়া, কোনায়ম, সিকেলি ও ন্যাট্রম-মিউরও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বধিরতা।—ফসফরাস যেমন শব্দে শ্রবণাধিক্য জন্মায়, তেমন বধিরতা ও শ্রুতিক্ষীণতাও উৎপন্ন করিয়া থাকে। মনুষ্যের শব্দেই এই বধিরতা বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইগ্নেশিয়ায় ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ আছে। টাইফয়েড জ্বরের পরে যে প্রকার বধিরতা জন্মে সেইপ্রকার স্নায়বীয় বধিরতায়ই ফসফরাসের অধিকার দৃষ্ট হয়। রক্তসঞ্চিত অবস্থায়ও শ্রুতিক্ষীণতার সহিত কর্ণে গুণগুণ ও গর্জ্জন শব্দ থাকিলে ফসফরাস অনুপযোগী নহে।

রক্তস্রাব।—ফসফরাসের ক্রিয়ায় শোণিতের সংযত হইবার শক্তি বিনষ্ট হয়। এজন্য ক্ষুদ্র সদ্যব্রণ হইতে অধিক রক্তস্রাব হয়। অঙ্গুলীতে কণ্টক বিদ্ধ হইলেও সহজে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয় না। এই প্রকার রক্তস্রাব-প্রবণ প্রকৃতিতে ফসফরাস বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে অধিক রক্তস্রাব ল্যাকেসিসেরও লক্ষণ বটে, কিন্তু ফসফরাসের ন্যায় রোগারোগ্যে ইহার ততদূর সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। রক্ত-বমনেও ফসফরাস উপযোগী। রজোরোধ, আমাশয়ের রক্তাধিক্য, অথবা আমাশয়ের বিমুক্ত কর্কট বা গোলাকার ক্ষত প্রভৃতি আমাশয়ের বিধান-বিকার জনিত রোগ নিবন্ধন কফিচুর্ণের ন্যায় মলিন পদার্থ বিশিষ্ট রক্ত বমনেই এই ঔষধ উপকারক। উল্লিখিত লক্ষণে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ।—(১) নক্স-ভম, কফি, এম্ব্রা। (২) রসটক্স, মিউরিয়াটিক এসিড, ল্যাকেসিস। (৩) কার্ব্বো-ভেজি, আর্সেনিক, নাইট্রিক এসিড, কালী-কার্ব্ব। (৪) চায়না, ভিরেট্রম-এল্বম। (৫) সলফার, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, সাইলিশিয়া, লাইকোপোডিয়ম, ক্যালকেরিয়া-ফস। (৬) সেপা, ব্রাইওনিয়া, জিঙ্ক, টেরেবিন্থিনা, অস্‌মিয়ম।

বিষমগুণ।—নক্সভমিকা, টেরেবিন্থিনা। অনুপযোগী (পূর্ব্বে কি পরে কখনও ভাল খাটে না)।—কষ্টিকম।

আর্সেনিকম ও এলিয়ম সেপা ফসফরাসের অনুপূরক এবং নক্স ভমিকা ও টেরেবিন্থিনা ইহার প্রতিহারক। টেরেবিন্থিনা রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া ফসফরাসের বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট করে এবং হোমিওপ্যাথিক ক্রমে ইহা ব্যাবহার করিলেও ফসফরাসের ক্রিয়া নষ্ট হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপ ফসফরাস ব্যবহারে অতিক্রিয়া জন্মিলে, অথবা অশুদ্ধরূপে ইহা প্রয়োজিত হইলে নক্স ভমিকা সেবনে সেই মন্দ ফল নিবারিত হয়।

বেলেডোনা।

বিশেষ-বিবরণ।

চক্ষুর পরিশুষ্কতা ও আরক্ততা; বদনের আরক্ততা, স্ফীততা ও উত্তপ্ততা; ত্বকের লোহিততা বা পিড়কাপূর্ণতা অর্থাৎ স্কার্লেটিনার ন্যায় আকৃতি; মস্তকে প্রবল রক্তসঞ্চয়; ক্লেশজনক মুখ-শোষ ও গল-শোষ, ও উহার নিম্নাভিমুখে গতি এবং তজ্জন্য বারম্বার গলাধঃকরণের আবশ্যকতা, এবং মুখ-গহ্বর ও স্বর-যন্ত্র-মুখের আক্ষেপ; প্রবল পিপাসা, অথচ জলপানে উহার আধিক্য; ভ্রমি, হতবুদ্ধিতা, চিত্ত-বিভ্রম, ও পরিশেষে অচৈতন্য; কনীনিকার অতিশয় প্রসারণ; পেশীর অস্থিরতা; এবং আক্ষেপ;—এইগুলি বেলেডোনার বিষ-লক্ষণ।

বেলেডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে ষ্টম্যাক্-পম্প্ ব্যবহার; বমনার্থ সর্ষপচূর্ণ মিশ্রিত তপ্তজল পান; এবং দুগ্ধ বা চিনি বর্জ্জিত কাফী সেবন ব্যবস্থেয়।

(১) পূর্ণরক্ত, রক্তসঞ্চয় পরতন্ত্র, বিশেষতঃ শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে মস্তকে সমধিক রক্তসঞ্চয়-প্রবণ, কতকটা ক্যালকেরিয়ার ন্যায় মাংসল ও শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষেই বেলেডোনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। কিন্তু এই ঔষধের লক্ষণে সর্ব্বদা ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক পাণ্ডুরতা বিদ্যমান থাকে না। যাহারা সুস্থ সময়ে প্রফুল্ল থাকে ও প্রমোদ জমায়, কিন্তু রোগের সময় অত্যন্ত কোপন ও অধীর হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য

তখন যাহাদের সংসর্গ ভাল বোধ হয় না, তাহাদের পক্ষেই বেলেডোনা ভাল খাটে। যে সকল বালকদিগের মস্তক বৃহৎ, দেহ ক্ষুদ্র ; যাহাদের শরীরে গণ্ডমালা-দোষ আছে, এবং তন্নিমিত্ত ওষ্ঠের স্ফীততা ও গ্রন্থির বিবর্দ্ধন সমুৎপন্ন হয় ; যাহারা শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারে ; যাহাদের নিদ্রা অস্বাভাবিক ; মস্তক উত্তপ্ত ; গণ্ডস্থল আরক্ত ; এবং যাহারা নিদ্রায় চিৎকার করিয়া থাকে সেই সকল অকাল-পক্ক বালকদিগের পক্ষেও বেলেডোনা সুব্যবস্থেয়। মাস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে অর্থাৎ মস্তিষ্কের কথঞ্চিৎ উপদাহ সূচক অঙ্গোৎক্ষেপ ও কোপনতা, অথবা মস্তিষ্কের আবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহ-লক্ষণের অবিদ্যমানে শিশুদিগের রোগে বেলেডোনা প্রশস্ত নহে। (২) বেলেডোনার এক বিশেষ ধর্ম্ম এই যে এতদ্দ্বারা রক্তবহা নাড়ীর গোলাকার তন্তুগুলির আকুঞ্চন অর্থাৎ মলমূত্রাদির দ্বারাবরক পেশীর সঙ্কোচন উৎপন্ন হয়। বেলেডোনার এই গুণ সার্ব্বভৌমিক। গলার আকুঞ্চন ও জল পানে উহার আতিশয্য ; মলদ্বারের আকুঞ্চন এবং তৎসহকারে কুন্থন-বিশ্লিষ্ট মল-বেগ ও সরলান্ত্রে প্রচাপন ; প্রসব-বেদনার কালবিলম্বকর জরায়ু-মুখের আক্ষেপিক আকুঞ্চন ; মূত্রাশয়ের আকুঞ্চন নিবন্ধন নিস্ফল বা পুনঃপুনঃ মূত্রপ্রবৃত্তি ও অল্প অল্প মূত্রস্রাব ;—এগুলি সকলই বেলেডোনার এই বিশেষ ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থল। (৩) অকস্মাতোৎপন্ন তরুণ ও প্রবল রোগেই বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। রোগের আক্রমণের দ্রুততা বেলেডোনার প্রয়োগ-লক্ষণ। যথা, কোন বালক সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় শয়ন করিয়া যদি কতিপয় ঘটিকা পরে অঙ্গোৎক্ষেপ, মস্তিষ্কের উপদাহ, ও নিদ্রাকালীন চিৎকারাদি উৎকট লক্ষণ সহকারে জাগরিত হয়, তবে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। এইরূপ প্রদাহেও সহসা সুতীব্র প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য। ব্রণ-শোথেও তালু-মূলের ব্রণই হউক, অথবা স্ফোটকাদি অন্য কিছুই হউক, যদি বিদ্যুৎবৎ ত্বরিত গতিতে পূষ উৎপন্ন হয়, তবে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ফ্লেগমোনস ইরিসিপেলাস রোগে শীঘ্র শীঘ্র পূযোৎপন্ন হয়, আক্রান্ত স্থান অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, বিধান-তন্তুর মধ্য দিয়া পথ করিয়া পেশীর অভ্যন্তরে পূষ প্রবেশ করে : এবং সহসা এই রোগের আক্রমণ জন্মে। সুতরাং ইহাতেও বেলেডোনার প্রয়োগ

হইয়া থাকে। (৪) বেলেডোনার বেদনা-লক্ষণেও উহার এই প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। বেলেডোনা জ্ঞাপক বেদনা সহসা উপস্থিত হয়, অল্প বা অধিক-ক্ষণ থাকে, অনন্তর আবার সহসা স্থগিত হয়।

কখন কখন মুখমণ্ডল আরক্ত না থাকিয়া পাণ্ডুবর্ণ থাকিলেও বেলেডোনা ব্যবস্থেয় হয়। সাধারণতঃ মস্তিষ্কের উপদাহ ও নিদ্রাবস্থায় চকিততার সহিত মুখমণ্ডলের এই প্রকার পাণ্ডুরতা বিদ্যমান দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন অতিসারে, দাঁত উঠিবার সময়, এবং উদর-বেদনা ও তাদৃশ অন্যান্য রোগে সচরাচর বদনের বেলেডোনা-জ্ঞাপক এই পাণ্ডুবর্ণ জন্মে।

বেলেডোনাসূচক নাড়ী হয় একোনাইটের ন্যায় পূর্ণ ও দৃঢ়, নয় ধীর-গতি থাকে। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়ের আধিক্য বশতঃ মস্তিষ্ক কিয়ৎ পরিমাণে প্রচাপিত হইলেই নাড়ীর ধীরগতি জন্মে। বেলেডোনার পর্য্যায়-শীলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাড়ীর উপর্য্যুপরি একবার দ্রুতগতি ও একবার মন্দ-গতিও থাকিতে পারে।

আময়িক ব্যবহার।

আমবাত।—পেশীর বিধান-তন্তুতে, ও সন্ধিস্থানে বেলেডোনার ক্রিয়া দর্শে। এজন্য বেলেডোনা তরুণ ও প্রাচীন বাতের একটি অত্যুৎ-কৃষ্ট ঔষধ স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। কর্ত্তন বা ছেদনবৎ বেদনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্যুৎ-বেগে প্রধাবিত হইলে; সন্ধির স্ফীততা, আরক্ততা ও চিক্কণতা থাকিলে; প্রদাহিত সন্ধিস্থান হইতে লোহিত রেখা বিকীর্ণ হইলে; এবং ঘাড়ে, স্কন্ধে ও বাহুর ঊর্দ্ধভাগে বেদনা সহকারে আমবাতিক জ্বর থাকিলে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। চুল ছাটিলে, মাথা ভিজিলে, অথবা মাথা ও ঘাড় অনাবৃত করিয়া বায়ু-প্রবাহে বসিলে যদি আমবাতিক গ্রীবা-স্তম্ভ জন্মে তবে বেলেডোনা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মস্তিষ্ক-রোগ।—বেলেডোনার মাস্তিষ্ক লক্ষণগুলি ভালরূপে পর্য্যা-লোচনা করিলে বোধ হয় যে এতদ্দ্বারা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রকৃত প্রদাহ অপেক্ষা প্রদাহের আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলিই সমধিক অভিব্যক্ত হয়। একোনাইট ও ব্রাইওনিয়া মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রকৃত প্রদাহ জন্মায়, কিন্তু বেলেডোনা কর্তৃক কেবল রক্তসঞ্চয় সমুত্তেজিত হয় বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্দ্বারা রক্তপূর্ণ

রক্তবহা নাড়ী বিদীর্ণ হইয়া বিধান-তন্তুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ লোহিত চিহ্ন বা কালিমা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ঝিল্লীর নিম্নস্থ মস্তিষ্কে একপ্রকার রক্তসঞ্চয় জনিত উপদাহ জন্মে। এই রক্তসঞ্চয় জনিত উপদাহ হইতে যে রস-প্রসেক সমুদ্ভূত হয় তাহা ঠিক শৈরিক রক্তসঞ্চয় সম্ভূত মস্ত-ক্ষরণের ন্যায়ই হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া, এপিস, ও সলফার যে প্রকার প্লাজমা অর্থাৎ রক্তের বর্ণশূন্য তরলাংশ পূর্ণ প্রকৃত প্রাদাহিক রস-প্রসেক জন্মায় ইহা সেরূপ নহে। তথাপি বেলেডোনা মস্তিষ্কের উপদাহের এত অধিক লক্ষণ উৎপন্ন করে যে এই অবস্থায় ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। নিম্ন লিখিত বিশেষ লক্ষণানুসারে মস্তিষ্কের রোগে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—(১) মস্তকের রক্তসঞ্চয় ; এই রক্তসঞ্চয় মৃদু প্রকৃতির হইলে পদের শীতলতা, ও মস্তকে কেবল একপ্রকার উত্তাপানুভব ; এবং তীব্র আকারের হইলে বদনের আরক্ততা, ও চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের কথঞ্চিৎ রক্ত-পূর্ণতা ; দপদপকর উগ্র শিরোবেদনা ; হয় নিদ্রালুতা নয় অতিশয় জাগ্রততা ; অনেক সময় এই দুইয়ের সপর্য্যায়তা, অর্থাৎ কখনও রোগীর নিদ্রাবল্য ও গাঢ় নিদ্রা, আবার কখনও বা চমকিত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ ও চিৎ-কার, এবং মস্তিষ্কের উপদাহের প্রমাণস্বরূপ অঙ্গোৎক্ষেপ ও বিশেষ বিশেষ পেশীর স্পন্দন ; উপদাহ যতই প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই চক্ষুর অধিক-তর আরক্ততা ; গ্রীবার ধমনীদ্বয়ের দৃশ্যমান প্রবল স্পন্দন,—এইগুলি মস্তি-ষ্কের রক্তসঞ্চয়ে বেলেডোনার লক্ষণ। (২) অনন্তর, এই রক্ত-সঞ্চয় প্রাদাহিক উপদাহে পরিণত হয়। তখন মস্তকে প্রবল দপদপ ও সঞ্চরমান তীব্র বেদনা, এবং বেদনার প্রাবল্য বশতঃ রোগীর চিৎকার, বা অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ পায়। এই বেদনা প্রায় বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় ত্বরিত বেগে উপস্থিত ও তিরোহিত হয়। প্রথমে রোগীর নিদ্রা হয় না, নিদ্রাতুর হইলেও সে নিদ্রা যাইতে পারে না। রোগের লক্ষণ যতই বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে (বিশেষতঃ বালকদিগের রোগে) ততই বালিসে মস্তক প্রবেশ, পশ্চাদ্দিকে মস্তক নিক্ষেপ, একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে মস্তক আন্দোলন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিয়ৎপরিমাণে তির্য্যগ্‌দৃষ্টি বিদ্যমান থাকে ; কনীনিকা প্রসারিত হয় ; দন্তেদন্তে ঘর্ষণ জন্মে। এক্ষণ, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, অথবা

রক্তসঞ্চয়ের অতিশয় প্রাবল্য বশতঃ প্রায় বার্ত্তাকুবর্ণ হইয়া উঠে। রোগী যদি শিশু হয় এবং তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র যদি এখনও অসংযোজিত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা অশিথিল ও উন্নত অনুভূত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে দপদপ করে। সচরাচর, বিশেষতঃ বালকদিগের আক্ষেপ জন্মে। এই আক্ষেপ অতিশয় প্রবল, ইহাতে শরীরের নানাপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়, কিন্তু বহিরায়াম আক্ষেপেরই সমধিক প্রাবল্য দেখা যায়। মূত্রের স্বল্পতা বা সংরুদ্ধতা থাকে। এ সময় এই অবস্থায় নিম্নোক্ত আশ্রয়নিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ লক্ষণ উপস্থিত হয়, যথা—প্রথমে নিদ্রাকালে বা জাগ্রতাবস্থায় অঙ্গোৎক্ষেপ জন্মে। চক্ষু বুজিলে রোগী নানা প্রকার বিভীষিকা বা অস্বাভাবিক দৃশ্য দর্শন করে, চক্ষু মেলিলে আর সে গুলি দেখা যায় না। কখন কখন সে যেন পতিত হইতেছে তাহার এরূপ বোধ হয়; রোগী শিশু হইলে সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, হস্তদ্বারা শূন্যদেশ ধারণ করে ও ভয়াকুলের ন্যায় কম্পিত হয়। কোন কোন সময় এই লক্ষণ স্বপ্ন জন্য, কখনও বা মস্তকে তীব্র বেদনা জন্য, এবং কাহারও কাহারও বা পূর্ব্বোক্ত পতনানুভব জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখনও বা মস্তিষ্কের উপদাহাক্রান্ত রোগীগণ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদিগকে প্রায়ই জাগরিত করিতে পারা যায় না। জাগরিত করিলে তাহারা প্রচণ্ড হইয়া উঠে, এপাশ ওপাশ করে, যাহাদিগকে নিকটে পায় তাহাদিগকেই আঘাত করে, এবং আপনার বস্ত্র আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে। এই উত্তেজনা মস্তিষ্কের প্রকৃত প্রদাহ হইতে উৎপন্ন না হইলেও প্রদাহকল্প অবস্থা হইতে সমুদ্ভূত হয়।

মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে রস-প্রসেক হইলে বেলেডোনার পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সগুটিক মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহের সহিত বেলেডোনার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই রোগ সহসা জন্মে না, আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। সুতরাং ইহাতে সলফার, ক্যাল-কেরিয়া, এপিস, এবং বেলেডোনা অপেক্ষা ধীরে ধীরে ও প্রগাঢ়রূপে ক্রিয়া করে এবম্বিধ অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। আবার মস্তিষ্কে রস-প্রসেক সূচক নিয়ত মস্তকান্দোলন, ও আকস্মিক চিৎকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এপিসপ্রমুখ অপর কয়েকটী ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মুখমণ্ডলের

আরক্ত রাগ অথবা একবার লোহিত একবার পাণ্ডুবর্ণ; একটু নাড়িতে চাড়িতে চেষ্টা করিলে বেদনায় শিশুর চিৎকার; চক্ষুর তারার আলোক-প্রতিবোধের স্বল্পতা; ও চর্ব্বণ বা স্তনপানের ন্যায় মুখ-সঞ্চালন লক্ষণে অনেক সময় বেলেডোনার পরে ব্রাইওনিয়াও উপযোগী হয়। এই দুই ঔষধের এতই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য যে অনেক সময় ইহাদের প্রভেদ নিরূপণ পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করা দুকঠিন হইয়া উঠে। সত্বরতার সহিত জলপান; বেদনায় উচ্চস্বরে ক্রন্দন, সঞ্চালনে উপচয়, ও কোষ্ঠ-বদ্ধ, এই দুই ঔষধেরই সাধারণ (কমন) লক্ষণ।

জ্বর।—জ্বরে একোনাইট ও বেলেডোনায় প্রভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলে মুখ্য ক্রিয়া নিবন্ধন বেলেডোনা জ্বর জন্মায় না। একোনাইট জন্মায়। মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে বেলে-ডোনার মুখ্য ক্রিয়া ও সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলে ইহার গৌণ ক্রিয়া দর্শে সুতরাং মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলেই কেবল ইহা ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের রোগে অতি প্রথমেই এই স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয়। যুবকদিগের রোগে, প্রারম্ভে জ্বর প্রকাশ পায়, তৎপরে মস্তিষ্ক-লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তখন বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল মানসিক অস্বচ্ছন্দতা; অস্থিরতা; পার্শ্বপরিবর্ত্তন (এপাশ ওপাশ করা); মৃত্যু-ভয়; ঘর্ম্মশূন্য উত্তপ্ত গাত্র; পূর্ণ, উল্লম্ফনশীল নাড়ী; কিয়ৎপরিমাণে অবাস্তব দৃষ্টি; নিদ্রাবস্থায় অল্প অল্প ক্রন্দন; অল্প অল্প বিড় বিড়ে প্রলাপ বা অর্থশূন্য আলাপ লক্ষণে একোনাইট বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কেননা এই সমস্ত মাস্তিষ্ক লক্ষণ জ্বরের উত্তাপের আতিশয্য বশতই উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের মুখ্য প্রদাহ হইতে জন্মে না। কিন্তু যদি এই জ্বর প্রবর্দ্ধিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং গাত্র-ত্বক এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিলে হস্ত প্রায় দগ্ধ-বৎ অনুভূত হয়, অথবা রোগীর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে তাহার গাত্র হইতে যেন এক প্রকার উত্তপ্ত ধূম উদ্গত হইতেছে এরূপ বোধ হয়, তবে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। কখন কখন এই উত্তাপের সহিত, বিশিষ্টরূপে মস্তক ও মুখমণ্ডলে প্রকাশিত, উত্তপ্ত ঘর্ম্ম জন্মে। রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত

করিলে তাহার কপালে ঘর্ম্ম বিন্দুগুলি মালার ন্যায় অবস্থিত দেখা যায় ও স্পর্শে উত্তপ্ত অনুভূত হয়। ঈদৃশ উত্তাপ ও ঘর্ম্ম বেলেডোনারই লক্ষণ, একোনাইটের নহে। অধিকন্তু, নিদ্রাবস্থায় অঙ্গোৎক্ষেপ, অবাস্তব বস্তু দর্শন, মৃত্যু-ভয় অপেক্ষা মৃত্যু-কামনার আধিক্য প্রভৃতি মস্তিষ্ক-লক্ষণের প্রাবল্য দ্বারাও একোনাইট ও বেলেডোনায় প্রভেদ করিতে পারা যায়। আমবাতিক জ্বরেই সচরাচর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ইহাতে সমগ্র শরীর-যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন জ্বর ও সন্ধিস্থানে স্থানবিকল্পশীল বেদনা উৎপন্ন হয়। এই জ্বরের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই প্রভূত অম্ল ঘর্ম্মস্রাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ঘর্ম্ম নিঃসরণে রোগের কোন প্রকার শান্তি জন্মে না। ঘর্ম্মে রোগীর বস্ত্রাদি পরিসিক্ত হইয়া যায়, অথচ তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার দর্শে না। এই সকল রোগীর পক্ষে একোনাইট সেবনে কিছুই সুফল জন্মে না, কিন্তু বেলেডোনা দ্বারা উপকার দর্শে। বেলেডোনা ব্যবহারে জ্বর কতকটা কম পড়িলে যদি ঘর্ম্মস্রাবের বিরতি না জন্মে তবে তৎপরে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়।

সন্নিপাতজ্বর।—সন্নিপাত প্রকৃতির জ্বরে কখন কখন বেলেডোনা রোগের প্রারম্ভেই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। উত্তেজনার অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়ের প্রাবল্যেই ইহা ব্যবহৃত হয়। চিৎকার ও শয্যা বা গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার প্রবল চেষ্টা সহকারে প্রচণ্ড প্রলাপ; মুখমণ্ডলের প্রদীপ্ত বা প্রগাঢ় আরক্ততা; কনীনিকার প্রসারিততা ও চক্ষের রক্তবহা নাড়ীর রক্তপূর্ণতা; রোগীর ভয়াকুলতা ও নানাপ্রকার দুর্দৈব সংঘটনের আশঙ্কা; মূত্রের স্বল্পতা, পরিত্যক্ত মূত্রের সাধারণতঃ উজ্জ্বল গাঢ় পীতবর্ণ, ও অধঃক্ষেপ সংযুক্ততা বা পরিশূন্যতা; পদের শীতলতা; অনন্তর নাসারববিশিষ্ট প্রগাঢ় নিদ্রা; এবং নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের উপদাহসূচক পেশীর উৎক্ষেপ, অঙ্গ-স্পন্দ ও চিৎকারাদি এই ঔষধের লক্ষণ। এই নিদ্রা যত কেন প্রগাঢ় না হউক, ইহা সম্পূর্ণ সুস্থির সুষুপ্তি নহে। সুস্থির সুষুপ্তি হইলে বেলেডোনা সুব্যবস্থেয় ঔষধ নহে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে বিষদুষ্ট রক্তকর্তৃক মস্তিষ্কের যে পরিবর্ত্তন জন্মে তাহাতে বেলেডোনা উপযোগী নহে, কিন্তু রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ জনিত মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্যেই ইহা উপযোগী।

রোগ সমধিক প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের তরল বিধানের পরিবর্ত্তন জন্মিলে, সেই পরিবর্ত্তন যতই বাড়িতে থাকে বেলেডোনার উপযোগিতা ততই কমিতে থাকে। তখন হাইওসায়েমাস, রসটক্স, ল্যাকেসিস ও অপর কতকগুলি ঔষধই ব্যবস্থেয় হইয়া উঠে।

শিরঃপীড়া।—রক্তসঞ্চয় জনিত ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়, এবং রক্তসঞ্চয় জনিত শিরোঘূর্ণনেই বেলেডোনা ফলপ্রদ। সহসা অবশীর্ষ হইয়া সম্মুখদিকে যেন পতিত হইবে রোগীর এরূপ অনুভব ও সহসা পশ্চাদ্দিকে অচৈতন্য হইয়া পতন বেলেডোনাসূচক ভ্রমির লক্ষণ। দক্ষিণদিকের অর্দ্ধপার্শ্বিক স্নায়বীয় শিরোবেদনায়, অপরাহ্ণ চারিটা হইতে পূর্ব্বাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত বেদনা বৃদ্ধি পাইলে, ও শয়নে বেদনার আধিক্য জন্মিলে; মস্তিষ্ক আন্দোলিতবৎ অনুভূত হইলে ও আলোক, শব্দ, বা সংঘর্ষণে তাহার আতিশয্য জন্মিলে; এবং তৎসহকারে বমন; ও অস্থিরতা থাকিলে বেলেডোনা উপযোগী। রক্তসঞ্চয় জনিত শিরোবেদনায়, দপদপ, ও মস্তিষ্কের যে অংশে রক্তসঞ্চয়ের আধিক্য সেই দিকে মস্তক অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি; শস্ত্রাঘাতবৎ, সঞ্চরমান, প্রায় প্রমত্তকর বেদনা; সমগ্র মস্তক আক্রান্ত হইলে মস্তক যেন অবনত না হয় এরূপ ভাবে উপবেশন; শিরোবেদনা সহকারে সাধারণতঃ মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্যারটিড আর্টারি বা গ্রীবার ধমনীর প্রবল দপদপ; এবং প্রলাপ, প্রমত্ততা, উত্তেজনা, ও বিভীষিকাদর্শন প্রভৃতি চিত্ত-বিকার;—এই সকল লক্ষণে বেলেডোনা প্রযুজ্য।

কর্ণ-প্রদাহ।—মস্তিষ্কের প্রদাহ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের প্রদাহেও বেলেডোনা অতীব উপকারী। মধ্য-কর্ণের প্রদাহে বেলেডোনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই রোগের লক্ষণগুলি অতিশয় উগ্র। ইহাতে রোগাক্রান্ত শিশু বারংবার মস্তকে হস্ত প্রদান করে এজন্য মস্তকই রোগের আকরস্থান বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। এই প্রদাহের বেদনা খনন, রন্ধ্রকরণ, বা ছেদনবৎ। ইহা অতিশয় প্রবল ওআকস্মিক, অর্থাৎ সহসা উপস্থিত হয়; এক কাণ হইতে অন্যকাণে ও মস্তকে যাতায়াত করে বলিয়া বোধ হয়, এবং এতৎসহকারে কর্ণে ভন ভন বা ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণ পরীক্ষা করিলে পটহ-ঝিল্লী স্ফীত হইয়া বাহিরের দিকে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে

বলিয়া অনুমিত হয়, উহার রক্তবহা নাড়ীগুলি অতিশয় রক্তপূর্ণ দেখায়, বাস্তবিক কর্ণের অভ্যন্তরের আকৃতি দৃষ্টে প্রবল প্রদাহেরই সূচনা দেখা যায়। অনন্তর শীঘ্র শীঘ্র পূযোৎপন্ন হয়, সেই পূয পটহ-ঝিল্লী বিদীর্ণ করিয়া, অথবা ইউষ্টেকিয়ান টিউবের বা অন্য কোন আভ্যন্তরিক শরীরাংশের অভ্যন্তর দিয়া নিঃসৃত হয়। শেষোক্ত পথে পূয নির্গত হইলে সাংঘাতিক না হউক, বিপজ্জনক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ প্রথমে চিনিতে পারিলে কর্ণ রক্ষা পাইতে পারে। প্রথমাবস্থায় বেলেডোনাই ইহার সর্ব্বোত্তম ঔষধ; প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় হিপার, টেলুরিয়ম প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী। টেলুরিয়মও মধ্যকর্ণের প্রদাহ জন্মায় এবং তাহাতে পটহ-ঝিল্লী বিদীর্ণ হইয়া পূয স্রাব হয়। এই পূয প্রথমে অদূষিত থাকে, পরে লোণা মৎস্যের জলের ন্যায় অতিশয় দুর্গন্ধি হইয়া উঠে।

চক্ষু-প্রদাহ।—চক্ষু-প্রদাহে শুক্লমণ্ডল বা চক্ষুর বহির্ঝিল্লী প্রদাহিত হইলে সহসা রোগের আক্রমণ, সহসা বেদনার আবির্ভাব ও তিরোভাব, এবং রোগের লক্ষণের উগ্রতা; আলোকে অতিশয় দ্বেষ; চক্ষু অত্যন্ত স্ফীত অনুভব; ও শুক্লমণ্ডলের উজ্জ্বল আরক্ততাদি লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা উপকারী। বেলেডোনা জ্ঞাপক চক্ষু প্রদাহে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ চক্ষুই অধিক আক্রান্ত হয়। চক্ষু-রোগে তীব্র রক্তসঞ্চয়ই বেলেডোনার ব্যবস্থা-লক্ষণ। চক্ষুর স্নায়ু-শূলেও এই লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

সমগুণ ঔষধ।—(১) বেলেডোনা সূচক অক্ষি-বেদনা-লক্ষণের অনেক গুলি লক্ষণ স্পাইজিলিয়ায়ও আছে। কিন্তু স্পাইজিলিয়ার বেদনায় বামদিক আক্রান্ত হয় এবং উহাতে বেলেডোনার ন্যায় রক্ত সঞ্চয়ের তীব্রতা থাকে না। (২) চক্ষু ও মুখমণ্ডল লাল হইলে বেলেডোনার ন্যায় এমিল নাইট্রাইটও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৩) চক্ষু যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভব, ও স্পাইজিলিয়ার লক্ষণের ন্যায় চক্ষুর তারার অতিশয় বৃহত্ত্ব অনুভব লক্ষণে পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৪) পিষ্টবৎ বেদনা, অথবা চক্ষু যেন প্রচাপিত হইয়া বিভিন্ন হইতেছে এরূপ বোধ, কিম্বা চক্ষুর অভ্যন্তর ও চতুর্দ্দিক দিয়া সুতীব্র বিদ্ধবৎ বেদনা;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে প্রূনস উপযোগী।

কর্ণ-মূল-প্রদাহ।—বেলেডোনা কর্ণমূলের, বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণ-মূলের প্রদাহ জন্মায়; এবং কর্ণের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত সূচী-বেধ; কর্ণ-মূল গ্রন্থির স্ফীততা, আরক্ততা, ও উত্তপ্ততা; লালার গাঢ়তা, পীতাভা, ও নির্যাস-সদৃশতা; মুখ ও গলার অভ্যন্তরে আঠা আঠা শ্লেষ্মার স্থূল আবরণ; এবং জিহ্বার শুভ্রতা ও বিদীর্ণতা উৎপন্ন করে। অতএব এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট কর্ণমূলপ্রদাহে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়।

গল-রোগ—বেলেডোনা দ্বারা গল-মধ্যের প্রদাহ জন্মে। এই রোগে সাধারণতঃ জিহ্বার প্রদীপ্ত আরক্ততা উৎপন্ন হয়, ও জিহ্বা-কণ্টকগুলি বর্দ্ধিত বা সমুন্নত হইয়া উঠে। কখনও বা জিহ্বা-পৃষ্ঠে পাতলা, শুভ্র, স্তরের ন্যায় আচ্ছাদন উৎপন্ন হয় এবং বিবর্দ্ধিত, লোহিতবর্ণ জিহ্বা-কণ্টক সকল সেই শুভ্র স্তরের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রোগ প্রবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে এই স্তর স্খলিত হয়, তখন উজ্জ্বল আরক্ত, অতিশয় প্রদাহিত জিহ্বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বেলেডোনার পরীক্ষা-লক্ষণে গল-লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। গলার অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলে গল-গহ্বর প্রদাহিত ও উজ্জ্বল লোহিত, তালুমূল, বিশেষতঃ দক্ষিণ তালুমূল বিবর্দ্ধিত, এবং বাম তালুমূলেরদিকে রোগের অভিমুখতা দেখা যায়। বেলে-ডোনার লক্ষণ যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, এই সকল লক্ষণও তদ্রূপ সত্বরতার সহিত বৃদ্ধি পায়। অপর, ইহাতে গল-গহ্বর ও স্বরযন্ত্র-মুখের অতিশয় সঙ্কোচন জন্মে, সুতরাং কিছু গিলিতে চেষ্টা করিলে সহসা গলা আকুঞ্চিত হইয়া নাক ও মুখ দিয়া আহার বাহির হইয়া পড়ে। রোগী জলপান করিতে চেষ্টা করিলেও এই প্রকারে জল বিনির্গত হইয়া যায়। লালা বা কঠিন পদার্থ গিলিতে যত না কষ্ট হয়, তরল পদার্থ গিলিতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়। তালুমূলে সত্বর পূয জন্মে, পশ্চাৎ গ্রীবার বহিঃস্থ গ্রন্থিগুলিও সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং স্পর্শে শক্ত ও শাসবিশিষ্ট বোধ হয়। কখন কখন গল-গহ্বরে মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ সর সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থ শ্লেষ্মাময়, কিন্তু তন্তুময় নহে। অতএব বেলেডোনা জনিত প্রদাহের সহিত প্রকৃত পক্ষে, ডিপ-থিরিয়া বা ক্রুপরোগের কৃত্রিম ঝিল্লীর সাদৃশ্য দেখা যায় না। সুতরাং

ডিপথিরিয়া রোগে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিতে হইলে ঝিল্লী-লক্ষণের প্রতি নির্ভর না করিয়া অন্যান্য লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারেই ব্যবস্থা করা উচিত। ডিপথিরিয়ায় রক্ত বিষ-দুষ্ট হয়, কিন্তু বেলেডোনায় রক্ত বিষাক্ত হয় না। অতএব ডিপথিরিয়ায় বেলেডোনা ব্যবহার করিতে হইলে, বেলেডোনা উহার নিশ্চিত ঔষধ বলিয়া প্রতীতি না জন্মিলে ইহা ব্যবহার করিয়া অনর্থক মহামূল্য সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। কখন কখন রোগের প্রারম্ভাবস্থায়, আক্রমণের প্রচণ্ডতা লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) লাইকোপোডিয়ম দ্বারাও দক্ষিণ তালুমূল আক্রান্ত, অতিশয় গাত্র-তাপ উৎপন্ন, নিদ্রাবস্থায় চিৎকার এবং বিরক্ত ও প্রকুপ্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ বেলেডোনারও লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব বেলেডোনা ব্যবস্থা কালে লাইকোপোডিয়ম যে ব্যবস্থেয় নহে তাহা সুনিশ্চিত করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। (২) এপিসও ডিপথিরিয়ার একটী প্রধান ঔষধ। দক্ষিণ তালুমূলে কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি; গল-মধ্যের উজ্জ্বল আরক্ততা; জিহ্বার আরক্ততা ও তীব্র জ্বর; ত্বকের পরিশুষ্কতা ও উত্তপ্ততা, নাড়ীর দ্রুততা, ও রোগীর অস্থিরতা এই ঔষধের লক্ষণ। কিন্তু টনসিলাইটিস বা কুইঞ্জি রোগে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা বেলেডোনাই শ্রেষ্ঠ। শরীরস্থ যন্ত্রের সান্তর-বিধানে বেলেডোনার প্রভাব জন্মে বলিয়া ইহা এই রোগে এপিস অপেক্ষা অনেকটা উৎকৃষ্ট। কারণ, এপিসজনিত প্রদাহ অপ্রগাঢ়, তদ্দ্বারা কেবল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীময় উপরি ভাগেরই প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সান্তর বিধানের প্রদাহ জন্মে না।

সমগুণ ঔষধ।—গল-রোগে বেলেডোনা, হিপার, মারকিউরিয়স, সিলিশিয়া ও সলফার একটি ক্ষুদ্র স্তবক স্বরূপ পরিগণিত। (১) বেলেডোনার লক্ষণ দৃষ্টে বেলেডোনা ব্যবহার করিয়াও যদি পূয উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূযোৎপাদন সূচক কম্প, শীত, ও দপদপবিশিষ্ট কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রকাশ পায় তবে হিপার ব্যবস্থেয়। তখনও এই ঔষধ প্রয়োগে ব্রণশোথ নিবারিত হইতে পারে। (২) পূয উৎপন্ন হইয়া থাকিলে এবং তালুমূল বিবর্দ্ধিত হইয়া সমীপবর্ত্তী স্থান আক্রমণ করিলে ও শ্বাসকষ্ট জন্মিলে

মারকিউরিয়স ব্যবহার্য্য। নিম্ন ক্রমে পুনঃ পুনঃ মারকিউরিয়স প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ব্রণ-শোথ বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমস্ত লক্ষণের শান্তি জন্মে। কিন্তু প্রথমে মারকিউরিয়স ব্যবহার করিলে রোগের ভোগকাল অতিশয় দীর্ঘ হয়। (৩) ব্রণশোথ হইতে পূযস্রাব হইলেও উহা যদি সহজে আরোগ্য না হয়, অধিকন্তু ক্রমশঃ নিকৃষ্ট, মলিন, দুর্গন্ধি, বিস্বাদ পূয উৎপন্ন হইতে থাকে তবে সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। (৪) সিলিশিয়া সেবনেও কোন কোন রোগীর উপকার দর্শে না তখন অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ কয়েক মাত্রা সলফার ব্যবহার করিয়া লইলে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) এমিগডেলা পার্সিকা গল-গহ্বর, উপজিহ্বা ও তালুমূলের রক্তবহা নাড়ীতে মলিনবর্ণ রক্তাধিক্য জন্মায় এবং তৎসহকারে তীব্র বেদনা থাকে, ও গিলিতে কষ্ট হয়। কখন কখন সেই বেদনার এত তীব্রতা জন্মে যে উহার যাতনায় রোগী চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করে। এই সকল লক্ষণে ডিপথিরিয়া রোগে এমিগডেলা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে গল-মধ্যের মলিন লোহিত বর্ণ, আকস্মিক সুতীব্র বেদনা, এবং সুস্পষ্ট সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদন লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি কয়েক জন ডিপথিরিয়ার রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডিপথিরিয়া রোগের প্রথম কয়েক দিন যে প্রকার অবসন্নতা ও শ্রান্তি অনুভূত হয়, এমিগডেলাও সেই প্রকার অবসন্নতা উৎপন্ন করে।

গলনলী-প্রদাহ।—গল-নলীর প্রদাহে আকুঞ্চন অনুভব; এবং শ্বাসক্রিয়া ও গলাধঃকরণে কষ্ট লক্ষণে বেলেডোনা ফলপ্রদ। এই রোগে ভিরেট্রম ভিরিডি, রসটক্স ও আর্সেনিকও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

আমাশয়ের রোগ।—আমাশয়ে খল্লীর ন্যায় বেদনা ও আহারকালে তাহার আতিশয্য; বিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা বশতঃ পশ্চাদ্দিকে অবনত হইবার ও শ্বাসরুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা; জ্বালা; পৃষ্ঠবংশের অভ্যন্তর দিয়া আমাশয়িক বেদনার সর্ব্বদা গতি; চাপ, আহারান্তে উহার আতিশয্য এবং কখন কখন বা হাঁটিবার সময় উপস্থিতি;—এই সকল আমাশয়িক লক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। (ক্যালকেরিয়ার লক্ষণে জুতার চাপের

ন্যায় চাপ ও নড়িলে চড়িলে তাহার শান্তি ; এবং চিনিনম আর্সেনিকোসম নামক ঔষধে সোলার প্লেক্সস নামা গ্রন্থিল স্নায়ুগুচ্ছে বক্র চাপ ও ঠিক তদপশ্চাৎ স্থিত পৃষ্ঠবংশের অংশে স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণ আছে)।

পেরিটোনাইটিস বা অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহ।—উদরের প্রদাহে বেলেডোনা উপযোগী ; যথা, অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহে জরায়ু-প্রদাহের সংস্রব থাকুক বা না থাকুক, এবং রোগ সূতিকামূলক হউক বা না হউক, আধ্মানের সূচনা ; উদরের ঢক্কার ন্যায় স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শদ্বেষ, এমন কি আবরণ-বস্ত্র পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিবার ইচ্ছা ; গৃহে যৎসামান্য সংঘর্ষণে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, যথা রোগিণীর নিকটে হাঁটিতে হাঁটিতে অকস্মাৎ তাহার শয্যায় পায়ের আঘাত লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি ; স্পর্শে উদরে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব ; গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে তপ্ত ধূমের ন্যায় উত্তাপ-উদ্গম ; মস্তিষ্কের সুস্পষ্ট উপদাহ, এবং প্রসবান্তিক আস্রাবের স্বল্পতা বা অবরুদ্ধতা বেলেডোনার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) প্রসবান্তিক জরায়ু-প্রদাহে জরায়ুতে সুতীব্র স্পর্শ-দ্বেষ ; এবং অনুপশমপ্রদ তপ্ত ঘর্ম্ম সংযুক্ত আবেগ লক্ষণে টিলিয়া ইউরোপিয়া ফলপ্রদ। (২) জরায়ু-প্রদেশে আবেগ ; উদরের নিম্নভাগে অগ্নিবৎ জ্বালা ; মূত্রত্যাগে জ্বালা, আবিল মলিন কর্দ্দমাকার মূত্র ; জিহ্বার শুষ্কতা ও আরক্ততা লক্ষণে টেরিবিন্থিনা ব্যবহার্য্য। (৩) জরায়ুর এই প্রকার স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে, মেল-কম-সেল তৃতীয় বা ষষ্ঠ ক্রমও উপকারী। উদর-নিম্ন-দেশে, এক কট্যস্থি হইতে অপর কট্যস্থি পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত স্পর্শ-দ্বেষই ইহার বিশেষ লক্ষণ। জরায়ুর অবস্থান-বৈলক্ষণ্যে ও জরায়ু-প্রদাহের প্রারম্ভেও এই বিশেষ লক্ষণটীর বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়।

মূত্র-রোগ।—বেলেডোনার ক্রিয়ায় পীতবর্ণ ও পরিচ্ছন্ন মূত্র ; লোহিতবর্ণ অধঃক্ষেপবিশিষ্ট আবিল মূত্র, অথবা নিদ্রাবস্থায় অনিচ্ছায় প্রভূত মূত্র নিঃসারিত হয়। অতএব বালকদিগের শয্যা-মূত্র রোগে শেষোক্ত লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য লক্ষণের সহিত ঐক্য থাকিলে শয্যামূত্রে প্রায়ই এই ঔষধ নিষ্ফল হয় না। মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর শিথিলতা এবং দীর্ঘ পেশী-তন্তু গুলির সামঞ্জস্যের অভাব-

জনিত অতিক্রিয়া বশতই এই প্রকার শয্যামূত্র জন্মে। মূত্রাশয়ে যেন একটী গোলা লুণ্ঠিত হইতেছে এরূপ অনুভব, মূত্রকৃচ্ছ্র; মলিন, আবিল, ও অগ্নিবৎ লোহিত মূত্র; এবং ঘনঘন মূত্র-প্রবৃত্তি ও অল্প অল্প মূত্রপাত লক্ষণে অবারিত-মূত্র রোগে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যায়। বেলেডোনার পরে এই রোগে ক্যালকেরিয়া বা সিলিশিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রকৃত শিথিলতা বিশিষ্ট অবারিত-মূত্রে প্লাণ্টেগো মেজর, ও কষ্টিকম আদি ঔষধ উপযোগী। মূত্র-ক্রিয়ার স্বপ্ন দেখিয়া অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব হইলে ক্রিযোজোট বিশেষ উপযোগী।

বিসর্প।—চর্ম্মে বেলেডোনার ক্রিয়ায় প্রথমে এরিথিমা বা সমুজ্জ্বল আরক্তিমা জন্মে, চর্ম্ম অত্যন্ত স্পর্শাসহ হইয়া উঠে; কখন কখন বা এই আরক্তিমায় সমগ্র শরীর লাল হইয়া থাকে; কখনও বা ইহা বিসর্পের আকৃতি ধারণ করে, অর্থাৎ কোন এক মধ্যবিন্দু হইতে উজ্জ্বল আরক্ত রেখাকারে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; স্ফীততা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় ও শীঘ্র শীঘ্র চর্ম্মের নিম্নস্থ কোষময় বিধান-তন্তু আক্রমণ করে; কাহারও কাহারও বা অতি সত্বর পূযোৎপন্ন হইয়া ফ্লেগমোনস এরিসিপেলাসের প্রকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত রোগাক্রান্ত স্থানে প্রায়ই জলপূর্ণ বা পূযপূর্ণ পিড়কা দৃষ্ট হয় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে উহার উপরি ভাগের চিক্কণ, সমুজ্জ্বল ও অশিথিল আকৃতিই থাকে। প্রবল সুতীব্র বেদনা থাকে বটে; ও সেই বেদনা শস্ত্রাঘাত বা হুল-বেধবৎ অনুভূত হয় এবং সাধারণতঃ ইহার সহিত, বিশেষতঃ প্রদাহ গভীর হইলে অতিশয় দপদপানি থাকে। বিসর্পরোগে মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে প্রায়ই উহার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয় ও তথা হইতে রোগের বামপার্শ্বে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থাকে। মুখমণ্ডলের বিসর্পে প্রায় সর্ব্বদাই মস্তিষ্কের উপদাহের অভিমুখতা দেখা যায়। রোগী যতই অল্প বয়স্ক হয় ততই এই অভিমুখতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। মস্তিষ্কের এই উপদাহ মস্তিষ্কের বিসর্পের স্থান-বিকল্প বলিয়া মনে করা উচিত নহে। এই উপদাহ সামান্য উপদাহ; জ্বরের উগ্রতা, বেদনার তীব্রতা, বা রক্তের বিষাক্ততা, অথবা সম্ভবতঃ এই তিনের সমবেততা হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। বাস্তবিক ইহা বিসর্পের

স্থান-বিকল্প নহে। প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্কে বিসর্পের স্থান-বিকল্প জন্মিলেও বেলেডোনা অব্যবস্থেয় নহে। বেলেডোনা বিফল হইলে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।— (১) মস্তিষ্কে বিসর্পের স্থান-বিকল্পে বেলেডোনা বিফল হইলে ও বেলেডোনা সূচক মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বা গভীর লোহিত-বর্ণ না থাকিয়া ঈষৎ বেগুণি বা ঈষৎ নীলবর্ণ থাকিলে; এবং রোগীর বেলেডোনার লক্ষণাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বলতা, অধিকতর নিদ্রালুতা, ও নাড়ীর অধিকতর দ্রুততা ও শক্তিশূন্যতা থাকিলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। (২) ক্রোটেলাসও এই উপসর্গে ল্যাকেসিসের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। ইহাদের এতই সাদৃশ্য যে এই দুই ঔষধে প্রভেদ করিতে পারা যায় না। (৩) আক্ষেপিক ও প্রবল লক্ষণ উৎপন্ন হইলে; রোগীর আক্ষেপ বা টঙ্কার (দড়কা) জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে; এবং প্রসারণী পেশীর সবল সঙ্কোচন লক্ষণে কুপ্রম ব্যবহৃত হইতে পারে।

আরক্ত জ্বর।—আরক্ত জ্বরে সর্ব্বশরীরের আরক্তিমা জন্মে, সুতরাং বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। এই রোগে প্রথমতঃ সর্ব্বশরীরের উজ্জ্বল পাটল-বর্ণ (গোলাপি রং) অনুসারে; দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কের প্রবল উপদাহ লক্ষণে বেলেডোনা প্রযোজিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের উপদাহে নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা, বা পেশী-স্পন্দন, অথবা প্রচণ্ড প্রলাপ, চিৎকার ও শয্যা হইতে উল্লম্ফনাদি লক্ষণ থাকে। বেলেডোনা প্রিয়ঙ্গু বীজের ন্যায় উদ্ভেদ জন্মায় না, মসৃণ উদ্ভেদ উৎপাদন করে; অতএব মসৃণ উদ্ভেদ বিশিষ্ট আরক্ত জ্বরেই ইহা ব্যবহৃত হয়। বেলেডোনায় ইপিকাকুয়ানহার ন্যায় প্রবল বমন লক্ষণও উৎপন্ন হয়, সুতরাং আরক্তজ্বরে প্রবল বমন-লক্ষণ থাকিলে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপসর্গজনিত বমনে এই ঔষধ উপযোগী হয়। বেলেডোনা জ্ঞাপক রোগীর গল লক্ষণের প্রাধান্য থাকে। গল-মধ্যের উজ্জ্বল আরক্ত স্ফীততা, তালুমূলের চিক্কণতা, লঙ্কামরিচের গুঁড়া প্রক্ষিপ্তবৎ জিহ্বার আকৃতি, অথবা জিহ্বা লেপাবৃত হইলে পাতলা লেপের অভ্যন্তর দিয়া সমুন্নত জিহ্বা-কণ্টক গুলির প্রকাশ; পূর্ণ, সবল, দ্রুত নাড়ী ও রোগীর অতিশয় অস্থিরতা; গ্রীবা-গ্রন্থি বা অন্য কোন গ্রন্থির স্ফীততা এবং

মূত্র-নাশ বা প্রভূত মূত্রস্রাব;—বেলেডোনার লক্ষণ। বেলেডোনার তন্দ্রালুতা বা নিদ্রা সুস্পষ্ট। ইহা তন্দ্রা-দোষ বা কোমার ন্যায় নিদ্রা নহে। রক্ত বিষদুষ্ট হইয়া যে নিদ্রালুতা বা সুপ্তি জন্মে তাহাতে মস্তিষ্কে সম্যক পরিমাণে অম্লজান বা অক্সিজেন বায়ু যাইতে পারে না বলিয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়া-শূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বেলেডোনার নিদ্রা-লক্ষণ এপ্রকার নয়। উহাতে মস্তিষ্কের সুস্থিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষিত হয় না। রোগীর প্রগাঢ় নিদ্রা হইলেও এবং নিদ্রাকালে তাহার নাক ডাকিলেও সে নিদ্রাবস্থায় কাঁদিয়া উঠে, তাহার পেশী স্পন্দিত হয়, মুখ চর্ব্বণবৎ অবিরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, দন্তে দন্ত বিঘর্ষিত হয়; অর্থাৎ মস্তিষ্কের প্রবল উপদাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। নিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইলে সে প্রচণ্ড হইয়া উঠে, গৃহের চারিদিকে প্রমত্তভাবে দৃষ্টিপাত করে, এবং সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে আঘাত করিয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—প্রারম্ভ হইতেই অথবা বেলেডোনা ব্যবহার সত্ত্বেও রোগ দূষিত বা সাংঘাতিক প্রকৃতি ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ অন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় ল্যাকেসিস, রসটক্স, বা হাইওসায়েমাস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (১) ঈদৃশ রোগীদিগের পক্ষে ল্যাকেসিস বেলেডোনার অনেকটা সমতুল্য। উভয় ঔষধেই নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন, অস্থিরতা, জাগরণান্তে উত্তেজনা, লঙ্কামরিচের চূর্ণ প্রক্ষিপ্তবৎ জিহ্বার আকৃতি, সর্ব্বশরীরের আরক্ততা, মূত্র-নাশ, গলা-ব্যথা, ও বমন লক্ষণ আছে। কিন্তু রোগের মূল প্রকৃতি অনুসারেই এই দুই ঔষধের প্রভেদ নিরূপিত হয়। জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা ও রক্তের প্রগাঢ় বিষ-দুষ্টতা থাকিলেই ল্যাকেসিস উপযোগী। ল্যাকেসিসের মস্তিষ্ক-লক্ষণে বেলেডোনার ন্যায় প্রচণ্ডতা থাকে না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক অচৈতন্য থাকে। ল্যাকেসিসে বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় ত্বক সমুজ্জ্বল আরক্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পাণ্ডুর, অল্প অল্প বেগুনি, বা ঈষৎ নীলবর্ণ ও অসমতল দেখায়। গল-গ্রন্থিগুলি যে কেবল বহির্দ্দিকে বিবর্দ্ধিত দৃষ্ট হয় এমন নহে, উহাদের চারিদিকের সংযোজক বিধান-তন্তু, গল-গহ্বরের সমীপবর্ত্তী বিধান-তন্তু ও মূল গল-গহ্বরেরও স্ফীততা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থানগুলি ঈষৎ বেগুনি

বর্ণ ধারণ করে। পূষ জন্মিলে দূষিত পূষই উৎপন্ন হয়। এইসমস্ত লক্ষণে আরক্তজ্বরে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যায়। (২) অনেক সময় ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেলুলাইটিস বা জালবৎ ঝিল্লীর প্রদাহ উপসর্গ থাকিলে ও উহার ঈষৎ বেগুণিবর্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে; প্রদাহ নিস্তেজ প্রকৃতির হইলে, এবং পিড়কাগুলি ঘামাচির ন্যায় দেখাইলে রসটক্স সবিশেষ উপযোগী। (পিড়কার এই প্রকার আকারে হাইওসায়েমাস, ষ্ট্রামো-নিয়ম, ব্রাইওনিয়া ও ল্যাকেসিস প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে)। (৩) কখন কখন বেলেডোনার সহিত লক্ষণের সাদৃশ্য এবং পিড়কার মসৃণ আকৃতি সত্ত্বেও বেলেডোনা নিষ্ফল হয়, এরূপ অবস্থায় সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমগ্র শরীরের মসৃণ আরক্তিমা সলফারেরও লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভেও কখন কখন সলফার ব্যবস্থেয় হয়। (৪) ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা বেলে-ডোনার অনুপূরক, অর্থাৎ বেলেডোনা দ্বারা যে আংশিক উপকার দর্শে ক্যালকেরিয়া তাহার সম্পূর্ণতা জন্মায়। অতএব আরক্তজ্বরে বেলেডোনা সেবনে উদ্ভেদ উৎপন্ন হইয়া যখন উদ্ভেদগুলি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করে; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও স্ফীত হইয়া উঠে, মূত্র স্বল্প বা বিলুপ্ত হয়, এবং বেলেডোনা সূচক মস্তিস্ক-লক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে তখন ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থেয়।

ব্রণ-শোথ।—বেলেডোনার ক্রিয়ায় চর্ম্মে স্ফোটক বা ব্রণশোথও (য়্যাবসেস) উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্তনের প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। লক্ষণের তীব্রতা, বিকীর্ণ আরক্ততা, দপদপ ও পূযোৎপাদন-প্রবণতা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে যে কোন স্থানের যে কোন প্রকার ব্রণশোথে বেলেডোনা ব্যবহার করা যায়। এমন কি লক্ষণের প্রবলতা থাকিলে বাহিরে পর্য্যন্ত বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় ও এতদ্দ্বারা সাময়িক উপকার জন্মে। যে সকল স্ফোটক বসন্তকালে পুনরাগত হয় তাহাতেও বেলেডোনা ফলপ্রদ।

উদরাময়।—অতিশয় অল্প বয়স্ক শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়ে, কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রন্দন বা চিৎকার লক্ষণে বেলে-ডোনা উপযোগী। শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে তীব্র বেদনা, সহসা চিৎকার ও

পশ্চাদ্দিকে অবনতি (কলোসিন্থের লক্ষণের ন্যায় সম্মুখদিকে অবনতি নহে) লক্ষণে বেলেডোনা উপকারী। কখন কখন এই রোগে অনুপ্রস্থ স্থূলান্ত্র (ট্রান্সভার্স কোলন) এত প্রসারিত হইয়া পড়ে যে উহা নাভীদেশে একটী পিণ্ডের ন্যায় দেখায়। সীস-শূলেও কখন কখন এই লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিসারেও বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যায়। রক্তাতিসারেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অর্থাৎ শীতলতা জনিত অন্ত্র-প্রদাহ সংযুক্ত, অতিশয় কুন্থন-বিশিষ্ট আমরক্ত স্রাবী অতিসারেই এই ঔষধ ফলপ্রদ। শিশুদিগের গ্রীষ্ম-কালীয় অতিসারে বেলেডোনা জ্ঞাপক মল ঈষৎ পীতবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ হয় এবং উহাতে খটিকার ন্যায় কেজিনের খণ্ড মিশ্রিত থাকে। শিশুদিগের এই প্রকার উদর-বেদনা ও অতিসারে বেলেডোনা ক্যামোমিলার অনু-পূরক।

স্নায়ুশূল।—স্নায়ুশূলে, বেদনা সহসা উপস্থিত হইয়া অধিক বা অল্প ক্ষণ থাকিয়া আবার সহসা তিরোহিত হইলে; বেদনার শস্ত্রদ্বারা কর্ত্তনবৎ, জ্বালাকর, ছিন্নকর ও স্থান পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি থাকিলে; এবং উহা সঞ্চলন, জ্যোতিঃ, গোলমাল, বা সামান্য সংঘর্ষ, ও শয়নে বৃদ্ধি পাইলে এবং উঠিয়া বসিলে উপশমিত হইলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব, বিশেষতঃ অক্ষি-কোটরের নিম্নস্থ স্নায়ু আক্রান্ত হইলে, এবং মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও আরক্ত থাকিলে, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে বেলে-ডোনা উপযোগী। গৃধ্রসী (সায়েটিকা) রোগে রাত্রে বঙ্ক্ষণ-সন্ধির বেদনা বৃদ্ধি পাইলে ও তজ্জন্য অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। এই সকল বেদনা, ও বেলেডোনা জ্ঞাপক জ্বর একবার অপরাহ্ণ দুই তিনটার সময় আবার রাত্রি এগারটার সময় বৃদ্ধি পায়। বেলেডোনায় পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর স্নায়ুশূল উদ্রিক্ত হয় বলিয়া লোকোমোটার এটাক্সিয়া রোগের প্রারম্ভে যে নিদারুণ বেদনা জন্মে তাহাতেও বেলেডোনা ব্যবহারের বিধি দেখা যায়।

আক্ষেপ-রোগ।—আক্ষেপ রোগে সচরাচর বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপস্মার রোগ এতদ্দ্বারা সহজেই পরিবর্ত্তিত ও সময়ে সময়ে আরোগ্য হয়। সূতিকাক্ষেপেও এই ঔষধ অপস্মারের ন্যায় ফলপ্রদ।

দাঁত উঠিবার সময় বা উচ্ছেদাদি বসিয়া গিয়া শিশুদিগের যে আক্ষেপ জন্মে তাহাতে প্রায়ই বেলেডোনা প্রয়োজিত হয়। এই সকল আক্ষেপে উত্তপ্ত মস্তক, আরক্ত বদন, দপদপকর গ্রীবা-ধমনী, ভয়ে নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা, মুখে পচা ডিমের গন্ধবিশিষ্ট ফেণা প্রভৃতি মস্তিষ্ক-লক্ষণের বিশদ বিদ্যমানতা না থাকিলে বেলেডোনা সুব্যবস্থেয় নহে। বেলেডোনা জ্ঞাপক আক্ষেপে অন্তবায়াম ও বহিবায়াম আক্ষেপ সংমিশ্রিত থাকিতে পারে; অথবা রোগী বালক হইলে সহসা আড়ষ্ট ও দৃঢকায় হইয়া নিমেষ শূন্যতা ও স্থির-দৃষ্টি জন্মিতে পারে। সূতিকাক্ষেপে রোগিণী অচেতনাবস্থায় থাকে। এক এক বার বেদনা উপস্থিত হয় ও এক এক বার আক্ষেপ প্রকাশ পায়। আক্ষেপের বিরাম কালে সে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করে, অথবা গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকে। দাঁত উঠিবার সময় আক্ষেপে দন্ত-মূল স্ফীত এবং মুখ-মধ্য রসশূন্য ও উত্তপ্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) য়্যাবসিন্থিয়ম নামক ঔষধেও মস্তিষ্ক-ঝিল্লী ও মেডুলার রক্তসঞ্চয়, ও ভয়ানক দৃষ্টিবিভ্রম; প্রদীপ্ত চক্ষু; অপস্মার ও তৎপরে মনের স্থূলত্ব বা হতবুদ্ধিতা, আপস্মারিক ভ্রমি বা ক্ষণস্থায়ী অচৈতন্য জন্মায়। (২) ভয়প্রাপ্তির পরে অপস্মার জন্মিলে এবং শীঘ্র শীঘ্র এক আক্রমণের পরে অন্য আক্রমণ উপস্থিত হইলে আর্টিমিসিয়া ভলগেরিস ফলপ্রদ। অতিশয় অস্থিরতা য়্যাবসিন্থিয়ম, আর্টিমিসিয়া, সিনা, ক্যামোমিলা প্রভৃতি কম্পোজিটি জাতীয় ঔষধগুলির একটী বিশেষ লক্ষণ।

শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় অসুখে (১) শিশুর সারারাত্রি বিরক্তি; সমস্ত রাত্রি গায় হাত বুলাইবার ও দোলাইবার আবশ্যকতা; ও শীঘ্র শীঘ্র দন্তক্ষয় লক্ষণে ক্রিয়োজোট; (২) পরিবর্ত্তনশীল মল; ও উদরের উপদাহের প্রতিক্ষিপ্ততা বশতঃ আক্ষেপোৎপত্তি লক্ষণে কলচিকম; (৩) পাণ্ডুবর্ণ বদন, শিশু যতই অধিক বিশ্রাম করে, ততই তাহার অধিক আড়ষ্টতা, ও অস্থিরতা লক্ষণে সিনা; (৪) দন্তমূলের অত্যন্ত অনুভবাধিক্য, ও কণ্ডূয়ন অনুভব লক্ষণে ডলিকস ব্যবস্থেয়। (৫) দন্তমূলের স্ফীততা ও আরক্ততা এবং দধিবৎ দুগ্ধবমন লক্ষণে ইথুসা ব্যবহার্য্য।

স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে বেলেডোনার বিলক্ষণ ক্রিয়া দর্শে।

এতদ্দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে অবিরত প্রবল আবেগ (বেয়ারিং ডাউন) উপস্থিত হয়। শয়নে এই আবেগ বিবর্দ্ধিত ও দণ্ডায়মানে উপশমিত হয়। (সিপিয়ার আবেগ-লক্ষণ বেলেডোনার বিপরীত, উহা শয়নে উপশমিত ও দণ্ডায়মানে বর্দ্ধিত হয়। ক্রিয়োজোটের আবেগ বিশ্রামে বর্দ্ধিত ও সঞ্চলনে উপশমিত হয়)। অপর নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ও তৎসহকারে পৃষ্ঠ, বাহু প্রভৃতিতে খঞ্জীবৎ ছিন্নকর বেদনা; দপদপকর শিরোবেদনা; অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ রক্ত-সঞ্চয়জনিত রক্ত-কৃচ্ছ্র; আবেগ; পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে অথবা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে কর্ত্তনবৎ যাতনা; কোন পরিদৃশ্যমান কারণ ব্যতীত ঋতুরক্তের ও প্রসবান্তিক আস্রাবের দুর্গন্ধ। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; নির্গত রক্ত উত্তপ্ত অনুভব; পৃষ্ঠে আবেগ সহ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ঈদৃশ আবেগ সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর; জরায়ু-মুখের আক্ষিপ্ততা, উহাতে উত্তপ্ততা ও স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব; পৃষ্ঠে ভগ্নবৎ বেদনা; সহসা আবির্ভূত ও সহসা অন্তর্হিত প্রসববেদনা, প্রবল, অথচ অকার্য্যকর বেদনা।—এইগুলি বেলেডোনার লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত স্ত্রী-রোগে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসবকালে জরায়ু-মুখ প্রসারিত না হইলে ও জরায়ু-গ্রীবার আক্ষিপ্ত অবস্থা থাকিলে বেলেডোনা প্রযোজিত হয়। যদি প্রবল ও অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ প্রসব-বেদনা সত্ত্বেও সন্তান প্রসব-পথে অগ্রসর না হয়; এবং পরীক্ষার্থ প্রবিষ্ট অঙ্গুলীতে জরায়ু-মুখ দৃঢ় ও আক্ষিপ্ত অনুভূত হয়, তাহা হইলে কয়েক মাত্রা বেলেডোনা ব্যবহারে এই উপদ্রব দূরীকৃত হইতে পারে।

কাস।—শ্বাস-পথেও বেলেডোনার কতকটা ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তন্নিবন্ধন ধূলিজনিত কণ্ডূয়নবৎ স্বরযন্ত্র কণ্ডূয়িত হইয়া কাস; আরক্ত মুখ-মণ্ডল; উজ্জ্বল চক্ষু; অতিশয় প্রবল শুষ্ক কাসের আবেশ; বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগের পরিশুষ্কতা ও আকৃষ্টতা সংযুক্ত কাস, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে শয়ন করিবামাত্র তাহার বৃদ্ধি। রক্তরঞ্জিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগে স্পর্শ-দ্বেষ ও উত্তপ্ততা অনুভব, প্রচাপনে উহার বৃদ্ধি। বক্ষঃস্থলে জ্বালা; কাসে ও সঞ্চলনে, (কিন্তু শ্বাসে নয়), বিদ্ধবৎ বেদনা। দক্ষিণ

কণ্ঠাস্থির নিম্নে বেদনার আধিক্য। বক্ষঃস্থলে ও স্কন্ধাস্থি দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রচাপন এবং তৎসহকারে বিচরণে ও উপবেশনে শ্বাস-কৃচ্ছ্র।—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ক্যালকেরিয়াতও শয়নের অব্যবহিত পরেই কাসের উদ্রেক হয়। (২) ফসফরাস জনিত শ্বাস-পথের উপদাহ বেলেডোনা অপেক্ষা নিম্নভাগে জন্মে। এবং ফসফরাসের লক্ষণে স্বরযন্ত্রের অধিকতর অবদরণ ও স্পর্শদ্বেষ থাকে। সেই স্পর্শ-দ্বেষ কথা বলিলে বা সেইস্থানের উপর চাপ দিলে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বেলেডোনা জ্ঞাপক স্পর্শ-দ্বেষ কেবল চাপ প্রদানেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (৩) কষ্টিকমের কাসও গল-কণ্ডুয়ন করিয়া উদ্রিক্ত হয়; তাহাতে স্বর প্রায় বিলোপ পায়; এবং কণ্ঠনালীতে অবদরণ ও স্পর্শদ্বেষ অনুভূত হয়, কিন্তু বক্ষঃস্থলে স্পর্শদ্বেষ থাকে না। (৪) বুকাস্থির উপবিভাগস্থ গহ্বর কণ্ডুয়িত হইয়া শুষ্ক কাসের উদ্রেক, এবং অত্যল্পমাত্র শীতল বায়ু বা গভীর নিশ্বাসে সেই কাসের বৃদ্ধি রুমেক্সের লক্ষণ। (৫) সেপার কাসে স্বরযন্ত্র যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব ও তজ্জন্য অবনত হওয়া লক্ষণ থাকে। (৬) ল্যাকেসিসের কাস বেলেডোনা অপেক্ষা নিম্নতর প্রদেশ কণ্ডুয়িত হইয়া উদ্রিক্ত ও বস্ত্রের যৎসামান্য চাপে বর্দ্ধিত হয়।

বেলেডোনা ক্যালকেরিয়ার অনুপূরক। কফি, নক্সভমিকা, ও ওপিয়ম বেলেডোনার প্রতিহারক। কাসে ও চর্ম্মরোগে বেলেডোনা অপ-ব্যবহৃত হইলে হাইও সায়েমাস দ্বারা সেই দোষের প্রতিহার হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া।

বিশেষ বিবরণ।

মাস্তকঝিল্লী, মাস্তকঝিল্লী-পরিবেষ্টিত যন্ত্র, বিশেষতঃ ফুসফুস-বেষ্ট ও ফুসফুসে; মস্তিষ্ক ও যকৃতে; সৈহিকঝিল্লী, পেশী-তন্তু; এবং শ্বাস-পথ ও অন্ন-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়ায় তরুণ

প্রদাহের ন্যায় প্রদাহ জন্মে না, কিন্তু প্রদাহের তরুণত্ব দূর হইলে, মস্তক্ষরণ ও রস-প্রসেকাদির অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদাহ ও স্নায়বীয় উপদাহের মধ্যবর্ত্তী যে এক প্রকার অবস্থা জন্মে, তদ্রূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু শৈহিক ঝিল্লী ও পেশী-তন্তুতে ব্রাইওনিয়া যে প্রদাহ জন্মায় তাহাতে আম-বাত বা সন্ধিবাতের প্রকৃতিই সমধিক দৃষ্ট হয়। শরীরের যে কোন বিধান-উপাদান কেন আক্রান্ত না হউক ব্রাইওনিয়াজনিত প্রদাহের সচরাচর এই শেষোক্ত প্রকার প্রকৃতিই দেখা যায়।

(১) ব্রাইওনিয়া কিয়ৎপরিমাণে জীবনীশক্তির অবসন্নতা জন্মায়। এই অবসন্নতা বশতই মস্তিষ্কের অবসাদ ও অবশতা; এবং শরীরের দুর্ব্বলতা ও অলসতা অনুভূত হয়; বাহু পার্শ্বদেশে পতিত হয়, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুতবেগে সঞ্চালন করিতে পারা যায় না। অলসতা প্রত্যূষেই অধিক প্রকাশ পায় এবং রাত্রির নিদ্রায় যেন একেবারেই শ্রান্তিদূর হয় নাই এরূপ বোধ হয়। অল্পমাত্র পরিশ্রমে শরীরের সমস্ত শক্তি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই অবসন্নতা বশতঃ রোগীর উদাসীনতা জন্মে না বরং ক্ষিপ্রতা ও ক্ষণরাগিতাই জন্মে। ইহাতে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় না; মল-মূত্রাদির দ্বারাবরক-পেশী শিথিলত হয় না, এবং অন্য কোন অনৈচ্ছিক পেশীরও ক্রিয়ার অধিক ব্যাঘাত জন্মে না। অনিচ্ছায় সমুৎ-সর্গাদি নিঃসৃত হয় না, সুতরাং শরীর-তন্তুর শিথিলতা জন্মে না। যে সকল স্নায়ুর ইচ্ছায়ত্ত গতি ও মানসিক ক্রিয়ার উপর আধিপত্য আছে, তাহাতেই কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবসন্নতা জন্মে বলিয়া বোধ হয়। (২) ব্রাইও-নিয়ার ক্রিয়ায় অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃস্রব কমিয়া যায় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কৈশিক রক্ত-সঞ্চলনের কতকটা প্রতিবন্ধকতা জন্মে। ফুসফুস-বেষ্ট, অন্ত্র-বেষ্ট, হৃদ্বেষ্ট ও সন্ধিস্থানের নিরুদ্ধ গহ্বরে যে মাস্তক ঝিল্লী আছে তাহাতেই এই প্রতিবন্ধকতা বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। এই প্রতিবন্ধক-তার পরিণাম ফল স্বরূপেই ঐ সকল গহ্বরে মস্ত-ক্ষরণ জন্মে। (৩) আমাশয় ও অন্ত্র-প্রদেশের উপর যে সকল স্নায়ুর প্রভাব তাহাতে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া নিবন্ধনই পরিপাক-কার্য্যের নানাপ্রকার বিকার, অন্ত্রের নিঃস্রবের অল্পতা, এক প্রকার বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ ও সুস্পষ্ট যকৃৎ-

প্রবাহের লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এতদ্দ্বারা এরূপভাবে আক্রান্ত হয় যে এক প্রকার উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাবী অতিরক্ত রোগ জন্মে।

ব্রাইওনিয়ার বেদনা সূচী-বেধ, ও (তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রবেশের ন্যায়) বিদ্ধবৎ। মাস্তক ও তান্তব বিধানের তরুণরোগেই এই প্রকার বেদনা বিদ্যমান থাকে। আকৃষ্টবৎ বেদনা এইরূপ বেদনারই প্রকারান্তর। স্কুইলা, রাণনকিউলাস, বলবোসস, এসক্লিপিয়াস প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধেও ঈদৃশ সূচী-বেধ ও বিদ্ধবৎ বেদনা-লক্ষণ আছে। ব্রাইওনিয়ার বেদনা ল্যাকেসিসের ন্যায় নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্রই পুনরাবৃত্ত হয় না, কিন্তু প্রত্যূষে জাগিয়া প্রথম শরীর সঞ্চালনে অনুভূত হইতে থাকে। অপর, ব্রাইওনিয়ায় আশ্রয়নিষ্ঠ আভ্যন্তরিক বেদনার স্থান শীঘ্রই বিষয়নিষ্ঠ বাহ্যিক বেদনায় আক্রান্ত এবং তৎপরে স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠে। ব্রাইওনিয়ার বেদনা সাধারণতঃ উষ্ণতায় উপশমিত ও শীতলতায় বিবর্দ্ধিত হয়। মানসিক উত্তেজনায়ও উহার উপচয় জন্মে। কিন্তু চক্ষু-বেদনা ও দন্ত-বেদনা উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়।

কোপনতা ও সহজে ক্রোধের উদ্রেক ব্রাইওনিয়ার বিশেষ মানসিক লক্ষণ। কি পিত্তজনিত রোগ, কি শিরঃপীড়া, কি অগ্নিমান্দ্য, এই সকল রোগে ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক এই মানসিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে।

ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি নড়িলে চড়িলে ও স্পর্শে বৃদ্ধি পায়। দুই চারিটী বিশুদ্ধ স্নায়বীয় লক্ষণ ব্যতীত সমুদায় লক্ষণেরই এই প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

সূচী-বেধবৎ ও বিদ্ধবৎ বেদনা এবং সঞ্চালনে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ব্রাই-ওনিয়ার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

আময়িক ব্যবহার।

জ্বর।—রক্তের পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ উহার পরিমাণ, গুণ ও সঞ্চলনের বৈলক্ষণ্যে, যথা জ্বরাবস্থায় ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সবিরাম জ্বরে ইহা বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। স্বল্পবিরাম জ্বরেই ইহার সমধিক ব্যবহার আছে। প্রাবাহিক, আমবাতিক, আমাশয়িক, পৈত্তিক, আভি-

বাতিক ও সান্নিপাতিক জ্বরেও সময়ে সময়ে এই ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া ও তজ্জন্য অনেকটা একোনাইটের ন্যায় দ্রুত, কঠিন, অশিথিল নাড়ী; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াশক্তির বাস্তবিক আধিক্য; ও শরীর সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি, সুতরাং রোগীর সম্পূর্ণ স্থির থাকিবার আগ্রহ, জ্বরের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই মস্তকে মৃদু মৃদু দপদপকর অথবা তীব্র শস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে প্রায় সতত চক্ষুর অভ্যন্তরে ও উপরে তীব্র বেদনা; বেদনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া রোগীর মস্তক ও চক্ষু নাড়িতে অপ্রবৃত্তি; উপাধান হইতে মস্তকোত্তলনের যৎসামান্য চেষ্টায় বিবমিষা ও মূর্চ্ছা-প্রায় অনুভব; প্রাদাহিক জ্বর ও লঘু প্রকৃতির আমাশয়িক জ্বরাদি মৃদুজ্বরে অতিশয় মুখ-শোষ ও জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা; জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ ও জিহ্বার মধ্যস্থলের নিম্নভাগে উহার সমধিক স্পষ্টতা; জিহ্বা-প্রান্তের সম্যক পরিচ্ছন্নতা; জ্বরের তীব্রতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার সন্নিপাত প্রকৃতি ধারণ; পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্য উপস্থিতি; পূর্ব্বের শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বার এক্ষণ ঈষৎ পীতবর্ণ, ও মুখে নিশ্চিত তিক্তাস্বাদ; বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া; দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচীবেধ, ও অল্প অল্প বেদনা সহকারে উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ; সন্নিপাত-লক্ষণ যতই বাড়িতে থাকে ততই জিহ্বার শুষ্কতার আতিশয্য, কিন্তু জিহ্বার লেপের পূর্ব্ববৎ অবস্থা; সবিরাম জ্বর হইলে শীত ও উত্তাপের বিমিশ্রতা, অর্থাৎ শীতাবস্থায় মস্তকের উত্তপ্ততা, গণ্ডদেশের প্রগাঢ় আরক্ততা এবং পিপাসা, ও অনেকক্ষণ পর পর একবারে অধিক পরিমাণ জলপান; কোন কোন রোগীর বা অবিরত পিপাসা, নাড়ীর কঠিনতা, দ্রুততা ও অশিথিলতা; যৎসামান্য শ্রমে ঘর্ম্মের উদ্রেক এবং উহার অম্ল বা তৈলবৎ গন্ধ;—এইগুলি ব্রাইওনিয়ার জ্বরের সাধারণ লক্ষণ।

টাইফয়েড্ জ্বর।—টাইফয়েড নামা সন্নিপাত জ্বরে রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—চিত্তের বিমূঢ়তা; মস্তিষ্কের অবসন্নতা অথচ ইন্দ্রিয়সকলের অবিকৃততা; নিদ্রাবস্থায় সাধারণতঃ মৃদুপ্রলাপ; নিদ্রার্থে চক্ষু মুদ্রিত করিলে অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের বিদ্যমানতা অনুভব, কিন্তু চক্ষু মেলিয়া তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া ও

আপনার ভ্রম বুঝিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া; কখন কখন বা প্রলাপের সহিত বা তৎপূর্ব্বে কোপনতা; বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় বাক্যের দ্রুততা; রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার প্রায় অচৈতন্যবৎ অল্প অল্প প্রগাঢ়তা; দিবসের কার্য্য-বিষয়ক স্বপ্ন; সচরাচর প্রলাপ সহকারে এক প্রকার দারুণ যন্ত্রণাপ্রদ রক্তসঞ্চয়জাত মস্তক বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া ও শিরোবেদনার সাধারণতঃ সম্মুখকপালে অবস্থিতি; মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় আরক্ত রাগ; ব্রাইওনিয়ার অন্যান্য লক্ষণের ন্যায় মস্তক সঞ্চালনে ইহারও আতিশয্য ও এতৎসহকারে সচরাচর বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্ণে তিন চারি ঘটিকার সময় নাসিকা হইতে রক্তপাত ও তৎপূর্ব্বে মস্তকে পূর্ণতানুভব; অত্যুৎকট রোগে মস্তকে বেদনা আপনার ন্যায় বারংবার হস্ত প্রদান, যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি; এই সকল অঙ্গভঙ্গি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে অনভিযোগ; নিঃস্রবের স্বল্পতাবশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিশেষতঃ মুখ ও আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পরিশুষ্কতা; মুখ-শোষ অথচ পিপাসাভাব; অথবা পিপাসা থাকিলে বিষমজ্বরের লক্ষণের ন্যায় অনেকক্ষণ পরে পরে একবারে অধিক জলপান; জলপানান্তে অথবা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে নিদারুণ বিবমিষা ও কখন কখন বা বমন, কখনও বা আমাশয়িক রসের স্বল্প নিঃস্রববশতঃ আহার সুজীর্ণ না হওযাতে আমাশয়ে প্রস্তরাবস্থিতির ন্যায় গুরুত্ব অনুভব; সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধ,অথবা মল নির্গত হইলে বৃহৎ, কঠিন, শুষ্ক, কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ মল, সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আয়াসে মল নিঃসরণ; কখনও বা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় কোমল, মণ্ডবৎ মল;— টাইফয়েড জ্বরে এই গুলি ব্রাইওনিয়ার ব্যবস্থা-লক্ষণ। পূর্ণ বিকশিত টাইফয়েড জ্বরের প্রায় প্রথম সপ্তাহের শেষে কখন কখন একটী প্রলাপ-লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে রোগী সর্ব্বদাই স্বগৃহে যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করে। সে মনে করে যে সে স্বীয় বাটীতে নাই, বাড়ীতে গেলে, তাহার উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা চলিবে। বাড়ীতে যাইবার এই 'দুর্নিবার ইচ্ছা' ব্রাইওনিয়ার একটী প্রবল লক্ষণ, এবং প্রায়ই দুই তিন মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের পর ইহা অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—জ্বরে ব্রাইওনিয়া ও ইহার সমগুণ ঔষধগুলির যথোপযুক্ত সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক। (১) আমাশয়িক, সবিরাম ও সন্নি-

পাত জ্বর ব্যতীত ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক অন্যান্য প্রকার জ্বরের সহিত একোনাইটের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যদিও জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করিবার নিমিত্ত অযথারূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্বরেও একোনাইট প্রয়োজিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদের সমষ্টিগতলক্ষণের সহিত একোনাইটের বিশেষ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। টাইফয়েড জ্বরে একোনাইটের লক্ষণগুলি সকল বিষয়েই বিসদৃশ। গ্যাষ্ট্রিক বা আমাশয়িক জ্বরে প্রারম্ভাবস্থায় একোনাইট জ্ঞাপক নাড়ীর পূর্ণতা; গাত্রের উত্তপ্ততা, ঘর্ম্ম শূন্যতা ও অস্থিরতা থাকিলে এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় পৈত্তিক উপসর্গ না থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয় নহে। পৈত্তিক উপসর্গ সত্ত্বে একোনাইটই প্রচুর। একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ায় প্রভেদ এই,—ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা অগ্রের অবস্থায় একোনাইট ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিক জ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী রক্তাধিক্য, রক্তসঞ্চয়, অথবা শীতে একোনাইট উপযোগী। একোনাইট বিফল হইলে পরে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থেয়। একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার মানসিক লক্ষণগুলি এতই সুস্পষ্ট যে তাহাদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। একোনাইটে রোগীর মনের উত্তেজনা, ও আশঙ্কাপূর্ণতা এবং শরীরের অস্থিরতা থাকে। সে শয্যায় এপাশ ওপাশ করে এবং মরিবে বলিয়া ভীত হয়। ব্রাইওনিয়ার রোগীরও একোনাইটের রোগীর ন্যায় যন্ত্রণা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যাতনায় সম্পূর্ণ সুস্থির হইয়া থাকে। কারণ, নড়িলে চড়িলে তাহার রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায়, এবং কখন কখন আমবাতিক জ্বরে কেবল এই লক্ষণ দৃষ্টেই ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ব্রাইওনিয়ায় স্নায়বীয়তা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা জন্মিলে এবং সে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে শরীর সঞ্চালনে তাহার রোগ-লক্ষণের আতিশয্য জন্মে। (২) এই সকল জ্বরে, বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরে ব্রাইওনিয়ার সহিত বেলেডোনারও সম্বন্ধ আছে। টাইফয়েড জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থার লক্ষণের সহিত বেলেডোনার লক্ষণের বাস্তবিক কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু প্রারম্ভাবস্থায় ব্রাইওনিয়ার ও বেলেডোনার লক্ষণে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তখন বিবর্দ্ধিত উপদাহিতা, প্রলাপের প্রচণ্ডতা; অঙ্গোৎক্ষেপ; নিদ্রাকালীন চমকিয়া উঠা; ভয়প্রযুক্ত নিদ্রা হইতে লাফিয়া উঠা; চক্ষু

বুজিলে নানা প্রকার ব্যক্তি ও বস্তু দর্শন এবং চক্ষু মেলিলে তাহার অদর্শন; —এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে ব্রাইওনিয়া হইতে বেলেডোনার ভিন্নতা স্থিরীকৃত হয়। বেলেডোনায় ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা মস্তিষ্কের অধিকতর উপদাহিতা, ও প্রলাপের অধিকতর প্রচণ্ডতা লক্ষিত হয়। বেলেডোনার শিরঃপীড়ায় দপদপকর বেদনা থাকে, এবং রোগী ব্রাইওনিয়ার শিরোবেদনায় ন্যায় উপশমার্থ সম্পূর্ণ সুস্থির হইয়া না থাকিয়া উঠিয়া বসে। উপরে যে "চক্ষু বুজিলে নানাবিধ বস্তু ও ব্যক্তি দর্শন, ও চক্ষু মেলিলে তাহার অদর্শন" লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইল, এই লক্ষণটী ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম ও সিঙ্কোনা নামক ঔষধেও আছে। সিঙ্কোনায় এই লক্ষণ টাইফয়েড জ্বরে উপস্থিত হয় না, কিন্তু রক্তস্রাবান্তে প্রকাশ পায়। (৩) ব্রাইওনিয়ার সহিত রসটক্সেরও তুলনা হইয়া থাকে। অস্থিরতার প্রাবল্যই ইহার ব্যবস্থা-লক্ষণ। রোগী যখন একবার একপার্শ্বে আবার অন্য পার্শ্বে শয়ন করে, কিছুকাল পবিবর্ত্তিত পার্শ্ব ভাল বোধ হয়, পুনরায় তাহাতে বেদনা করিতে থাকে, তখন আবার সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, এইরূপ বারংবার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন লক্ষণে রসটক্স ব্যবহৃত হয়। ব্রাইওনিয়ার ন্যায় রসটক্সেও নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হয়, কিন্তু এই শোণিত-স্রাবে রোগীর রোগ-লক্ষণের শান্তি জন্মে। রসটক্সের শিরোবেদনায় কপালের অনুপ্রস্থে কাষ্ঠখণ্ড বিচাপিতের ন্যায় অনুভূত হয়। অপর, রসটক্সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধি ও পেশীর অভ্যন্তর দিয়া নিরন্তর ক্লেশদায়ক আমবাতিক বেদনা থাকে। রসটক্সের জিহ্বা-লক্ষণও ব্রাইওনিয়া হইতে স্বতন্ত্র। রসটক্স জ্ঞাপক জিহ্বা কপিশ, শুষ্ক ও বিদারিত এবং উহার অগ্রভাগ লাল। এই জিহ্বা-লক্ষণ সলফারেরও উৎকৃষ্ট প্রয়োগ-লক্ষণ। রসটক্সে সচরাচর প্রারম্ভ হইতেই অতিসার; এবং ব্রাইওনিয়ায় সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

মাস্তুকঝিল্লীর প্রদাহ।—মাস্তুকঝিল্লীতে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়াবশতঃ মাস্তুকঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে। অতএব মস্তিস্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জাবরক ঝিল্লীর প্রদাহে, ফুসফুস-বেষ্ট ও অন্ত্র-বেষ্টের প্রদাহে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। মাস্তুকঝিল্লীর প্রদাহে নিঃস্রব নিঃসরণের পরেই ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপযোগী। সঞ্চলনে বিবর্দ্ধিত তীব্র সূচী-বেধবৎ

বেদনা, এবং উগ্র, বা পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধে কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত জ্বর ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

এস্থলেও ব্রাইওনিয়ার সহিত একোনাইটের প্রভেদ নিরূপণে দেখা যায় যে ব্রাইওনিয়া একোনাইটের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় না। যথা, ফুসফুস বেষ্ট-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর যখন তীব্র থাকে তখন একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু যেই জ্বর হ্রাস পড়িতে আরম্ভ করে এবং "ঘর্ষণবৎ শব্দ" (ফ্রিকশন সাউণ্ড) দ্বারা রস-প্রসেকের সূচনা অনুভূত হয় সেই একোনাইটের অধিকার উত্তীর্ণ ও ব্রাইওনিয়ার উপযোগিতা উপস্থিত হয় এবং ব্রাইওনিয়া ভিন্ন অন্য কোন ঔষধের আবশ্যকতা থাকে না। কোন কোন চিকিৎসক এসময় জ্বরের জন্য একোনাইট ও ফুসফুসের উপদ্রবের জন্য ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণ আর একোনাইট জ্ঞাপক অস্থিরতা থাকে না। রোগী বেদনায় স্থির হইয়া থাকে ও রুগ্নপার্শ্ব অধিক সঞ্চালিত না হয় এই নিমিত্ত সেই পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করে, সুতরাং এসময় রোগীর সমগ্র অবস্থায় কেবল ব্রাইওনিয়াই উপযোগী।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীরপ্রদাহ।—মস্তিষ্ক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইলেও ব্রাইওনিয়া অতিশয় উপকারী। এই রোগে দুই একস্থল ব্যতীত ব্রাইওনিয়া প্রায়ই বেলেডোনার পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; একোনাইটের পরে প্রয়োজিত হয় না। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে ঝিল্লী-গহ্বরে বা তাহার নিম্নে রস ক্ষরিত হইলে বেলেডোনার উপযোগিতা রহিত হয়। তখন বেলেডোনার পরিবর্ত্তে কোন কোন রোগীর পক্ষে সলফার, কাহারও কাহারও পক্ষে এপিস এবং অপর কতকগুলির পক্ষে ব্রাইওনিয়া উপযোগী হয়। স্কার্লেটিনা বা হাম আদি উদ্ভেদ বিলোপান্তে মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিলে ব্রাইওনিয়াই ব্যবস্থেয়। শিশুর মুখের পাণ্ডুবর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ; জিহ্বার শুভ্রতা; যাতনায় সহসা চিৎকার; সুতীব্রকর্ত্তনবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বেদনার সবিশেষ অনুভব; এক বা উভয় চক্ষুর তির্য্যক দৃষ্টি; সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, উদরের স্ফীততা; ইন্দ্রিয় সকলের প্রায় সুপ্তিবৎ নিক্রিয়তা; জাগরিত করিয়া জলাদি পান করিতে দিলে বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় আগ্রহ বা

সত্বরতার সহিত পান ;—এইগুলি ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। বেলেডোনা জ্ঞাপক রোগীর মস্তকান্দোলন ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা অধিক থাকে।

প্রতিশ্যায়।—নাসিকার প্রতিশ্যায়ে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় পরিশুষ্কতা এবং গাঢ় ও পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। গাঢ় ও পীতবর্ণ স্রাব সহসা বিলুপ্ত হইয়া মৃদু মৃদু দপদপকর শিরোবেদনা জন্মিলেও ব্রাইওনিয়া উপযোগী। বিলুপ্ত প্রতিশ্যায়ে ল্যাকেসিসও ব্যবহার্য্য। কিন্তু ল্যাকেসিসে পীতবর্ণ স্রাব ও সঞ্চালনে বিবর্দ্ধন লক্ষণ নাই। প্রতিশ্যায়ের চিকিৎসায় বারংবার রোগীর লক্ষণের পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ ও তদনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা না করিলে সত্বর রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

নিউমোনিয়া।—নিউমোনিয়া রোগেও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত ক্রুপস নিউমোনিয়ায়ই ব্রাইওনিয়া উপযোগী। ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহে যেমন রস-প্রসেকের পরেই ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে, ফুসফুস-প্রদাহেও সেইরূপ ক্রুপস্ একজুডেশন অর্থাৎ রস-ক্ষরণের পরেই ইহা ব্যবহৃত হয়। ফুসফুস প্রদাহের সহিত কতকটা ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহের সংসৃষ্টতা থাকিলেই ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ হয়। অতএব প্লুরোনিউমোনিয়ায়ই এই ঔষধ সুপ্রয়োজ্য। রোগের প্রারম্ভে রস-প্রসেক থাকে না বলিয়া ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয় না। একোনাইটের পরে নিম্নোক্ত অবস্থায় ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন জ্বর সত্ত্বেও একোনাইটের ন্যায় তত গাত্রের উত্তাপ, তত মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও তত অস্থিরতা থাকে না ; রোগী অধিকতর প্রশান্ত হইয়া উঠে এবং তাহার মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, তাহা একোনাইটের উৎকণ্ঠার ন্যায় মানসিক উৎকণ্ঠা না হইয়া ফুসফুসের যাতনাবশতঃ উৎপন্ন হয় ; একোনাইট জ্ঞাপক শুষ্ক, বিরক্তিকর, ফেনিল নিষ্ঠীবন সংযুক্ত কাসের পরিবর্ত্তে তরলতর ও আর্দ্র কাস নির্গত হইতে থাকে ; পূর্ব্ববৎ অল্প অল্প নিষ্ঠীবন নিঃসৃত হয় বটে, কিন্তু উহা ঈষৎ পীতবর্ণ বা রক্তের রেখাঙ্কিত দেখায় ; ফুসফুস-বেষ্টের প্রদাহের সংসৃষ্টতা বশতঃ বক্ষঃস্থলে সুতীব্র সূচীবেধ অনুভূত হইতে থাকে ও বামপার্শ্বে সূচীবেধের আধিক্য জন্মে ; বুকাস্থির ঠিক উপরে রোগী গুরু

প্রচাপন অনুভব করে; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, ও অশিথিল এবং মূত্র মলিন-আরক্ত ও স্বল্প হয়; তখন ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

নিউমোনিয়ায় ব্রাইওনিয়ার সহিত এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকমের কতকটা সাদৃশ্য আছে। ব্রঙ্কাইটিস স্বরূপ আবদ্ধ হইয়া নিম্নদিকে সম্প্রসারণ পূর্ব্বক যে প্রদাহ নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়, তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। দক্ষিণ পার্শ্বে রোগ আরম্ভ হইলে, এবং ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের ন্যায় সুতীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা, প্রবল জ্বর, ও অতিশয় বক্ষ-গৌরব থাকিলেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ক্রুপস নিউমোনিয়া অপেক্ষা ক্যাটারাল নিউমোনিয়াতেই টার্টার এমেটিক সমধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়। এস্থলে সেঙ্গুইনেরিয়া ও চেলিডোনিয়ম নামক ঔষধদ্বয়ের লক্ষণও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

বক্ষ-বেদনা।—ব্রাইওনিয়া ব্যতীত অপর কতকগুলি ঔষধেও বক্ষ-প্রাচীরে বেদনা লক্ষণ আছে, যথা,—(১) বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থানের সম্মুখ-ভাগে বেদনাসংযুক্ত বাত-বেদনা বা প্লুরোডিনিয়া রোগে এলাথিরিয়া ফল-প্রদ। (২) পঞ্জরান্তর্ব্বর্ত্তী পেশীর বাতে, তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা, বক্ষঃ-স্থলে স্পর্শ-দ্বেষ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র স্থান, সঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, প্রচাপন বা শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বেদনার আধিক্য, এবং কখন কখন বা যন্ত্রণাজনক শ্বাস-কৃচ্ছ্র লক্ষণে রাণনকিউলস বল্বোসস অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। (৩) বক্ষঃ-স্থলের স্পর্শ-দ্বেষ ও মৃষ্টবৎ অনুভবের প্রাবল্যে কখন কখন আর্ণিকা উপ-যোগী। (৪) প্লুরোডিনিয়ার বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইলে রসবাডিকান্স ব্যবহার্য্য। (৫) শোণিত দেহতন্তু বিশিষ্ট স্থূলকায় ব্যক্তি-দিগের পক্ষে সেনেগার সুন্দর ক্রিয়া দর্শে। প্রতিশ্যায়ে বক্ষ প্রাচীরে অতিশয় বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ, এবং অভ্যন্তরে অধিক শ্লেষ্মা-সঞ্চয়; স্বর-ভঙ্গ; গলার এত পরিশুষ্কতা ও অনুভবাধিক্য যে কথা বলিতে রোগীর কষ্টানুভব; এবং সচরাচর হাঁচি সহকারে কাসের পরিসমাপ্তি,—এই সকল লক্ষণে সেনেগা উপকারী। (৬) বাম ফুসফুসের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র সূচী-বেধ বা হুল-বেধবৎ বেদনা; ও বামপার্শ্ব ফিরাইলে স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় রুমেক্স ক্রিস্পস্ ব্যবস্থেয়। (৭) স্বরভঙ্গ ও রাত্রিতে

কাসিতে কাসিতে শ্বাস-রোধের আবেশ; গ্রীবার স্তব্ধতা; মস্তক-ঘূর্ণায়ক-পেশীর খল্লী এবং উত্তাপ প্রয়োগ ও ঘর্ষণে উহার উপশম লক্ষণে টিুক্রো-লিয়ম প্রেটেন্স ব্যবহার্য্য। (৮) দক্ষিণ পার্শ্বের, বিশেষতঃ স্নায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকদিগের প্লুরোডিনিয়ায় এক্টিয়া রেসিমোসা উপকারক।

ব্রঙ্কাইটিস।—বুক্কাস্থির উপর প্রচাপন; অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র; শুষ্ককাস, বোধ হয় যেন আমাশয় হইতে কাস উঠিতেছে; কখন কখন রক্তের রেখাঙ্কিত আঠাআঠা অল্প অল্প নিষ্ঠীবন নিঃসরণ; আহারান্তে কাসের আতিশয্য, কখনও বা কাসিতে কাসিতে বমন; এবং সূচী-বেধবৎ বেদনার শান্তির নিমিত্ত কাসিবার সময় পার্শ্বে হস্ত-স্থাপন লক্ষণে ব্রঙ্কাইটিস রোগে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়।

সাইনোভাইটিস।—ব্রাইওনিয়া সাইনোভাইটিস জন্মায়। অতএব আক্রান্ত সন্ধির পাণ্ডুর আরক্ততা, ও অশিথিলতা; স্নেহ-কোষে রস-প্রসেক (এফিউজন); সঞ্চালনে বৰ্দ্ধনশীল তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা লক্ষণে কি আমবাতিক কি আভিঘাতিক উভয় প্রকার সাইনোভাইটিস রোগেই ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। সাইনোভাইটিস, বিশেষতঃ জানু-সন্ধির সাইনোভাইটিস রোগে এপিস পরমোপকারী এবং ব্রাইওনিয়ার সমকক্ষ। তীব্র কর্ত্তনবৎ, ও হুল-বেধবৎ বেদনা এবং সন্ধি-স্থলে রস-প্রসেক ইহার অতিরিক্ত প্রয়োগ-লক্ষণ। গণ্ডমালামূলক বা গণ্ড-মালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শরীরে উৎপন্ন সাইনোভাইটিসে এপিস ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এপিসে আর এক প্রকার প্রদাহ জন্মে। সেই প্রদাহে পরিশেষে সন্ধিস্থলের মাস্তক কোষ, বিধান-তন্তু ও উপাস্থি-গুলি স্থূল হইয়া সুপরিচিত শ্বেতবর্ণ স্ফীততা (শিরামুণ্ড) উৎপন্ন হয়। এই রোগে সলফারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন ব্রাইওনিয়া ও এপিস ভাল কাজ করে না তখন সলফার প্রয়োগে তাহাদের ক্রিয়া সমুত্তে-জিত হয়।

বাত।—পেশীমণ্ডলে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়ায় পেশী-পদার্থের প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয়; সুতরাং পেশীর বাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেশীতে স্পর্শ-দ্বেষ, সময়ে সময়ে স্ফীততা, ও যৎসামান্য সঞ্চালনে বেদ-

নার আতিশয্য ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। সন্ধিবাতেও ব্রাইওনিয়া উপযোগী। অনতিপ্রবল জ্বর, বেদনাও স্ফীততার স্থান-বিকল্পহীনতা অথবা অতি ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্ত্তন; * স্থানিক প্রদাহের প্রাবল্য; আক্রান্ত স্থলের অতিশয় উত্তপ্ততা ও মলিন বা পাণ্ডুর আরক্ততা; নাড়ীর পূর্ণতা ও সবলতা; জিহ্বার নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রতা, অথবা * শুষ্কতা ও মধ্যস্থলের নিম্নভাগে শুভ্রতা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং সঞ্চালনে বেদনার আধিক্য;—সন্ধিবাতে ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ব্রাইওনিয়া ও রসটক্সে প্রভেদ এই:—আর্দ্রতা ভোগের পরে, বিশেষতঃ অতিশয় উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় ভিজিলে যে বাত জন্মে তাহাতে রসটক্স উপযোগী। রসটক্স জ্ঞাপক বেদনা সঞ্চলনে উপশমিত ও ব্রাইওনিয়ার বেদনা সঞ্চলনে বিবর্দ্ধিত হয়। রসটক্স দ্বারা তন্তুময় বিধান ও পেশী-পিধান, এবং ব্রাইওনিয়া দ্বারা প্রকৃত পেশী পদার্থ আক্রান্ত হইয়া থাকে। (২) পদাঙ্গুষ্ঠের বাত বা গাউটজনিত প্রদাহে লেডম ব্যবহৃত হয়। লেডম জ্ঞাপক রস-প্রসেক ব্রাইওনিয়ার ন্যায় অধিক নহে, কিন্তু পরিমাণে স্বল্প এবং উহা কঠিনীভূত হইয়া সন্ধিস্থলে অর্ব্বুদাকার স্ফীততা জন্মে। বঙ্ক্ষণ-সন্ধি ও স্কন্ধ-সন্ধির উত্তপ্ত স্ফীততায় লেডম ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির সহিত এক্টিয়া স্পিকেটার বিশেষ সম্বন্ধ। এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগী বাহিরে বেড়াইতে যাইবার সময় স্বচ্ছন্দ বোধ করে, কিন্তু হাঁটিলেই তাহার সন্ধিগুলি ব্যথিত ও স্ফীত হয়। (৪) দক্ষিণ মণিবন্ধে ভাইওলাওডোরেটার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। (৫) অঙ্গুলী-সন্ধির বাতে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কলোফাইলম উপযোগী। (৬) সন্ধ্যাকালে সুস্পষ্ট বিবর্দ্ধন; রোগাক্রান্ত সন্ধির স্ফীততা ও মলিন আরক্ততা; সাধারণতঃ আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বিবমিষা; স্বল্প, আরক্ত ও মূত্র-পথ জ্বালাকর মূত্র; ছিন্নকর বা উৎক্ষেপজনক ও অস্থিবেষ্টে অবস্থিতবৎ বেদনা; গ্রীষ্মকালে বেদনার অপ্রগাঢ়তা ও শীতকালে গভীরতা; নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা ও দ্রুততা;—এই সকল লক্ষণে কলচিকম ব্যবহেয়। ক্ষীণ, দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের রোগে, অথবা আমবাতিক স্থানিক

প্রদাহ সত্বেও সাধারণতঃ নিশ্চেষ্টতার লক্ষণবিশিষ্ট রোগীদিগের পক্ষেই কলচিকম বিশেষ উপযোগী। কলচিকমের বেদনা গ্রীবা ও স্কন্ধে, অথবা এক সময় শরীরের কোন ক্ষুদ্র স্থানে প্রকাশ পায়, অনন্তর সত্বর সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচলিত হয়। ব্রাইওনিয়ায় বুক্কাস্থির নিম্নে সঞ্চলনে বর্দ্ধনশীল যাতনা; সবল নাড়ী সহকারে হৃদ্‌প্রদেশে তীব্র সূচী-বেধ ও হৃদ্বেষ্টে রস-প্রসেক লক্ষণ আছে। হৃদ্বেষ্টে রস-প্রসেক; বামপার্শ্বে শয়নে পূর্ণতা ও গুরুতা অনুভব ও তজ্জন্য পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন কলচিকমেরও লক্ষণ। (৭) পুরাতন বাতে পিণ্ড সঞ্চিত হইয়া সন্ধিস্থল বিকৃত হইলে গোয়াইয়েকম উপকারী। পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট যক্ষ্মার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহেও ইহা ব্যবস্থেয়। (৮) বাতে ব্রাইওনিয়ার সহিত আর্কটিয়ম লেপ্‌পারও তুলনা হইতে পারে। এতদ্দ্বারা পেশীর স্পর্শদ্বেষ, মৃদুবেদনা, সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি ও আরক্ত মূত্র লক্ষণ আরোগ্য হয়। ইহার পরীক্ষালক্ষণে শ্রান্তি ও নিদ্রালুতা আছে।

পরিপাক-যন্ত্রের রোগ।—অন্ন-পথের রোগে সর্ব্বত্র শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর পরিশুষ্কতা, জিহ্বায় শুভ্রলেপ; ব্রাইওনিয়ার প্রকৃতিগত পিপাসা, আমাশয়ে প্রস্তর বা গুরুভার অবস্থিতির ন্যায় অনুভব; শুষ্ক, কপিশ মল, মলের কঠিনতা ও সরলান্ত্রের শুষ্কতা নিবন্ধন আয়াসে মল নিঃসরণ, উদ্ভিজ্জ আহার্য্যে অসহ্যতা, এবং গ্রীষ্মকালে রোগ-লক্ষণের আতিশয্য ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। ব্রাইওনিয়ার রোগীর সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য হয় না। যকৃৎ আক্রান্ত হয়, যকৃতে রক্ত-সঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে; এবং তৎসহকারে পূর্ব্বোক্ত আমাশয়িক লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকে। যকৃতের আবরণ-ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়, সুতরাং দক্ষিণ কুক্ষিতে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়, সঞ্চলনে বেদনার আধিক্য ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে তাহার উপশম জন্মে। ক্রোধাবেশ বশতঃ দ্বাদশাঙ্গুল-অন্ত্রের প্রতিশ্যায় হইতে পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলেও ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক রোগীর গাত্র স্পর্শে উত্তপ্ত বোধ হইলেও সে শীতানুভব করে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ব্রাইওনিয়ার ন্যায় লক্ষণে চেলিডোনিয়মও বিশেষ ফলপ্রদ। যকৃদ্দেশে তীব্র বেদনা, উর্দ্ধদিকে বক্ষঃস্থলে, নিম্নদিকে

উপরে সেই বেদনার গতি; স্কন্ধাস্থির নিম্নে সুস্পষ্ট বেদনা, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া উহার সঞ্চরণ; কর্দ্দমবর্ণ বা ঈষৎ পীতবর্ণ মলবিশিষ্ট অতিসার —এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। মলের প্রকৃতি দৃষ্টে ব্রাইওনিয়া ও চেলিডোনিয়মের বিশেষ প্রভেদ জানিতে পারা যায়। (২) পিত্তজনিত রোগে ব্রাইওনিয়ার সহিত কালী-কার্ব্বেরও সাদৃশ্য আছে। বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত দক্ষিণ কুক্ষিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তীব্র বেদনা, ও অনেক সময় দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নভাগ হইতে এক প্রকার বেদনার আগতি লক্ষণে কালী-কার্ব্ব ব্যবহৃত হয়। ব্রাইওনিয়া ও কালী-কার্ব্বের বেদনায় প্রভেদ এই যে, কালী-কার্ব্বের বেদনা সঞ্চলনে বৃদ্ধি পায় না। (৩) যকৃতের ঊর্দ্ধভাগ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত বেদনা; মুখের বিরসতা; অতিরিক্ত পিত্ত-মিশ্রিত আতিসারিক মল; ও অধিক অপান নিঃসরণ লক্ষণাপন্ন পিত্তরোগে ইউক্কা ফিলেমেণ্টোসা উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৪) ক্রোধাবেশের পরবর্ত্তী পিত্ত-প্রকোপে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় ক্যামোমিলাও উপযোগী। ক্রোধের সহিত রোগীর শীতানুভবে ব্রাইওনিয়া; এবং উত্তাপ ও ঘর্ম্ম লক্ষণে ক্যামোমিলা ব্যবস্থেয়। (৫) যকৃদ্দেশে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা বার্ব্বেরিস ভলগেরিসেরও লক্ষণ; কিন্তু এই ঔষধ জ্ঞাপক বেদনা নিম্নাভিমুখে দশম পঞ্জর্কা হইতে নাভি পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত হয়।

অতিসার।—সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্যই ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ, কিন্তু কথক কখন অতিসারেও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদাহার বা ফলের মোরব্বাদি ভক্ষণজনিত ও গ্রীষ্মের অতিরিক্ত উত্তাপসম্ভূত অতিসারেই এই ঔষধ উপযোগী। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ কালে ন্যাট্রম সলফের ন্যায় ব্রাইওনিয়ারও অতিসারের আধিক্য জন্মে, সলফারের ন্যায় প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্রই মল-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। কোন কোন রোগীর সহসা পেট কামড়ানি উপস্থিত হইয়া মণ্ডবৎ প্রভূত মল নিঃসৃত হয়। কখন কখন পিত্ত-বিমিশ্রিত থাকাতে মলিন হরিদ্বর্ণ, ও পুরাতন পনিরের গন্ধবিশিষ্ট মলও নির্গত হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া।—ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক শিরোবেদনা নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি পায়; এমন কি চক্ষের তারাটী নড়িলেও বেদনার আতিশয্য জন্মে।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনার আরম্ভ হয়, অথবা উহা কপালে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যায়। প্রাতে জাগিবার সময় ও প্রচণ্ড ক্রোধাবেশের পর এই শিরোবেদনার আধিক্য জন্মে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) চক্ষু নাড়িলে চাড়িলে বেদনানুভব লক্ষণা-পন্ন শিরঃপীড়ায় জেলসিমিয়ম ব্রাইওনিয়ার ঘনিষ্ঠ সমকক্ষ। (২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাঁতুড়ী প্রহারের ন্যায় শিরোবেদনা এবং মস্তক ও চক্ষু সঞ্চালনে তাহার বৃদ্ধি ন্যাট্রম-মিউরের লক্ষণ। (৩) মস্তকের পশ্চাদ্দেশে দপদপকর বেদনায় পেট্রোলিয়মের এবং (৪) তীব্র প্রকৃতির বেদনায় জুগলান্স ক্যাথার্টিকার ব্রাইওনিয়ার সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। (৫) পিত্ত-প্রকোপ সংযুক্ত মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের বেদনায় কার্ব্বো-ভেজি ও নক্স-ভম উপযোগী। ব্রাইওনিয়ায় মস্তকের বহির্ভাগে অম্ল-গন্ধ তৈলাক্ত ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ন্যাট্রম মিউরে এই প্রকার ঘর্ম্ম মুখমণ্ডলে জন্মে।

চক্ষু-রোগ।—আমবাত স্থান-বিকল্পতা নিবন্ধন চক্ষে উপস্থিত হইলে এবং তজ্জন্য প্রবল বেদনা অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিয়া মস্তকের পশ্চাতে অথবা ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধাদেশাভিমুখে সংপ্রসারিত হইলে ও মস্তক বা চক্ষুসঞ্চালনে সেই বেদনা বৃদ্ধি পাইলে এবং অক্ষিগোলকে অশিথিলতানুভব থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রস-প্রসেক সংযুক্ত মস্তুক-ঝিল্লীর প্রদাহে ব্রাইওনিয়া উপযোগী। অতএব গ্লকোমা রোগে চক্ষুর অতিশয় অশিথিলতা, চক্ষু হইতে উত্তপ্ত অশ্রুস্রাব; আলোক-দ্বেষ ও দৃষ্টি-ক্ষীণতা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

দন্ত-বেদনা।—আমবাতমূলক ও শীতলতাজাত দন্ত-বেদনায় ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ। ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক দন্ত-বেদনায় প্রায়ই দন্ত ক্ষয়প্রাপ্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সুতরাং দন্তের স্নায়ু আক্রান্ত হয় বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে একাধিক দন্ত আক্রান্ত হইতে পারে এবং বালিসে দৃঢ়রূপে মস্তক চাপিয়া রাখিলে, অথবা শীতল প্রয়োগে ক্ষণকালের নিমিত্ত উপশম জন্মে। বালকদিগের দন্তক্ষয় জনিত দন্ত-বেদনায় শীতল জল প্রয়োগে উপশম লক্ষণে কফি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে, সঞ্চালন ও আলাপনে বেদনার বিবর্দ্ধনে, বিশেষতঃ স্নায়ু-প্রধান

কোপন স্বভাব ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শীঘ্র শীঘ্র দন্তের ক্ষয়প্রাপ্তি লক্ষণে ক্রিয়োজোট উপকারী।

উপক্ষত।—মুখের উপক্ষতে শিশু যখন মুখের শুষ্কতাবশতঃ স্তনবৃন্ত মুখে করিয়া ছাড়িয়া দেয় ও কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু স্তন-দুগ্ধে মুখ আর্দ্র হইলে ভাল করিয়া স্তন্যপান করে, তখন ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রজ-রোগ।—মলিন আরক্ত ও প্রভূত রজবিশিষ্ট ঋতু-বৈলক্ষণ্যে ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ। কিন্তু রজ-স্রাব রুদ্ধ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্বার দিয়া রক্তপাতেই ইহা বিশেষ উপযোগী। রজ রুদ্ধ হইয়া ফুসফুস বা আমাশয় হইতে রক্তপাতে পলসেটিলা ও ফসফরাস ব্রাইওনিয়ার সমতুল্য। রজবিলোপজনিত রক্তাক্ত নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাসে সিনিসিও, এবং রক্ত-বমনে হেমেমেলিস, অষ্টিলেগো ও মিলিফোলিয়ম ব্যবস্থেয়।

স্তন-রোগ।—দুগ্ধ-জ্বরে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ব্রাইওনিয়াই সমধিক উপযোগী। এই রোগে অনতিপ্রবল জ্বর, শিরোবেদনা সহকারে স্তনের আততি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, শ্রান্তি ও সুস্থির হইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ব্রাইওনিয়ারই লক্ষণ। স্তনের সম্ভাবিত ব্রণ-শোথে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা, স্তনের আততি, ও স্ফীততার পাণ্ডুর রক্তবর্ণ লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থেয়।

স্তনের ব্রণ-শোথের (১) পূর্ব্বরূপ অবস্থায় লক্ষণগুলির প্রাবল্যে বেলেডোনা উপযোগী; প্রদাহিত স্থানের কেন্দ্র-স্থল হইতে ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় আরক্ততা বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে ইহা ব্যবহার্য্য। (২) প্রারম্ভ হইতে স্তনের পিষ্টকের ন্যায় কাঠিন্য লক্ষিত হইলে ফাইটোলাক্কা উপকারী। পূযোৎপাদন সম্ভাবনায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী। সন্তান স্তনপান করিবার সময় স্তন-বৃন্ত হইতে সর্ব্বশরীরে বেদনার গতি এবং পৃষ্ঠবংশের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে তাহার গতায়াত; অতিশয় দুগ্ধ-স্রাব ইহার প্রয়োগলক্ষণ। (৩) স্তন্যদানের ব্যবহিত সময়ে স্তন্যবাহী নলের অভ্যন্তর দিয়া বেদনার গতি লক্ষণে ফিলানড্রিয়ম একোয়াটিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৪) সন্তান স্তনপানকালে স্তন-বৃন্তের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত রজ্জু দ্বারা আকৃষ্টের ন্যায় বেদনায় ক্রোটন টিগলিয়ম উপযোগী।

রোমান্তিকা।—রোমান্তি অর্থাৎ হাম রোগে উদ্ভেদ গুলি ধীরে ধীরে বাহির হইলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। কঠিন শুষ্ককাস, কাসের উদ্রেকে শিশুর ক্রন্দন; কাসিতে যে ছিন্নকর বেদনা জন্মে তৎপ্রতিরোধার্থে শিশুর দ্বিভাজবৎ আনতি; স্বল্প নিষ্ঠীবন বা নিষ্ঠীবনাভাব; চক্ষুর প্রদাহ; —ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। সহসা হাম বসিয়া গিয়া মস্তিষ্ক-লক্ষণ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ শিশুর নিদ্রালুতা; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা; বদন; চক্ষু ও মুখের পেশীর স্পন্দন জন্মিলে; এবং সঞ্চালনে শিশু যাতনায় চিৎকার করিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থেয়। মস্তিষ্ক-লক্ষণ উপস্থিত না হইয়া বায়ুনলীভুজ প্রদাহ বা ফুসফুস-প্রদাহাদি বক্ষঃস্থলের প্রাদাহিক রোগ উৎপন্ন হইলেও এই ঔষধ প্রযুজ্য।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগে সচরাচর ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যদি উদ্ভেদগুলির বেলেডোনার ন্যায় মসৃণ আকৃতি না থাকে; মধ্যে মধ্যে ঘামাচির ন্যায় পিডকা দৃষ্ট হয়, উদ্ভেদ সম্যকরূপে প্রকাশ না পায়, এবং বক্ষঃস্থল বা মস্তিষ্কের পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়; রোগীর সমুদায় ইন্দ্রিয়ের স্তব্ধতা সত্ত্বেও তাহার বেলেডোনার ন্যায় ইন্দ্রিয়-বিভ্রম না জন্মে, অথবা এনাকার্ডিয়মের লক্ষণের ন্যায় অন্যে যেন কথা বলিতেছে সে এরূপ না শুনে; কিম্বা ষ্ট্রামোনিয়ম বা কুপ্রমের লক্ষণের ন্যায় নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত না হয়, তাহা হইলে এই রোগেও ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

উদ্ভেদ-বিলোপ।—কোন প্রকার উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে ও লক্ষণগুলির তীব্রতা থাকিলে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাবস্থায় চমকিত হইয়া উঠা; ইন্দ্রিয়-বিকার, ও কুপ্রমজ্ঞাপক বিশেষ আক্ষেপ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। শিশুর অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ যদি পিড়কাগুলি প্রকাশিত না হইতে পারে; অথবা অল্প অল্প প্রকাশিত হয়; গাত্র শীতল থাকে, শিশু অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, ও দাঁত কড়মড় করে; নিদ্রাবস্থায় চমকিত হইয়া উঠে; তাহার তির্য্যক্ দৃষ্টি, চক্ষু-ঘূর্ণন ও পায়ের অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়; তবে জিঙ্কম সুব্যবস্থেয়। হাম বসিয়া গিয়া বক্ষঃস্থলের উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শ্বাস-কষ্ট, ও কাসাদি

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইপিকাক উপযোগী। বসন্ত রোগে ব্রাইওনিয়ার পরিবর্ত্তে টার্টার এমেটিক ব্যবহার্য্য।

ব্রাইওনিয়া এলুমিনার অনুপূরক; এবং রসটক্স, রস ভেনিনেটা, ও ক্লোরিনের ক্রিয়ানাশক। ক্যামোমিলা, নক্স ভমিকা, রসটক্স ও সেনেগা ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়াঘ্ন।

মারকিউরিয়স।

বিশেষ বিবরণ।

মারকিউরি দ্বারা বিষাক্ত হইলে (১) প্রথমেই শ্বাসে দুর্গন্ধ ও মুখে এক প্রকার ধাতব আস্বাদ জন্মে। অনন্তর, শরীরের দুর্ব্বলতা ও আমাশয়ে বিবমিষা অনুভূত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া পড়ে। রোগীর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে মলিনবর্ণ মণ্ডল; এবং ওষ্ঠের ঈষৎনীল বা বেগুণি বর্ণ উৎপন্ন হয়। তাহার কপালে ও নাসা-মূলের নিম্নে বিশিষ্টরূপে উত্তাপ অনুভূত হয়। সে শয্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। শয্যার উষ্ণতায় শরীর সন্তপ্ত হইবামাত্র তাহার গাত্র-বেদনা ও যাতনা প্রত্যাবৃত্ত হয়। তৎপরে মুখে স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে। মুখ-মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক আরক্ত হইয়া উঠে। লালা-গ্রন্থি হইতে শীঘ্র শীঘ্র লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং মুখ লালায় পরিপূর্ণ হয়। প্রথম প্রথম এই লালার স্বাভাবিক উপাদানের গুণান্তর দৃষ্ট হয় না, কিন্তু প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় লালাস্রাবী গ্রন্থির অতিক্রিয়া বশতঃ লালা দূষিত হইয়া উঠে। শ্বাস অধিকতর দুর্গন্ধময়, দন্ত-মূল স্ফীত ও স্পর্শাসহ এবং দন্ত শিথিল হয়। কখন কখন দন্তগুলির নিম্নদেশে দন্ত-মূলে এক প্রকার অনুজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। অনন্তর, দন্ত-মূলের সান্তরতা ও পীতাভশুভ্রবর্ণ জন্মে এবং উহাতে ক্ষত হইয়া এক প্রকার দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হয়। জিহ্বা স্ফীত হইয়া

পড়ে ও সহজে দন্তের চিহ্নে অঙ্কিত হয়। অতঃপর, গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হওয়াতে কর্ণ-গ্রন্থি ও গ্রীবা-গ্রন্থি অল্পাধিক ফুলিয়া উঠে। এক্ষণ, মুখের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলে কর্ণ-মূল-প্রণালীর দ্বার আলোহিত ও প্রদাহিত, এবং কাহার কাহার বা ক্ষতগ্রস্ত দেখা যায়। অন্যান্য গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়। ক্লোম ও যকৃতেও পারদের ক্রিয়া দর্শে। মারকিউরি ডিওডিনম বা দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের প্রতিশ্যায় জন্মায়, সেই প্রতিশ্যায় প্রসারিত হইয়া পিত্ত-প্রণালীর অভ্যন্তর দিয়া যকৃতে উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য অনেক সময় পাণ্ডুরোগ জন্মে।০ মারকিউরি দ্বারা যকৃতের প্রদাহও উৎপন্ন হয়। ব্যক্তি ভেদে এই সকল লক্ষণের বিস্তর ব্যতিক্রম জন্মে। কাহার কাহার অতি অল্প পরিমাণ, কাহারও বা অধিক পরিমাণ পারদ সেবনে লালা পরিস্রাবিত হয়। বালক অপেক্ষা যুবকদিগের লালা-স্রাব সহজে জন্মে। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শরীরে পারদের প্রভাব অতিশয় তীব্ররূপে প্রকাশ পায়। (২) মারকিউরির বিষ-ক্রিয়া বশতঃ নিম্নলিখিত গৌণ লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। রক্তের গুণান্তর জন্মে। উহার অণ্ডলালিক ও তান্তব উপাদানের হ্রাস হয়, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে একপ্রকার বসাময় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শরীর ক্ষয় ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রোগীর বিলেপী জ্বর জন্মে। অস্থি-বেষ্ট আক্রান্ত হইয়া পারদের বিশেষ প্রকৃতিগত বেদনা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অস্থি-বেদনা ঋতুর পরিবর্ত্তনে ও শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়, এবং তৎসহকারে মলত্যাগকালে বা তৎপরে শীতানুভব লক্ষণ থাকে। ত্বকের ঈষৎ কপিশবর্ণ; ও গাত্রে, বিশেষতঃ জঙ্ঘায় দুরারোগ্য ক্ষত উৎপন্ন হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, রাত্রিতে তাহার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে সুতরাং সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার সত্বর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঘর্ম্মস্রাবে শান্তি জন্মে না। পরিশেষে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইয়া দুই শ্রেণীর লক্ষণ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ রোগীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জন্মে, সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; অস্থান পরিবর্ত্তন করে, এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতায়াত করে। রাত্রে তাহার হৃৎপিণ্ডের সমীপে একপ্রকার বিশেষ অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। অনন্তর আর এক শ্রেণীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর

লক্ষণে তাণ্ডব রোগের ন্যায় অঙ্গোৎক্ষেপ; অথবা বেপথু রোগের ন্যায় অনিচ্ছায় হস্ত-কম্প, ও তাহা ক্রমে ক্রমে প্রবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বশরীরের স্পন্দন উপস্থিত হয়। অবশেষে রোগীর পক্ষাঘাত জন্মে, ও অঙ্গ-সঞ্চালন-শক্তি রহিত হয়। তাহার চিত্ত-নাশ জন্মিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ জড়প্রায় করিয়া তোলে। সে গৃহের কোণে বসিয়া তৃণ লইয়া খেলা করে। তাহার স্মৃতিশক্তির এতই ক্ষীণতা জন্মে যে অতি সামান্য ঘটনা পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে না। সে অতিশয় অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে, এমন কি স্বীয় পুরীষ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে।

পারদ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে শরীরের বিধান-তন্তুর সহিত শিথিল-ভাবেই সংলগ্ন থাকে। সুতরাং ঘর্ম্ম, পিত্ত, মল, মূত্র, লালাদি শারীরিক সমুৎসর্গের সহিত ইহা সহজে নিঃসারিত হইতে পারে। গর্ভিণী বা স্তন্যদায়িনী জননী মারকিউরি সেবন করিলে ভ্রূণ বা শিশুদেহেও পারদ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

পারদের প্রকার-ভেদ।—চিকিৎসার্থে নিম্নলিখিত পারদ-ঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১। মারকিউরিয়স ভাইভাস। ২। মারকিউরিয়স সলিউবিলিস। ৩। মারকিউরিয়স ডলসিস। ৪। মারকিউরিয়স করোসাইভাস। ৫। মারকিউরিয়স এসেটিকস। ৬। মারকিউরিয়স প্রোটোআইওডেটস। ৭। মারকিউরিয়স বিনআইওডেটস। ৮। মারকিউরিয়স সায়েনেটস। ৯। মারকিউরিয়স সলফাস। ১০। সিনেবারিস। ১১। মারকিউরিয়স প্রিসিপিটেটস রুবার। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পারদের মধ্যে সিনেবারিস, বিনআইওডাইড, প্রোটোআইওডাইড, করোসাইভস, সলিউবিলিস, ও ভাইভস সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মারকিউরিয়স ভাইভস ও মারকিউরিয়স সলিউবিলিসের লক্ষণে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তবে সলিউবিলিসের পরীক্ষা-লক্ষণগুলি ভাইভস অপেক্ষা সম্পূর্ণ।

(১) মারকিউরিয়স ভাইভস ও করোসাইভস, চক্ষু, নাসিকা, মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য, বৃক্ক ও মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস, জননেন্দ্রিয়, গ্রন্থি ও অস্থি, ত্বক, আমাশয় ও যকৃতে; (২) ডলসিস,—কেবল চক্ষু, মুখ-মধ্য

ও গল-মধ্য, এবং গ্রন্থি ও অস্থিতে ; (৩) সলফাস,—কেবল হৃৎপিণ্ড, ফুস-ফুস, গ্রন্থিও অস্থি, এবং আমাশয় ও যকৃতে ; (৪) রুবার,—কেবল হৃৎপিণ্ড, জননেন্দ্রিয়, গ্রন্থিও অস্থি, এবং ত্বকে ; (৫) এসেটাস,—কেবল বৃক্ক ও মূত্রাশয়ে, এবং গ্রন্থি ও অস্থিতে, ক্রিয়া করে। (৬) বিনআইওডাইড,—চক্ষু, বৃক্ক ও মূত্রাশয়, এবং হৃৎপিণ্ড ব্যতীত ; (৭) প্রটোআইওডাইড,—বৃক্ক ও মূত্রাশয় ব্যতীত ; (৮) সায়েনেটস,—চক্ষু, ফুসফুস, আমাশয় ও যকৃৎ ব্যতীত ; এবং (৯) সিনেবারিস,—বৃক্ক, মূত্রাশয়, ও হৃৎপিণ্ড ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য সকল যন্ত্রে ক্রিয়া দর্শায়।

পারদ-দোষের প্রতীকার।—মারকিউরি সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে, শরীরের বিধান-তন্তুতে পারদ শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকে বলিয়া লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি ব্যবহারে উহা অনায়াসে শরীর হইতে নিঃসারিত করিতে পারা যায়। কিন্তু পুরাতন পারদ-দোষ প্রায়ই আরোগ্য হয় না। অপর, পারদ-দোষের সহিত উপদংশ-বিষ ও গণ্ডমালা-দোষ সমবেত থাকিলেও উহা অনায়াসে দূর করিতে পারা যায় না। (১) হিপারই পারদ ও অন্যান্য অনেকগুলি ধাতুর প্রধান বিষঘ্ন ঔষধ। মারকিউরি ব্যবহার করিয়া উৎকণ্ঠা, যাতনা, ও আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল মানসিক লক্ষণ এবং অস্থি-বেদনা, মুখ-ক্ষত, শারীর-ব্রণ ও আমাশয়িক উপদ্রব প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহার প্রশমনে হিপার উপযোগী। (২) পারদের বিষ-ক্রিয়ায় অস্থি-বেষ্ট, অস্থি, ও তান্তব বিধান আক্রান্ত হইলে ; অস্থি-বেদনার রাত্রে আতিশয্য, বর্ষাকালে জঙ্ঘার সম্মুখ ভাগে অবিরাম বেদনা, গলার অভ্যন্তরে ক্ষত ; বিশেষতঃ পারদ-দোষ সহকারে গৌণ-উপদংশের সংসৃষ্টতা থাকিলে নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থেয়। (৩) পারদজনিত পুরাতন লালা-স্রাবে সিঙ্কোনা ফলপ্রদ। (৪) বর্ষাকালে লালা-স্রাব বিবর্দ্ধিত হইলে ডলকামারা উপকারী। (৫) উপদংশ-দোষ থাকুক আর না থাকুক পারদের বিষ-দোষ বিনাশার্থে কি এলোপ্যাথিক কি হোমিওপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসকেরাই কালী-হাইড্রিওডিকম, বা আইওডাইড-অভ-পটাশিয়ম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পারদ ও উপদংশ-দোষের সমবেত ফলে নাইট্রিক এসিডের লক্ষণের ন্যায়

নিম্ন শ্রেণীর বিধান-তন্তু অর্থাৎ অস্থি, অস্থি-বেষ্ট, ও গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে; উপদংশজনিত সুপরিচিত ওজিনা রোগ, এবং নাসিকা হইতে পাতলা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ ও তৎসংলগ্নে উপরের ওষ্ঠের অবদরণ লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পারদ অপব্যবহার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্যায় জন্মিলে; যৎসামান্য আর্দ্র বায়ু বা শীতল বায়ু ভোগে শর্দ্দি লাগিলে; চক্ষুর স্ফীততা, উত্তপ্ততা, ও অশ্রু-স্রাব, এক বা উভয় গণ্ডে স্নায়বীয় বেদনা, নাসিকার অবরুদ্ধতানুভব ও স্ফীততা, নাসিকা হইতে তৎকালে জলবৎ বিদাহী প্রভৃত স্রাব নিঃসরণ; এতৎসহকারে অল্পবিস্তর গলা-বেদনা; এবং নূতন শর্দ্দি লাগিলে এই সমস্ত উপদ্রবের পুনরাগমন লক্ষণে আইওডাইড-অভ-পটাশিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এই প্রকার অবস্থায় আইওডাইড-অভ-পটাশিয়ম অপেক্ষা সত্বর আরোগ্যকর ঔষধ আর নাই। (৬) পারদের বিষ-ক্রিয়ায় শীতাদ (স্কার্বি) রোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দন্ত-মূলের সান্তরতা, কোমলতা, ও সহজে রক্তস্রাবিতা; এবং মুখ ও গলার অভ্যন্তরে উপক্ষত, ও শ্বাসে দুর্গন্ধ জন্মিলে কালী-ক্লোরিকম ব্যবহৃত হয়। (৭) পারদ সেবন বশতঃ আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট উন্মাদে; এবং অস্থি-ক্ষতে, বিশেষতঃ তালু ও নাসিকাদির অস্থির ক্ষতে অরম ব্যবস্থেয়। (৮) পারদজনিত অস্থি-রোগে এসাফিটিডাও ফলপ্রদ। রোগাক্রান্ত অস্থি-ভাগের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য ইহার বিশেষ প্রযোগ-লক্ষণ। যথা, দীর্ঘাস্থির কেরিজ রোগ সংসৃষ্ট কোন ক্ষতে পটী প্রয়োগ করিলে রোগীর তাহা একেবারে সহ্য না হইলে এবং প্রদাহিত অস্থি-ভাগের চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিতে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত বিধান-তন্তুগুলি দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। পারদ সেবনজনিত তারকামণ্ডল প্রদাহেও (আইরাইটিস) কখন কখন এই ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চক্ষুর চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিতে অত্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষই এ রোগেও এসাফিটিডা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। এবং এই বিশেষ লক্ষণানুসারেই অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার প্রভেদ হইয়া থাকে। (৯) গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে আইওডিন ব্যবস্থেয়। (১০) স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইয়া বদন, নয়ন, বা শরীরের অন্য কোন অংশের স্নায়ুশূল জন্মিলে মেজেরিয়ম অতিশয় ফলোপধায়ক। (১১)

পারদ-দোষে শরীর অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িলে, রোগীর শরীর শীর্ণ হইতে থাকিলে, তাহার বর্ণের মালিন্য, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল, পারদজনিত সুস্পষ্ট মুখ-লক্ষণ ও গল-লক্ষণ, দন্ত-মূলের সান্তরতা, জিহ্বার লোলিততা, জিহ্বায় ও গলায় ক্ষত, এবং অস্থি-বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ষ্টাফি-সেগ্রিয়া প্রয়োজ্য। (১২) কোন কোন লক্ষণে ল্যাকেসিস ও টিলিঞ্জিয়াও ব্যবহার্য্য।

আময়িক ব্যবহার।

গণ্ডমালা।—গণ্ডমালা-ধাতু-দোষে, গ্রন্থিমণ্ডলীর অতিরিক্ত ক্রিয়া-শীলতায়, শরীরে উপদংশ-দোষ থাকুক বা না থাকুক, মারকিউরিয়স উপ-যোগী। গ্রন্থির অতিক্রিয়াবশতঃ শরীরে অস্বাস্থ্যকর রক্তাধিক্যের ন্যায় অবস্থাই উৎপন্ন হউক, অথবা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় রক্তের ন্যূনতা ও শরীরের শীর্ণতা বিশিষ্ট গ্রন্থি-বিবর্দ্ধনই জন্মুক, উভয় প্রকার অবস্থায়ই পারদ উপকারী। গণ্ডমালাগ্রস্ত যে সকল শিশুর মস্তক অতিশয় বৃহৎ ও ব্রহ্মরন্ধ্র অসংযোজিত থাকে; যাহাদের ধীরে ধীরে বা অসম্পূর্ণরূপে দাঁত উঠে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শীতল ও আর্দ্র হয়, অঙ্গ-স্পর্শে একপ্রকার আঠা আঠা আর্দ্রতানুভব জন্মে, এবং যাহারা বিলম্বে হাঁটিতে শিখে, তাহা-দের পক্ষেও পারদ সুপ্রয়োজ্য। এই রোগে ক্যালকেরিয়া, সলফার, ও সিলিশিয়া এবং পারদে প্রভেদ এই:—পারদের রোগীরও মস্তকে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা তৈলাক্ত ও দুর্গন্ধময়। গণ্ডমালায় ক্যাল-কেরিয়া, সিলিশিয়া, বা সলফারের ন্যায় পারদের ক্রিয়া তত সুনিশ্চিত বা স্থায়ী নহে এবং ইহা সচরাচর ব্যবহৃতও হয় না। তবে আংশিক উপ-শমার্থ, অথবা সলফার প্রয়োগ কালে তাহার বিফলতা অনুভূত হইলে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ মারকিউরিয়স ব্যবহার করা যায়। মারকিউরিয়স জ্ঞাপক রোগীর রক্তাধিক্যের সহিত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা থাকে, সে ছটফট করে ও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। হোম-সিকনেস বা স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার দুর্নিবার ইচ্ছায়ও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। রোগীর

উৎকণ্ঠা ও উগ্রতা এবং রক্ত উদ্বেলিত হইয়া সেই উৎকণ্ঠার উদ্ভব মারকিউরিয়সের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

রক্ত-সঞ্চয়।—রক্তসঞ্চয়েও বেলেডোনার পরে মারকিউরিয়স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই ঔষধে কতকগুলি বিষয়ে বিলক্ষণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রদাহেও, এমন কি মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে পর্য্যন্ত বেলেডোনার পরে, বেলেডোনার ন্যায় দ্রুতভাষিতা ও মায়বীয় আলাপন, অর্থাৎ এক কথায় আর এক কথার সংমিশ্রণ, এবং রোগীর বাক্যের ন্যায় তাহার ভাবভঙ্গির দ্রুততা ও মায়বীয়তা লক্ষণে; ও বেলেডোনার ন্যায় মুখ-রাগের বিবর্দ্ধনে; মারকিউরিয়সও প্রযোজিত হয়। কিন্তু মারকিউরিয়সের লক্ষণে এতদতিরিক্ত গ্রন্থির স্ফীততা ও মুখের ক্ষতের অভিমুখতা থাকে। ইহা দ্বারাই এস্থলে মারকিউরিয়স ও বেলেডোনার প্রভেদ নির্ণীত হয়।

জ্বর।—প্রাতিশ্যায়িক বা আমাশয়িক জ্বরে বদনের স্ফীততা, গলার অভ্যন্তরের ও বাহিরের স্ফীততা, সন্ধিস্থানে অবিরাম বেদনা ও শয্যার উষ্ণতায় তাহার আধিক্য এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণে অনুপশম লক্ষণে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়। অপর, এই সকল লক্ষণের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর অন্ত্রের প্রতিশ্যায়-প্রবণতা দৃষ্ট হয় এবং তজ্জন্য অতিশয় কুন্থন সহকারে আমরক্তময় মল নির্গত হইয়া থাকে। মল নিঃসরণের পরেও সেই কুন্থনের বিরতি জন্মে না। এস্থলেও বেলেডোনার পরে মারকিউরিয়স উপযোগী হয়।

রক্তস্রাব।—রক্তস্রাবেও মারকিউরিয়স ব্যবহৃত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে, রক্ত সংযত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে তুষার খণ্ড বা রজ্জুখণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকিলে মারকিউরিয়স ব্যবস্থেয়। কোন পূর্ণ-রক্ত পনর ষোল বৎসরের যুবকের বারংবার রক্তসঞ্চয় বশতঃ, অথবা কোন গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকের নাসিকা হইতে ধারাকারে সমুজ্জ্বল রক্তস্রাবে বেলেডোনা, হেমেমেলিস, ইরিজারণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল না দর্শিলে, এবং অনন্তর মারকিউরিয়স জ্ঞাপক পূর্ব্বোক্ত বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তখন এই ঔষধ প্রয়োগে সেই রক্তস্রাব একেবারে আরোগ্য হয়। জরায়ু হইতে প্রভূত, মলিন ও সংযত রক্তস্রাবেও মারকিউরিয়সের এই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে। এতৎসহকারে গ্রন্থির

স্ফীততা, মুখ-ক্ষত প্রভৃতি পারদের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে নিশ্চয়ই এই ঔষধে রক্তস্রাব নিবারিত ও আরোগ্য হয়।

নিউমোনিয়া।—নিউমোনিয়ারোগে দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হইলে এবং পাণ্ডুলক্ষণ থাকিলে মারকিউরিয়স ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়ার অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ সহকারে গাত্র-ত্বকের পীতবর্ণ; ও দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নভাগে সূচী-বেধবৎ তীব্র বেদনার বিদ্যমানতা এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ।

পেরিটোনাইটিস।—পেরিটোনাইটিস বা অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহ রোগেও বেলেডোনার পরে মারকিউরিয়স ব্যবহৃত হয়। পূযোৎপত্তি আরম্ভ হইলে, রস-প্রসেকের প্রমাণস্বরূপ যখন উদরের আধ্মান, ঘর্ম্ম, ও আকস্মিক শীতকম্পাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়; তখন মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করিলে পূযোৎপাদন-প্রক্রিয়া আর অধিকদূর সংপ্রসারিত হইতে পারে না।

প্রদাহ।—স্ফোটক, তালুমূল-প্রদাহ, অথবা অন্য যে কোন প্রকার প্রদাহ হউক না কেন, প্রদাহে পূযোৎপন্ন হইলে মারকিউরিয়স প্রয়োজিত হয়। প্রদাহে বেলেডোনা, হিপার, মারকিউরিয়স, ও ল্যাকেসিস একস্তবকের অন্তর্গত। সিলিশিয়া ও সলফারও এই স্তবকের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায়ই বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। যথা, —টনসিলাইটিস রোগে গলমধ্যের সমুজ্জ্বল আরক্ততা ও স্ফীততা; তরল দ্রব্য গিলিতে কষ্ট; এবং তালুমূলের অভ্যন্তর দিয়া সুতীব্র বেদনা বেলেডোনার ব্যবস্থা-লক্ষণ। কিন্তু বেদনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্ধবৎ হইলে এবং রোগীর শীত জন্মিলে পূযোৎপত্তির সূচনা বুঝা যায়। তখন হিপার ব্যবস্থেয়। পূযোৎপত্তির পূর্ব্বরূপ অবস্থায় হিপার প্রয়োগে অনেক সময় পূযোৎপত্তি নিবারিত হইয়া থাকে। প্রদাহের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় পূয উৎপন্ন হইলে ও তাহা নিঃসারিত করা অভিপ্রেত হইলে মারকিউরিয়স ব্যবহার করা যায়। মারকিউরিয়সে পূযোৎপত্তি নিবারিত হয় না, বরং বর্দ্ধিতই হয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে অপকার জন্মে। আঙ্গুলহাড়া রোগে, নিম্নক্রমে মারকিউরিয়স প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ সত্বর পূযোৎপত্তি প্রবর্দ্ধিত হয়। পূযস্রাব হইতে থাকিলে ও ক্ষত আরোগ্য না হইলে হিপারের পরে মারকিউরিয়স অপেক্ষা সিলিশিয়া বিশেষ

উপযোগী। কোন কোন রোগীর পক্ষে সিলিশিয়া জনিত উপকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইয়া স্থগিত হইয়া পড়ে। তখন দুই এক মাত্রা সলফার ব্যবস্থা করিলে প্রতিক্রিয়া উত্তেজিত হয়। তৎপরে পুনরায় সিলিশিয়া ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হইয়া উঠে।

চক্ষু-রোগ।—সাধারণতঃ গণ্ডমালা বা উপদংশ-দোষ-মূলক চক্ষুর অভ্যন্তরের ও চারিদিকের প্রদাহে মারকিউরিয়স ভাইভস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নির দীপ্তি ও উত্তাপে যাতনার আধিক্য ও তজ্জন্য রোগীর অগ্নির সামীপ্য ও উষ্ণগৃহ পরিবর্জ্জন ইহার ব্যবস্থা-লক্ষণ। অগ্নির নিকটে বা অগ্নি লইয়া কাজ করাতে অক্ষিপুট-প্রদাহ জন্মিলে এবং তাহাতে সাধারণতঃ রাত্রে বেদনার আতিশয্য, অক্ষিপুটের, বিশেষতঃ উহার পক্ষ্মান্ত প্রান্তভাগের স্থূলত্ব; চক্ষু হইতে পাতলা, বিদাহী, শ্লেষ্মা ও পূযময় স্রাব নিঃসরণ; এবং সেই স্রাব সংস্পর্শে গণ্ডস্থলে ক্ষত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচীয়মান পিড়কার উৎপত্তি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ভাইভস ব্যবস্থেয়। এই রোগে কাহার কাহার কনীনিকার অপ্রগাঢ় ক্ষত উৎপন্ন হয়। সেই ক্ষত গুলি কনীনিকার স্তরের অভ্যন্তরে পূয সংস্থানের ন্যায় অস্বচ্ছ দেখায়। উপদংশজনিত আইরাইটিস রোগে অর্দ্ধচন্দ্রাকার পূয-সঞ্চয় লক্ষণে কোন কোন সময় মারকিউরিয়স সালফিউরিকাসও ব্যবস্থেয় হয়।

চক্ষু রোগে অন্যান্য পারদ।—(১) চক্ষু-প্রদাহে ভাইভসের ন্যায় লক্ষণে, কিন্তু গ্রন্থির অধিকতর স্ফীততা থাকিলে বিন-আইওডাইড-অভ-মারকিউরি ব্যবস্থেয়। (২) চক্ষু-রোগে বিন-আইওডাইড অপেক্ষা প্রোটোআইওডাইডই অধিক ব্যবহৃত হয়। কনীনিকার ক্ষত নখাঘাতে বিদীর্ণবৎ দেখাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রোটোআইওডাইড ব্যবস্থেয় ঔষধ হইলে প্রায়ই রোগীর জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ গাঢ় পীতবর্ণ লেপে আচ্ছন্ন ও সম্মুখভাগ আরক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে। (৩) গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, গ্রীবা-গ্রন্থি ও অন্যান্য গ্রন্থির স্ফীততা-বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ বালকদিগের পক্ষে মারকিউরিয়স ডল্‌সিস বা ক্যালোমেল উপযোগী। ক্যালোমেল জ্ঞাপক রোগীদিগের গাত্র-ত্বক ভালরূপে পরিপোষিত হয় না ও লোলিত থাকে। ত্বকের লোলিত স্ফীততা ও পাণ্ডুবর্ণই ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

এই ঔষধ সচরাচর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণানুসারেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। (৪) মারকিউরিয়স করোসাইভস বা বাইক্লোরাইড-অভ-মারকিউরি যেরূপ তীব্র লক্ষণ উৎপন্ন করে অন্য কোন প্রকার পারদেই সেরূপ সুতীব্র লক্ষণ জন্মে না। অতএব অত্যন্ত প্রবল প্রকৃতির প্রদাহিক লক্ষণেই ইহা ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা জ্বালা, নিদারুণ বেদনা, অতিশয় আলোকাতঙ্ক, প্রভৃত বিদাহী অশ্রুস্রাব ও তৎসংস্পর্শে গণ্ডস্থলের ত্বকের অবদরণ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা; এবং কনীনিকায় ক্ষত, ও রন্ধ্র হইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। উপদংশ সম্ভূত আইরাইটিস রোগে মারকিউরিয়স করোসাইভস প্রায় অমোঘ। যদি রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে অন্য কোন ঔষধ বিশেষ উপযোগী বিবেচিত না হয় তবে এই ঔষধই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সংলগ্নতা নিবারণার্থে এট্রোপিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা আবশ্যক বোধ হইলে তাহাও করা যাইতে পারে। এল্বুমিনুরিয়া-জনিত রেটিনার প্রদাহেও করোসাইভসের ব্যবহার আছে। (৫) চক্ষুর নানাপ্রকার প্রদাহে সিনেবারিস ব্যবহৃত হয়। এক অপাঙ্গ হইতে অন্য অপাঙ্গ পর্য্যন্ত বেদনার যাতায়াত, অথবা যেন চক্ষুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

নাসা-রোগ।—শীত ও বর্ষাকালে উৎপন্ন এবং আর্দ্র সন্ধ্যা-বায়ুতে উদ্রিক্ত নাসিকার ও গল-মধ্যের প্রতিশ্যায়ে নাসিকার কণ্ডূয়ন, জ্বালা, ও অবরুদ্ধতা অনুভব; পাতলা স্রাব নিঃসরণ; গলায় অভ্যন্তরে স্পর্শ-দ্বেষ ও অবদরণ অনুভব; এবং সন্ধি-স্থানগুলিতে বেদনা লক্ষণে মারকিউরিয়স ভাইভস উপকারী। এই সকল লক্ষণ সহকারে এক প্রকার উত্তাপানুভব লক্ষণও থাকিতে পারে। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও আরক্ত হইয়া উঠে। ঘর্ম্ম প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঘর্ম্ম নিঃসরণে রোগের শান্তি জন্মে না। আর এক প্রকার প্রতিশ্যায়েও মারকিউরিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিশ্যায় পরিপক্ক হইয়া যখন নাসিকা হইতে পীতাভ হরিদ্বর্ণ, গাঢ়, শ্লেষ্মা ও পূযময় স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে তখনও এই ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—এই প্রকার পীতাভ হরিদ্বর্ণ গাঢ় স্রাব লক্ষণে

পলসেটিলাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পলসেটিলার স্রাবে একেবারেই উগ্রতা থাকে না, উহা সম্পূর্ণ অবিদাহী। প্রতিশ্যায়ে নক্সভমিকা ও মারকিউরিয়সে প্রভেদ এই যে,—নক্সভমিকার প্রতিশ্যায় শুষ্ক শীতলতায় উৎপন্ন হয় এবং উহাতে গলার মধ্যে বন্ধুরতা ও চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় খরস্পর্শতা অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মারকিউরিয়সের প্রতিশ্যায় আর্দ্র শীতলতায় জন্মে এবং উহার লক্ষণে সর্ব্বদাই গলায় অবদরণ বা ক্ষতবৎ টাটানি অনুভূত হয়।

নাসা-রোগে করোসাইভস।—নাসিকার শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ গাঢ়, অর্থাৎ প্রায় শিরীষের ন্যায় হইলে মারকিউরিয়স করোসাইভস ফলপ্রদ। উপদংশজনিত নাসা-রোগে ক্ষতবশতঃ নাসা-রন্ধ্র প্রভিন্নকর অস্থিখণ্ডে ছিদ্র হইলে এবং তৎসহকারে জ্বালাকর বেদনা, ও বিদাহী স্রাব নিঃসরণ থাকিলে মারকিউরিয়স করোসাইভস ব্যবস্থেয়।

প্রতিশ্যায়ে সিনেবারিস।—প্রতিশ্যায়জনিত উপদ্রবে সিনেবারিস সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু নাসিকার প্রতিশ্যায়ে নাসামূলে এক যোড়া ভারী চসমা থাকার মত ভার বোধ হইলে; এবং তৎসহকারে গলার স্ফীততা, তালুমূলের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকবর্ণ অপেক্ষা অধিকতর আরক্ততা; অত্যন্ত গল-শোষ, রাত্রে উহার আধিক্য ও তজ্জন্য রোগীর নিদ্রাভঙ্গ;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। নাসামূলে গুরুত্ব অনুভব ও তদানুষঙ্গিক গল-লক্ষণগুলি উপদংশ ও গণ্ডমালাগ্রস্ত অথবা প্রতিশ্যায়-প্রবণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে পারে, তখনও সিনেবারিস অব্যবস্থেয় নহে। স্কার্লেটিনার গলা-বেদনায়ও এই ঔষধ উপকারী। নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্রদ্বয়ে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাসঞ্চয় ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

ডিপথিরিয়া।—মারকিউরিয়স ভাইভসের গল-লক্ষণ দৃষ্টে কখন কখন ইহা ডিপথিরিয়া রোগে ব্যবস্থেয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ডিপথিরিয়া, অথবা ডিপথিরাইটিস রোগে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। তবে ডিপথিরিয়া জনিত গলা-বেদনায় এবং প্রকৃত ডিপথিরিয়া রোগে বিন আইওডাইড ও প্রোটোআইওডাইডঅভমারকিউরির ব্যবহার আছে।

বামদিকে কৃত্রিম ঝিল্লী; বাম তালুমূলের প্রদাহ ও তথায় পীতাভ-ধূসর বর্ণ ঝিল্লীর উৎপত্তি, ঘাড়ের গ্রন্থিগুলির স্ফীততা; গলার অভ্যন্তরের কোষময় বিধান-তন্তুর কথঞ্চিৎ আক্রান্ততা; রোগীর মুখ ও গলায় আঠা আঠা শ্লেষ্মা সঞ্চয়; ঢোক গিলিতে রোগ-লক্ষণের আতিশয্য; আহার গলাধঃকরণ অপেক্ষা লালা গিলিতে অধিকতর যাতনা;—এই সকল লক্ষণে বিনআইওডাইড ব্যবস্থেয়। গলার দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম ঝিল্লীর সূচনা, ঘাড়ের গ্রন্থির স্ফীততা, ও গলায় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয়, প্রায় সতত জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে গাঢ়, পীতবর্ণ, মলিন লেপ এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্বের আরক্ততা;—এই সকল লক্ষণে প্রোটো আইওডাইড উপযোগী। সাংঘাতিক ডিপথিরিয়ায় সায়েনাইড-অভ-মারকিউরি পরমোপকারী। এই ঔষধ পারদ ও হাইড্রোসায়েনিক এসিড সংযোগে প্রস্তুত। সুতরাং ইহাতে হাইড্রোসায়েনিক এসিড আছে বলিয়া রোগী যখন রোগের প্রারম্ভ হইতেই অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। নাড়ীর দ্রুততা, এমন কি ১৩০ বা ১৫০ বার স্পন্দন, ও অতিশয় সূক্ষ্মতা; প্রথমে তালুমূল ও উপজিহ্বার আবরক কৃত্রিম ঝিল্লীর শুভ্রতা, অনন্তর তালুমূল-গ্রন্থির স্ফীততা, কৃত্রিম ঝিল্লীর মলিন বর্ণ ও বিগলন সম্ভাবনা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শ্বাসে দুর্গন্ধ; ক্ষুধাহীনতা; জিহ্বার কপিশবর্ণ, অথবা উৎকট অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ; এবং বিপদসূচক নাসিকার রক্তস্রাব;—এই সকল লক্ষণে সায়েনাইড অভ-মারকিউরি উপযোগী। স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায়ও গাঢ়, রজ্জুবৎ নিষ্ঠীবন; ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত কর্কশ, কুক্কুররব সদৃশ, ক্রুপবৎ কাস লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বদা না হউক, কিন্তু কখন কখন রোগীর জীবন রক্ষা পায়। ডিপথিরিটিক ক্রুপরোগে সায়েনাইড-অভ-মারকিউরির সহিত কালীবাইক্রোমিকমের সাদৃশ্য আছে। স্বরযন্ত্রে রোগের অবস্থিতি, ও গাঢ়, দুশ্ছেদ্য নিষ্ঠীবন উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু প্রভেদ এই যে সায়েনাইড-অভ-মারকিউরি জ্ঞাপক রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে, এবং সেই দুর্ব্বলতা শ্বাস-চেষ্টায় জন্মে না, কিন্তু রক্তের বিষাক্ততা বশতঃ জন্মে ও তজ্জন্য তাহার শরীরের নীলবর্ণ, হস্তপদের শীতলতা এবং নাড়ীর দ্রুততা ও দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। এই সকল লক্ষণ

না থাকিলে সায়েনাইড-অভ-মারকিউরির পরিবর্ত্তে কালিবাইক্রমিকম উপযোগী। ডিপথিরিয়ায় মারকিউরিয়স করোসাইভসেরও ব্যবহার আছে। মারকিউরিয়স করোসাইভসের গল-লক্ষণগুলি বড়ই প্রবল। এতদ্দ্বারা উপজিহ্বা স্ফীত, দীর্ঘীভূত, ও অতিশয় মলিন-লোহিতবর্ণ হয়। গলায় আর্সেনিকম এলবম, আর্সেনিকম আইওডেটম বা ক্যাপ্সিকমের ন্যায় তীব্র জ্বালা জন্মে ও তাহা বাহ্য চাপে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। এতৎ-সহকারে গলার প্রবল আকুঞ্চন লক্ষণ থাকে এবং কঠিন বা তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গলার দারুণ আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণে ডিপথিরিয়া রোগে মারকি-উরিয়স করোসাইভস ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—এস্থলে বেলেডোনার সহিত মারকিউরিয়স করো-সাইভসের লক্ষণগুলির আক্ষেপিক প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে। কিন্তু বেলেডোনায় করোসাইভসের লক্ষণের ন্যায় প্রদাহ জ্ঞাপক এরূপ সুতীব্র জ্বালা জন্মে না। মারকিউরিয়স করোসাইভসে বেলেডোনার আকু-ঞ্চন লক্ষণ, অধিকন্তু গলার অত্যন্ত তীব্র, বিধান তন্তু বিনষ্টকর প্রদাহ থাকে। নাড়ী দৃষ্টেও এই দুই ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ করা যাইতে পারে। মারকিউরিয়স করোসাইভস সূচক নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল, ও অনিয়মিত; কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় পূর্ণ ও সবল নহে।

উপদংশ।—বহুকাল হইতেই উপদংশ রোগে পারদ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমাবস্থাপন্ন কোমল উপদংশে অর্থাৎ নিম্নভাগের শূকরের বসার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অপ্রগাঢ় উপদংশ ক্ষতে মারকিউরিয়স সলিউ-বিলিস বা ভাইভস ব্যবস্থেয়; মারকিউরিয়স সলিউবিলিস ঈদৃশ ক্ষত উৎপন্ন করে সুতরাং এতদ্দ্বারা এই প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়। প্রথম ক্ষত উৎপন্ন হইবার ছয় সাত সপ্তাহ পরে যে গলাবেদনা জন্মে তাহা-তেও মারকিউরিয়স সলিউবিলিস ফলপ্রদ। হণ্টেরিয়ান শ্যাঙ্কার বা কঠিন উপদংশ ক্ষতে আইওডাইডস-অভ-মারকিউরি শ্রেষ্ঠ। প্রোটো আইওডাইড ও বিন আইওডাইড উভয় প্রকার পারদেই কঠিন উপ-দংশ ক্ষতের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। অতএব এতদ্দ্বারাও তাহা আরোগ্য

হইয়া থাকে। কষ্টিক প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগের কোন আবশ্যক নাই। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনেই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণগুলির প্রকাশ সম্যকরূপে নিবারিত না হইলেও উহাদের তীব্রতা অনেকটা কম পড়ে। সংপ্রসারণশীল, বন্ধুর-প্রান্ত, বিধান-বিনষ্টকর উপদংশ ক্ষতে মারকিউরিয়স করোসাইভস অন্যান্য প্রকার পারদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কতিপয় দিবসের মধ্যে যে ক্ষত খাইয়া যাইয়া উপস্থের প্রায় অর্দ্ধ পর্য্যন্ত ধ্বংশ করে তাহাতে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। দ্বিতীয় অবস্থাপ্রাপ্ত উপদংশেও প্রথমাবস্থায় অপব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে এই সকল পারদই ব্যবহার্য্য। উপদংশ জন্য হস্তের তালুতে লোহিতবর্ণ, অল্প অল্প কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট, ও উপত্বকপবিপুটনশীল যে সকল উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় মারকিউরিয়স সলিউবিলিস প্রয়োগে তাহা সত্বর আরোগ্য হয়।

যকৃদ্রোগ।—যকৃদ্রোগে জিহ্বায় মলিন পীতাভ-শুভ্র লেপ ও দন্তের চিহ্ন; সচরাচর শীতাদ রোগের লক্ষণের বিদ্যমানতা; দন্তমূলের ক্ষত ও সান্দ্রতা; মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ; গাত্র-ত্বকের ও চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের সুস্পষ্ট পাণ্ডুরোগ সদৃশ বর্ণ; মস্তকে রক্তের গতি; স্পর্শে যকৃদ্দেশে স্পর্শ-দ্বেষ; উদরের, বিশেষতঃ উদরোর্দ্ধ দেশের অনুপ্রস্থে ও প্রতি কুক্ষিতে আধ্মান ও স্ফীততা; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা; যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য; পিত্তের অবর্ত্তমানতা বশতঃ মলের কর্দ্দমবর্ণ, অথবা পীতাভ হরিদ্বর্ণ পিত্তমিশ্রিত মল নিঃসরণ ও তৎসহকারে অতিশয় কুন্থন ও মলত্যাগ যেন কখনও শেষ হইবে না এরূপ অনুভব;—এই সকল লক্ষণে মারকিউরিয়স ভাইভস ব্যবস্থেয়।

সমগুণ ঔষধ।—পৈত্তিক উপদ্রবে মারকিউরির সহিত লেপ্টাণ্ড্রার কোন কোন লক্ষণে ঐক্য দৃষ্ট হয়। পীতাভ হরিদ্বর্ণ মল, আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মল, এবং মলের অতিশয় দুর্গন্ধ উভয় ঔষধের লক্ষণেই আছে। কিন্তু লেপ্টাণ্ড্রায় মল-বেগ, মলত্যাগান্তে শূলের বিরতি ও পেটকামড়ানির অবিরতি, এই দুই ঔষধের প্রভেদস্থল। অপর, লেপ্টাণ্ড্রায় সচরাচর যকৃতের পশ্চাদ্ভাগে মুহুর্মুহু, অবিরাম, জ্বালাকর বেদনা থাকে।

রক্তাতিসার।—উত্তপ্ত দিবস ও শীতল রাত্রি বিশিষ্ট ঋতুতে যে

রক্তাতিসার অর্থাৎ আমরক্ত রোগ জন্মে তাহাতে মারকিউরি উপযোগী। এই প্রকার ঋতুতে মারকিউরির পূর্ব্বে প্রায়ই একোনাইট ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় একোনাইট ব্যবহারেই এই সকল উপদ্রব প্রশমিত হইতে পারে। একোনাইট বিফল হইলে মারকিউরি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে 'শূল' ও রক্তপাত স্থগিত হইলেও আম-স্রাবের বিরতি জন্মে না, তখন সলফার ব্যবস্থেয়। এই রোগে নক্স-ভমিকার সহিত পারদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে। কিন্তু প্রভেদ এই যে,—মলত্যাগান্তে বেদনা ও 'শূলের' বিরতি জন্মিলে নক্সভমিকা এবং বিরতি না জন্মিলে মারকিউরিয়স উপযোগী।

রসটক্সিকোডেণ্ড্রণ।

বিশেষ বিবরণ।

রসটক্সের ক্রিয়ায় সংক্ষেপতঃ সঞ্চালনে উপশমশীল পেশীর ও বন্ধনীর বাত; সঞ্চালনে বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাত; বিশ্রামে উপশমশীল মস্তকের দৃষ্টতঃ শৈরিক রক্তসঞ্চয়; ক্ষুধার ক্ষীণতা ও বৈলক্ষণ্য এবং আধ্মান লক্ষণা-পন্ন পরিপোষণ-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল, গল-গহ্বর, জননেন্দ্রিয়, পদ প্রভৃতি বিবিধ স্থানের কোষময় বিধান-তন্তুতে মস্তক্ষরণ; চর্ম্মে সাধারণতঃ ফোস্কার ন্যায় এক প্রকার পিড়কা, অশ্রু, নাসিকার শ্লেষ্মা, আমা-শয়ের শ্লেষ্মা, অন্ত্রের শ্লেষ্মা, মূত্র, ঋতু-রক্ত, চর্ম্ম-পিড়কার আস্রাব প্রভৃতি সকল প্রকার নিঃস্রবের বিদাহিত অবস্থা; এবং মস্তিষ্কের সাধারণ অব-সাদন জন্মে।

রসটক্সের লক্ষণ বিশ্রাম সময়ে উপস্থিত ও বিবর্দ্ধিত এবং সঞ্চালনে উপশমিত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা বিশ্রামে উপশমিত ও অধিকক্ষণ সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত হয়। রসটক্সের লক্ষণে পর্য্যায়শীলতা নাই।

রসটক্সের ক্রিয়ায় শরীরের অবসন্নতা জন্মে। সুতরাং এতদ্দ্বারা একো-

নাইটের নাড়ীর ন্যায় নাড়ীর পূর্ণতা ও সবলতা উৎপন্ন হয় না। দ্রুততা জন্মে বটে, কিন্তু সেই দ্রুততার সহিত স্পন্দনের দুর্ব্বলতা থাকে। কখনও বা নাড়ীর বিষম-গতি ও সবিরাম-গতি দৃষ্ট হয়। নাড়ীর পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি রসটক্সের অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। রসটক্সের ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাড়ী সহকারে অনেক সময় বামবাহুর অবশতা বর্ত্তমান থাকে।

সন্নিপাত-লক্ষণে অর্থাৎ জীবনীশক্তির অবসাদন জ্ঞাপক অবস্থায় রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন কোন তরুণ রোগে সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপে রক্তাতিসার, অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, ঝিল্লীক-প্রদাহ প্রভৃতি রোগের সন্নিপাতাবস্থায় অন্য কোন ঔষধ নিশ্চিতরূপে ব্যবস্থেয় না হইলে রসটক্স ব্যবহৃত হয়। কারণ, রক্তে রসটক্সের ক্রিয়া বশতঃ রক্ত বিষ-দুষ্ট হয়।

আময়িক ব্যবহার।

হৃদ্রোগ।—হৃৎপিণ্ডে রসটক্সের ক্রিয়ায় রক্ত-সঞ্চলন বিবর্দ্ধিত অর্থাৎ রক্ত উদ্বেলিত হয়। অতএব মল্ল, ও গুরু অস্ত্রাদি ব্যবহারকারী শিল্পীদিগের হৃদ্‌কপাটের বিকৃতিশূন্য হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধনে রসটক্স ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অবস্থায় আর্ণিকা ও রোমিবমও উপকারী। এই সকল ঔষধ ক্রমাগত কিছু দিন ব্যবহার করা আবশ্যক করে। যে পর্য্যন্ত না হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত পেশী-তন্তুগুলি যথোপযুক্তরূপে পারশোষিত হয় সে পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগে ক্ষান্ত দেওয়া উচিত নহে। অতি-পরিশ্রমজনিত হৃৎকম্প রোগেও রসটক্সের ব্যবহার আছে। বাম বাহু ও বাম স্কন্ধে এক প্রকার অবশতা; বক্ষঃস্থলে, হৃৎপিণ্ডের পেশীর শ্রান্তির ন্যায় দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রমান্তে উহার বৃদ্ধি, এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও হৃৎকম্প অনুভব হৃদ্রোগে রসটক্স প্রয়োগের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) হৃদ্রোগ সহকারে হাতের আঙ্গুলে ঝাঁঝি লাগার ন্যায় 'সিরসিরাণি' অনুভব লক্ষণে ও উৎকণ্ঠার বিদ্যমানে একোনাইট ব্যবস্থেয়। (২) হৃদ্রোগে বাম বাহুতে ঝাঁঝি লাগার ন্যায় অনু-

ভবে ক্যালমিয়া উপযোগী। (৩) হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধনে বা দক্ষিণ হৃদপিণ্ডের প্রসারণে কণুয়ের নিকটে অবশতানুভব লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবহার্য্য। (৪) বাহু যেন শরীরের সহিত দৃঢ়রূপে বান্ধা রহিয়াছে এরূপ অনুভবে এক্টিয়া রাসিমোসা সুপ্রয়োজ্য। (৫) ফাইটোলাক্কার ক্রিয়া শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে দর্শে। একোনাইট, ক্যালমিয়া, ও রসটক্সে বাম বাহুতে যে প্রকার অনুভব জন্মে, দক্ষিণ বাহুতে সেই প্রকার অনুভব লক্ষণে ফাইটো ব্যবহৃত হয়।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণে রসটক্স প্রয়োজিত হইয়া থাকে। মৃদু প্রকৃতির রোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী হয়। রোগীর মৃদু প্রকৃতি, ও অপ্রচণ্ড মৃদু প্রলাপ থাকে। কখন কখন খট্টা হইতে লম্ফন ও শয্যা হইতে ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অল্লাধিক চৈতন্য থাকিলে কোন প্রকার কোপনতা বা উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায় না। প্রবল ক্রোধে রসটক্স ব্যবহৃত হয় না। প্রলাপের সহিত শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা থাকে। রোগী অবিরত শয্যায় এপাশ ওপাশ করে। কখনও এক পাশে কখনও অন্য পাশে শয়ন করে। কখনওবা উঠিয়া বসে, আবার পরক্ষণেই শয়ন করে। সে সর্ব্বদাই নড়িতে চড়িতে চায়। সম্ভবতঃ নড়িলে চড়িলে তাহার একটু শান্তি বোধ হয়। কোন কোন সময়, বিশেষতঃ, রোগের প্রারম্ভাবস্থায় রোগী সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া পড়িয়াথাকিতে চায়। অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতই এপ্রকার ঘটে। তাহার সম্পূর্ণ অবসন্নতা অনুভূত হয়। সকল বিষয়েই তাহাকে উদাসীন দেখা যায়। অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনায় এই দৌর্ব্বল্যানুভবের বড়ই আধিক্য দৃষ্ট হয়। কখনও বা রোগীর চিত্ত-বিভ্রম জন্মে। তাহার আশঙ্কা হয় যে কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াইবে। এজন্য প্রদত্ত ঔষধ পথ্যাদি সে খাইতে চায় না। (হাইওসায়েমাসে এই লক্ষণটী রসটক্স অপেক্ষাও স্পষ্টতর)। সুপ্তি যতই প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই রোগী জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর আস্তে আস্তে, অনিচ্ছাপূর্ব্বক, অথবা বিরক্ত ভাবে প্রদান করে, কিন্তু তাহার প্রচণ্ডতা জন্মে না। প্রবল শিরোবেদনা থাকে, কপালে কাষ্ঠ-ফলক প্রচাপনের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়। শিরোবেদনার সহিত বারংবার মস্তকে রক্ত প্রধাবিত হয় ও

তজ্জন্য মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠে। নাসিকা হইতে মলিন বর্ণ রক্তপাত হয় এবং রক্তস্রাবে শিরঃপীড়ার শান্তি জন্মে। টাইফয়েড জ্বরের বিষে ফুস-ফুস আক্রান্ত হইয়া ফুসফুস-প্রদাহ, এবং উহার প্রকৃতি-সিদ্ধ কাস, শ্বাস-কষ্ট, ও লৌহের মরিচার বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নিষ্ঠীবন উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু এই সকল লক্ষণের সহিত জিহ্বার মলিন কাপিশবর্ণ, পরিশুষ্কতা ও বিদীর্ণতা বিদ্যমান থাকে। জিহ্বার বিদারণগুলি অতিশয় প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে সময়ে সময়ে রক্ত পড়ে। কখনও বা ঈষৎ কপিশবর্ণ, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মায় জিহ্বা ও মুখ আবৃত হয়; কখনও বা জিহ্বায় দন্তের দাগ পড়ে। কেবল এই শেষোক্ত লক্ষণ দেখিয়া মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করা উচিত নহে। টাই-ফয়েড জ্বরে মারকিউরিয়সের বড় একটা ব্যবহার নাই। পাণ্ডু-লক্ষণ বিদ্য-মান না থাকিলে এই জ্বরে মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করিলে অপকার জন্মে। রসটক্সের লক্ষণে সচরাচর জিহ্বার অগ্রভাগে কোণাকার রক্তবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের উপদ্রব জন্মে। পীতাভকপিশবর্ণ অতি দুর্গন্ধ মল-বিশিষ্ট অতিসার প্রকাশ পায়। নিদ্রাবস্থায়ও অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হইতে পারে। অজ্ঞাতসারে মূত্র নির্গত হয় ও কখন কখন তদ্দ্বারা বস্ত্রে লাল দাগ পড়ে। রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বেদনা অনুভূত হয় ও তৎসহকারে পৃষ্ঠে প্রায় অসহ্য বেদনা থাকে। নিদ্রা হইলেও নিদ্রাবস্থায় অস্থিরতা লক্ষিত হয়, সে প্রান্তরে পরিভ্রমণ ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ বিষয়ক স্বপ্ন দেখে। কখন ও ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের ন্যায় দিবসের কার্য্য কলাপের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। (রাত্রিতে বিবর্দ্ধিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা অরম, কষ্টিকম, ও অরম-মিউ-রের‌ও লক্ষণ)। গাত্র শুষ্ক, উত্তপ্ত, ও সচরাচর স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা অধিক আরক্ত থাকে। কখন কখন চর্ম্মে রক্তবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ঘর্ম্ম হইলে প্রভূত পরিমাণে অম্ল-গন্ধ ঘর্ম্ম হয় ও তদ্দ্বারা ঘামাচির ন্যায় এক প্রকার পিড়কা জন্মে। উদর আধ্মানিত হয় এবং দক্ষিণ শ্রোণীদেশ ও প্লীহা প্রদেশে বিশেষ অনুভবাধিক্য থাকে। প্লীহা স্ফীত হয়। অবশেষে মল স্বল্প, হরিতাভ ও কুন্থন বিবর্জ্জিত হইয়া উঠে। রোগী স্ত্রী-লোক হইলে জরায়ু হইতেও রক্তপাত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রোগ-লক্ষণের শান্তি জন্মে না। ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমগ্র বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায়।

ফুসফুসের নিম্নতর খণ্ডে রোগের আক্রমণ বিশেষ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। কাস প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে তরল হয় এবং রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে। টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় রসটক্স ব্যবহারের এই গুলিই প্রধান লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ফুসফুসের লক্ষণগুলি রসটক্স সেবনে দূরীকৃত না হইলে এবং অতিসার তখনও চলিতে থাকিলে রসটক্সের পরে ফসফরাস ভাল খাটে। পীতবর্ণ, রক্তাক্ত, কখনও বা মাংস-ধৌত জলের ন্যায় পরিদৃষ্ট মল ফসফরাসের প্রয়োগ-লক্ষণ। (২) উত্তেজনা-প্রবণ টাইফয়েড জ্বরে রসটক্সের পরে আর্সেনিক উপযোগী। ভয়ঙ্কর অবসাদনী সত্ত্বেও যখন রোগীর চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উগ্রতা ও উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয়। রসটক্স ব্যবহার করাতেও অতিসারের বিরতি না জন্মে, প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা ও মুখ-মধ্যের কৃষ্ণবর্ণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনই আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। সন্নিপাত-লক্ষণে, লক্ষণগুলি পরিষ্কার রূপে আর্সেনিকম জ্ঞাপক না হইলে রোগের অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ইহার অপব্যবহারে বড়ই অনিষ্ট ঘটে। যাহা নিবারণ করিতে আর্সেনিকম ব্যবস্থা করা যায়, অসময়ে ব্যবহার করিলে তাহাই সত্বর উপস্থিত হইয়া পড়ে। রসটক্সের ন্যায় অস্থিরতা, অবসন্নতা, ও উদর-লক্ষণের প্রাবল্য আর্সেনিকেরও লক্ষণ। আর্সেনিক জ্ঞাপক পিপাসা অতি তীব্র; বেদনা জ্বালাকর; মল মলিন-কপিশ, দুর্গন্ধময় ও রক্তাক্ত, এবং দুই প্রহর রাত্রির পরে অধিকতর ঘনঘন নিঃসারিত। (৩) উত্তেজনা-প্রবণ টাইফয়েড জ্বরে মিউরিয়েটিক এসিডও উপকারী। রসটক্সের সহিত ইহার অনেক গুলি লক্ষণের সাধারণত্ব আছে। বিসমাসের (ডিকম্পোজিশন) অধিকতর স্পষ্টতা; অবসন্নতার আধিক্য বশতঃ শয্যার পশ্চাদ্দেশে গড়াইয়া যাওয়া; এবং অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (৪) নিশ্চেষ্ট অবস্থাপন্ন টাইফয়েড জ্বরে যে সকল ঔষধ উপযোগী তাহার সহিতও রসটক্সের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঈদৃশ জ্বরের ঔষধ গুলির মধ্যে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসই সর্ব্বপ্রধান। রসটক্সের রোগী অনেক সময় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসের অবস্থায় উপনীত হয়। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার শরীরে প্রতিক্রিয়ার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, বিশেষতঃ পা হইতে জানু-

পর্য্যন্ত জঙ্ঘাভাগ শীতল, ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত হয়। নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। নিঃসৃত মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হয়। (৫) রসটক্সের ন্যায় কপিশ বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত জিহ্বা, ও সুস্পষ্ট জ্বর ; মলিন-আরক্ত, মত্তবৎ মুখাকৃতি ; মলিন, তরল ও অতিশয় দুর্গন্ধি মল স্রাব ; রোগীর নিদ্রালুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা ; জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া ; অথবা অস্থিরতা, আপনাকে দ্বিগুণিত বা বিখণ্ডিত ভ্রমে সেই খণ্ডগুলি একত্রিত করিবার নিমিত্ত শয্যায় এপাশ ওপাশ করা ; শয্যা অতিশয় কঠিন অনুভব ; জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ;—এই সকল লক্ষণে ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবস্থেয়। (৬) আর্ণিকা ও ব্যাপ্টিসিয়া উভয় ঔষধেই নিদ্রালুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা ; শয্যা অতিশয় শক্তানুভব, এবং জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া লক্ষণ আছে। কিন্তু আর্ণিকায় রোগীর সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য জন্মে ; গাত্রে কালিমা, ও শয্যা-ক্ষত প্রকাশ পায়, মল-মূত্র অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত হয় ; এবং ফুসফুস আক্রান্ত হইলে রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন নির্গত হইয়া থাকে। (৭) সম্পূর্ণ ঔদা-সীন্য সহকারে বিবর্দ্ধিত দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা, রক্তাক্ত বা আমময় মল ; এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলেও অনুপশম লক্ষণে রসটক্সের পরে ফস্‌ফরিক এসিড সুপ্রযোজ্য। (৮) অস্থিরতা ও অঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, এবং মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা লক্ষণে ট্যারাকসিকমও ফলপ্রদ।

সবিরাম জ্বর।—এক জঙ্ঘায়, সাধারণতঃ উরুতে শীতের আরম্ভ ; কাহার কাহারও বা স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যভাগে শীতের আরম্ভ ; শীতাবস্থায় বিরক্তিকর শুষ্ককাস (সিঙ্কোনা ও সলফারেও এই লক্ষণটী দৃষ্ট হয়) ; বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ; পিপাসাভাব ; সচরাচর শীতপিত্ত ও মুখের নিকটে জ্বর-স্ফোট, এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানে ঘর্ম্ম ; —এই সকল লক্ষণাপন্ন সবিরাম জ্বরে রসটক্স ব্যবহার্য্য। (সবিরাম জ্বরে শীতের আরম্ভ-স্থান বিদিত থাকা অতিশয় প্রয়োজনীয়। ন্যাট্রম-মিউ-রিয়েটিকম ও ইউপেটোরিয়মের শীত কটিদেশ হইতে আরম্ভ হয় ; জেল-সিমিয়মের শীত পৃষ্ঠবংশের উর্দ্ধভাগে ধাবিত হয়।)

অতিপরিশ্রমজনিত রোগ।—তন্তুময় বিধানে রসটক্সের অতি-

শয় প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে। অতএব অতিপরিশ্রম বশতঃ, বা মচকাইয়া গিয়া কণ্ডরার প্রদাহ জন্মিলে রসটক্স প্রয়োগে উপকার জন্মে। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত বহুবিধ রোগেই এই ঔষধ ফলপ্রদ। কোন বাদক বংশী প্রভৃতি বায়ব্য যন্ত্রে দীর্ঘকাল ক্রীড়া করার দরুণ ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইলে রসটক্স তাহার ঔষধ। প্রবল পরিশ্রম বশতঃ কাহারও পক্ষাঘাত জন্মিলে রসটক্স ব্যবহারে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—অতিপরিশ্রমের কুফলে অপর যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে রসটক্স হইতে তাহাদের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত এখানে উহাদের উল্লেখ করা গেল। (১) বন্ধনী (লিগামেণ্ট) অপেক্ষা পৈশিক বিধান-তন্তুতেই আর্ণিকার সমধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এজন্য, দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পেশীতে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ জন্মিলে, পেশীগুলি যেন চূর্ণিত হইয়াছে রোগীর এরূপ অনুভূত হইলে, এবং রসটক্সের ন্যায় মচকানবৎ অনুভব না থাকিলে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। কোন সন্ধিতে স্পষ্ট বাতকণ্টক জন্মিলে; এবং বন্ধনী ভিন্ন অন্যান্য কোমলাংশ অধিক প্রদাহিত না হইলে আর্ণিকা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ নহে। (২) অতিপরিশ্রমের, বিশেষতঃ উচ্চ পর্ব্বতাদি আরোহণের কুফলে, অর্থাৎ পরিশ্রম ও বিকীর্ণ বায়ু সেবন জন্য অপকারে আর্সেনিকম উপযোগী।

এই সকল স্থলে নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে উপচয় ও ক্রমাগত নড়িলে চড়িলে উপশম রসটক্সের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। রোগী যতই নড়িতে থাকে ততই তান্তব বিধানগুলি নমনীয় হইয়া উঠে বলিয়াই তাহার বেদনা হ্রাস পড়ে। কিন্তু কটিবেদনায় কেবল ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কটি-বাত।—কটি-বেদনার প্রারম্ভাবস্থায় সঞ্চালনে উপশমিত হউক আর না হউক রসটক্স উপযোগী। উঠিতে চেষ্টা করিলে অতিশয় বেদনা; বায়ু-প্রবাহে উপবেশন বশতঃ আমবাতমূলক গ্রীবাস্তম্ভ, স্কন্ধদেশে আম-বাতিক বেদনা; উষ্ণতায় তাহার উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি; পৃষ্ঠের পেশীতে আকুঞ্চনবৎ বেদনা, ও পশ্চাদ্দিকে অবনত হইলে উহার শান্তি,—এই গুলি রসটক্সের প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) কটিদেশের স্তব্ধতা ও নড়িতে চড়িতে চেষ্টা করিলে সহসা শক্তির বিলোপ সংযুক্ত আমবাতিক বেদনা সলফারেরও লক্ষণ। (২) পৃষ্ঠ দেশের এই প্রকার বাতের বেদনা প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি পাইলে পেট্রোলিয়ম ও রুটা ফলপ্রদ। (৩) কটি-বেদনা বশতঃ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতে হইলে ষ্টাফিসেগ্রিয়া উপযোগী। (৪) কটি দেশের তীব্র বেদনা, রাত্রি তিনটার সময় বৃদ্ধি পাইলে ও তজ্জন্য রোগীকে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে হইলে; এবং বেদনা নিতম্বের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত চলাচল করিলে কালী-কার্ব্ব ব্যবস্থেয়। (৫) অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে পর যেরূপ স্তব্ধতা অনুভূত হয়, পৃষ্ঠে তদ্রূপ বেদনা; সন্ধ্যাকালে বক্ষণোপরি থল্লীর ন্যায় বেদনা; প্রাতে পায়ের স্তব্ধতা ও দৃঢ়তা লিডমের লক্ষণ। (৬) ভেলেরিয়ান অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবল আকর্ষণ, ও উৎক্ষেপণবৎ বেদনা জন্মায়। সেই বেদনা সহসা উপস্থিত হয়; উপবেশনে বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে হ্রাস পায়। কটিদেশেও রোগী এক প্রকার আকৃষ্টতা অনুভব করে এবং অঙ্গের বেদনার ন্যায় তাহাও উপবেশনে বর্দ্ধিত ও সঞ্চলনে উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রদাহিত প্রকৃতির বাত অপেক্ষা ধাতুগত বাতেই উল্লিখিত উপচয় ও উপশম লক্ষণে এবং আর্দ্র ঋতুতে বা আর্দ্র স্থানে বাসে বিবর্দ্ধনে রসটক্স অধিক উপযোগী। গণ্ডাস্থি প্রভৃতি অস্থির উন্নত প্রবর্দ্ধণ গুলিতে স্পর্শ-দ্বেষ রসটক্সের আর একটী বিশেষ লক্ষণ। অস্থি-বেষ্টে রসটক্সের ক্রিয়া বশতই এই প্রকার স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে। অপর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে রসটক্সের রোগী অল্পমাত্র শীতল বায়ু-ভোগও সহ্য করিতে পারে না।

ঘর্ম্ম-রোধ।—অশ্ব বা মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া উষ্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত হইলে বৃষ্টি বা আর্দ্রতা লাগিয়া ঘর্ম্ম-রোধ জন্মিলে রসটক্স ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—বাতজনিত এই সকল বিবিধ রোগে রসটক্সের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধগুলির তুলনা হইয়া থাকে। (১) গ্রীবাস্তম্ভে, নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধি লক্ষণে এনাকার্ডিয়ম; (২) নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম লক্ষণে

কোনায়ম; (৩) ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশমে লাইকোপোডিয়ম্ ও পলসেটিলা; (৪) রাত্রে ধীরে ধীরে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশমিত বাতিক ও স্নায়বীয় বেদনায় ফেরম; (৫) জঙ্ঘায় আকৃষ্ট বা ছিন্নকর বেদনা; মস্তকের পৃষ্ঠ-দেশে বাতের বেদনা; পার্শ্ব-শূল বা কৃত্রিম ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহে বেদনার স্কন্ধে চলাচল; ও প্রকোষ্ঠাস্থির স্নায়ুর গতি অনুসারে বেদনার গতি;—এই সকল লক্ষণে রস বাডিকান্স; এবং (৬) জঙ্ঘার নিম্নপর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা, তৎসহকারে কোন প্রকার স্ফীততা বা জ্বরের অবিদ্যমানতা; কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বলতা; অর্থাৎ কলচিকমের ন্যায় লক্ষণে ক্যালমিয়া লাটিফোলিয়া ব্যবহার্য্য। (৭) ঋতু-পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ শীত ঋতুর সমাগমে, ও বায়ুর বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন সংঘটনে অতিশয় অনুভবাধিক্য, সেই অনুভবাধিক্য সহকারে অবশতা ও কীট-চারণাদি অনুভব; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠে, হস্ত, ও পদের অস্থিতে বেদনা; রসটক্সের ন্যায় বিশ্রামকালে বেদনার বৃদ্ধি, কখন কখন বা রোগীর দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাতবৎ স্তব্ধতানুভব; কতিপয় ঘটিকা বা দিবস পর্য্যন্ত রোগ-লক্ষণের স্বল্পবিরাম;—এই সকল লক্ষণে রোডোডেণ্ড্রণ ব্যবস্থেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির পুরাতন বাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রুমেটিক গাউটের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পদাঙ্গুষ্ঠের বাতজনিত কঠিন স্ফীততায় রোডোডেণ্ড্রণ বিশেষ উপযোগী। (৮) গাউট রোগে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাতে লিডম অতিশয় ফলপ্রদ। এই ঔষধ জ্ঞাপক বেদনা উপরের দিকে পরিভ্রমণ করে। সন্ধিস্থলের অস্থির স্ফীততা দৃষ্ট হয়। গাউট রোগে শয্যার উষ্ণতায় বেদনার আধিক্য; পদের স্ফীততা; কলচিকমের অপব্যবহার, ও তজ্জন্য রোগীর অতিশয় বল-ক্ষয় লক্ষণে লিডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিডম ও কলচিকম উভয়েই সন্ধিস্থলে তরুণ ছিন্নকর বেদনা; অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা, এবং গাত্রের অবশতা ও শীতলতা উৎপন্ন করে। রসটক্সের লক্ষণে যেরূপ প্রতি পদ-স্খলনে মস্তিষ্ক ব্যথিত হয় লিডমেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। অপর, লিডমে সন্ধিস্থলে আকৃষ্টবৎ বেদনা জন্মে, সুরাপানে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়; পেশীগুলি স্থান-চ্যুতবৎ অনুভূত হয়।

সেলুলাইটিস।—সেলুলাইটিস বা কোষময় ঝিল্লীর প্রদাহেও রসটক্সের ব্যবহার আছে। ডিপথিরিয়ার আনুষঙ্গিক, ও পূযোৎপন্ন-অক্ষি-গহ্বরের সেলুলাইটিস রোগেই ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে। এই রোগে রসটক্স ও এপিসের সুনিশ্চিত প্রভেদ এই যে এপিস কখনও ব্রণশোথ সংযুক্ত সেলুলাইটিস উৎপন্ন করে না।

কার্ব্বঙ্কল।—কার্ব্বঙ্কল রোগে, প্রারম্ভাবস্থায়, তীব্র বেদনা ও রোগাক্রান্ত স্থানের মলিন-লোহিতবর্ণ লক্ষণে রসটক্স ব্যবহৃত হয়। রোগের প্রথমে ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে এতদ্দ্বারাই সমগ্র উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। তাহা না হইলে, প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় আর্সেনিকম, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, বা এন্থ্রাসাইনম ব্যবহৃত হয়।

এরিথিমা।—রসটক্স এরিথিমা জন্মায় এবং উহাতে সত্বর ফোস্কা উৎপন্ন হয় ও সচরাচর স্ফীততা থাকে, অবশেষে পূয জন্মে ও মামড়ি পড়ে। উদ্ভেদের সমীপবর্ত্তী চর্ম্মভাগ আরক্ত দেখায়।

একজিমা।—একজিমা বা পামারোগেও রসটক্স ব্যবহৃত হয়। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে অক্ষিপুটের সমীপবর্ত্তী কোষময় বিধান-তন্তুর স্ফীততা জন্মে ও তৎসহকারে জ্বালাকর, কণ্ডূয়নশীল ও শীৎকারবৎ বেদনা থাকে। এপিসের বেদনা জ্বালাকর ও হুলবেধবৎ অর্থাৎ 'ষ্টিংইং', রসটক্সের ন্যায় 'টিংগ্লিং' নহে।

পামারোগে, বিশেষতঃ গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের কঠিন, শুষ্ক চিপিটিকা উদ্ভব; চিপিটিকা বিদারিত হইয়া প্রভূত পূয ক্ষরণ; উষ্ণ বস্ত্রাবরণে রাত্রিতে অতিশয় কণ্ডূয়ন; কখন কখন রোগের মূলস্থানের চারিদিকে অপচ্যমান পিড়কার উৎপাদন,—এই সকল লক্ষণে রসটক্সের সহিত মেজেরিয়মের তুলনা করা যায়। মস্তকে ও কর্ণের পশ্চাতে টিনিয়া ফেভোসা জন্মিলে নক্স-জগলান্স একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিসর্প।—স্ফোটাবিশিষ্ট বিসর্পে রসটক্স বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তক, মুখমণ্ডল ও সঙ্গমেন্দ্রিয়ের ত্বকের বিসর্পেই ইহা বিশেষ উপযোগী। রোগাক্রান্ত স্থানের মলিন-লোহিতবর্ণ ও প্রদাহের বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে পরিভ্রমণ রসটক্সের লক্ষণ। এপিস জ্ঞাপক বিসর্প দক্ষিণদিক হইতে বাম-

দিকে প্রসারিত হয় এবং রোগাক্রান্ত স্থানের গোলাপি রং বা মলিন বেগুণি রং থাকে; পিপাসা থাকে না। এপিস্ প্রয়োগোপযোগী বিসর্পে ইডিমা অর্থাৎ স্ফীততা থাকা আবশ্যক করে।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগে নিম্নোক্ত লক্ষণে রসটক্স ব্যবস্থা করা যায়। শিশুর তন্দ্রালুতা ও অস্থিরতা; জিহ্বার আরক্ততা ও কখন কখন মসৃণতা (স্কার্লেটিনায় জিহ্বার মসৃণতা প্রায়ই থাকে না); মুখ-গহ্বরের মলিন আরক্ত ও এক প্রকার বিশেষ স্ফীত আকৃতি; গ্রীবা-গ্রন্থির ও বাম কর্ণ-মূলের স্ফীততা; এই সকল স্থানে পূযোৎপত্তির আশঙ্কা; গ্রীবার কোষময় বিধান-তন্তুর প্রদাহিততা ও তজ্জন্য উহার উপবিষ্ট ত্বকের মলিন আরক্ত বা নীলাভ বিসর্পবৎ বর্ণ; প্রলাপ হইলে সর্ব্বদা মৃদু প্রলাপ; পিড়কাগুলির অসম্যক প্রকাশ, অথবা প্রকাশিত হইলে মলিন বর্ণ উদ্ভেদের উৎপত্তি;—এই সমস্ত লক্ষণে রসটক্স উপযোগী। জীবনী-শক্তিতে রসটক্সের ক্রিয়াবশতই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের অবসাদন নিবন্ধন তন্দ্রালুতা ও মৃদুপ্রলাপ জন্মে। শারীরিক নিঃস্রবের বৈলক্ষণ্য ও বিদাহিতা উৎপন্ন হয়। কেবল গ্রীবা-গ্রন্থি নয়, শরীরের সমস্ত গ্রন্থি, বিশেষতঃ কক্ষ-গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত হয়। রোগীর শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সমগুণ ঔষধ।—এই প্রকার অবস্থায় রসটক্সের পরে (১) ল্যাকেসিস ও এইলান্থস সুব্যবস্থেয় বটে। কিন্তু রসটক্স অপেক্ষা জীবনীশক্তির অধিকতর অবসাদনেই উহারা সমধিক উপযোগী। রোগীর গাত্রে স্বল্প, মলিন, নীলাভ পিড়কা; গলার অভ্যন্তরের স্ফীততা; পশ্চাৎ গ্রীবার কোষময় বিধান-তন্তুতে রস-প্রসেক, অবদরণকর নাসা স্রাব; এবং তন্দ্রালুতা ও বুদ্ধির বিমূঢ়তা লক্ষণেই এইলান্থস বিশিষ্টরূপে ব্যবস্থেয়। (২) অবদরণকর নাসা-স্রাব লক্ষণে এরম ট্রিফাইলম এইলান্থসের সদৃশ। কিন্তু রোগীর মুখের কোণে ক্ষত, বিদারণ ও তথা হইতে রক্তস্রাব, লালার বিদাহিতা; এবং বালকের কোপনতা ও অস্থিরতা;—এইগুলি এরমের অতিরিক্ত লক্ষণ। বেলেডোনায়ও কক্ষ-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন ও কাঠিন্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্কার্লেটিনায় এ প্রকার অবস্থায় বেলেডোনা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রীলোকদিগের রজ-নিবৃত্তিকালে ঈদৃশ কক্ষ-লক্ষণেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (৩)

স্থানে টিনায় কর্ণমূল আক্রান্ত হইলে এবং পিড়কা বসিয়া গিয়া মুখমণ্ডল স্ফীত ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে রসটক্সের সহিত ক্যালকেরিয়া অষ্টিরমের তুলনা হইয়া থাকে।

বসন্ত।—বসন্তরোগে গুটিকাগুলি রক্তের প্রসেক বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলে এবং মলিন রক্তময় মলবিশিষ্ট অতিসার জন্মিলে রসটক্স ব্যবহৃত হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।—রসটক্স গলাভ্যন্তরের আরক্ততা ও স্ফীততা সংযুক্ত প্রভৃত স্রাববিশিষ্ট প্রতিশ্যায় জন্মায়। সুতরাং সমস্ত অস্থিতে তীব্র বেদনা, হাঁচি ও কাসি লক্ষণাপন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাস শুষ্ক, এবং সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, শরীর অনাবৃত করিলেও ইহার আতিশয্য জন্মে, বুকাস্থির উপরার্দ্ধের পশ্চাদ্ভাগ কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক হইয়া থাকে। (মেজেরিয়ম জ্ঞাপক কাসও সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। আর্দ্রতাভোগ জনিত ইনফ্লুয়েঞ্জায়ই রসটক্স বিশেষ উপযোগী।

রক্তাতিসার।—লোহিতাভ পীতবর্ণ আমসংযুক্ত রক্ত ও শেউলি (কর্দ্দমবর্ণ আম) বিশিষ্ট অতিসারে রসটক্স ফলপ্রদ। সুতরাং ঈদৃশ মল লক্ষণাপন্ন রক্তাতিসারে মলত্যাগকালে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা থাকিলে রসটক্স প্রয়োজিত হয়। ডাঃ ফেরিংটন মলিন রক্তময় মল ও মলত্যাগকালে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত ছিন্নকর বেদনা লক্ষণে রক্তাক্ত পূযপূর্ণ গুটিকা বিশিষ্ট একজন বসন্তের রোগীকে রসটক্স ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

উদরস্থ যন্ত্রের প্রদাহ।—অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহ, অন্ত্র-প্রদাহ, অন্ধান্ত্রের প্রদাহ, জরায়ু-প্রদাহ প্রভৃতি উদরের প্রদাহ সন্নিপাত প্রকৃতি ধারণ করিলেও রসটক্স উপযোগী হইতে পারে। সূতিকাবস্থার রোগে সন্নিপাত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রসটক্স একটী প্রধান ঔষধ।

উদর-বেদনা।—বাত-মূলক হউক বা না হউক, উদর-বেদনা অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইলে ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশম পড়িলে রসটক্স

সেবনে আরোগ্য হয়। কলোসিন্থ জ্ঞাপক উদর-বেদনা কেবল অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইলে উপশমিত হয়।

শিরোঘূর্ণন।—সচরাচর বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন বশতঃ এক প্রকার শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। ইহার সহিত অঙ্গ-গৌরবানুভব লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। রসটক্স ব্যবহারে ইহার যাপ্যতা জন্মে। কখন কখন বিচরণকালে এই সকল রোগীর মস্তিষ্কে এক প্রকার আন্দোলন অনুভূত হয়। মস্তিষ্কে ঈদৃশ আন্দোলন অনুভবে রসটক্সের সহিত সিঙ্কোনা, সলফিউরিক এসিড, বেলেডোনা, স্পাইজিলিয়া ও কার্ব্বো এনিম্যালিসের তুলনা হইয়া থাকে।

অভিষ্যন্দ।—গণ্ডমালা-জনিত অভিষ্যন্দ রোগে কনীনিকার উপরে ও চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হইলে; রোগীর অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক জন্মিলে, অক্ষিপুট আক্ষিপ্ত হইয়া নিরুদ্ধ থাকিলে এবং বলপূর্ব্বক বিমুক্ত করিলে তাহা হইতে পীতবর্ণ পূয নির্গত হইলে ও রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে রসটক্স উপকারী।

কঞ্জংটাইভাইটিস।—জলে ভিজিবার পরে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ জন্মিলেও রসটক্স ব্যবহার করা যাইতে পারে। (ক্যালকেরিয়াও প্রয়োজিত হয়)।

আইরাইটিস।—আমবাতিক বা আভিঘাতিক তারকামণ্ডল প্রদাহে চক্ষুর অভ্যন্তর দিয়া বেদনা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সঞ্চারিত হইলে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইলে এবং চক্ষু মেলিবামাত্র অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত অশ্রু নির্গত হইলে রসটক্স ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাহার কাহার এই প্রদাহে পূযও উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রদাহ প্রসারিত হইয়া চক্ষুর দ্বিতীয় পটল আক্রান্ত হইলেও রসটক্স অব্যবস্থেয় নহে।

গ্লকোমা।—গ্লকোমা রোগেও কখন কখন রসটক্স সেবনে উপকার দর্শে।

অর্বিটাল সেলুলাইটিস।—অক্ষি-গহ্বরের কোষময় বিধান-তন্তুর প্রদাহে রসটক্স প্রায় অমোঘ। রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে অন্য কোন বিশেষ ঔষধ ব্যবস্থেয় না হইলে, এই রোগে সর্ব্বদাই রসটক্স ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধ।—এই রোগে কষ্টিকম রসটক্সের ঘনিষ্ঠ সমগুণ। কিন্তু ঈদৃশ লক্ষণে জেলসিমিয়ম, সিপিয়া ও ক্যালমিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অক্ষিপুট ও চক্ষুর চারিদিকের পেশীর স্তব্ধতানুভব ক্যালমিয়ার লক্ষণ।

কর্ণ-বেদনা।—রসটক্স জ্ঞাপক কর্ণবেদনায় রাত্রিতে কর্ণে স্পন্দন অনুভূত হয়; কেহ যেন কাণে ফুৎকার দিতেছে এরূপ বোধ হয়; শয়িতাবস্থায় 'শীশ' প্রভৃতির শব্দ উচ্চতর শুনায়, বোধ হয় যেন কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হনু-বেদনা।—বাতরোগাক্রান্ত রোগীদিগের হনু-সন্ধির হনু-ভগ্নবৎ বেদনায় রসটক্স ব্যবহৃত হয়। রোগীর চর্ব্বণবৎ মুখ ভঙ্গিতে হনুতে কড় কড় শব্দ ইহার লক্ষণ। নিম্ন হনুর সামান্য সন্ধি-বিচ্যুতিতেও রসটক্স ব্যবস্থা করা যায়। ইগ্নেশিয়া ও পেট্রোলিয়মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দন্ত-বেদনা।—দন্ত-বেদনায় বেদনা শীতল প্রয়োগে বিবর্দ্ধিত ও উষ্ণ প্রয়োগে উপশমিত; ও দন্তগুলি শিথিলিত, বা দীর্ঘীভূত অনুভূত হইলে এবং দন্ত-মূলে স্পর্শ-দ্বেষ ও ক্ষতবৎ অনুভব থাকিলে রসটক্স উপযোগী। শীতল হস্ত প্রদানে বেদনার ক্ষণস্থায়ী উপশমেও রসটক্স অব্যবস্থেয় নহে।

পক্ষাঘাত।—অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথবা আর্দ্র স্থানে শয়নাদি সিক্ততা ভোগ বশতঃ বাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষাঘাতে রসটক্স ফলপ্রদ। আর্দ্রতা জন্য পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুগুচ্ছের আবরণ-ঝিল্লীর আমবাতিক প্রদাহ জন্মিয়া সম্ভবতঃ পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইলেই রসটক্স; কিন্তু পৃষ্ঠবংশের মজ্জার প্রদাহ জন্মিলে ডলকামারা উপযোগী। শিশুদিগের পৃষ্ঠবংশমূলক তরুণ পক্ষাঘাতেও রসটক্স ব্যবস্থেয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাতে সলফার রসটক্সের অনুপূরক।

সমগুণ।—(১) হৃদ্রোগে,—আর্ণিকা, ব্রোম, একন, ক্যালমিয়া, পলস, এক্টিয়া, ফাইটো ; (২) টাইফয়েড জ্বরে,—ফস, আর্স, মিউর-এসি, কার্ব্বো-ভেজি, ব্যাপ্টিশিয়া, আর্ণিকা, ফস-এসি, ট্যাবাক্স, ব্রাই; (৩) আমবাতিক রোগে,—আর্ণ, আর্স, সলফ, পেট্রো, রুটা, ষ্টাফি, কালী-কার্ব্ব, লেডম, ভেলেরিয়ান, এনাকার্ড, কোনায়ম, লাইকো, পলস, ফেরম, রস-রাড, ক্যালমিয়া, কলচিকম, রোডোডেন ; (৪) আরক্ত জ্বরে,—ল্যাক, এইলান্থ, এরম, বেল, ক্যালকেরিয়া ; (৫) একজিমা রোগে,—মেজেরিয়ম, নক্স জুগ-লান্স ; (৬) শিরোলগণে,—সিঙ্কোনা, সলফ এসি, বেলেডোনা, স্পাই-জিলিয়া, কার্ব্বো-এন ; এবং (৭) চক্ষু লক্ষণে,—ক্যালকেরিয়া, সিপিয়া, জেলসিমিয়ম, ও ক্যালমিয়ার সহিত রসটক্সের তুলনা হইয়া থাকে।

অনুপূরক।—ব্রাইওনিয়া রসটক্সের অনুপূরক ঔষধ। একদা সাময়িক সংক্রামক টাইফস জ্বরের চিকিৎসায় পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ রসটক্সের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রসটক্স ও ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ পরিব্যক্ত হইলে ব্রাই-ওনিয়া ব্যবহার করিয়া হানিমান বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন, কেবল দুই জনের মাত্র মৃত্যু হইয়াছিল। তাহা হইতেই তিনি রসটক্স ও ব্রাইওনিয়ার অনুপূরক সম্বন্ধ প্রথম আবিষ্কার করেন। তদবধি টাই-ফস জ্বরে পর্য্যায়ক্রমে এই দুই ঔষধের বহুল ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, এবং এতদ্দ্বারা বিস্তর রোগীর প্রাণ রক্ষা পাইতেছে। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণে ব্রাইওনিয়া, ও রসটক্সের লক্ষণে রসটক্স এরূপ পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবস্থা অবিধেয় বা অসঙ্গত নহে।

প্রতিকূল।—রসটক্সের সহিত এপিসের প্রতিকূল সম্বন্ধ। দেখিতে এই দুই ঔষধের সাদৃশ্য দেখাইলেও ইহারা একটীর পরে আর একটী উত্তমরূপে উপযোগী হয় না।

বিষমগুণ।—বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কফি, ক্রোটে, সলফ। রসটক্স-জনিত বিষাক্ততায় সিপিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

সলফার।

বিশেষ বিবরণ।

সলফারের সহিত প্রায় সকল ঔষধেরই কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। এজন্য কোন ঔষধ প্রযোগ করিয়া ভালরূপে প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সলফারের সহিত রোগের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক যখন কোন রোগে যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না তখন এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া, হয় এতদ্দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়, নয় রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কোন ঔষধে উহা আরোগ্য হইবার উপযোগী হইয়া উঠে। হানিমান প্রোক্ত "সোরা" নামক ধাতু-দোষের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সলফারের এই প্রকার ক্রিয়া দর্শে। কোন রোগ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে বিতাড়িত হইয়া বিলুপ্ত হইলে যে এক প্রকার ধাতু-দোষ জন্মে তাহাকেই সোরা বলে। সোরা-দোষ শরীরে থাকিলে অন্য যে কোন রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতেই কতকটা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা,—বাহ্য-প্রযোগের ঔষধ ব্যবহারে কোন চর্ম্ম-রোগ বিতাড়িত বা বিশুষ্ক হইয়া, কিছুদিন পরে রোগীর অন্য কোন রোগ জন্মিলে ও সেই রোগ চর্ম্ম-রোগ না হইয়া কোন স্বতন্ত্র রোগ হইলে; তাহারও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মনে করুন যে শর্দ্দি লাগিয়া একরূপ কোন রোগীর নিউমোনিয়া জন্মিল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ত্বকে লুপ্ত উদ্ভেদ পুনরায় প্রকাশিত হয় সে পর্য্যন্ত সেই নিউমোনিয়া আরোগ্য হয় না। বিলীন উদ্ভেদ পুনঃ প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বে যে ঔষধ একেবারেই কার্য্য করে নাই তদ্দ্বারাই এরূপ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। সলফার প্রয়োগে অনেক সময় ঈদৃশ লুপ্ত রোগ পুনরায় উপস্থিত হয় এবং এই জন্যই এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাঁচড়া বিলোপের পরেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

মুখমণ্ডলের বর্ণের অপ্রগাঢ়তা ও সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা লক্ষণাপন্ন

ব্যক্তিদিগের পক্ষে সলফার বিশেষ উপযোগী। চর্ম্মরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ ত্বকের কর্কশতা ও খরস্পর্শতা থাকিলে, এবং সহজে এরিথিমা, একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মিলেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। সলফার জ্ঞাপক রোগীর শরীরে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকে। এই দুর্গন্ধ কতকটা অপরিচ্ছন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ, জলের সংস্পর্শ তাহার ভাল লাগে না। স্নান করিলে অসুখ বৃদ্ধি পায়; জলে তাহার নিশ্চিত অরুচি বা বিরক্তি থাকে। এই বিশেষ দুর্গন্ধ শরীর প্রক্ষালন করিলেও দূর হয় না; অতএব চর্ম্মোদ্গত অপবিত্র বাষ্প হইতেই ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়। সলফারের রোগীর দেহ-তন্তুগুলি স্থূল; এবং চুলও স্থূল ও খরস্পর্শ থাকে। বিয়ার, এল, হুইস্কি প্রভৃতি উগ্র মদিরাপানে তাহার বিশেষ অনুরক্তি দেখা যায়। পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা বশতঃ সে একটু কুব্জ হইয়া হাঁটে; এবং তাহার শরীরে যথা-ব্যবস্থিত ঔষধও ভাল কাজ করে না। ঔষধের ঈদৃশ প্রতিক্রিয়ার অসম্যকতায় যে কেবল সলফারই ব্যবহৃত হয় এমন নহে, সোরিনম ও কুপ্রমাদিরও ব্যবহার আছে। বক্ষঃস্থলের রোগে, বিশেষতঃ ফুসফুসের পীড়ায় যথাবিহিত চিকিৎসায় উপকার না দর্শিলে লরোসিরেসস; স্নায়বীয় রোগে ভেলেরিয়ান ও এম্ব্রা গ্রিসিয়া; এবং উদরের রোগে ও শীতল শ্বাস ও শীতল জানুবিশিষ্ট পতনাবস্থায় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবস্থা করা যায়।

আময়িক ব্যবহার।

রক্তাধিক্য।—সলফার প্রয়োগোপযোগী রোগে প্রায়ই রক্ত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে। শৈরিক রক্ত-সঞ্চলনেই প্রধানতঃ সলফারের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার ক্রিয়ায় এক প্রকার রক্তাধিক্য জন্মে। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সর্ব্বাঙ্গীন রক্তাধিক্য নহে; রক্তসঞ্চলনের অসামঞ্জস্যবশতঃ শরীরের কোন কোন স্থানে রক্ত-সঞ্চয় মাত্র। উদরের উপদ্রব হইতে, বিশেষতঃ যকৃৎ-শিরার রক্তপূর্ণতা জন্য সচরাচর এই সকল রক্ত-সঞ্চয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অভ্যস্ত স্রাব-নিঃসরণ, বিশেষতঃ অর্শের রক্তস্রাব সহসা অবরুদ্ধ হইয়া রক্তাধিক্য জন্মিলে সলফার সুব্যবস্থেয়। যথা,—সহসা অর্শের

রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া মস্তকের বা যকৃতের পূর্ণতা অনুভূত হইলে, অর্থাৎ এই সকল যন্ত্রে রক্তসঞ্চয় জন্মিলে সলফার সেবনে রক্তসঞ্চয় বিদূরিত ও অবরুদ্ধ-স্রাব পুনর্বার বিনির্গত হয়। তৎপরে এই স্রাব-নিঃসরণ আরোগ্যার্থে লক্ষণানুসারে সলফার বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মস্তকের রক্ত-সঞ্চয়।—মস্তকের রক্ত-সঞ্চয়ে কর্ণ-নাদ থাকিলে অর্থাৎ শ্রবণ-স্নায়ুতে রক্তসঞ্চয় জন্মিলে, মুখমণ্ডলের আরক্ততা এবং অনাবৃত বায়ুতে উহার বৃদ্ধি ও উষ্ণ গৃহে উপশম, মস্তকে গুরুত্ব ও বিদীর্ণপ্রায় পূর্ণত্ব; এবং মস্তক অবনত করিলে উপচয়,—এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান রহিলে সলফার ব্যবস্থেয়।

বক্ষঃস্থলের রক্ত-সঞ্চয়।—ফুসফুসের রক্তস্রাব সংযুক্ত বা পরিশূন্য বক্ষঃস্থলের রক্ত-সঞ্চয়ে অতিশয় শ্বাসকষ্ট; রোগীর যাতনানুভব ও তজ্জন্য গৃহের সকল দ্বার ও গবাক্ষ উদ্ঘাটনের ইচ্ছা, এবং বক্ষঃগহ্বরে অতিরিক্ত রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ প্রবল হৃৎকম্প লক্ষণে সচরাচর সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের রক্তাধিক্য।—হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্ত প্রধাবিত হইলে ও হৃদাকুঞ্চনে সেই রক্ত সত্বর বিদূরিত না হইলে, বিশেষতঃ রাত্রিতে সহসা হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রধাবিত হইয়া প্রবল হৃৎস্পন্দ, শ্বাস-কষ্ট, ও অনাবৃত বায়ু-শূন্য স্থানে শ্বাস-রোধের আশঙ্কানুভব জন্মাইলে সলফার ব্যবস্থেয়। দিবসেও উচ্চস্থান আরোহণকালে হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত ক্রিয়াবশতঃ এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক সময় রোগীর এরূপও অনুভূত হয় যে তাহার হৃৎপিণ্ড বক্ষঃগহ্বর অপেক্ষা বৃহত্তর।

শরীর-দ্বারের রক্তাধিক্য।—শরীরের বিবিধ দ্বারের আরক্ততা রক্ত-সঞ্চলনের অসামঞ্জস্যের অন্যতর প্রমাণ এবং সলফার প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ওষ্ঠের অতিশয় রক্তবর্ণ সলফারের লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে ফুসফুস-প্রদাহ, আরক্তজ্বর, রক্তাতিসার ও এনিমিয়ায় সলফার ব্যবহৃত হয়। শরীরের অন্যান্য স্থানের বর্ণ স্বাভাবিক সত্ত্বেও কর্ণের আরক্ততা লক্ষণে সচরাচর এই ঔষধে বালকদিগের কর্ণ-বেদনা; এবং বিসর্প রোগ নিবারিত হয়। অক্ষিপুটের প্রান্তভাগেও

রক্তরঞ্জিতবৎ এই আরক্ততা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মলদ্বারেও স্পর্শ-দ্বেষ সহকারে ঈদৃশ রক্তবর্ণ বিদ্যমান দেখা যায়। বালক মলত্যাগকালে যাতনায় চিৎকার করে। বালকদিগের অতিসারে এই লক্ষণানুসারে সলফার ব্যবস্থা করা যায়। ভগেও এই আরক্ততা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

উত্তাপাবেশ।—উত্তাপাবেশ অনিয়মিত রক্তসঞ্চলনের অপর একটী লক্ষণ। রজ-নিবৃত্তিকালে স্ত্রীলোকদিগের যে উত্তাপাবেশ (ফ্লাশেস-অভ-হীট) জন্মে, কেবল যে তাহাতেই বিশিষ্টরূপে সলফার উপযোগী হয় এমন নহে, যে কোন রোগে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় উত্তাপাবেশ উৎপন্ন হইলে সলফার উপকার করে। এই ঔষধ জ্ঞাপক উত্তাপাবেশের পরে শরীর অত্যধিক স্বেদার্দ্র হয় ও তাহাতে উহার উপশম জন্মে। উত্তাপাবেশের সহিত মস্তক-শিখরে উত্তাপানুভব, পদের শীতলতা ও উদরোর্দ্ধদেশে দুর্ব্বলতা এবং পূর্ব্বাহ্ণে দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত এই দুর্ব্বলতার বিশেষ আধিক্য,—এই তিনটী লক্ষণ থাকিলে সলফার কখনও নিস্ফল হয় না। কিন্তু উদরোর্দ্ধদেশে দুর্ব্বলতা না থাকিলেও অনেক সময় এই ঔষধে উত্তাপাবেশ আরোগ্য হইয়া থাকে। রজোনিবৃত্তিকালের উত্তাপাবেশে ল্যাকেসিস, সলফিউরিক এসিড, নাইট্রাইট-অভ-এমিল এবং কালী বাইক্রমিকমও ব্যবহৃত হয়।

জ্বর।—জ্বর সলফারের ক্রিয়াজনিত রক্ত-সঞ্চলনের বৈষম্যের অপর দৃষ্টান্ত স্থল। সন্নিপাত জ্বর বা পূয-দুষ্ট রক্তজনিত জ্বরে এই ঔষধের বিশেষ ব্যবহার নাই। স্কার্লেটিনা, টাইফয়েড জ্বর, ও পূযদুষ্ট জ্বরে সাধারণতঃ শোণিতের যেরূপ বিধান-বিকার জন্মে সলফারে রক্তের তদ্রূপ পরিবর্ত্তন যে সাধিত হয় তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, সুতরাং কেবল রক্তের-বিধান-বিকার লক্ষণেই জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয় না। এই ঔষধ প্রয়োগের অন্যান্য কারণও আছে। স্বল্পবিরাম বা অবিরাম জ্বরে সলফার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট ব্যবহার করিয়াও রোগীর গাত্রের উত্তাপ ও পরিশুষ্কতা থাকিয়া গেলে এবং প্রতিক্রিয়া, বা জ্বর বিচ্ছেদকর ঘর্ম্ম নিঃসরণ না হইলে একোনাইটের পর সলফার ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জ্বরের একেবারে বিরাম হয় না বলিয়া ইহাকে অবিরাম বা সন্তত জ্বর; অথবা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে একটু হ্রাস

পড়ে বলিয়া সন্তত-সবিরাম জ্বর বলে। ঈদৃশ জ্বরে সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম জন্মিলে অর্থাৎ তন্দ্রা-দোষ ; জিহ্বার পরিশুষ্কতা এবং উহার শিখর ও প্রান্তভাগের আরক্ততা ; জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ধীরে ধীরে উত্তরদান ; ও অতিশয় দাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরস্থ অম্লজান বায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াই এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাতে সলফার প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। সবিরাম জ্বরেও সলফার প্রযোজিত হইয়া থাকে। যদিও সলফার সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ ঔষধ নহে তথাপি ইহার লক্ষণে পর্য্যায়শীলতা আছে। রোগীর নিশ্চেষ্টতা ও ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দান, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও শীতের অনিবৃত্তি ; বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরের স্বল্পবিরামে অথবা স্বল্প বিরাম জ্বরের সবিরামে পরিণতি ;—এই সকল লক্ষণে সলফার ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ সপর্য্যায়ে প্রত্যাবৃত্ত, ম্যালেরিয়া জনিত মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে অন্যান্য ঔষধ ব্যর্থ হইলে সলফার আবশ্যকীয় হইতে পারে। এই রোগে সিঙ্কোনা ও আর্সেনিকমও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধ।—এই সকল জ্বরে সলফারের পরে সাধারণতঃ ব্যাপ্টিসিয়া ও আর্সেনিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সলফারের লক্ষণাপেক্ষা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই এই দুই ঔষধ উপযোগী হয়। (১) সন্নিপাতপ্রবণ জ্বরেই ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষ অধিকার। সলফার অপেক্ষা মন্দাবস্থায় ইহা প্রযোজিত হয়। যখন নিশ্চেষ্টতা কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দানে নিবদ্ধ না থাকিয়া সুপ্তিতে পরিণত হয়, এবং রোগী জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে, জিহ্বা কেন্দ্র-স্থানের নিম্নে কপিশ বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে এবং দন্তে দন্ত-শর্করা (সর্ডিস) জন্মে ; মুখ-পথে ও অন্ত্র-পথে বিনিঃসৃত স্রাবে অর্থাৎ বমন বিরেচনাদিতে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় ; মুখাকৃতি বুদ্ধি-শূন্যবৎ দেখায় ; এবং রক্ত বিষদুষ্ট হইয়া, অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী প্রবল শারীরিক উত্তাপ বশতঃ প্রকৃতই বিসমাগিত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাপ্টিসিয়া ফলপ্রদ। (২) প্রাদাহিক জ্বরে সলফার বা একোনাইট ব্যবহারোপযোগী অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে আর্সেনিকম ব্যবহৃত হয়। যখন একোনাইটের লক্ষণের ন্যায় অস্থিরতা ; পূর্ণ, উল্লম্ফনশীল নাড়ী ; উৎকণ্ঠা ও

মৃত্যু-ভয় থাকে ; অথচ বিধান-তন্তুর প্রগাঢ় পরিবর্ত্তনের নিদর্শন দৃষ্ট হয় ; প্রদাহিত স্থান বিনষ্ট হইতে থাকে ; রোগের লক্ষণ মধ্যরাত্রের পরে বৃদ্ধি পায় ; জ্বালাকর পিপাসা বশতঃ রোগী বারে বারে অল্প অল্প জলপান করে, অথবা জলপানে রোগ লক্ষণগুলি, বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থানের জ্বলন্ত অঙ্গার-বৎ জ্বালা বৃদ্ধি পায় বলিয়া জলপানে অসম্মত হয়, তখন আর্সেনিকম ব্যবস্থেয় হয়। এই সকল লক্ষণ সত্ত্বেও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

গণ্ডমালা।—লসিকা মণ্ডলীতে অর্থাৎ গ্রন্থি ও লসিকাবাহিনী নাড়ীতে সলফারের ক্রিয়া নিবন্ধন গণ্ডমালা রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, লসিকামণ্ডলী আক্রান্ত হইয়াই গণ্ডমালা জন্মে। গণ্ডমালায় সলফার অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায়, যখন উহার প্রথম নিদর্শন প্রকাশ পায় তখন, বিশেষতঃ রোগীর পূর্ব্বোল্লিখিত সলফার জ্ঞাপক বিশেষ প্রকৃতি থাকিলে, সলফার সেবনে অতিশয় উপকার দর্শে। নিদ্রাবস্থায় মস্তকে ঘর্ম্ম, পামা, ও স্ফোটকাদি উদ্ভেদ-প্রবণতা, শিশুদিগের শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা মস্তকের বৃহত্ত্ব ; অস্থি-বিবর্দ্ধনের ত্রুটি বশতঃ দীর্ঘকাল ব্রহ্মরন্ধ্রের অসংযোজন ; কেরিজ, রিকেটস ও পৃষ্ঠবংশের কুব্জতা প্রভৃতি অস্থিরোগ-প্রবণতা ; শিশুর অতি ক্ষুধা, খাদ্যাখাদ্য যাহা দেওয়া যায় তাহাই আগ্রহ-পূর্ব্বক খাইতে চেষ্টা ; সমীকরণ-ক্রিয়ার অসম্যকতা ; গ্রন্থিগুলির এতই রুগ্নতা যে প্রচুর পরিমাণে আহার গ্রহণ করিলেও শরীরের অপরিপোষণ এবং তজ্জন্য শিশুর সর্ব্বদা ক্ষুধা ও শীর্ণতা ; বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত ও বিশুষ্ক আকৃতি ; এবং আকুঞ্চিত, লোলিত ও ঈষৎ পীতবর্ণ ত্বক ; —এই সকল লক্ষণে সলফার উপযোগী। কখন কখন রোগের প্রারম্ভে অধিকাংশ লক্ষণ দৃষ্টে গণ্ডমালা বলিয়া অবধারিত হইলেও কোন ঔষধ যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না, এরূপ অবস্থায় সলফার ব্যবহার করিলে রোগের লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মারাসমাস।—বালকদিগের মারামাস বা ক্ষয়-রোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির অধিকাংশ বিদ্যমান থাকিলে সলফার প্রয়োগ করা যাইতে

পারে। এই রোগে পূর্ব্বাহ্ণ এগারটার সময় অতিশয় ক্ষুধা; মস্তকের শিখর-দেশে উত্তাপ ও পদের শীতলতা;—এই তিনটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সলফার কখনও বিফল হয় না। কেবল মস্তকে উত্তাপ লক্ষণে ক্যালকেরিয়া বা ফসফরাস উপযোগী।

টুবারকিউলোসিস।—টুবারকিউলোসিস বা গুটিকা রোগেও সলফার অতিশয় উপকারী। শরীরের যে কোন স্থান কেন এই রোগে আক্রান্ত না হউক তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। টুবারকিউলার হাইড্রোসিফেলাস বা গুটিকা-জনিত মস্তকোদক রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই রোগের তৃতীয়াবস্থায় এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শে না; কিন্তু প্রারম্ভাবস্থায় যখন প্রবল আক্ষেপ, অকস্মাৎ মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ; মস্তক ধারণে গ্রীবার অধিক চেষ্টা আবশ্যক না করে এজন্য মস্তক নিম্ন করিয়া শয়নপ্রবৃত্তি; নিদ্রাবস্থায় চিৎকার; নিদ্রাক্রান্ত হইলে এক বা উভয় জঙ্ঘার উৎক্ষেপ; নিদ্রাকালে ভীতবৎ শব্দ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও চক্ষুর তারার প্রসারিততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন সলফার ব্যবস্থেয়। এই সকল লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য নহে। বেলেডোনা দ্বারা টুবারকিউলার মিনিঞ্জাইটিস আরোগ্য হইতে পারে না, কখনও আরোগ্য হয় নাই এবং কদাপি আরোগ্য হইবে না। এই সকল মস্তিষ্ক-লক্ষণের সহিত সলফারের সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণও বিদ্যমান থাকে এবং রোগের লক্ষণগুলিতে অল্পবিস্তর পর্য্যায়শীলতা দেখা যায়।

ফুসফুসের টুবারকিউলোসিস অর্থাৎ যক্ষ্মারোগে কেবল প্রারম্ভাবস্থায়ই সলফার উপযোগী। এই রোগে অতি সাবধানে সলফার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অসাবধানেও অনুপযুক্তরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে যে রোগ আরোগ্য করিতে ইচ্ছা করা যায়, তাহাই সত্বর বাড়িয়া পড়ে। সলফার শরীরস্থ নির্ব্বাপিত রোগ উত্তেজিত করে। অতএব নিশ্চিতরূপে নির্ব্বাচিত না হইলে ইহা প্রয়োগ করা ও বারংবার পুনঃপ্রয়োগ করা বিহিত নহে। শরীর অতিশয় উত্তপ্ত অনুভব; প্রবল শীত ঋতুতেও রোগীর জানালা খুলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা; ঘন ঘন উত্তাপাবেশ; আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব; মস্তক-শিখরে উত্তাপ; পদের শীতলতা, উচ্চস্থানে আরোহণে হৃদ্‌কম্প; বামবক্ষের অভ্য-

স্তর দিয়া স্তন-বৃন্ত হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা ;—এইগুলি সলফারের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে যতদূর উচ্চক্রমের ঔষধ মনঃপূত হয় তাহারই এক, দুই বা তিনমাত্রা ব্যবহার করিয়া ফলাফল প্রতীক্ষা করা উচিত। অনেক রোগীর ইহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু সকলের হয় না।

মধ্যান্ত্র-গ্রন্থির টুবারকিউলোসিস জন্মিলে ক্ষয় ও গণ্ডমালা রোগে উল্লিখিত সলফারের লক্ষণানুসারেই সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সন্ধি-রোগ।—বক্ষণ-সন্ধির রোগে ও শ্বেতবর্ণ স্ফীততায় সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণদৃষ্টে সলফার ব্যবস্থিত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—গুটিকাজনিত এই সকল রোগে সলফারের সহিত ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম ও ফসফরাসের তুলনা করা যাইতে পারে। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের পক্ষে সাধারণতঃ সলফারের পরে এই দুই ঔষধ উপযোগী হয়। মস্তিষ্ক-লক্ষণ অপেক্ষা রোগীর সাধারণ প্রকৃতি অনুসারেই ইহারা অধিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। বিধান-তন্তুর অসম্যক বিবর্দ্ধন এই তিন ঔষধেরই লক্ষণ। সলফার জ্ঞাপক রোগী ক্যালকেরিয়ার রোগী অপেক্ষা ক্ষীণকায়। স্থূলকায়, লোলিত ও দৃশ্যতঃ পরিপুষ্ট বালকদিগের পক্ষেই ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপযোগী। এই সকল বালকের গাত্র পাণ্ডুর ও পেশী কোমল থাকে, সুতরাং শরীরের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা বসাভাগই সমধিক বিবর্দ্ধিত হয়। সলফারের রোগীর ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ থাকে ; ক্যালকেরিয়ার ঘর্ম্ম শীতল এবং উহা মস্তকের ত্বকে উৎপন্ন হয়। (২) স্থূলত্ব অপেক্ষা কৃশত্ব প্রবণতা ; বৃহৎ লোলিত উদর ; ও ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগের দ -কাল অসংযোজন ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার লক্ষণ। (৩) এপিস, টুবারকিউলার মিনিঞ্জাইটিস রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত সলফারের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কোন উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া যে মস্তিষ্ক-লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে এই দুই ঔষধই ব্যবহৃত হয়। পুরাতন উদ্ভেদ বিলোপে সলফার, এবং তরুণ উদ্ভেদ বিলোপে এপিস উপযোগী। কিন্তু মস্তিষ্কে সুস্পষ্ট রস-প্রসেক (একিউজন) হইলে ও রোগী এক এক বার তীব্র চিৎকার করিয়া উঠিলে এপিস সুব্যবস্থেয়। অপর, এই দুই ঔষধের

অস্থিরতায়ও প্রভেদ লক্ষিত হয়। সলফারের রোগী একেবারেই নিদ্রা যায় না, অথবা নিদ্রা হইতে সহসা চমকিত হইয়া উঠে, কিম্বা বিড়ালের ন্যায় তন্দ্রা যায়। এপিসের লক্ষণে শিশুর নিদ্রালুতা থাকে; সে তীব্র চিৎকার পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে সহসা জাগরিত হয়, তাহার সম্যক বা আংশিক চৈতন্য থাকিতে পারে; সে নিদ্রালুতা সত্ত্বেও নিদ্রা যাইতে পারে না।

মনোবিকার ও গুল্মবায়ু।—রক্তসঞ্চালনের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলেও সলফারের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন জন্মে। সলফারের সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে গুল্ম-বায়ুতেও এই ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে। রোগিণী উন্মাদিনীর ন্যায় আপনাকে অতিশয় ধনশালিনী মনে করিলে, অনর্থক স্বীয় পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিলে, পুরাতন মলিন নেকড়াগুলি অতি সুন্দর মনে করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা লইয়া ক্রীড়া করিলে, আবার কখনও বা তাহার গভীর বিষ-ণ্ণতা, সম্পূর্ণ অলসতা ও অনাবিষ্টতা জন্মিলে। (এই অনাবিষ্টতা ফসফরিক এসিডজ্ঞাপক উদাসীনতা নহে) কখনও বা তাহার ধর্ম্মোন্মাদ, স্বকীয় মুক্তিলাভে নিরাশা, কেবল আপনার আত্মার নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও অপরের আত্মার বিমুক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা উপস্থিত হইলে; এবং কোন সময়বা, (বিশেষতঃ রোগী বালক হইলে,) অসহ্য ক্রুদ্ধতা ও কোপনতা প্রকাশ পাইলে সলফার ফলপ্রদ।

শিশু-বিসূচিকা।—শিশু-বিসূচিকায় হাইড্রোসিফেলয়েড্ অর্থাৎ হাইড্রোসিফেলাসের ন্যায় মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শিশু প্রায় অচেতনবৎ পড়িয়া থাকিলে; তাহার বদন পাণ্ডুর ও মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ কপাল শীতল ঘর্ম্মে অভিষিক্ত (এস্থলে এটী ভিরেট্রমের লক্ষণ নহে); চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মূত্র অবরুদ্ধ (অতীব বিপদজনক লক্ষণ); মধ্যে মধ্যে অঙ্গোৎক্ষেপ, ও সময়ে সময়ে চিৎকার পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সলফার অতিশয় ফলপ্রদ। অতিসার তখনও বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক ঈদৃশ অবস্থায় সলফারের সমতুল্য অন্য কোন ঔষধ নাই। ইহাতে বেলেডোনা জ্ঞাপক মস্তকের প্রবল আন্দোলন, মুখমণ্ডলের রক্তপূর্ণতা, ও চিৎকার;

এবং এপিসসূচক মস্তিষ্কের উপদাহজনিত চিৎকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সলফার জ্ঞাপক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠবংশের রোগ।—পৃষ্ঠবংশেও সলফারের ক্রিয়া দর্শে; ও তদ্দ্বারা উহার নানা প্রকার রোগ জন্মে। সুতরাং পৃষ্ঠবংশের কতকগুলি রোগে সলফার ব্যবহৃত হয়। সর্ব্ব প্রথম, পৃষ্ঠবংশের উপদাহে এই ঔষধে উপকার হয়। কশেরুকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে চাপ প্রদানে রোগীর মুখাকৃতির বিকৃতি জন্মিলে ইহা ব্যবস্থেয়। ঋতু-বিলোপ, বিশেষতঃ অর্শের রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠবংশের রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হইলে সলফার ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রোগে শরীর সহসা সামান্যরূপে সংবর্ধিত হইলে পৃষ্ঠবংশে তীব্র বেদনা; ও কটিতে ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ, তৎসহকারে সচরাচর পায়ের শীতলতা লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়।

পক্ষাঘাত।—প্যারাপ্লিজিয়া বা উভয় জঙ্ঘার পক্ষাঘাতে সলফার ব্যবহৃত হয়। সলফার প্যারাপ্লিজিয়া উৎপন্ন ও আরোগ্য করে। পৃষ্ঠ-বংশীয় মজ্জার ঘনীভূততা বা কোমলতা, অথবা উহার আবরণ-ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ সম্ভূত অতি প্রবর্দ্ধিত পক্ষাঘাতে এই ঔষধ সুব্যবস্থেয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ মূত্রাবরোধ, শলাকা দ্বারা নিঃসারিত মূত্রের আবিলতা ও অতিশয় দুর্গন্ধ, এবং নাভীপর্য্যন্ত সম্প্রসারিত অবশতা লক্ষণে, জঙ্ঘাদ্বয়ের পক্ষাঘাতে সলফার সুন্দর উপকার করে। এই রোগে সলফার অধ্যবসায় সহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল রোগীই যে এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইবে এমন নহে। অনেক রোগীর এই রোগ একেবারেই আরোগ্য হয় না। তবে যাহাদের রোগের মূলকারণ তত প্রাচীন নহে, এবং পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার বিধান-বিকার অধিক প্রগাঢ় নহে তাহাদের রোগই এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা।—পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতায় রোগীর সলফার-জ্ঞাপক অবশীর্ণ আকৃতি; বক্ষঃস্থলে শূন্যতা ও ক্ষীণতা অনুভব; কথা বলিলে শ্রান্তি, ও পূর্ব্বাহ্নে উদরোর্দ্ধদেশে দুর্ব্বলতা লক্ষণ থাকিলে সময়ে সময়ে সলফার প্রয়োগে উপকার দর্শে। বিবিধ তরুণ রোগ হইতে আরো-

গোমুখ অবস্থায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও সলফার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাত।—তরুণ ও পুরাতন বাতে প্রদাহিত স্ফীততা যখন উপরের দিকে উঠিতে থাকে; যথা, পায়ে আরম্ভ হইয়া দেহে উপস্থিত হয়; শয্যায় শয়নে ও রাত্রিকালে বেদনা বৃদ্ধি পায়; পদদ্বয়ের জ্বালাকর উত্তাপ বশতঃ রোগী উহা অনাবৃত করিয়া রাখে, তখন সলফার ব্যবস্থেয়। পুরাতন বাতেই ইহা অধিক উপযোগী। কিন্তু তরুণ প্রাদাহিক বাতে নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিরক্তিকর অঙ্গোৎক্ষেপ লক্ষণ জন্মিলে তাহার প্রতীকারে সলফার বিশেষ ফলপ্রদ।

সাইনোভাইটিস।—সাইনোভাইটিস বা স্নৈহিক ঝিল্লীর প্রদাহে, বিশেষতঃ রস-প্রসেকের পরে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রোগে বিশেষতঃ জানুতে রোগ জন্মিলে সলফার অতি সত্বর আশোষণ জন্মায়।

প্লুরিসি।—মাস্তক ঝিল্লীতে সলফারের ক্রিয়া নিবন্ধন প্লুরিসি রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাম ফুসফুসের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীব্র সূচীভেদবৎ বেদনা, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে ও অল্পমাত্র নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি পাইলে ইহা প্রয়োজিত হয়। যথোপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না দর্শিলে, বিশেষতঃ ফুসফুসবেষ্টে রস-প্রসেক হইয়া থাকিলেও ইহা উপকারী। এই অবস্থায় এপিসও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

পেরিটোনাইটিস।—পেরিটোনাইটিস রোগে রোগাক্রান্ত স্থানের মুখ্য লক্ষণ অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টেই সলফার ব্যবহৃত হয়।

চক্ষুরোগ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সলফারের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া প্রতিশ্যায় ও নিউমোনিয়া রোগে; এবং চক্ষুর শুক্ল-মণ্ডল-প্রদাহে সলফারের ব্যবহার আছে। চক্ষুতে শৈল্য প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রদাহ জন্মিলে ও একোনাইট ব্যবহারে কোন ফল না দর্শিলে সলফার বিশেষ উপযোগী। গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহে, সলফারসূচক রক্তসঞ্চয়-প্রবণতা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর আরক্ততা, ও চক্ষে ভগ্ন কাচ খণ্ড

থাকার ন্যায় অনুভব, গ্রীষ্মকালে বা তপ্ত চুল্লীর নিকট অর্থাৎ উত্তাপের প্রসারণী শক্তিতে প্রদাহের বৃদ্ধি; এবং শীতকালে উপশম ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে কিরেটাইটিস রোগেও সলফার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাসা-রোগ।—নাসিকার প্রতিশ্যায়ে ঘনঘন সর্দ্দি লাগিলে, বিশেষতঃ পুরাতন প্রতিশ্যায়ে নাসা-রন্ধ্রে চিপিটিকা, নাসিকার স্ফীততা, নাসিকা হইতে সহজে রক্তপাত, এবং নাসা-পার্শ্বের রক্তবর্ণ ও চিপিটিকা এবং গৃহের অভ্যন্তরে নাসাবরোধ ও বাহিরে অনাবৃত বায়ুতে শ্বাসের অপ্রতিবন্ধকতা লক্ষণে সলফার ব্যবহৃত হয়। নাসা-দ্বারের আরক্ততা সলফারের একটী বিশেষ লক্ষণ।

স্বরযন্ত্র-প্রদাহ।—স্বরযন্ত্র-প্রদাহে ও বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়েও অতিশয় গভীর স্বরবিশিষ্ট স্বরভঙ্গ, অথবা প্রাতঃকালে বিবর্দ্ধিত স্বর-নাশ লক্ষণে সলফার ফলপ্রদ। রোগ যতই অধিক পুরাতন হয় ততই সলফার সমধিক উপযোগী হইয়া থাকে।

ব্রঙ্কাইটিস।—ব্রঙ্কাইটিস, বিশেষতঃ পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে অধিক পরিমাণে গাঢ় শ্লেষ্মাসংযুক্ত পূযসঞ্চয়, মধ্যে মধ্যে শ্বাস-রোধের আক্রমণ, ও হৃৎকম্প; তজ্জন্য বাতায়ন উদ্ঘাটনের প্রয়োজন, মস্তক নিম্ন করিয়া শয়নে কাসের বৃদ্ধি, ও কখন কখন তাহার এত প্রাবল্য যে তন্নিমিত্ত বিবমিষা ও বমনের উৎপত্তি;—এই সকল লক্ষণে সলফার ব্যবস্থেয় হয়।

নিউমোনিয়া।—ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় ফুসফুসে যে রক্তাধিক্য জন্মে তাহা দূর করিয়া সলফার সময়ে সময়ে নিউমোনিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারে। এই রোগের সূচনাবস্থায় লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে সলফার ব্যবহারে অনেক সময় নিউমোনিয়া নিবারিত হইয়া থাকে। প্রতিষেধের সময় অতীত হইলেও রস-প্রসেকের প্রারম্ভে অর্থাৎ নিরেটত্ব জন্মিবার সূচনায় সলফার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তখনও এতদ্দ্বারা রোগের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার, রোগ যখন সত্বর আরোগ্য হয় না ও ফুসফুসে গুটিকা উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা

জন্মে, সে সময়েও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অপর, সন্নিপাত-সম্ভাবনা বিশিষ্ট নিউমোনিয়ায়ও আস্তে আস্তে কথা বলা, ও শুষ্ক জিহ্বাদি লক্ষণে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন ফুসফুস স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হয় না, উহার বিধান-তন্তু বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা জন্মে, আকর্ণনে ফুসফুসের নানা প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ শুনা যায়, পূয ও শ্লেষ্মাময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে, বিলেপী জ্বর প্রকাশ পায় এবং রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন সলফার ব্যবহারে তাহার প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু টুবারকেল বা গুটিকা উৎপন্ন হইলে ইহা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। সে সময় শ্যাকেসিসই উপযুক্ত ঔষধ। যক্ষ্মারোগের কেবল প্রথমাবস্থায়ই সলফার উপযোগী, প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় এই ঔষধ কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বরূপ অবস্থায় যখন বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য জন্মে, ফুসফুসের শিখর-দেশে অঙ্গুলীর আঘাত করিলে ঘন-গর্ভ শব্দ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস জনিত বক্ষঃস্থলের উপরি ভাগের সঞ্চালন হ্রাস পড়ে, তখন সলফার প্রয়োগে রক্ত সঞ্চলনের সামঞ্জস্য জন্মিয়া রোগ আরোগ্য হয়।

অতিসার।—উদর-রোগেও সলফার অতিশয় উপকারী ঔষধ। অতিসারে বারংবার মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ কখনও বা হরিদ্রাবর্ণ, কখনও বা কর্দ্দমবর্ণ, আবার কখনও বা জলবৎ মল, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের মলে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের বিদ্যমানতা, প্রত্যূষে অতিসারের বিশেষ বৃদ্ধি ও তজ্জন্য অতি তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া বহির্দ্দেশে যাইবার আবশ্যকতা;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে সলফার প্রযোজ্য।

রক্তাতিসার।—রক্তাতিসার অর্থাৎ আমরক্ত রোগে কুন্থন নিবারিত হইয়া গেলেও আমরক্ত নির্গত হইতে থাকিলে সলফার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—প্রত্যূষকালীন অতিসারে আরও কয়েকটী ঔষধের ব্যবহার আছে। অতএব এস্থলে তাহাদের প্রভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। (১) ব্রাইওনিয়া,—প্রাতঃকালে উঠিয়া রোগী বেড়াইতে আরম্ভ করিলেই মলবেগ জন্মিলে ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ। (২) ন্যাট্রম সলফিউরিকম,—এই ঔষধ সলফারের সমতুল্য এবং গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের রোগে সচরাচর ব্যবহার্য্য।

ইহার অতিসারও প্রাতে শয্যা হইতে উত্থানের পর বিচরণ সময়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু মলস্রাবের সহিত অতিশয় বায়ু নিঃসারিত হইয়া থাকে। (৩) রুমেক্স ক্রিসপস,—এই ঔষধজনিত অতিসারের লক্ষণ ঠিক সলফারের ন্যায়। ইহাতেও প্রত্যূষে মল-প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রতিশ্যায়ের পরে সমুৎপন্ন ও রুমেক্স জ্ঞাপক বিশেষ কাস লক্ষণ সংযুক্ত অতিসারেই ইহা ব্যবস্থেয়। (৪) অতিসারে পডোফিলমেরও সলফারের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতেও অতি প্রত্যূষে মল-প্রবৃত্তি, ও তজ্জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উত্থান, এবং মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, পডোফিলমের অতিসার সমস্তদিনই থাকে ও মধ্যাহ্ন সময়ে বৃদ্ধি পায়। অপর, সলফারের অতিসারে প্রায় সর্ব্বদাই মলদ্বারে স্পর্শ-দ্বেষ ও অবদরণ-প্রবণতা দেখা যায়। (৫) হরিদ্বর্ণ, বেদনাশূন্য প্রাতঃকালীন অতিসার ফসফরাসের লক্ষণ। (৬) ডায়োস্‌কোরিয়া জ্ঞাপক প্রাতঃকালীন অতিসার সহকারে অনেকটা কলোসিন্থের ন্যায় উদর-বেদনা থাকে, কিন্তু এই বেদনা শরীরের অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করে।

চর্ম্মরোগ।—সলফারের চর্ম্ম-লক্ষণ গুলির অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত সলফার জ্ঞাপক রোগীর ত্বক কর্কশ, খরস্পর্শ, স্থূল ও রোমান্তীসংলিপ্তবৎ থাকে, প্রায়ই ঘর্ম্ম হয় না, যদিও হয় তবে সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম হয় না, আংশিক ঘর্ম্মই হইয়া থাকে এবং উহাতে দুর্গন্ধ ও অম্লত্ব থাকে। প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে মুখদূষিকা জন্মে। শরীরের স্থানে স্থানে পচ্যমান পিড়কা উৎপন্ন হয় ওএই সকল পিড়কা ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। মুখমণ্ডলে, হাতে ও বাহুতে ছুলি প্রকাশ পায়; অস্থিপূতন-প্রবণতা অর্থাৎ কুচকি, স্তন, কক্ষ, বা গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে যে খানে চর্ম্মের বলি সে খানেই স্পর্শ-দ্বেষ ও অবদরণ জন্মে। পাঁচড়া রোগে সলফার উপযোগী। হানিমান এই মত আবিষ্কার করেন যে গন্ধকের মলমাদি বাহ্য প্রয়োগে পাঁচড়া আরোগ্য হইলে তাহার ফলস্বরূপ অন্যান্য বহুবিধ রোগ প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে কর্সিকানিবাসী এক জন চিকিৎসক বলেন যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটকৃত সীতা ও তাহার অণ্ড হইতে

পাঁচড়া জন্মে। অতএব হানিমানের 'সোরা' মত সত্য নহে। কিন্তু এরূপ দেখা যায় যে পাঁচড়ার সংস্পর্শ দোষে সকলেরই পাঁচড়া হয় না। কাহারও কাহারও হয়, কাহারও কাহারও হয় না। ধাতুগত দোষই ইহার মূল কারণ। অর্থাৎ কাহার কাহার শরীরে কচ্ছু-কীট বাস করিবার উপ-যোগিতা থাকে, কাহারও থাকে না। সুতরাং হানিমানের 'সোরা' মত একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 'সোরা' শব্দে কচ্ছু-কীট বর্দ্ধনোপযোগী ধাতু-দোষই বুঝায়। পাঁচড়া রোগে শয্যার উষ্ণতায় রোগীর গাত্র গরম হইবামাত্র অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে ও সন্ধিগুলির অবনতি স্থলে কণ্ডূয়ন, গাত্র-ত্বকের খরস্পর্শতা, শল্কপূর্ণতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় পিড়কা উৎপত্তি; এবং রোগের বৃদ্ধি সহকারে শরীরের স্থানে স্থানে পূযপূর্ণ উদ্ভেদের প্রকাশ;—এই সকল লক্ষণে উষ্ণ-জল ও সাবান দিয়া রুগ্ন স্থানগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া, তৎপরে শুষ্ক গামোছা দ্বারা সেই সকল স্থান সম্যকরূপে ঘর্ষণ করণান্তর ল্যাভেণ্ডারের তৈল লাগাইয়া দিলে কচ্ছুকীটের অণ্ড ও কীট উভয়ই বিনষ্ট হয়, অথচ পাঁচড়া বিলুপ্ত হয় না। অনন্তর সলফার আভ্যন্তরিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সলফার বাহ্য প্রয়োগ করাতে পাঁচড়া বসিয়া গেলে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়। (১) পচ্যমান ও পামাজাতীয় উদ্ভেদ জন্মিলে মারকিউরিয়স; (২) সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও মধ্যে মধ্যে বড় বড় পচ্যমান পিড়কা জন্মিয়া ইম্পিটাইগো রোগে পরিণত হইলে সিপিয়া; এবং (৩) পারদ বা গন্ধকের মলম বাহ্য প্রয়োগে পাঁচড়া বিলুপ্ত হইলে কষ্টিকম বিশেষ উপযোগী।

অগ্নিমান্দ্যাদি।—আমাশয়, যকৃৎ, ও অন্ত্র-প্রণালীর রোগেও সল-ফার ফলপ্রদ। নানা প্রকার অগ্নিমান্দ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। যে সকল রোগীদিগের উদরে রক্তাধিক্য, বা যকৃতের শিরামণ্ডলীতে রক্তসঞ্চয় জন্মিয়া অগ্নিমান্দ্য উৎপন্ন হয় তাহাদের রোগেই সাধারণতঃ সলফার উপযোগী। এই রক্তাধিক্যের নিদর্শন স্বরূপ উদরে অশিথিলতা বা পূর্ণতা অনুভব, ও অল্পমাত্র আহার গ্রহণে পরিতৃপ্তি বোধ; যকৃতের রক্তসঞ্চয়, বিবর্দ্ধন, ও

প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ; কোষ্ঠবদ্ধ, বারংবার বিফল মল-প্রবৃত্তি, ও উদরে রক্তাধিক্যের অব্যবহিত ফলস্বরূপ অর্শ; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার; (কিন্তু এই অতিসার সলফারজ্ঞাপক প্রত্যূষকালীয় বিশেষ অতিসার নহে);—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই সকল বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টেই সলফার ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। বিসর্প, পামা, কচ্ছু, বা তদ্রূপ অন্য কোন উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া আমাশয়ের উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত ব্রাণ্ডি বা বিয়ার মদিরা পান করিয়া মদ্যপায়ীদিগের যে অগ্নিমান্দ্য জন্মে তাহাতেও কখন কখন সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল রোগীরও সচরাচর যকৃৎ বিবর্দ্ধিত বা রক্তসঞ্চিত দৃষ্ট হয়। শ্বেতসারময় খাদ্যদ্রব্য আহারে যে অগ্নিমান্দ্য জন্মে তাহাতেও সলফার ব্যবস্থেয়। এরূপ বোধ হয় যে যকৃতের যে সকল রোগে সলফার উপযোগী, তাহাতেই রোগীর শ্বেতসার বিশিষ্ট আহার ভালরূপে জীর্ণ হয় না। কারণ, ক্লোম-রস, পিত্ত-রস, ও আমাশয়িক রসে শ্বেতসার পরিপাচিত হয়। এই সকল রোগীর অতিশয় বমন হইয়া থাকে, দুগ্ধ সহ্য হয় না; দুগ্ধ পান করিলে অমনি উঠিয়া পড়ে। মদ্য পায়ীদিগের মধ্যে এই লক্ষণটী সচরাচর বিদ্যমান দেখা যায়। বান্ত পদার্থ অম্ল হয়, ও উহাতে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। উল্লিখিত লক্ষণ গুলি ব্যতীত রোগীর ক্ষুধার নানা প্রকার বৈলক্ষণ্য জন্মে। প্রাতে একবার কিছু খাইলেও, পূর্ব্বাহ্ন দশটা বা এগারটার সময় তাহার আবার ক্ষুধা পায়। তাহার উদরোর্দ্ধদেশে শূন্যতা, দুর্ব্বলতা, বা চর্ব্বণবৎ যাতনা অনুভূত হয়, এবং কিছু না খাইলে যেন অবসন্নতা জন্মিবে এরূপ বোধ হয়। আহার করিয়া ক্ষুধার শান্তি হইলে সে গাত্র-গৌরব ও আলস্য অনুভব করে এবং এত অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে যে তাহার বাঁচিয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। এই সমস্ত রোগে সলফার রোগের প্রারম্ভে তত উপযোগী নহে, নক্সভমিকা ব্যবহারান্তেই ইহার প্রকৃষ্ট কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। নক্সভমিকার লক্ষণগুলিও প্রায় সলফারের সদৃশ। নক্সভমিকা দ্বারা আংশিক উপকার দর্শিলে তৎপরে সলফার প্রয়োগে সম্যক আরোগ্য জন্মে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) মদ্যপায়ীদিগের যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইলে, বিশে-

যতঃ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া ব্রণশোথ জন্মিলে ল্যাকেসিস ফলপ্রদ। (২) রক্তসঞ্চয়ের গৌণফলস্বরূপ যকৃৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থেয়। ফসফরাস ও লরোসিরেসস এই সকল ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শুক্রমেহ।—সঙ্গমেন্দ্রিয়ের রোগে অর্থাৎ হস্ত-মৈথুন ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার মন্দ ফলে নক্সভমিকা, সলফার, ও ক্যালকেরিয়া এই ঔষধ-ত্রয় পরপর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিয়া রোগীর কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শিলে, ক্রমে ক্রমে সলফারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন সলফার ব্যবস্থা করিয়াও কেবল আংশিক উপকার হইলে, ক্যালকেরিয়া ব্যবহারে সম্যক আরোগ্য জন্মে। সলফারের লক্ষণ এই ;—রোগীর দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা; পূর্ব্বোক্ত আমাশয়িক লক্ষণের অনেক গুলি লক্ষণ, বিশেষতঃ ক্লান্তি, উত্তাপাবেশ, পদের শীতলতা ও মূর্দ্ধাদেশের উত্তপ্ততা, রাত্রিতে ঘনঘন অনৈচ্ছিক রেতঃস্রাব. ও তজ্জন্য পরদিন প্রাতঃ-কালে অবসন্নতা; পাতলা, জলবৎ, প্রায় গন্ধহীন, শুক্রের প্রকৃতিগত গুণ পরিশূন্য নামমাত্র শুক্র, সঙ্গমেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অণ্ডকোষ ও অণ্ডের লোলিততা ও ঝুলায়মানতা; উপস্থের শীতলতা ও উদ্রেকের স্বল্পতা; সঙ্গম-চেষ্টায় অতি সত্বর, এমন কি প্রথম সংস্পর্শেই শুক্রের প্রসেক; রোগীর পৃষ্ঠ-বেদনা ও অঙ্গ-দৌর্ব্বল্য, এবং তজ্জন্য বিচরণে অসামর্থ্য, চিত্তের অপ্রসন্নতা ও অবসাদ ;—এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সলফার ফলপ্রদ।

প্রমেহ।—গাঢ় ও পূযময়, অথবা পাতলা ও জলবৎস্রাব; মূত্রত্যাগ-কালে জ্বালাযন্ত্রণা, এবং মূত্র-পথের ওষ্ঠদ্বয়ের উজ্জ্বল আরক্ততা লক্ষণে প্রমেহ রোগেও সলফার ব্যবহৃত হয়। প্রমেহ রোগে মুদা জন্মিলে, বিশে-ষতঃ মেঢ্র-ত্বকের প্রদাহ ও কাঠিন্য উৎপন্ন হইলে সলফার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রীদিগের সঙ্গমেন্দ্রিয়েও সলফারের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই সকল যন্ত্রে রক্তসঞ্চয় জন্মিলে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, প্রধানতঃ সলফারে সেই সকল লক্ষণ উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং তৎ-

সহকারে উত্তাপাবেশ ও উদরে রক্তাধিক্যের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। জরায়ুতে আবেগ, ও ভার, এবং পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব; দণ্ডায়মানে বিরক্তি, ভগে জ্বালা; এবং সচরাচর মণিপুরে কণ্ডুয়ন ও পূয়হীন পিড়কার উৎপত্তি সলফারের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—এলোজেও সলফারের ন্যায় আবেগ, ও উদরের রক্তাধিক্য বশতঃ উদরের তদ্রূপ পূর্ণতা লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সলফারে স্নানে বা শরীর-প্রক্ষালনে যে অপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় এলোজের লক্ষণে তাহা নাই। অন্ন-পথের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সরলান্ত্রেই এলোজের অধিক ক্রিয়া দর্শে; এবং তজ্জন্য অবিরত মল-প্রবৃত্তি জন্মে। মল অতিশয় বায়ু নিঃসরণ সহকারে নির্গত হয়। এলোজের অর্শ-বলিগুলি দ্রাক্ষা-স্তবকের ন্যায় বহির্গত হয়, এবং সর্ব্বদাই শীতল জল সংযোগে উপশমিত হইয়া থাকে।

বাহ্য ব্যবহার।—সলফারের সমষ্টিগত লক্ষণের সহিত আসিয়িক ওলাউঠার লক্ষণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এই রোগের কি পূর্ব্বরূপ, কি প্রকাশিত, কি পরিণাম সকল অবস্থার লক্ষণের সহিতই সলফারের লক্ষণের ঐক্য দৃষ্ট হয়। অতএব সলফার ওলাউঠার প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মূল গন্ধকের একটু চূর্ণ মোজার অভ্যন্তরে করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে শরীরে ধারণ করিলে শোষিত হইয়া এতদ্দ্বারা ওলাউঠা প্রতিষিদ্ধ হয়। আবদ্ধ গৃহে সলফার দগ্ধ করিলেও সংক্রামক রোগের সংক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে।

সমগুণ।— ১। সোরিনম। ২। মার্ক, নাইট-এসি, ল্যাক। ৩। নক্স, পলস, ব্রাই। ৪। ব্যাপ্ট, আর্স। ৫। ক্যাল্ক, লাইকো, সিলি, সিপি। ৬। একন, বেল, ব্রাই। ৭। ফস, এণ্ট-টার্ট, আর্স।

বিষম-গুণ।—নক্স, পলস, মার্ক। অনুপূরক।—ক্যাল্ক, একন, এলোজ।

ইপিকাকুয়ানহা।

বিশেষ বিবরণ।

ইপিকাকুয়ানহা ব্রেজিল দেশজাত এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ইহা তিক্ত, কটু, ও বিবমিষাজনক। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। এই গন্ধে কাহার কাহার হাঁচি ও শ্বাস-কাস উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। অনেকের আবার, চক্ষুর নিম্ন দেশের স্ফীততা, প্রভৃত প্রতিশ্যায়, ও চক্ষুর উপর আকৃষ্টতা সহকারে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের আরক্ততা জন্মে। ইপিকাকুয়ানহায় এমেটিন নামক একপ্রকার বীর্য্য আছে। সেই বীর্য্য হইতেই ইপিকাকের বমনকর গুণ সমুৎপন্ন হয়। ইপিকাকুয়ানহিক এসিড নামে এক প্রকার অম্ল ও এক প্রকার দুর্গন্ধি উদ্বায়ী তৈলও ইপিকাকুয়ানহায় অবস্থিতি করে। সম্ভবতঃ এই তৈল আছে বলিয়াই ইপিকাক নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া দর্শায় এবং শ্বাসরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ইপিকাকুয়ানহা প্রধানতঃ স্নায়ুতে, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া করে। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা আক্ষেপনিবারক বলিয়া এই ঔষধ শ্বাসকাসে ও ফুসফুসের প্রতিশ্যায়ে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শ্রেণীর রোগে বমন জননার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এতদ্দ্বারা কেবল অল্পকাল স্থায়ী উপশম জন্মে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিতই ইপিকাকের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। বিবমিষা ও অনন্তর বমন উৎপাদন ইপিকাকের একটী বিশেষ লক্ষণ। যে সকল রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় তাহাদের প্রায় সকলেরই এই বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতা, অথচ কিসে যে স্পৃহা তাহা নিশ্চিতরূপে না জানা; বালকের অবিরত ক্রন্দন ও চিৎকার, যুবকাদির কোপনতা ও অপ্রফুল্লতা এবং সকল বিষয়েই অবজ্ঞা ইপিকাকুয়ানহার বিশেষ প্রকৃতি-গত লক্ষণ। রোগীর এই প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমানেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

আময়িক ব্যবহার।

শিরঃপীড়া।—আমবাতমূলক শিরোবেদনায় ইপিকাক ব্যবস্থা করা যায়। মস্তক বা মস্তকাস্থি ঘৃষ্ট বা পিষ্টবৎ ব্যথিত অনুভূত হইলে এবং সেই অনুভব জিহবা-মূল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইলে এই ঔষধ সুপ্রযোজ্য। এই শিরোবেদনাব সহিত বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকে। এক পার্শ্বিক সবমন শিরঃপীড়াষ অত্যন্ত বিবমিষা; সাধাবণতঃ মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণমণ্ডল, এবং বিবমিষাব তীব্রতা বশতঃ বিকৃত মুখভঙ্গি লক্ষণে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবহৃত হয়। এই লক্ষণগুলি যুবক অপেক্ষা বালক রোগীতেই সমধিক প্রকাশ পায়। বালকের মুখের কোণদ্বয় আকৃষ্ট ও নাসাপার্শ্ব আকুঞ্চিত হইয়াই ঈদৃশ মুখভঙ্গি জন্মে। ইহাতে ইপিকাকুয়ানহা, এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ও ইথুসা সাইনেপিয়মও ব্যবহৃত হয়। বিদীর্ণকর শিবোবেদনায় ইপিকাকুয়ানহার সহিত ভিরেটম এল্বমের তুলনা হইয়া থাকে। মস্তিষ্কেব স্থানে স্থানে ঘৃষ্টবৎ অনুভব ভিরেট্রমের লক্ষণ; টিলিয়া নামক ঔষধেও এই লক্ষণটি দৃষ্ট হয।

আমাশয়েব রোগ।—পিষ্টক, ফল, মিষ্টদ্রব্য, বা বরফাদি গুরুপাক পদার্থ আহাব জনিত আমাশযেব উপদ্রবে ইপিকাক প্রয়োজিত হয। সকল রোগেব সহিতই অবিবত বিবমিষা; পিত্ত-বমন; আর্সেনিকের লক্ষণের ন্যায় আহাবেব অব্যবহিত পবেই বমন; গুরুপাক বা অপাচ্য দ্রব্য আহারান্তে বমন; শ্লেষ্মা বমন; প্রাতঃকালীন বিবমিষা; সাধারণতঃ জিহ্বার পবিচ্ছন্নতা; আমাশয়ের যাতনা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, থেইন, লোবেলিয়া, ও টাবেকমেব লক্ষণেব ন্যায আমাশয় যেন লোলিত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভব;—এইগুলি ইপিকাকেব প্রয়োগ-লক্ষণ। জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা দ্বারাই নক্স, এণ্টি-মণি প্রভৃতি ঔষধ হইতে ইপিকাকের প্রভেদ হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—ইপিকাকেব এই সকল আমাশয়িক লক্ষণের সহিত আরও তিনটী ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। (১)এই সমতুল্য ঔষধ ত্রয়ের মধ্যে পলসেটিলার সহিতই ইপিকাকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিমিশ্র খাদ্য, পিষ্টক, ঘৃতাদি বসাদ্রব্য, শূকরের মাংস ও বরফাদি আহার

জনিত আমাশয়ের উপদ্রবে এই উভয় ঔষধই ফলপ্রদ। অপকারক ভুক্ত দ্রব্য তখনও আমাশয়ে বিদ্যমান থাকিলে পলসেটিলা; এবং বিদ্যমান না থাকিলে, কিন্তু তাহার কুফল বর্ত্তমান রহিলে ইপিকাক সমধিক উপযোগী। জিহ্বার অবস্থা দৃষ্টে উৎকৃষ্টরূপে এই দুই ঔষধের প্রভেদ করা যায়। ইপিকাকে জিহ্বা পরিচ্ছন্ন অথবা ঈষৎ মলাচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু পলসেটিলায় জিহ্বা প্রায় সর্ব্বদাই অপরিচ্ছন্ন, শুভ্র বা পীত বর্ণ, ও মুখে এক প্রকার বিশেষ বিস্বাদ থাকে। (২) অপাচ্য আহার, বিশেষতঃ বরফ বা বরফ-জল সেবন বশতঃ সহসা আমাশয়ের শীতলতা জন্মিয়া আমাশয়ের প্রকৃত প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইলে; এবং বমন, আমাশয়ের জ্বালাকর বেদনা, অতিসার, ও অস্থিরতাদি লক্ষণ থাকিলে ইপিকাকের পরে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। (৩) বিমিশ্র খাদ্য দ্রব্য ও পিষ্টকাদি আহার জনিত আমাশয়ের প্রতিশ্যায়ে জিহ্বা চূর্ণকামকরার ন্যায় গাঢ় শ্বেতবর্ণ মলাবৃত থাকিলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম প্রয়োগ করা যায়।

আক্ষেপ রোগ।—গুরুপাক দ্রব্য আহার জন্য বালকদিগের আক্ষেপ-রোগে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দন্তোদ্ভেদ কালীন আক্ষেপে, এবং উদ্ভেদ ও শর্দ্দি প্রভৃতি বসিয়া গিয়া যে আক্ষেপ জন্মে তাহাতেও ইপিকাকের ব্যবহার আছে। এই সকল আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপের ন্যায় অনম্যতা বিশিষ্ট হয়। ইহাতে কখন কখন বাহুর একবার দৃঢ়তা, একবার শিথিলতা, এবং বাহুদ্বয়ের পরস্পরের অভিমুখে উৎক্ষেপ লক্ষণ থাকে।

উদর-রোগ।—ইপিকাকে কামড়ানবৎ উদর-বেদনা জন্মে। এই বেদনা হয় নাভীর চারিদিকে হস্ত দ্বারা অন্ত্রগুলি দৃঢ়রূপে ধারণের ন্যায়; অথবা উদরের অগ্রপ্রদেশে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে সঞ্চরিত কর্ত্তনের ন্যায় অনুভূত হয়। মল হয় শিশুদিগের অতিসারের ন্যায় হরিদ্বর্ণ, নব আম ও রক্তাবৃত পীতবর্ণ ও তরল থাকে। কখন কখন বা মল উৎসেচিত ও গুড়ের মাতের মত দৃষ্ট হয়। ফেণিল হইলেই এইরূপ মাতের মত দেখায়। কখনও বা পিত্তমিশ্রিত হইয়া মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই সকল অতিসারের কোন কোন প্রকার অতিসারে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় জ্ঞাপক শূল বা কুন্থনও থাকে।

শিশু-বিসূচিকা।—শিশুদিগের বিসূচিকা রোগের প্রারম্ভাবস্থায় অনেক সময় ইপিকাক উপযোগী দেখা যায়। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, পরিপোষণের অসম্যকতাজ্ঞাপক ব্রহ্মরন্ধ্রের অসংযোজন; পাণ্ডুর বদন সহকারে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব; নিদ্রালুতা এবং নিদ্রাবস্থায় চকিততা ও পেশীর উৎক্ষেপ; বারবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; হাইড্রোসিফেলয়েড রোগের অনুরূপ অবস্থা;—এই সকল লক্ষণে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়। আমাশয়িক লক্ষণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রতিক্ষেপ জনিত মাস্তিষ্ক লক্ষণে ইপিকাক একেবারেই প্রয়োজিত হয় না এরূপ মনে করা উচিত নহে। হাইড্রোসিফেলয়েড রোগেও সচরাচর বিবমিষা ও বমন বর্ত্তমান থাকে। শিশু যাহা আহার বা পান করে তাহা প্রায় তখনই তুলিয়া ফেলে। আর্সেনিক প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই ইপিকাক বিশিষ্টরূপে সুব্যবস্থেয় হয়। এই সকল উদর-রোগে আর্সেনিকম ইপিকাকুয়ানহার অনুপূরক। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাশয়ান্ত্রের রোগগ্রস্ত কোন কোন বালকের ইপিকাক ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে না। তখন নিম্নলিখিত ঔষধগুলি, সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য না হইলেও অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) ইনোথেরা বাইয়েনিস,—এই ঔষধে অতিসার জন্মে ও আরোগ্য হয়। অবসন্নকর জলবৎ অতিসারে, চেষ্টা ভিন্ন মলস্রাব হইলে এবং তৎসহকারে স্নায়বীয় অবসন্নতা, এমনকি প্রচ্ছন্ন হাইড্রোসিফেলয়েড পর্য্যন্ত থাকিলে ইনোথেরা অতিশয় উপকারী। (২) নেফেলিয়ম,—ইহা জলবৎ, দুর্গন্ধি, প্রাতঃকালীন অতিসার জন্মায়। এই অতিসার দিবসেও বার বার উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর এতদ্দ্বারা অন্ত্রকূজন, উদর-বেদনা, কোপনতা ও বিরক্ত-চিত্ততা; স্বল্পমূত্র; ক্ষুধা ও স্বাদহীনতা প্রভৃতি শিশুবিসূচিকার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং এই রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। (৩) জিরেনিয়ম ম্যাকিউলেটমও শিশুদিগের ঔষধ। সর্ব্বদা মল-প্রবৃত্তি, কখন কখন মল-নিঃসারণে অসমর্থতা, অনন্তর বেদনা বা চেষ্টা ব্যতীত মল নিঃসরণ; মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বাগ্রে জ্বালা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এলোপ্যাথেরা এই ঔষধ সঙ্কোচক স্বরূপ

ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) হরিদ্বর্ণ, প্রভুত, গন্ধশূন্য অতিসারে পলিনিয়া সর্বিলিস উপযোগী। (৫) আমাশয় হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত বিবমিষা; অন্ত্রগুলি যেন নিম্নোদরে আঁটিয়া গিয়াছে এরূপ অনুভব; শিশুদিগের পক্ষে উদরের নিম্নভাগে রোগের অবস্থিতি ওপনশিয়ার বিশেষ লক্ষণ। (৬) নুফার লিউ-টিয়ম প্রাতে বিবর্দ্ধিত, উদর-বেদনা বিশিষ্ট বা বেদনাপরিশূন্য, পীতবর্ণ অতিসার জন্মায়। এতদ্দ্বারা স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাও জন্মে বলিয়া বোধ হয়। টাইফয়েড জ্বরের অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশুদিগের অতিসারে গ্যাম্বোজ, চেলিডোনিয়ম প্রভৃতি ঔষধ নিষ্ফল হইলে এবং অব-সন্নতার প্রাধান্য থাকিলে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। (৭) অতিশয় অবসন্নতা, শীতল গাত্র, ও হাইড্রোসিফেলয়েডের লক্ষণে শিশুবিসূচি-কায় অনেকবার কালীব্রোমেটমের উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সহিত সিঙ্কোনা, ক্যালকেরিয়া-ফস, কার্ব্বো-ভেজি, ভিরেট্রম এল্বম, ক্যাম্ফর প্রভৃতি ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। (দীর্ঘকালস্থায়ী, অথবা পুনঃপুনঃ প্রত্যাগত অতিসারের পরবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন হাইড্রোসিফেলয়েড রোগে সিঙ্কোনা বিশেষ উপযোগী)।

প্রতিশ্যায।—অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় শ্বাস-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ইপিকাকুয়ানহার ক্রিয়া দর্শে। এই জন্য ইহা মস্তকের প্রতি-শ্যায়ে ব্যবহৃত হয়। নাসিকা রুদ্ধবৎ অনুভব; সচরাচর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ঘ্রাণাভাব, বিবমিষা, এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অল্প অল্প শর্দ্দি ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) জ্বরমিশ্র নাসিকার প্রতিশ্যায়ে এলিয়ম সেপা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিশ্যায় রোগে ইপিকাকের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে জলবৎ বিদাহী স্রাব; অবিদাহী অশ্রু নিঃসরণ; গলার অভ্যন্তরে খরস্পর্শতা ও অবদরণ অনুভব; এবং স্বরযন্ত্র কণ্ডূয়ন করিয়া কাসের উদ্রেক সেপার লক্ষণ। এই ঔষধে নাসিকার প্রতিশ্যায় সত্বর নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু কখন কখন উহা নাসিকা হইতে বিতাড়িত হইয়া বক্ষঃ-স্থলে উপস্থিত হয়। ফসফরাস সেপার এই দোষ নিবারণ করে বলিয়া বোধ হয়। (২) নাসিকার প্রতিশ্যায়ে সেপার সহিত ইউফ্রেসিয়ার বিলক্ষণ

সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইউফ্রেসিয়ার অশ্রু বিদাহী ও নাসা-স্রাব অবিদাহী। (৩) স্থূলকায় বালকদিগের প্রতিশ্যায়ে ইপিকাকুয়ানহার পরে আর্সেনিকম উপযোগী।

শ্বাস।—ইপিকাকুয়ানহা দ্বারা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু আক্রান্ত হয় বলিয়া শ্বাসাদি যে সকল রোগে উক্ত স্নায়ু আক্রমিত হইয়া থাকে তাহাতে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়। অতএব শ্বাসরোগে (হ্যাজমা) বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব ও সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি, কাস ও বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, অথচ কাসে শ্লেষ্মা না উঠা লক্ষণে ইপিকাক ফলপ্রদ। শিথিল-তন্তু, পুষ্ট-দেহ যুবক বা বালকদিগের পক্ষে, উষ্ণ-আর্দ্র বায়ু-অসহ্য লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সমগুণ ঔষধ।—(১) শ্বাসরোগে আর্সেনিকম ইপিকাকুয়ানহার অনেকটা সমতুল্য, এবং প্রাতিশ্যায়িক বা স্নায়বীয় শ্বাসে ইপিকাকের পরে সুন্দর উপযোগী। (২) আক্ষেপের প্রাধান্যে; এবং বদনের নীলবর্ণ: ও গলার আকুঞ্চন লক্ষণে কুপ্রম ব্যবস্থেয়। (৩) লোবেলিয়া ইনফ্লেটারও ইপিকাকের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। উদরোর্দ্ধ দেশে দুর্ব্বলতা অনুভব ও বক্ষঃ পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, বিবমিষা, প্রভূত লালাস্রাব ও আমাশয়ে পিণ্ডবৎ অনুভব শ্বাসরোগে লোবেলিয়ার ব্যবস্থা-লক্ষণ।

বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ।—শিশুদিগের কৈশিক বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহে, বিশেষতঃ প্রদাহ আর্দ্র-উষ্ণ বায়ু জন্য জন্মিলে, ইপিকাকুয়ানহা অতিশয় ফলপ্রদ। বক্ষঃস্থলে অধিক শ্লেষ্মাসঞ্চয়; আকর্ণনে বক্ষঃস্থলের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের অভ্যন্তর দিয়া শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ; আক্ষেপিক কাস ও কাসিতে কাসিতে সচরাচর শ্লেষ্মাবমন, জ্বর বা জ্বরাভাব; বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ শিশুর অতিশয় শ্বাস-কষ্ট,—এই সকল লক্ষণে তৃতীয় হইতে বিংশতি সহস্র পর্য্যন্ত সকল ক্রমেই ইপিকাকুয়ানহা দ্বারা উপকার দর্শে। একোনাইট ব্যবহারের অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ স্রাব ক্ষরণ আরম্ভ হইলেই ইপিকাক ব্যবস্থেয় হয়। অতএব ইপিকাক ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা সম-মতে বিধেয় নহে। ইপিকাক ব্যবহারের পর দেখা যায় যে বায়ু-নলীর প্রাচীরে শ্লেষ্মা দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে না, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে উত্থিত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—এই রোগে দুইতিন প্রকার অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে ইপিকাকুয়ানহার সমগুণ আরও কতিপয় ঔষধের প্রয়োজন পড়ে। (১) যখন বক্ষঃস্থলস্থ শ্লেষ্মা পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া কাসের পরিমাণের হ্রাস হয় অর্থাৎ শিশু আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন কাসে না; বুক অত্যন্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ হওয়াতেই সে কাসিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে তাহার তন্দ্রালুতা বাড়িতে থাকে তখন এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ব্যবস্থেয়। যে পর্য্যন্ত না কাস বৃদ্ধি পায় সে পর্য্যন্ত ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা বিধেয়। (২) প্রদাহ-লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হইয়া মূল ফুসফুস আক্রান্ত ও ফুসফুস-প্রদাহ উৎপন্ন হইলে ইপিকাকুয়ানহা আর উপযোগী হয় না, তখন ফসফরাস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শীতপ্রধান দেশে এই প্রকার প্রতিশ্যায়ের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় এবং একোনাইট, ইপিকাকুয়ানহা, এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ও ফসফরাস ব্যবহারে এই রোগগ্রস্ত অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (৩) কোন কোন রোগীর পক্ষে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম দৃষ্টতঃ সুব্যবস্থেয় হইলেও, এতদ্দ্বারা রোগ-লক্ষণ প্রশমিত হয় না। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ ফুসফুসের বায়ুবাহীনলের অসম্যক প্রসারণ লক্ষণে সলফার উপযোগী। বাম ফুসফুসেই ইহার বিশেষ অধিকার। সলফার সমগ্র বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট, বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অদূষিত প্রতিশ্যায় জন্মায়। (৪) শিশুর তন্দ্রালুতা ও ফুসফুসের শ্লেষ্মাবরুদ্ধতা; মূত্রের স্বল্পতা ও রক্তমিশ্রিততা নিবন্ধন প্রায় মলিনতা লক্ষণে টেরিবিন্থিনা ব্যবস্থেয়। টেরিবিন্থিনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত। (৫) রোগাক্রান্তস্থানে শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ; এবং ঈষৎ পীতবর্ণ ও গাঢ় নিষ্ঠীবন লক্ষণে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার্য্য। দক্ষিণ ফুসফুসের রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী।

হুপ-শব্দ-কাস।—হুপ-শব্দ-কাসে, নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া দর্শায় বলিয়া ইপিকাকুয়ানহা ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপিক প্রকৃতির কাস; আক্ষেপ-লক্ষণের বিদ্যমানতা; প্রসারণীপেশীর প্রবল আক্ষেপ বশতঃ কাসিবার সময় শিশুর শরীরের দৃঢ়তা, শ্বাসহীনতা, এবং মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা বা নীলাক্ততা; পরিশেষে শরীরের শিথিলতা ও শ্লেষ্মা বমন এবং তদ্দ্বারা উপশম প্রাপ্তি এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—হুপশব্দ-কাসে সিনা ও কুপ্রমেরও ইপিকাকুয়ানহার সহিত সাদৃশ্য আছে। (১) সিনা যে কেবল কৃমির ঔষধ এমন নহে। ইপিকাকের ন্যায় আড়ষ্টতা; অধিকন্তু কাসাবেশের পরিশেষে অন্ন-নালীর নিম্নে কুক্কুটীর ন্যায় একপ্রকার শব্দ, বিশেষতঃ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ লক্ষণ থাকিলে হুপশব্দ কাসে ইপিকাক অপেক্ষা সিনা উৎকৃষ্টতর ঔষধ। (২) আক্ষেপিক রোগে ও হুপশব্দ-কাসে কুপ্রম ইপিকাকুয়ানাহার অনুপূরক। কৃমিজনিত আক্ষেপে, ও হুপশব্দ-কাসের ভোগকালীন আক্ষেপে কুপ্রম বিশেষ উপযোগী। সঙ্কোচনী পেশীর আক্ষেপের প্রাবল্যেই কুপ্রম ফলপ্রদ।

রক্ত-মূত্র।—রক্ত-মূত্র রোগে বৃক্কক হইতে রক্ত-স্রাবের সহিত বিবমিষা, বক্ষ-গৌরব, শ্বাসায়াস, ও উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইপিকাকুয়ানহা অতিশয় ফলপ্রদ।

জ্বর।—জ্বরে, বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরে, জ্বরের অবস্থাত্রয় সম্যকরূপে বিমিশ্রিত থাকিলে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অল্পকাল স্থায়ী শীত, অনন্তর দীর্ঘকালব্যাপী দাহ এবং তৎসহকারে বিবমিষা ও বমন লক্ষণাপন্ন, কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী জ্বরেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

চক্ষু-প্রদাহ।—ইপিকাকুয়ানহায় কাহারও কাহারও চক্ষুর শুক্ল-মণ্ডলের প্রবল প্রদাহ জন্মে। এই নিমিত্ত গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের চক্ষু-প্রদাহে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। চক্ষুর অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দিকে ছিন্নকর বেদনা ও প্রচুর অশ্রুস্রাব; অক্ষিপুট উন্মীলিত করিবামাত্র সবেগে অশ্রুনিঃসরণ এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। সুস্পষ্ট কনীনিকা-প্রদাহ থাকিলে ইপিকাকুয়ানহা অপেক্ষা এপিস উপযোগী।

বিসমথ ইপিকাকুয়ানহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়; বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদর্শিত ইপিকাকের ক্রিয়া ওপিয়মে বিবর্দ্ধিত হয়।

সমগুণ।—১। ব্রাই, পলস, নক্স, সিনা। ২। এণ্ট-ক্রুড, ট্যাবাক। ৩। আর্স, এণ্ট-টার্ট, ভিরাট। ৪। লোবেলিয়া। বিষমগুণ।—ট্যাবাক, আর্স, নক্স। অনুপূরক।—কুপ্রম।

সিঙ্কোনা।

বিশেষ বিবরণ।

সিঙ্কোনার সর্ব্ব প্রধান বীর্য্য কুইনাইনের স্থূল ক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ফল উৎপন্ন হয়। (১) দশ সহস্রাংশে একাংশ কুইনাইন দ্রবীভূত করিলে তদ্দ্বারা কীটাণু বিনষ্ট হয়। অতএব সূতিকাজ্বর, ও বসন্তাদি সংক্রামক রোগের বিষ কুইনাইন দ্বারা নষ্ট করা যায়। এক সূতিকা-রোগিণীকে দেখিয়া অন্য সূতিকা রোগিণীকে দেখিতে যাইতে হইলে লোহিত রম নামক মদিরায় কুইনাইন দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা শ্মশ্রু কেশাদি সিক্ত করিয়া গেলে চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগ সংক্রামিত হয় না এবং তাঁহার নিজেরও কোন অপকার জন্মে না। অধিকন্তু ইহাতে কেশ ও শ্মশ্রু বিবর্দ্ধিত হয়। (২) ত্বক-বিমুক্ত স্থলে বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কুইনাইন স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপদাহক স্বরূপ ক্রিয়া দর্শে। (৩) কুইনাইন রক্তের শ্বেতকণার গতি নষ্ট করে, এইজন্য এলোপ্যাথেরা প্রদাহ নিবারণার্থ ইহা ব্যবহার করেন। (৪) কুইনাইন শরীরের বিধানতন্তুর পরিবর্ত্তন প্রতিরোধ করে এজন্য ইহা বল্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কফিতেও এই গুণ বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। (৫) হৃৎপিণ্ডের উপর কুইনাইনের ক্রিয়া বশতঃ হৃদ্বিধান দুর্ব্বলীভূত হয়। সুতরাং রক্তসঞ্চলনের বৈলক্ষণ্য জন্মে। (৬) ত্বকের নিম্নে পিচকারীদ্বারা অধিক পরিমাণে কুইনাইন প্রবিষ্ট করাইলে রক্তের ওজোন-জনন-শক্তি বিনষ্ট হয়। এলোপ্যাথেরা বলেন এই কারণেই কুইনাইনে জ্বরের গাত্র-তাপ হ্রাস পড়ে। (৭) কুইনাইনের ক্রিয়ায় প্লীহায় রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মে এবং প্লীহা বিবর্দ্ধিত হয়। (৮) অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবনে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-উৎপাদিনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

অতিমাত্রায় সিঙ্কোনা সেবনে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। জীর্ণশক্তির উত্তেজনাবশতঃ ক্ষুধাধিক্য; তৎপরে শীঘ্র বিবমিষা ও বমন,

এবং অতিসার পর্য্যন্ত জন্মে। অনন্তর মস্তক আক্রান্ত হয়; শব্দে, উজ্জ্বল আলোকে, ও উত্তেজনাজনক বিষয়ে অতিশয় অনুভবাধিক্য উৎপন্ন হয়; মৃদু বেদনা এবং কখন কখন বা মস্তকে দপদপ বিশিষ্ট এক প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে। সিঙ্কোনার বিশেষ প্রকৃতি সূচক কর্ণ-নাদ; ও শিরোঘূর্ণন প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও সিঙ্কোনা সেবনে বিরত না হইলে বধিরতা উপস্থিত হয়। কাহার কাহারও মদিরা-মত্ততার ন্যায় এক প্রকার মত্ততা জন্মে। তৎপরে প্রলাপ, প্রসারিত কনিনীকা; অনন্তর সম্পূর্ণ অচৈতন্য ও শ্বাস-কষ্ট; অবশেষে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এই আক্ষেপ স্নায়ু-কেন্দ্রের রক্তাল্পতাবশতঃ জন্মে, বেলেডোনার আক্ষেপের ন্যায় রক্তাধিক্য নিবন্ধন জন্মে না। সিঙ্কোনাজনিত বিষাক্ততার চরমসীমায় হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত ও হিমাঙ্গ বশতঃ মৃত্যু হয়। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত মাত্রায় ও স্বল্প ব্যবধান সময়ের পর সিঙ্কোনা ব্যবহারেই এই সমস্ত বিষ-লক্ষণ উপস্থিত হয়। ব্যক্তিভেদে সামান্য কর্ণনাদ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র বিষ-লক্ষণ গুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

দুর্ব্বলতা ও নীরক্ততা।—রস-রক্তাদি তরল-বিধানের অপচয়-জনিত দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতায়ই হানিমান সিঙ্কোনা ব্যবস্থা করিতে বিধি-দেন। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সকল প্রকার দুর্ব্বলতায়ই সিঙ্কোনা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সিঙ্কোনা, অথবা উহার সহিত আয়রণ বা সেবিসুরা মিশ্রিত করিয়া ব্যবস্থা করেন। হোমিওপ্যাথি মতে কেবল রস-রক্তাদির অপক্ষয় সম্ভূত এনিমিয়ায়ই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মুখ, ফুসফুস, জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের রক্তস্রাবের কুফল নিবারণার্থে সিঙ্কোনা প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘকাল স্থায়ী অতিসার বশতঃ রোগীর অবসন্নতা জন্মিলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। দুর্ব্বলতা প্রবর্দ্ধিত হইয়া হাইড্রোসিফেলয়েড নামক ভয়ঙ্কর রোগ জন্মিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল রোগীদিগের নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সিঙ্কোনা ব্যবহার করা যায়। প্রবল বা দীর্ঘস্থায়ী শিশু-বিসূচিকার পরে যখন বালকের তন্দ্রালুতা, চক্ষুর তারার প্রসারণ, শ্বাসের দ্রুততা ও অপ্র-

গাঢ়তা ; অতিসারের বিরতি বা অনিচ্ছায় মলস্রাব ; এবং শরীরের, বিশেষতঃ নাসা, কর্ণ ও হনুর শীতলতা লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তখনও যদি জীবনীশক্তি অবশিষ্ট থাকে তবে সিঙ্কোনা সেবনে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সিঙ্কোনা বিফল হইলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ব্যবস্থেয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত দুর্ব্বলতায় সিঙ্কোনা ব্যবস্থা করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে কেবল অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় সম্ভূত তরুণ দৌর্ব্বল্যেই এই ঔষধ উপযোগী, তজ্জনিত সর্ব্বাঙ্গীন উপদ্রবে এতদ্দ্বারা একেবারেই কোন উপকার দর্শে না।

সমগুণ ঔষধ।—দুর্ব্বলতায় ও নীরক্ততায় সিঙ্কোনার সহিত নিম্নোক্ত ঔষধ গুলির সাদৃশ্য আছে। (১) দুষ্টতঃ রক্ত প্রাবল্য বিশিষ্ট বিশুষ্ক রক্তস্বল্পতায় ফেরম ; (২) দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রম, ও পর্ব্বতারোহণাদি কারণোৎপন্ন পেশীর বিধানতন্তুর শ্রান্তি জনিত দুর্ব্বলতায় আর্সেনিকম ; (৩) স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা সম্ভূত সহসা আবদ্ধ দুর্ব্বলতায় ফসফরাস উপযোগী। আরক্তজ্বর, রোমান্তী, ঝিল্লিক-প্রদাহ প্রভৃতি যে সকল রোগে স্নায়ুমণ্ডল সহসা উপহত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহাতেই ফসফরাস ব্যবস্থা করা যায়। এরূপ অবস্থায় সিঙ্কোনা ব্যবহৃত হয় না। (৪) ফসফরিক এসিডে আবার ফসফরাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। স্নায়ু-মূলক দুর্ব্বলতায় পৃষ্ঠবংশে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেবল এক প্রকার জ্বালা ভিন্ন কোথাও কোন প্রকার বেদনা না থাকিলেই ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিত্তের ঔদাস্য, তন্দ্রালুতা বা নিদ্রালুতা ইহার অপরাপর লক্ষণ। ফসফরিক এসিড জ্ঞাপক নিদ্রালুতার এক বিশেষ প্রকৃতি এই যে এই নিদ্রা হইতে রোগীকে সহজে জাগাইতে পারা যায় এবং সে সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়। (৫) স্কার্লেটিনা, গ্রীষ্মকালীন অতিসার, ও স্নায়বীয় রোগের ভোগকালে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে জিঙ্কম ফলপ্রদ। স্কার্লেটিনা রোগে শিশুর যথোপযুক্ত শক্তি না থাকাতে যখন পিড়কাগুলি প্রকাশিত হইতে পারে না তখন জিঙ্কম সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

রক্তস্রাব।—রক্তস্রাবে সিঙ্কোনা প্রায় অপরিহার্য্য। শরীরের যে কোন দ্বার হইতে কেন রক্তস্রাব না হউক, রক্তের মলিন ও সংযত

হইবার উপযোগিতা ; রক্ত-প্রবাহের প্রচুরতা ও তজ্জন্য শরীরের প্রায় নীরক্ততা ; মুখমণ্ডলের, বস্তুতঃ সকল শরীরের শীতলতা ; মুখাকৃতির নিমগ্নতা ; মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাস-গ্রহণ ; ও বাতাস দিতে বলা ;—সিঙ্কোনার প্রয়োগ-লক্ষণ। রোগীর এই ব্যজন-প্রবৃত্তি শীতল হইবার জন্য জন্মে না ; কিন্তু ব্যজনে বায়ু-স্তরের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া অধিকতর অক্সিজেন উদ্গত হয় বলিয়াই স্বভাবতঃ তাহার এপ্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রক্তস্রাবেও সিঙ্কোনার প্রয়োজন পড়ে। এই সকল অবস্থায় কেবল একমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিয়াই নিরস্ত থাকা উচিত নহে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রক্তস্রাবের মন্দফল দূরীকৃত হয়, সে পর্য্যন্ত অল্প ক্ষণ পরে পরে পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অমরা-রোধ।—প্রসবের পর ফুল না পড়িলে ও রক্তস্রাব হইতে থাকিলে সিঙ্কোনা ফলপ্রদ। পলসেটিলা দ্বারা এ অবস্থায় কোন উপকার দর্শে না। কেহ কেহ এসময় হাত দিয়া ফুল বাহির করিতে বলেন। কিন্তু সিঙ্কোনা সেবনে দুর্ব্বলীভূত জরায়ুর সবলতা জন্মাইয়া তৎপরেই ফুল নিঃসারিত করা শ্রেয়ঃ।

সমগুণ ঔষধ।—পূর্ব্ব-কথিত লক্ষণে (১) ইপিকাকুয়ানহা সিঙ্কোনার প্রায় সমতুল্য। প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত পতিত হইলে, ও তৎসহকারে সচরাচর বিবমিষা, এবং সময়ে সময়ে আয়াসিত শ্বাস থাকিলে ; কখনও বা গাত্র শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাক্ত হইলে ইপিকাক ব্যবস্থা করা যায়। যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ অবস্থার রক্তকাসে ইপিকাক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (২) উজ্জ্বল রক্ত সত্বর সংযত হইলে ও শরীরের যে স্থান দিয়া উহা প্রবাহিত হয় সেই স্থান উত্তপ্ত অনুভূত হইলে বেলেডোনা উপকারী। (৩) যে সকল স্ত্রীলোকদিগের প্রতিবার প্রসবের পর অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় তাহাদের কি উজ্জ্বল লোহিত, কি মলিন বর্ণ রক্তস্রাবে ট্রিলিয়ম ফলপ্রদ। (৪) বেদনাবিহীন, প্রভূত, উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাবে মিলিফোলিয়ম উপযোগী। মিলিফোলিয়ম অনেকটা একোনাইটের সদৃশ, কিন্তু ইহাতে একোনাইটের ন্যায় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষণ নাই। (৫) উজ্জ্বল লোহিত ও সংযত রক্ত খণ্ড বিশিষ্ট, সঞ্চলনে বিবর্দ্ধিত ; এবং

মণিপুর হইতে ত্রিকদেশ পর্য্যন্ত বেদনা সংযুক্ত রক্তস্রাবে স্যাবিনা ব্যবস্থেয়। (৬) অবিশ্রান্ত, অপ্রবল রক্তস্রাবে, রোগীর বায়ু সেবনের ইচ্ছা; গাত্র-ত্বকের শীতলতা ও নীলাক্ততা, এবং নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষীণতা লক্ষণে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস প্রয়োজ্য। (৭) রক্তাল্পতাসহবর্ত্তী বা অপ্রবল রক্তস্রাবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীৎকার; শরীর শীতল সত্ত্বেও রোগিণীর অবিরত অনাবৃত হইতে ইচ্ছা লক্ষণে সিকেলি ব্যবহার্য্য। ক্ষীণা, অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্টা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। (৮) স্যাবিনার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণাপন্ন প্রভূত রক্তস্রাবে মূত্রাশয় ও মলাশয়ের উপদাহ থাকিলে ইরিজারণ ব্যবস্থেয়। (৯) অপ্রবল শৈবিক রক্তস্রাবে, বিশেষতঃ যে স্থান হইতে রক্ত পতিত হয় সেই স্থান ব্যথিত ও মৃষ্ট অনুভূত হইলে হেমেমেলিস সুপ্রযোজ্য। (১০) শুষ্ক কাসের আবেশান্তে ফুসফুস হইতে রক্তপাতে একেলাইফা ইণ্ডিকা, (১১) পা মচকাইয়া বা ফসকাইয়া গিয়া অধিক পরিমাণ রক্তপাত হইলে সিনেমোনম; (১২) শিরোঘূর্ণন, ও বুজ্‌ঝটিকা-জনিত অস্পষ্ট দৃষ্টির ন্যায় অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি সংযুক্ত প্রচুর রক্তস্রাবে সাইক্লেমেন উপযোগী। অধিক বা আকস্মিক রক্তপাত বশতঃ যে স্বাভাবিক মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়, সাইক্লেমেনের ভ্রমি ও আঁধার-দেখা সেরূপ নহে। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশ মূলক দৌর্ব্বল্যে দুর্ব্বলা, সুকুমার-কায়া স্ত্রীলোকেরা যৎসামান্য রক্তস্রাবের পরও এপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। (১৩) রক্তস্রাব জরায়ুর অর্ব্বুদ (গুল্ম) বশতঃ হইলে লিডম, ভিনকা মাইনর, এবং ফসফরাসও ব্যবহার্য্য হইতে পারে। রক্তস্রাবের পর প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ে প্রবল দপদপ সংযুক্ত শিরঃপীড়া থাকিলে সিঙ্কোনা ব্যবস্থেয়। এটি কিন্তু বেলেডোনা লক্ষণ নহে। এস্থলে এই শিরঃপীড়া রক্তাল্পতা জ্ঞাপক, বেলেডোনার ন্যায় রক্তাধিক্য জ্ঞাপক নহে।

স্নায়ুশূল ও অন্যান্য বেদনা।—সিঙ্কোনার ক্রিয়ায় সাধারণতঃ দুর্ব্বলতার লক্ষণ সংযুক্ত এক প্রকার স্নায়বীয় বিকৃত উত্তেজনা (এরিথিজম) জন্মে। এই জন্য নিশ্চেষ্টতার লক্ষণাপন্ন কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস অপেক্ষা আর্সেনিকমের সহিত ইহার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সিঙ্কোনাদ্বারা

চিত্তের অতিক্রিয়াশীলতা ও অধীরতা উৎপন্ন হয়। মনে নানা প্রকার ভাবোদয় হওয়াতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। চক্ষু বুজিবামাত্র মনুষ্য ও অন্যান্য পদার্থের আকৃতি দেখা যায়। শরীরে অতিশয় স্পর্শাধিক্য অনুভূত হয়। এই স্পর্শাধিক্য অনেকটা কল্পিত। সামান্য বেদনা অসহ্য বোধ হয়; কেহ কাছে আসিতে চেষ্টা করিলে পাছে স্পর্শ করে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয়; (গাউট রোগে আর্ণিকারও এই প্রকার স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণ আছে; স্পাইজিলিয়ায় বাস্তবিকই ঈদৃশ স্পর্শাধিক্য লক্ষিত হয়; যৎসামান্য স্পর্শে সমগ্র শরীর স্ফুরিত হইয়া উঠে) কিন্তু দৃঢ় প্রচাপনে বা বিমর্দ্দনে শান্তি বোধ হয়। বায়ু-প্রবাহেও এইরূপ অনুভবাধিক্য দেখা যায় এবং রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। স্নায়ু-শূল ও অন্যান্য প্রকার বেদনায় এই সকল লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিঙ্কোনা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

ক্ষীণ-দৃষ্টি।—কেবল রসরক্তাদির অতিস্রাবজনিত এম্বিনোপিয়া বা ক্ষীণ-দৃষ্টি রোগে অক্ষী-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণে অক্ষিমণ্ডল পাণ্ডুর ও রক্তহীন দৃষ্ট হইলে, তারা প্রসারিত থাকিলে; লিখিতে পড়িতে চেষ্টা করিলে চক্ষে বেদনা জন্মিলে, এবং দৃষ্ট বস্তু ঝাপসা দেখাইলে সিঙ্কোনা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অগ্নিমান্দ্য।—অগ্নিমান্দ্য রোগে, বিশেষতঃ রসরক্তাদির অপক্ষয়-জনিত অগ্নিমান্দ্যে সিঙ্কোনা অতিশয় ফলপ্রদ। পরিপাক-শক্তি যখন এতদূর ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যই আমাশয়ে সহ্য হয় না: রাত্রির আহার নিয়মিত সময় অপেক্ষা একটু বিলম্বে করিলেই অসুখ করে; আমাশয় বায়ুতে স্ফীত হয়, কিন্তু উদ্গার উঠিলে কেবল ক্ষণকালের জন্য উহার শান্তি জন্মে; অল্পমাত্র আহার বা পেয় গ্রহণ করিলেই এই স্ফীততার আতিশয্য উপস্থিত হয়, সুতরাং অল্প পরিমাণে আহার উদরস্থ করিলে আমাশয় পূর্ণ এবং অধিক পরিমাণ আহার করি-বার মত বোধ হয়; আহারান্তে বুক্কাস্থির মধ্যস্থলে যেন একটা পিণ্ড অব-স্থিত রহিয়াছে ও ভুক্তদ্রব্য যেন সেই স্থানে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইতে থাকে; তখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (এবিস নাইগ্রা নামক ঔষধের লক্ষণে যে স্থলে শক্ত-সিদ্ধ ডিম্বানুভব হইয়া থাকে, সিঙ্কোনায় এই

পিণ্ডানুভব তাহার উর্দ্ধে জন্মে। পলসেটিলায়ও সেই স্থানে এই প্রকার অনুভব লক্ষণ আছে)। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি রসরক্তাদির অপক্ষয়, অতিরিক্ত চা সেবন, এবং বিয়ার সুরা ও ফলাদি সেবন বশতঃ জন্মিলেই সিঙ্কোনা অগ্নিমান্দ্যে বিশেষ উপযোগী হয়। ক্ষুধার আতিশয্য বা পরিবর্ত্তনশীলতা; শীতল জলের পিপাসা; ও বারেবারে অল্প অল্প জল পানও সিঙ্কোনার লক্ষণ। (একোনাইটে উৎকণ্ঠা ও শীতল জল বা বরফ সেবনে উহার উপশম; ভিরেট্রম আলবমে বরফবৎ শীতল জল পানের প্রবৃত্তি, এবং পলসেটিলা, ব্রায়নিয়া, ও সিলায়ও শীতল জলের তৃষ্ণা লক্ষণ আছে)।

বালকের অগ্নিমান্দ্য।—বালকদিগের আমাশয়ের উপদ্রবে, পুষ্টিকর সারবান খাদ্য দ্রব্যে সম্পূর্ণ অরুচি; ও অবিরত মিষ্টাদি সুস্বাদু দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা; প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে কোপনতা ও বিরক্ত-চিত্ততা; মুখের বিস্বাদ ও শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা লক্ষণে চায়না ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অন্ত্র-রোগ ও আধ্মান।—স্পষ্ট আধ্মান সংসৃষ্ট কোন কোন প্রকার অন্ত্র-রোগে সিঙ্কোনা উপকারী। উদরের অতিশয় স্ফীততা; ও অঙ্গুলী দ্বারা উদরে আঘাত করিলে প্রায় ঢাকের সম্মুখভাগের ন্যায় শব্দ, অন্ত্রের রোগে চায়নার প্রয়োগ-লক্ষণ। রোগের প্রথমাবস্থায় এই প্রকার আধ্মান জন্মিলেই সিঙ্কোনা বিশেষ উপকার করে। তখন এই লক্ষণ দ্বারা রোগের প্রারম্ভাবস্থায়ই দুর্ব্বলতা প্রতীত হয়। কিন্তু রোগের শেষ ভাগে বিসমাস (ডিকম্পোজিশন) বশতঃ ঈদৃশ আধ্মান জন্মিলে চায়না তত ফলপ্রদ নহে; টেরেবিন্থিনা, কলচিকম প্রভৃতি ঔষধই সুব্যবস্থেয়।

অতিসার।—সিঙ্কোনা জ্ঞাপক অতিসারের মলে অপাচিত ভুক্তদ্রব্য বিমিশ্রিত থাকে। মল পীত, জলবৎ, বা কপিশবর্ণ দেখায় ও অতিশয় দুর্গন্ধময় হয়। এই অতিসার রাত্রিতে বা আহারান্তে বৃদ্ধি পায়; এবং সত্বর রোগীকে অবসন্ন ও শীর্ণ করিয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালে ফল আহার জন্য উদরাময়ে সিঙ্কোনা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সমগুণ ঔষধ।—অতিসারে ফেরম, আর্সেনিকম, ফসফরিক এসিড, ওলিএণ্ডার, আইরিস ভার্সিকলার ও পডোফিলমের সহিত চায়নার ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ আছে। (১) আর্সেনিকম ও ফেরমের অতিসার আহার কালে বা আহারান্তে উপস্থিত হয় এবং উহা পরিমাণে অধিক ও অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য সংযুক্ত থাকে। (২) ফসফরিক এসিড ও চায়নায় প্রভেদ এই যে ফস-ফরিক এসিডের মল বারংবার অধিক পরিমাণে নির্গত হইলেও তাহাতে রোগীর তত দুর্ব্বলতা জন্মে না। (৩) গ্রীষ্মকালের অতিসারে আইরিস ভার্সিকলার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বমন সহবর্ত্তী প্রভূত মল; ও রাত্রি দুই তিনটার সময় রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি ইহার ব্যবস্থা-লক্ষণ। ভিরে-ট্রম এল্বম ও আইরিস ভার্সিকলারে প্রভেদ এই যে ভিরেট্রমে রোগীর গাত্রের শীতলতা থাকে, আইরিসে শীতলতা থাকে না। (৪) প্রাতঃকালে অথবা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে অধিকতর উপস্থিত, প্রবল বেগে নিঃসারিত, ও প্রভূত পরিমিত অতিসারে পডোফিলম ব্যবস্থেয়। পডোফিলমের মলে অজীর্ণ পদার্থ সংযুক্ত থাকিতে পারে, এবং বালকদিগের রোগে প্রায়ই ময়দার ন্যায় এক প্রকার তলানি নিপতিত হয়। ওলিএণ্ডার সূচক অতি-সারেও অজীর্ণদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, পূর্ব্বদিনের ভুক্তদ্রব্য পর দিন মলের সহিত নিঃসৃত হয়।

জ্বর।—জ্বরে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে সিঙ্কোনা অতিশয় ফলপ্রদ। তৃতীয়ক বা চতুর্থক জ্বরেই ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরের শীত ও উত্তাপাবস্থায় সাধারণতঃ পিপাসার অভাব, কিন্তু শীতের পূর্ব্বে বা পরে পিপাসা; শীতাবস্থায় অগ্নির নিকটে উপবেশন বা লেপাদি উষ্ণ বস্ত্রে গাত্রাবরণ, অথচ তদ্দ্বারা শীতের অনিবৃত্তি; শীতের পরে দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, ও তৎকালে গাত্রাবরণ উন্মোচন; কিন্তু উত্তাপাবস্থায় সাধারণতঃ পিপাসার অভাব, মুখমণ্ডলের অগ্নির ন্যায় আরক্ততা, ও সচরাচর প্রলাপ; তৎপরে প্রভূত দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, বিরামকালে পৈত্তিক উপসর্গ বশতঃ বদনের অনুজ্জ্বল পীতবর্ণ, প্লীহার বৃদ্ধি, প্লীহাপ্রদেশে বেদনা বা স্পর্শ-দ্বেষ,এবং সম্পূর্ণ ক্ষুধাহী-নতা বা কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা; রক্তের উপাদানের বৈলক্ষণ্য, যকৃৎ ও প্লীহায় রক্তসঞ্চলনের ব্যাঘাত নিবন্ধন পদের শোথ, নিদ্রার অতিশয় উপদ্রব এবং চক্ষু বুজিবা মাত্র নানাপ্রকার আকারাদি দর্শন;—সিঙ্কোনার প্রয়োগ-লক্ষণ। সলফেট অভ কুইনাইনেরও এই সকল লক্ষণ বটে, কিন্তু কুইনাইনের শীত

ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় ঠিক একসময়ে উপস্থিত হয়। যে জ্বর প্রতি পর্য্যায়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ আগুয়াইয়া আইসে তাহাতেও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

সিঙ্কোনা ও ইহার উপক্ষার গুলি জ্বরে এতই অপব্যবহৃত হইয়া থাকে যে এস্থলে উহাদের সমগুণ ঔষধ সকল হইতে উহাদিগের প্রভেদ সুনির্ণীত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। (১) শীতের অনেক পূর্ব্বে নিদ্রালুতা; রোগীর শীতানুভব অথচ তাহার গাত্র স্পর্শে উষ্ণ, উত্তাপ সহকারে তন্দ্রালুতা, ও তৎপরে প্রভূত ঘর্ম্ম লক্ষণে সবিরাম জ্বরে কর্ণস ফোরিডা; (২) শীতের প্রাবল্য, হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগের তুষারবৎ শীতলতা, ফলতঃ শরীরের সমস্ত প্রান্ত-ভাগের শীতলতা লক্ষণে মিনিয়্যান্থিস, (৩) পিপাসা সহকারে পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ, ইগ্নেশিয়ার ন্যায় পৃষ্ঠে উত্তাপ প্রদানে ও লেপাদি দ্বারা গাত্রাবরণে শীতের উপশম লক্ষণে ক্যাপ্সিকম, (৪) প্রাতে, অথবা একদিন প্রাতে তৎ পরদিন অপরাহ্ণে, কিন্তু সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার সময় শীতের প্রকাশ; শীতের পূর্ব্বে সচরাচর পিপাসা ও তিক্ত বমন, জলপানে শীতানুভব; এবং জ্বরান্তে সাধারণতঃ যৎসামান্য ঘর্ম্ম লক্ষণে ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম উপকারী। (৫) কুইনাইন অপব্যবহারের পর বসন্ত কালে শীত প্রত্যাবৃত্ত হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। (৬) বসন্ত কালের কম্পজ্বরে শীতের আতি-শয্যে, এবং হস্তদ্বয় রজকের হস্তের ন্যায় কুঞ্চিত হইলে কার্ব্বোভেজ ব্যবস্থেয়। (৭) ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউক্যালিপ্টসেরও অত্যন্ত প্রশংসা শুনা যায়। (৮) বিষম জ্বরে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বরের প্রকার অন্যরূপ হইয়া উঠিলে এবং সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, ও স্পষ্টরূপে জ্বরের প্রকৃতি নিরূপণ করিতে না পারা গেলে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবহৃত হয়। ইপিকাকের এরূপ শক্তি আছে যে এতদ্দ্বারা জ্বরের লুপ্ত লক্ষণ পরিব্যক্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়। অথবা ইহা সেবনে জ্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া এরূপ সুনিশ্চিত আকার ধারণ করে যে অন্য উপযোগী ঔষধ নির্ব্বাচনে সুবিধা জন্মে। জ্বরের আবেশকালীন অল্পক্ষণস্থায়ী শীত ও অধিকক্ষণস্থায়ী উত্তাপ; এবং সাধারণতঃ আমাশয়িক লক্ষণের বিদ্যমানতা ও বিবমিষার প্রাধান্য ইপিকা-কের প্রয়োগ-লক্ষণ। (৯) কুইনাইনের কুফল দূরীকরণে আর্সেনিকও

উপযোগী। যখন জ্বরের আবেশে অল্লাধিক পর্য্যায়শীলতা; অতিশয় পিপাসা; প্লীহার স্ফীততা, শোথের লক্ষণ; এবং মুখমণ্ডলে ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাবৃত্ত স্নায়ুশূল থাকে তখনই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যে কোন রোগে ম্যালেরিয়া লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাতেই আর্সেনিক উপকার করে। যথা-প্রচলিত ঔষধে এই সকল রোগীর কোন ফল দর্শে না। (১০) কুইনাইন অপব্যবহারের পর শীতাবস্থায় পিপাসা; শরীরের তুষারবৎ শীতলতা, জানু হইতে নিম্নভাগে সেই শীতলতার বিশিষ্টরূপ প্রকাশ, এবং প্রতিক্রিয়ার অভাব লক্ষণাপন্ন উৎকট সবিরাম জ্বরে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ফলপ্রদ। (১১) ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-দোষ সংশো-ধনে আরেণিয়া ডায়েডেমা উপযোগী। যাহাদের কোন প্রকার পরিষ্কার জ্বর হয় না, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তিত হইয়া শীতল বা আর্দ্র হইলে কোন না কোন প্রকার অসুখ করে; কখন বা অগ্নিমান্দ্য, কখনওবা সর্ব্বশরীরে বেদনা জন্মে; ম্যালেরিয়া-দোষই এই সকল উপসর্গের মূল হইলে আরেণিয়া সেবনে শারীরিক প্রকৃতি এরূপ সংশোধিত হইয়া উঠে যে আর্দ্রতা বা শীতলতা লাগিয়া আর অপকার হয় না। (১২) কুই-নাইনের দোষ অপহার করিবার নিমিত্ত কখন কখন ফেরম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রচ্ছন্ন রক্তহীনতা, সহজে মুখ-রাগের উৎপত্তি ও রক্তবহা-নাড়ীর স্পন্দন; প্লীহার বিবৃদ্ধি; এবং প্রধানতঃ পায়ের শোথ লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

বিলেপীজ্বর।—বিলেপী জ্বরে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী পূযস্রাবের আনুষঙ্গিক বা ব্রণ-শোথের পূয নিঃসারণের পরবর্ত্তী জ্বরে (হেক্টিক ফিভার) গণ্ডদ্বয়ের আর-ক্ততা; অতিরিক্ত স্নায়বীয়তা, অবসন্নতার আতিশয্য বশতঃ মস্তকোত্তলনে অসমর্থতা; অতিসার, ও প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম লক্ষণে সিঙ্কোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জ্বরে সিঙ্কোনার সমগুণ আর্সেনিকম ও কার্ব্বো-ভেজি-টেবিলিসও প্রয়োজিত হয়। উৎকট আকারের রোগে অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে সিঙ্কোনা ব্যবহার করিয়াও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ প্রকার অবস্থায় লক্ষণানুসারে আর্সেনিকম বা কার্ব্বোভেজি-টেবিলিস ব্যবহৃত হয়।

ব্রণ-শোথ।—পৃষ্ঠবংশের কেরিজ আদি রোগে যে শীতল ব্রণ-শোথ জন্মে তাহা বিদীর্ণ করিলে যদি হিমাঙ্গ উপস্থিত হয় তবে কার্ব্বোভেজিটে-বিলিস বা সিঙ্কোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে এই দুই ঔষধের লক্ষণ প্রায় একরূপ। অতএব রোগীর অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ করিতে না পারিলে এই দুই ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ করা সহজ নহে।

কোন কোন প্রকার নৈশ ঘর্ম্মে সিঙ্কোনার ন্যায় সোরিনমও উপকারী। সন্নিপাত জ্বরাদি তরুণ রোগের পরে অধিক ঘর্ম্ম হইলে ইহা ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। রোগীর আরোগ্যে নৈরাশ্য, হস্তকম্প সম্বলিত দুর্ব্বলতা, এবং পৃষ্ঠ ও সন্ধির দৌর্ব্বল্য লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

ফুসফুসের রোগ।—ফুসফুসে পূযোৎপন্ন হইলে, ও তৎসহকারে বিলেপীজ্বর থাকিলে, বিশেষতঃ সুরাপায়ীদিগের রোগে সিঙ্কোনা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বায়ুবিধান-তন্তুর বা ফুসফুস-পদার্থের বিধান-বিকারেও সিঙ্কোনা ব্যবহৃত হয়। বিলেপী জ্বরের লক্ষণ ও শ্বাসের দুর্গন্ধ দ্বারা ফুসফুস-পদার্থের বিধান-বিকার পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। এস্থলে সিঙ্কোনা, আর্সেনিকম, সিকেলি ও ল্যাকেসিসের সমকক্ষ। কোন কোন প্রকার বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহেও শ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। সঞ্চিত নিষ্ঠীবন দীর্ঘকাল ফুসফুসে থাকিয়া বিগলিত হইয়া সেই দুর্গন্ধ জন্মে। রোগী যখন আস্তে আস্তে শ্বাস-ত্যাগ করে তখন এই দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু জোরে কাস দিলে শ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। শ্বাসের এই দুর্গন্ধ পূর্ব্ব বর্ণিত দুর্গন্ধ হইতে স্বতন্ত্র। এবম্বিধ কাসে ক্যাপ্সিকম উপযোগী। তৎপরে সাঙ্গুই-নেরিয়া ফলপ্রদ।

আমবাত।—প্রাদাহিক আমবাতে, রোগের প্রারম্ভে নয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে জ্বরের প্রকৃতি বিরামশীল হইয়া উঠিলে, সন্ধিস্থল যদি তখনও স্ফীত থাকে এবং বেদনার উৎক্ষেপণ ও প্রচাপনবৎ প্রকৃতি হয়, রোগী যদি কাহাকেও নিকটে আসিতে না দেয় ও কেহ রুগ্ন স্থান স্পর্শ করিলে যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠে, তবে চায়না ব্যবহৃত হয়।

অক্ষি-কোটরের স্নায়ু-শূল।—অক্ষি-কোটরের নিম্নস্থ স্নায়ুর স্নায়ু-শূলে, রোগ সপর্য্যায়ে উপস্থিত হইলে, এবং সামান্য স্পর্শে বা শীতল বাতাস

সংলগ্নে বৃদ্ধি পাইলে সিঙ্কোনা ব্যবস্থেয়। স্নায়ুশূল ম্যালেরিয়া জনিত হইলে ইহা সমধিক উপযোগী। ম্যালেরিয়া-মূলক স্নায়ুশূল সাধারণতঃ অক্ষিকোটরের ঊর্দ্ধভাগে জন্মিলে এবং ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় ঠিক একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সিড্রন ফলপ্রদ।

পাণ্ডু।—গাত্র-ত্বক ও চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের পীতাভা; যকৃতের স্ফীততা ও স্পর্শ-দ্বেষ, এবং দক্ষিণ কুক্ষিতে চর্ম্মের নীচে ক্ষতবৎ অনুভব; দুর্গন্ধি অপান সংযুক্ত ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মল অথবা অতিসার লক্ষণাপন্ন পাণ্ডুরোগে সিঙ্কোনা ব্যবহার্য্য। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা, রসরক্তাদির অপক্ষয়, মদিরার অপব্যবহার, এবং আমাশয় ও দ্বাদশাঙ্গুল-অন্ত্রের প্রতিশ্যায় জনিত পাণ্ডু-রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

আর্সেনিকম, ইপিকাক, কার্ব্বো-ভেজি, ল্যাকেসিস, পলসেটিলা, ফেরম, ও ভিরেট্রম-এলবম, সিঙ্কোনার বিষম-গুণ। মস্তিষ্ক-লক্ষণে সিঙ্কোনা ও অফিয়া পরস্পর প্রতিকূল। হৃদ্-লক্ষণে, ও গাত্রতাপাদিতে সিঙ্কোনা ও বেলেডোনা পরস্পর প্রতিকূল।

ফসফরিক এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

ফসফরিক এসিডের ক্রিয়ায় দুর্ব্বলতা জন্মে। কখন কখন ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ব্বলতাই ইহার সর্ব্ব প্রধান বিশেষ লক্ষণ। এই দুর্ব্বলতার সহিত ঔদাস্য, শরীর ও মনের নিশ্চেষ্টতা, ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে রোগীর প্রবৃত্তি জন্মেনা। উত্তর দিলেও সে অতি সংক্ষেপে 'হাঁ,' বা 'না,' বলিয়া অথবা এরূপ ভাবে উত্তর দেয় যে তদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায় যে কথা বলা তাহার ভাল লাগে না। ফসফরিক এসিড জনিত প্রলাপ অপ্রচণ্ড, মৃদু, ও মস্তিষ্কের অবসাদ-ব্যঞ্জক।* উহাতে

রোগী বিড়বিড় করিয়া কথা বলে, কিন্তু সেই সকল কথা বুঝিতে পারা যায় না। রোগী অচৈতন্যবৎ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘটনা ঘটে তদ্বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না; কিন্তু জাগরিত হইলেই আবার সম্যক জ্ঞানের সঞ্চার হয়। এইটী ফসফরিক এসিডের বিশেষ প্রকৃতি-গত লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সমস্ত শরীরের ও মনের যে অবসন্নতা জন্মে সেই অবসন্নতা এক প্রকার অপ্রগাঢ় অবসন্নতা। ল্যাকেসিসাদি ঔষধ জ্ঞাপক গভীর-মূল অবসন্নতা নহে, অর্থাৎ ইহার ক্রিয়া শরীরের বিধান-তন্তুতে গভীর ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত গুরুতর পরিবর্ত্তন সকল সংসাধিত হয় না। উপরে ফসফরিক এসিডের যে গুণের কথা উল্লিখিত হইল উহার প্রত্যেক লক্ষণেই তাহার বিদ্যমানতা দেখা যায়। অতএব রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সম্যক অচৈতন্য জন্মিলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

আময়িক ব্যবহার।

টাইফয়েড জ্বর।—যে সকল লক্ষণে টাইফয়েড জ্বরে ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হয় তাহা এই:—সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা; চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব নিবন্ধন রোগ-লক্ষণের অনুপশম। (ফসফরিক এসিডের সহিত অনেক বিষয়ে রসটক্সের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু টাইফয়েডজ্বরে রসটক্স সূচক নাসিকার রক্তস্রাব রোগের প্রারম্ভাবস্থায় হয় এবং ইহাতে রোগের উপশান্তি জন্মে)। নাসিকা-রন্ধ্রে অঙ্গুলীপ্রবেশ। (নাসা-রন্ধ্রে অঙ্গুলীপ্রবেশ লক্ষণ দেখিয়া সর্ব্বদাই কৃমিসন্দেহ করিয়া সিনা ব্যবস্থা করা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। উদরের উপদাহ বশতও এই লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। সিনায় এই লক্ষণ কৃমিব্যঞ্জক, ফসফরিক এসিডে ইহা পেয়ারাখ্য গ্রন্থির উপদাহ জ্ঞাপক। সুতরাং ফসফরিক এসিডে ইহার সহিত অনেক গুলি উদর-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে; যথা, উদরের স্ফীততা জন্মে, ও অত্যন্ত পেট ডাকে)। এই সকল লক্ষণের সহিত প্রায়ই উদরাময় থাকে। জলবৎ, কখন বা অনৈচ্ছিক, অজীর্ণদ্রব্যসংযুক্ত মল নিঃসৃত হয়; এবং মলের সহিত অধিক পরিমাণে

বায়ু নির্গত হইয়া থাকে। জিহ্বা শুষ্ক থাকে, ও উহার মধ্যস্থলের নিম্নভাগে অনুজ্জ্বল আরক্ত রেখা থাকিতে পারে; কিন্তু জিহ্বা পাণ্ডুর ও আঠা আঠা হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কখন কখন উহা আঠা আঠা শ্লেষ্মাযও আবৃত দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে রোগী নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে জিহ্বা দংশন করে; আক্ষেপিক সঙ্কলন বশতই এরূপ ঘটে; হনুদ্বয় যখন সংযোজিত হয় তখন জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে। মূত্র অত্যন্ত অণ্ডলালময় ও দুগ্ধাকৃতি দেখায়, এবং অতি সত্বর বিগলিত হয়; ও উহাতে পার্থিব ফসফেট মিশ্রিত থাকে। এই সকল প্রধান লক্ষণানুসারে টাইফয়েড জ্বরে ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—এস্থলে রসটক্স ও ফসফরাসের সহিত ফসফরিক এসিডের অনেকটা ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। (১) রসটক্স প্রয়োগে অস্থিরতা নিবারিত হইবার পর উদরাময় থাকিলে ও রোগীর পূর্ব্বোক্ত প্রকার নীরব অচৈতন্য জন্মিলে রসটক্সের পর ফসফরিক এসিড ব্যবহার করা যায়। (২) যদি জিহ্বার অধিকতর শুষ্কতা, মস্তিষ্কের অধিকতর উত্তেজনা; ও ইন্দ্রিয় সকলের উপদাহিতা থাকে; রোগীর শব্দ বা গন্ধ সহ্য হয় না; এবং অতিসার থাকিলে রক্তের রেখাঙ্কিত ও মাংস-ধৌত জলের ন্যায় মল নিঃসৃত হয় তাহা হইলে ফসফরাস ব্যবস্থেয়। (৩) ফসফরিক এসিড সূচক ঔদাসীন্যে সুইট স্পিরিটস অভ নাইটারেরও ব্যবহার আছে। রোগী সম্পূর্ণ উদাসীন অবস্থায় শয্যায় পতিত থাকিলে এবং অবিলম্বে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে সুইট স্পিরিটস অভ নাইটার ব্যবহৃত হয়। ফসফরিক এসিড বিফল হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে। (৪) ফসফরিক এসিডের ন্যায় ঔদাসিন্যে আর্ণিকাও উপযোগী। কিন্তু আর্ণিকা রোগের অধিকতর বিকসিত অবস্থায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন অবসাদ ও অচৈতন্য গভীরতর হয়; রোগী আপনার রোগের আতিশয্য আপনি বুঝিতে পায় না; জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তাহার গাত্রে আর্ণিকাসূচক কালিমা বা কালশিরা লক্ষিত হয়, এবং অবশেষে অনিচ্ছায় মলমূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে তখন আর্ণিকা ব্যবস্থেয়। (৫) অচৈতন্যে ফসফরিক এসিড অপেক্ষা ওপিয়ম অধিকতর উপযোগী। কিন্তু ওপিয়ম জ্ঞাপক অচৈতন্য

ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল। এই অচৈতন্যের প্রারম্ভাবস্থায় রোগীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অচৈতন্য বর্দ্ধিত হইয়া পড়িলে যত কেন নাড়া চাড়া না যাক কিছুতেই তাহার চেতনা জন্মান যায় না। শ্বাস ক্রমে ক্রমে অধিকতর আয়াসিত ও সশব্দ হইয়া উঠে; মুখমণ্ডলে ফসফরিক এসিড সূচক পাণ্ডুরতা, নিমগ্নতা ও শবাকৃতি না থাকিয়া প্রগাঢ় আরক্ততা, অর্থাৎ প্রায় কপিশের আভাযুক্ত আরক্ততা জন্মে। এই আরক্ততায় যতই অধিকতর কপিশতা থাকে ততই ওপিয়ম অধিকতর উপযোগী হয়।

শোকাদির কুফল।—শোক সন্তাপাদির মন্দ ফল নিবারণে, বিশেষতঃ প্রেম ভঙ্গ জনিত পুরাতন চিত্ত-বিকার প্রশমনে ফসফরিক এসিড উপকারী। ইগ্নেশিয়া ব্যবহারের পরেই ইহা বিশিষ্টরূপে ফলপ্রদ। তরুণ লক্ষণে ইগ্নেশিয়া এবং পুরাতন লক্ষণে ফসফরিক এসিড উপযোগী।

গৃহ-রোগ বা হোমসিকনেস।—গৃহ-রোগ অর্থাৎ জন্মভূমি দর্শনার্থ দুর্নিবার অভিলাষ জনিত সন্তাপে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থেয়। এই মনস্তাপ বশতঃ বিমর্ষতা; অপরাহ্নে, সায়াহ্নে বা রাত্রির প্রাক্কালে বিলেপী জ্বর ও মুখ-রাগ; সন্ধ্যার প্রারম্ভে ঘর্ম্ম, এবং মূর্দ্ধাদেশে গুরুত্বানুভব লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষোক্ত লক্ষণ ফসফরিক এসিডজ্ঞাপক একটী বিশেষ লক্ষণ। শরীর ও মনের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চিত্তের বিকার জন্মিলে শরীরেরও বিকার জন্মে। এই জন্যই কুসংবাদ শুনিলে পরিপাক-বৈলক্ষণ্য, এবং স্তন্যদায়িনী জননী ক্রোধান্বিত হইলে স্তন-দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া উঠে। সুতরাং চিত্তবিকারের গৌণফল স্বরূপ গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের রোগে, যথা, অবসাদ জনক মনোভাব নিবন্ধন কন্দ রোগে অন্যান্য লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে ফসফরিক এসিড ব্যবহারে রোগের স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ সত্বর বিদূরিত হয়। গৃহ-রোগে ক্যাপসিকমও ফলপ্রদ। মূর্দ্ধাদেশে শিরঃপীড়া, বিমর্ষতা, বিলাপ, শীর্ণতাদি লক্ষণান্বিত শোকের প্রাচীন ফলে ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমও ফসফরিক এসিডের সমকক্ষ।

অতিসার।—অন্ত্র-কূজন-পূর্ব্ব অতিসারেই ফসফরিক এসিড বিশেষ উপযোগী। যে সকল বালকেরা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ফসফরিক এসিড জ্ঞাপক অতিসারে পুনঃপুনঃ

বিরেচন সত্ত্বেও রোগী তদনুরূপ দুর্ব্বল হয় না। বালক পাঁচ ছয় সপ্তাহ অতিশয় অন্ত্র-কূজন বিশিষ্ট উদরাময়ে পীড়িত থাকিলেও তাহাকে তত দুর্ব্বল দেখায় না। মল আহারান্তে বিনির্গত এবং অজীর্ণ দ্রব্য বিমিশ্রিতও হইয়া থাকে। ফসফরিক এসিড ও সিঙ্কোনায় প্রভেদ এই যে সিঙ্কোনা জ্ঞাপক অতিসারে রোগীকে অতিশয় অবসন্ন করে। কিন্তু ফসফরিক এসিড জনিত অতিসারে এপ্রকার অবসন্নতা জন্মে না। ফসফরিক এসিডের অপর একটী লক্ষণ এই যে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও অল্পমাত্র নিদ্রাযই শান্তি লাভ করে। বোধ হয় ফসফরিক এসিডস্থিত ফসফরাসের উত্তেজনী শক্তি-তেই এরূপ ঘটে।

শুক্র-রোগ।—শারীরিক রসাদির অপচয় জনিত তরুণ লক্ষণাপেক্ষা প্রাচীন লক্ষণেই ফসফরিক এসিড বিশেষ উপযোগী। এই জন্যই শুক্র-ক্ষয়ের দীর্ঘকালস্থায়ী মন্দফলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। নিদ্রাকালে বা জাগ্রতা-বস্থায়, মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগ চেষ্টায়, অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা বশতঃ রেতঃপাত হইয়া সমগ্র স্নায়ু মণ্ডল দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে; পতনবৎ শিরো-ঘূর্ণন থাকিলে, অথবা শয়ন করিলে পদদ্বয় যেন মস্তক অপেক্ষা উর্দ্ধে যাই-তেছে রোগীর এরূপ অনুভব হইলে; এবং সঙ্গমেন্দ্রিয় শিথিলিত; অণ্ড-কোষ ও অণ্ডদ্বয় দোলিত ও আলম্বিত; উপস্থ উদ্দাম-শক্তি বিরহিত, বা স্বল্প উদ্রিক্ত; সম্ভোগ-সময়ে শুক্র অতি দ্রুত বিনির্গত; অণ্ডকোষের গাত্র কণ্ডূ-য়িত (পিপীলিকাদি হাঁটার ন্যায় অনুভূত); পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা দুর্ব্বলীভূত, সুতরাং রোগী বিচরণ সময়ে বিকম্পিত হইলে; তাহার বিশেষ কোন প্রকার বেদনাদি বিদ্যমান না থাকিলে; ও পৃষ্ঠবংশে রাত্রে বর্দ্ধনশীল জ্বালা লক্ষণ থাকিলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থেয়। শুক্র-ক্ষরণের কুফল নিবা-রণে ফসফরিক এসিড ও সিঙ্কোনায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তরুণ লক্ষণে সিঙ্কোনা ও প্রাচীন লক্ষণে ফসফরিক এসিড উপযোগী। যথা, এক ব্যক্তির ক্রমাগত তিন চারি রাত্রি স্বপ্ন-দোষ হইয়া অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মি-য়াছে; সিঙ্কোনা ব্যবহারে এই দুর্ব্বলতা সত্বর দূরীকৃত হয়। জননেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিথিলতা নিবারণার্থে ফসফরিক এসিড ব্যবহার করিতে হইলে নিম্ন ক্রমেই ব্যবস্থা করা উচিত।

শিরোরোগ।—শিরোবেদনায়ও কখন কখন ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিরোবেদনায় অধ্যয়ন কালে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে এবং যতক্ষণ অধ্যয়ন করা যায় ততক্ষণই বেদনা থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অত্যন্ত অধ্যয়ন জনিত দুর্ব্বলতায়ও ইহা ফলপ্রদ।

বক্ষ-রোগ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ফসফরিক এসিডের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থলের পীড়ায়ই ইহার বিশেষ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অসি-পত্রাকার উপাস্থির সমীপে বক্ষঃস্থল কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক; সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে কাসের বৃদ্ধি; প্রাতঃকালে ঈষৎ পীতবর্ণ, অথবা পূয ও শ্লেষ্মা বিমিশ্রিত, ও সাধারণতঃ লবণাস্বাদ নিষ্ঠীবন ফসফরিক এসিডের প্রয়োগ-লক্ষণ। যক্ষ্মা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী অধিক কথা বলিতে না পারিলে; সেই দুর্ব্বলতাই তাহার শ্বাস-কষ্টের কারণ বলিয়া অনুমিত হইলে, বায়ু-প্রবাহ গায় লাগিবা-মাত্র নূতন নূতন সর্দ্দি করিলে, বক্ষঃস্থলে বাতাসের সংস্পর্শ অসহ্য হইলে, এবং তন্নিমিত্ত বক্ষঃস্থল উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতে হইলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থেয়। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ফসফরাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অস্থি-রোগ।—অস্থিতে ফসফরিক এসিডের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বালকদিগের গণ্ডমালা জনিত অস্থি-রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কশেরুকার ক্ষত বশতঃ পৃষ্ঠবংশের কুব্জতায়, ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধির রোগে অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ জন্য অস্থি ছুরিকা দ্বারা চাঁচার ন্যায় অনুভূত হইলে, এবং যাতনা রাত্রে বৃদ্ধি পাইলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা করা যায়। পারদ অপব্যবহারের পরেও এই প্রকার যাতনা লক্ষণ জন্মিতে পারে।

মূত্র-রোগ।—অন্যান্য খনিজ অম্লের ন্যায় ফসফরিক এসিডেও বৃক্ক আক্রান্ত হয়। ইহা প্রথমতঃ মূত্রাধিক্য জন্মায়। দ্রুতবেগে ও পুনঃ পুনঃ মূত্র নিঃসৃত হয়। মূত্র-পথ যেন দ্বিগুণায়তন বলিয়া বোধ হয়। অতএব মধুমেহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্র-স্রাব, রাত্রিতে বার বার উঠিয়া মূত্র ত্যাগ ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ-লক্ষণ।

ফসফরিক এসিড জ্ঞাপক মূত্র অনেক সময় দুগ্ধাকার দৃষ্ট হয়। কখন কখন উহা হইতে, বিশেষতঃ মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় রোগে, মণ্ডের ন্যায় পদার্থ অধঃপতিত হইয়া থাকে। বহুমূত্র রোগে ল্যাকটিক এসিডও উপকারী।

বেদনা।—বিবর্দ্ধনশীল বেদনায় ফসফরিক এসিডের ব্যবহার আছে। গোয়ায়েকমও এই প্রকার বেদনায় উপকারী।

সমগুণ।—(১) রসটক্স। (২) চায়না, আর্সেনিকম, ভিরেট্রম। (৩) নক্সভমিকা। (৪) ফেরম। (৫) ব্যাপ্টিশিয়া।

বিষমগুণ।—ক্যাম্ফর।

কার্ব্বো এনিম্যালিস।

বিশেষ বিবরণ।

কার্ব্বোএনিম্যালিস ও কার্ব্বোভেজেটেবিলিস পরস্পর প্রতিকূল। ইহাদের একটীর পরে অপরটী ভাল খাটেনা। ইহারা উভয়েই প্রায় একরূপ। তবে কার্ব্বো এনিম্যালিসে কিঞ্চিৎ ফসফেট অব লাইম আছে। কার্ব্বো এনিম্যালিস (বিশেষতঃ গ্রন্থির রোগে) ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার অনুপূরক। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং রোগকর্ত্তৃক অতিশয় দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ শৈরিক রক্তাধিক্যের প্রাধান্যে কার্ব্বো-এনিম্যালিস উপযোগী। এইসকল রোগীর চর্ম্মের নীলবর্ণ জন্মে। হস্তপদ সহজেই নীলাক্ত হইয়া উঠে ও ত্বকের অভ্যন্তর দিয়া প্রসারিত শিরাসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যৎসামান্য কারণে তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে সচরাচর গালের নীলাভা জন্মে। শরীরের কোন কোন স্থানের বিসমাসে (ডিকম্পোজিন) যথা, পচা স্রাবনিঃসরণশীল গ্যাংগ্রীণ ও শরীরের উপরিভাগ বা অভ্যন্তরের ক্ষতে কার্ব্বো এনিম্যালিস ও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। পরিপাক-যন্ত্রের দুর্ব্বলতায়, ও শারীরিক রসের অপচয়ে, বিশেষতঃ স্তন্য-দান কালে, এই দুই ঔষধই ব্যবস্থা করা যায়। তবে ইহাদের সাধারণ প্রভেদ এই যে যদিও গ্রন্থিমণ্ডলে উভয় ঔষধেরই ক্রিয়া দর্শে বটে, কিন্তু গ্রন্থির রোগে কার্ব্বো এনিম্যালিসই শ্রেষ্ঠ।

আময়িক ব্যবহার।

গ্রন্থিরোগ।—গ্রন্থির দৃঢ়তায়, বিশেষতঃ উপদংশ বা প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কক্ষ গ্রন্থি ও বঙ্ক্ষণ গ্রন্থির দৃঢ়তায় অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ব্রধ্ন রোগাদিতে কার্ব্বো এনিম্যালিসই সুব্যবস্থেয়; অপর এই সকল ব্রধ্নাদি অতি শীঘ্র কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকিলে, ও অসম্যক আরোগ্যপ্রাপ্ত উদ্ঘাটিত (হা-ি‍রা) ক্ষতের চারিদিকে প্রায় প্রস্তরবৎ কঠিন বিধান-তন্তু বিদ্যমান রহিলে উক্ত ঔষধই বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার সুদৃঢ় ব্রধ্নরোগ

(বাধি) কুচিকিৎসিত হইয়া থাকিলে বাড়িআগা কার্ব্বো এনিম্যালিসের সমকক্ষ।

ক্যানসার।—আবার, ক্যানসার রোগে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস অপেক্ষা কার্ব্বো এনিম্যালিসই সমধিক উপযোগী; এবং স্তন অথবা জরায়ুর কর্কটে বিশেষ উপকারী। স্তনের কর্কট-রোগে স্তনে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি-সদৃশ দৃঢ়তা জন্মে; উহার কোন সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রস্থান প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে; অনন্তর সেই দৃঢ়স্থানের চারিদিকের চর্ম্মে নীলাভা ও কলঙ্ক উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কার্ব্বো এনিম্যালিসের লক্ষণের ন্যায় শৈরিক রক্তের স্তব্ধতা জন্মে; আক্রান্ত পার্শ্বের কক্ষ-গ্রন্থিও শক্ত হইয়া উঠে, স্তনের অভ্যন্তর দিয়া জ্বালাকর ও আকর্ষণ সদৃশ বেদনা হইতে থাকে; তখন কার্ব্বো এনিম্যালিস ব্যবস্থা করা যায়। জরায়ুর কর্কটে জরায়ু গ্রীবার দৃঢ়তা, জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাব, উরু পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত জ্বালাকর বেদনা, এবং যোনি হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ এই ঔষধের লক্ষণ।

পরিপাক-যন্ত্রের রোগ।—পরিপাক-যন্ত্রের রোগে কার্ব্বো এনিম্যালিস ও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসে প্রভেদ এই যে, কার্ব্বো এনিম্যালিসের লক্ষণে সিপিয়ার ন্যায় আমাশয়ে শূন্যতানুভব থাকে এবং আহার করিলেও উহার শান্তি জন্মেনা। এই সকল লক্ষণে স্তন্যদায়িনীদিগের দুর্ব্বলতায় কার্ব্বো এনিম্যালিস কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী হয়। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের লক্ষণের ন্যায় এই সকল রোগিণীর যৎসামান্য আহার গ্রহণে আমাশয়ে যাতনা জন্মে, কিন্তু আমাশয়ে এক প্রকার শীতলতা অনুভূত হয়, এবং উদরোপরি হাত দিয়া দৃঢ়রূপে চাপিলে বা ঘর্ষণ করিলে উহা উপশমিত হইয়া থাকে। এই প্রকার দুর্ব্বলীভূতা রোগিণী-দিগের পক্ষেই কার্ব্বো এনিম্যালিস উপকারী। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের লক্ষণে আমাশয়ে এরূপ শীতলতা থাকেনা, কিন্তু এক প্রকার গুরুত্ব থাকে। অগ্নিমান্দ্য সহকারে অর্শ উভয় ঔষধেরই লক্ষণ কিন্তু সরলান্ত্র হইতে গন্ধশূন্য একপ্রকার পাতলা তরল পদার্থের ক্ষরণ কেবল কার্ব্বো এনিম্যালিসের্ই সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

বক্ষঃস্থলের রোগ।—বক্ষঃস্থলের রোগেও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস অথবা থাইসিস রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় ফুসফুসের বিধান-তন্তু বিনষ্ট ও নিষ্ঠীবিত শ্লেষ্মা বিগলিত হইলে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও কার্ব্বো এনিম্যালিস উভয়ই উপযোগী। কিন্তু এস্থলে উহাদের নির্ব্বাচন-কালে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা সুতরাং একটীর পরিবর্ত্তে অন্যটী ব্যবহৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এজন্য উভয়ের প্রভেদক লক্ষণগুলির উল্লেখ করা গেল। স্বরভঙ্গ সংযুক্ত শ্বাস-রোধক কাস, কাসিতে কাসিতে মস্তিষ্কের বিকম্পন, মস্তিষ্ক যেন আলগা হইয়া গিয়াছে মস্তকে এরূপ অনুভব, কার্ব্বো এনিম্যালিসের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। অপর, কার্ব্বো এনিম্যালিসের লক্ষণে বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভব থাকে; (ব্রোমিণেও এই প্রকার শীতলতা অনুভব লক্ষণ আছে); নিষ্ঠীবনের হরিদ্বর্ণ, পূযাক্ততা, ও অসহ্য দুর্গন্ধ থাকে, নিষ্ঠীবন সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুসফুস হইতে উত্থিত হয়; এবং পরীক্ষা করিলে উহাতে গহ্বর দৃষ্ট হয়; কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের কাস আক্ষেপিক। উহার সহিত রোগীর গভীর কর্কশ স্বর অথবা স্বরনাশ (এফোনিয়া) বর্ত্তমান থাকে। বক্ষঃস্থলে সুনিশ্চিত জ্বালা থাকে। নিষ্ঠীবন প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। বৃদ্ধদিগের বায়ু-নলীভুজ-প্রদাহেই নিষ্ঠীবনের বিশেষ প্রাচুর্য্য দেখা যায়; উহার বর্ণ পীত, ও দুর্গন্ধ কার্ব্বো এনিম্যালিস অপেক্ষাও অধিক থাকে। রোগী শয্যায় পাশ ফিরিলে বা ঘুমাইয়া পড়িলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র জন্মে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

উপদংশ।—ধাতুগত উপদংশ-দোষে কার্ব্বোভিজিটেবিলিস অপেক্ষা কার্ব্বো এনিম্যালিস অধিক উপকারী। তৃতীয় অবস্থা-প্রাপ্ত উপদংশে, পারদ অপব্যবহারের পর, বিশেষতঃ গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে, ও শরীরের অতিশয় শীর্ণতা থাকিলে উভয় ঔষধই ব্যবস্থেয় হয় বটে, কিন্তু গাত্রে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ প্রকাশ পাইলে কার্ব্বো এনিম্যালিসই উপযোগী। কারণ, তাম্র বর্ণই উপদংশ জনিত উদ্ভেদের প্রকৃত প্রকৃতি-গত বর্ণ। এই লক্ষণে কার্ব্বো ভেজি অপেক্ষা মারকিউরিয়স-বিন, নাইট্রিক এসিড ও বেডিআগার সহিতই কার্ব্বো এনিম্যালিসের অধিকতর সাদৃশ্য।

দুর্ব্বলতা।—দুর্ব্বলতায় কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস সর্ব্বদাই কার্ব্বো

এনিম্যালিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া ও স্কার্লেটিনার শেষ অবস্থায় কার্ব্বো-এনিম্যালিস প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ প্রায়ই দৃষ্ট হয়না। স্তন্য-দান জনিত দুর্ব্বলতায়ই কেবল এই দুই ঔষধের প্রভেদ করা আবশ্যক করে। ইতিপূর্ব্বে সেবিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।

কর্ণ-রোগ।—কর্ণ-রোগেও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও কার্ব্বো এনিম্যালিসের সাদৃশ্য আছে। এই দুই ঔষধেই কর্ণ-স্রাব (ওটোরিয়া) জন্মায়। দুই ঔষধের স্রাবই পাতলা, দুর্গন্ধ, রক্তাক্ত ও অবদরণকর। কিন্তু কার্ব্বো এনিম্যালিসের লক্ষণে কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে স্তন বৃন্তাকার অস্থিপ্রবর্দ্ধণের উপরে অস্থিবেষ্টের স্ফীততা নাইট্রিক এসিড, অরম, ক্যাপ্সিকমের লক্ষণেই আছে; কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের লক্ষণে নাই। হাম, স্কার্লেটিনা প্রভৃতি উদ্ভেদবিশিষ্ট রোগের পরিণামে যে কর্ণস্রাব হয় তাহাতেই কার্ব্বোভেজি বিশেষ উপযোগী। বধিরতায়ও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কার্ব্বো এনিম্যালিসের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে কোথা হইতে শব্দ আইসে রোগী তাহা বলিতে পারেনা। কর্ণ-মলের (কাণের খইল) অবিদ্যমানতা বশতঃ কর্ণের অত্যন্ত শুষ্কতা অথবা দুর্গন্ধি কর্ণমল নিঃসরণ লক্ষণে বধিরতায় কার্ব্বো ভেজি ব্যবস্থা করা যায়।

চক্ষু-রোগ।—চক্ষু রোগে দূরদৃষ্টি লক্ষণে, অর্থাৎ পথে বেড়াইবার সময় দৃষ্টবস্তু দূরবর্ত্তী দৃষ্ট হইলে কার্ব্বো-এনিম্যালিস ব্যবহৃত হয়। চক্ষু দুইটী চক্ষু-কোটরে আলগা আলগা বোধ হয়। বৃদ্ধেরা পাঠ করিতে চেষ্টা করিলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়, কিন্তু চক্ষু মর্দ্দন করিলে উহার নিবৃত্তি জন্মে। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস নিকট দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়; দেখিবার জন্য দ্রষ্টব্য বস্তু চক্ষুর নিকটে ধরিতে হয়। চক্ষু ব্যবহারান্তে অথবা অনেকক্ষণ দৃষ্টিপাতের পর এই লক্ষণের আতিশয্য জন্মে।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস।

বিশেষ বিবরণ।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসে কিয়ৎপরিমাণে কার্ব্বোনেট অভ পটাশ আছে। ফুসফুস ও গল-রোগে এবং অগ্নিমান্দ্যে কালী কার্ব্ব কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের অনুপূরক। বক্ষঃস্থলের রোগে, প্রধানতঃ গল-রোগে, এবং উৎকট রোগের পরবর্ত্তী অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় অর্থাৎ সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের স্তব্ধতার উপক্রমে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ফসফরাসের অনুপূরক। আর্সেনিকম ও ক্যাম্ফর কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের ক্রিয়াঘ্ন এবং কষ্টিকম ইহার প্রতিকূল। ফসফরাস ও কষ্টিকমের প্রতিকূলতা যত সুস্পষ্ট, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও কষ্টিকমের প্রতিকূল সম্বন্ধ তত স্পষ্ট নহে।

পরিণত বয়স্ক, সুতরাং দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষেই কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস বিশেষ উপযোগী। প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য গ্রস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার সমধিক প্রয়োজন পড়ে।

আময়িক ব্যবহার।

রক্তস্রাব।—যে সকল রোগে রক্তবিকৃত, বা বিষ-দুষ্ট ও উহার উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহাতেই কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্য নিস্তেজপ্রকৃতির রক্তস্রাবে ইহা ব্যবস্থিত হয়। (১) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে. মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, নিমগ্ন, ও প্রায় শবাকার হইলে; কতিপয় ঘটিকা বা দিবস ধরিয়া ক্রমাগত মলিন তরল রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বৃদ্ধ, ও দুর্ব্বলীভূত, এবং ঝিল্লিক-প্রদাহগ্রস্ত ব্যক্তিদিগেরই এই প্রকার রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ক্যাম্ফর ও মারকিউরিয়স সায়েনেটস নামক ঔষধেরও রক্তস্রাবে প্রায় এইরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। (২) ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে অর্থাৎ রক্তকাসে ও বায়ু-নলী হইতে রক্তপাতে অতিশয় উৎকণ্ঠা, অথচ বিশেষ অস্থিরতার অভাব; মুখ-মণ্ডলে ও

শ্বাস-চেষ্টায় উৎকণ্ঠার পরিদৃশ্যমানতা, কিন্তু পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদি অস্থিরতার চিহ্ন পরিশূন্যতা; এবং বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর বেদনা কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। ফুসফুসের অপকৃষ্টতা অধিকদূর প্রবর্দ্ধিত হইয়া মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও সচরাচর শীতল ঘর্ম্মসিক্ততা, নাড়ীর সবিরামতা ও সূত্রকল্পতা; এবং ফুসফুসে অধিক বায়ু যাইতে পারে এইজন্য রোগীর ব্যজন-প্রবৃত্তি থাকিলেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয়। (৩) এই সকল লক্ষণে জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে বা অতি-রজ রোগেও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস প্রযোজিত হয়। এস্থলে জ্বালাকর বেদনা লক্ষণ অর্থাৎ ত্রিক ও পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগের অনুপ্রস্থে জ্বালা স্পষ্ট প্রকাশিত থাকে। রক্তস্রাব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্বাস-কষ্ট সংযুক্ত বক্ষঃস্থলের জ্বালা লক্ষণও প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ।—রক্তস্রাবে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের সহিত সিঙ্কোনা ও আর্সেনিকমের ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (১) আক্রান্ত যন্ত্রের কিয়ৎপরিমাণ অপকৃষ্টতা জনিত ঈদৃশ নিস্তেজ প্রকৃতির রক্তস্রাবে আর্সেনি-কমও উপকারী। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও আর্সেনিকম উভয় ঔষধেই প্রবল জ্বালাকর বেদনা লক্ষণ আছে। কিন্তু আর্সেনিকমে দেহ-তন্ত্র ও চিত্তের যে উপদাহিতার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসে তাহা নাই। কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসে নিশ্চেষ্টতা ও অলসতা, আর্সেনিকমে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাদি সংযুক্ত উপদাহিতা প্রধান প্রভিন্নকর লক্ষণ। (২) রক্তস্রাবে, বিশেষতঃ ফুসফুস ও জরায়ুর রক্তস্রাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ লক্ষণে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবহৃত হয়। যদি প্রায় হিমাঙ্গের ন্যায় গাত্রের শীতলতা না থাকে তবে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস বা সিঙ্কোনার পরিবর্ত্তে এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শিরা-স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেইন্‌স।—বাহু, জঙ্ঘা, বা স্ত্রী-অঙ্গের শিরার স্ফীততায়, স্ফীত শিরায় ক্ষত-সম্ভাবনা; দীর্ঘকাল রক্তাবস্থিতির ন্যায় স্ফীততার নীল বা কৃষ্ণবর্ণ; কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস জ্ঞাপক অন্যান্য ক্ষতের ন্যায় এই সমস্ত শিরা-ক্ষতে জ্বালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিকানাড়ী গুলির বিস্তৃতির ন্যায় ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বকের কুঞ্চিত আকৃতি; চর্ম্মের নীচে কালিমা; ও ক্ষতের নিশ্চিত নিস্তেজ আকৃতি কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসের প্রয়োগ-লক্ষণ।

ক্ষত।—শিরার স্ফীততাজনিত ক্ষত ভিন্ন অন্যান্য নিস্তেজ প্রকৃতির

ক্ষতেও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ফলপ্রদ। যে সকল চেপ্টা ক্ষত গভীর না হইয়া কেবল উপরে উপরেই ছড়াইয়া পড়ে, যাহা হইতে সুস্থ পূয নির্গত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে একপ্রকার বিদাহী, পাতলা, জ্বালাকর, দুর্গন্ধি, দূষিত স্রাব নিঃসৃত হয়; যাহার জ্বালা রাত্রে বৃদ্ধি পায় ও রোগীকে সারারাত্র যন্ত্রণা প্রদান করে তাহাতে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস উপকার করে। এমন কি ক্যানসারের ক্ষতেও এই ঔষধে সুফল দর্শে।

কার্ব্বঙ্কল বা দাহিকা।—কার্ব্বঙ্কল রোগেও রুগ্ন স্থলের নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, এবং জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট দুর্গন্ধময় স্রাব লক্ষণে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস আভ্যন্তরিক ও পটীরূপে বাহ্যিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আস্রাবের বিগলন নিবারিত, ক্ষতের দোষ অপহৃত এবং শরীরের বিষ-দুষ্টতা প্রতিরুদ্ধ হয়। কার্ব্বঙ্কল বা সামান্য স্ফোটক গ্যাংগ্রিণে পরিণত হইলেও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস অনুপযোগী নহে। অত্যন্ত অস্থিরতা না থাকিলেই ইহা ব্যবস্থেয়। অস্থিরতার আধিক্যে আর্সেনিক উপযোগী।

জ্বর।—সন্নিপাত জ্বরে, ও সবিরাম জ্বরে; জ্বরকালীন হিমাঙ্গে; এবং পীতজ্বরে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হয়। (১) পীতজ্বর।—সলফার যেরূপ ওলাউঠার প্রতিষেধক, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসও সেইরূপ পীতজ্বর নিবারক। রোগীর বমন বিরেচনাদি সমস্ত সমুৎসর্গ অঙ্গারে নিহিত করিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই পীতজ্বর সংক্রামিত ও সম্প্রসারিত হইতে পারে না। রোগ সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলে ওলাউঠায় সলফার দ্বারা যেমন কোন উপকার দর্শেনা, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস দ্বারাও তেমন পীতজ্বরে কোন ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। (২) সবিরামজ্বর।—কুইনাইন অপসেবিত পুরাতন সবিরাম জ্বরে শীতাবস্থায় পিপাসা; * জানু পর্য্যন্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা; (চাতুর্থক জ্বরে জানুর নিম্নভাগের তুষারবৎ শীতলতায় মিনিয়ান্থিস ব্যবস্থেয়), দাহাবস্থা উপস্থিত হইলে থাকিয়া থাকিয়া জ্বালার আবেশ, অম্ল ঘর্ম্ম বা ত্বকের স্বাভাবিক স্রাবের বৈলক্ষণ্য বশতঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, জ্বরের বিরামকালে পাণ্ডুরতা ও দুর্ব্বলতা; স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা; চিত্তের অপরিচ্ছন্নতা,, রোগীর নিরুৎসাহিতা ও বিমর্ষতা লক্ষণে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ফলপ্রদ। (৩) বিলেপীজ্বর।—বিলেপী জ্বরেও প্রায় পূর্ব্ব-বর্ণিত লক্ষণানুসারে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হয়। ফুসফুস, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি,

অথবা কশেরুকার ব্রণ-শোথ বশতঃ দীর্ঘকালস্থায়ী পূয নিঃসরণ সম্ভূত বিলেপী-জ্বরেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ব্রণ-শোথ বা য়্যাবসেস।—পৃষ্ঠবংশের রোগের আনুষঙ্গিক ব্রণ-শোথে শস্ত্র-ক্রিয়া করিতে হইলে যদি রোগীর প্রতিক্রিয়া-শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন চিকিৎসকের এরূপ আশঙ্কা জন্মে যে শস্ত্র-ক্রিয়া দ্বারা রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে, তবে পূর্ব্বে কয়েকদিন কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস বা সিঙ্কোনা প্রযোগ পূর্ব্বক তাহার বলাধান করিয়া লইলে এই বিপদের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কম হইতে পারে।

হিমাঙ্গ।—নানা কারণে যে পতনাবস্থা বা হিমাঙ্গ জন্মে তাহাতে শারীরিক উত্তাপের অভাব, অর্থাৎ নাসিকা, গাল ও হস্ত-পদের শীতলতা; এমনকি শ্বাসের পর্য্যন্ত শীতলতা লক্ষণে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাইফয়েড জ্বরের শেষাবস্থায়; দীর্ঘস্থায়ী রক্ত স্রাবাদি শারীরিক রসের ক্রমাগত অপচয়ে; বিসূচিকা, ফুসফুস-প্রদাহ, এবং অন্যান্য যে কোন রোগে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শরীরের, বিশেষতঃ হস্ত-পদের তুষারবৎ শীতলতা; শ্বাসের শীতলতা, নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা, প্রায় অননুভবনীয়তা, ও সবিরামতা; ওষ্ঠের নীলাক্তৃতা; শ্বাসের ক্ষীণতা ও অপ্রগাঢ়তা; এবং রোগীর সচেতনতা বা অচেতনতা লক্ষণে কার্ব্বো-ভেজিটেলিস ব্যবহারে বিস্তর রোগীর প্রাণরক্ষা পায়।

সমগুণ ঔষধ।—কার্ব্বো-ভেজিটেলিসের সমকক্ষ আরও কতকগুলি ঔষধ পতনাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা,—(১) হিমাঙ্গে, বিশেষতঃ সাংঘাতিক বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় ক্যাম্ফরও উপযোগী। ওলাউঠার প্রারম্ভাবস্থায় বমনবিরেচন হইবার পূর্ব্বে বিসূচী-বিষের প্রভাব বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা জন্মিয়া রোগীর শরীর বরফের ন্যায় শীতল, ঘর্ম্মশূন্য বা শীতল ঘর্ম্মসিক্ত; জিহ্বা শীতল; কথা বলিতে পারিলে চিঁচিঁ স্বরে বা সুতীব্র স্বরে, অথবা শুষ্ক স্বরশূন্য শব্দে কথা বলা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ক্যাম্ফর সেবনে শীঘ্র২ রোগীর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বারংবার বমন-বিরেচন বশতঃ স্নায়ুমণ্ডল অবসন্ন হইয়া বিসূচিকার প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যে হিমাঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাতে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস উপযোগী। (২) পতনাবস্থায় ভিরেট্রম এল্বমে ও

কার্ব্বোভেজিটেবিলিসেও সাদৃশ্য আছে। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী এবং * কপালে শীতল ঘর্ম্ম ভিরেট্রমের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

গ্রন্থি-রোগ।—কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসের ক্রিয়ায় গ্রন্থি, বিশেষতঃ স্তন-গ্রন্থি কঠিন হয়। স্ফীত গ্রন্থিতে জ্বালাকর বেদনা, ও পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা জন্মে, এবং পূযোৎপন্ন হইলে ভাল পূয উৎপন্ন হয় না।

প্রতিশ্যায় ও স্বরভঙ্গ।—উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু সম্ভূত প্রতিশ্যায়জনিত উপদ্রবে সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি; প্রত্যহ সায়াহ্নে নিয়মিতরূপে প্রত্যাবৃত্ত স্বরভঙ্গ, ও তৎসহকারে স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে অবদরণ অনুভব; এবং শুষ্ক, গল-কণ্ডূয়নকর, ও সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ আক্ষেপিক প্রকৃতির কাস লক্ষণে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) এই রোগে ফস্ফরাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং সচরাচর ইহার পূর্ব্বে বা পরে ফস্ফরাস প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ফস্ফরাস জ্ঞাপক স্বরভঙ্গের সহিত স্বরযন্ত্রের অবদরণ লক্ষণ থাকে এবং উহা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাতঃকালের স্বরভঙ্গে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের সহিত সলফারের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কারণ, সলফারের স্বরভঙ্গলক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রাতেই উপস্থিত হয়। (২) গায়কদিগের স্বারযান্ত্রিক প্রতিশ্যায়ে কর্কশ ভগ্ন স্বর, এবং তৎসহকারে কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর প্রতিশ্যায় ও বুকাস্থির নিম্নে অবদরণ ও জ্বালা কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও কষ্টিকম উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। এই দুই ঔষধে প্রধানতঃ প্রভেদ এই যে কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ প্রাতে ও কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের স্বরভঙ্গ সায়াহ্নে বৃদ্ধি পায়; এবং কষ্টিকমের লক্ষণ শুষ্ক শীতল ঋতুতে ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের লক্ষণ আর্দ্র, উষ্ণ বায়ুতে বর্দ্ধিত হয়। (৩) স্বরযন্ত্র, কণ্ঠ-নলী, ও বায়ু-নলীতে স্পর্শ-দ্বেষ সংযুক্ত স্বরভঙ্গে ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটমেরও ব্যবহার আছে। এই ঔষধ জ্ঞাপক স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয়, ও উহার সহিত সর্ব্বশরীরের বেদনা থাকে।

শ্বাস বা য়্যাজমা।—শ্বাসরোগে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের শ্বাসে, রোগের আবেশ-সময়ে শ্বাস-কষ্ট বশতঃ রোগীর মৃতকল্পতা; ও বাতোদ্গারে অতিশয় শান্তি লক্ষণে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরে বায়ুসঞ্চয়ের প্রতিক্ষিপ্ততা জনিত শ্বাসেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

ফুসফুসের পক্ষাঘাত।—সান্নিপাতিক জ্বরে, ফুসফুস প্রদাহের পরে, এবং বৃদ্ধদিগের ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। বৃদ্ধদিগের "পাক্ষাঘাতিক প্রতিশ্যায়ে" ফুসফুস-কোষে বায়ুসম্প্রবেশের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্বরূপ রোগীর কাসে বা শ্বাসে তরল ঘড়ঘড় শব্দ; বায়ুনলীভুজগুলির অতিশয় সম্প্রসারণ; অপিচ শীতলতাদি হিমাঙ্গের চিহ্ন এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। ফুসফুস-কোষে বায়ুসম্প্রবেশে (এম্ফিসিমা) এমোনিয়ম কার্ব্ব, কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের প্রায় সমতুল্য। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের ন্যায় এমোনিয়ম কার্ব্বণিকমেও কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা রক্তবিষদুষ্ট হইবার লক্ষণস্বরূপ শরীরের শীতলতা, নীলাক্ততাদি জন্মে।

সমগুণ ঔষধ।—ফুসফুসের পক্ষাঘাতাশঙ্কায় আরও অনেকগুলি ঔষধের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে কার্ব্বোভেজিটেবিলেসের সহিত ফসফরাসের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ফসফরাসের বর্ণনাকালে সেই সকল ঔষধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। মস্কস ও এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ও এই অবস্থায় ফলপ্রদ। *এস্থলে কেবল এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকমের লক্ষণ প্রদত্ত হইল।* যখন বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড়ঘড় শব্দ শুনা যায়; বোধ হয় যেন বুকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিয়াছে; কিন্তু রোগী কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিতে পারেনা; রক্ত বিষদুষ্ট হওয়াতে তাহার হস্তপদ শীতল ও নীলবর্ণ হয়; সে সত্বর তন্দ্রাক্রান্ত ও অচেতন হইয়া পড়ে, সেই সুপ্তি হইতে তাহাকে জাগরিত করাযায় বটে, কিন্তু জাগরিত করিলেও আবার শীঘ্রই তাহার অচৈতন্য জন্মে; তখন এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ব্যবস্থা করা যায়। বালকদিগের ফুসফুসের রোগে বায়ুনলীর সম্প্রসারণ বা বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায় নিবন্ধন যখন কাসের বিরতি বা স্বল্পতা জন্মে, অথচ শ্লেষ্মার উৎপত্তির লাঘব হয়না; বক্ষঃস্থল আকর্ণন করিলে বক্ষঃগৌরব, প্রভূত শ্লেষ্মা ক্ষরণ, ও ফুসফুসে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ উপলব্ধ হয়, কিন্তু তথাপি রোগী ঘন ঘন কাসেনা, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা মনে করেন যে তাহার অবস্থা ভাল হইয়া উঠিতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ফুসফুসের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া তাহার অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িতেছে তখনও এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম বিশেষ উপযোগী।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র।—বৃহদ্ধমনীর পুরাতন প্রদাহজনিত ভয়ানক শ্বাস-কষ্টে,

বিশেষতঃ রোগীর রক্ত-স্বল্পতা ও শোথাদি লক্ষণ থাকিলে কার্ব্বো ভেজিটেবি-লিস অতিশয় ফলপ্রদ। এই উপসর্গে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের সহিত আর্সে-নিকম, কুপ্রম ও ল্যাকিসিসের তুলনা হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য।—নিস্তেজ প্রকৃতির অগ্নিমান্দ্যে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ঔষধের সমকক্ষ। আহারে ও সুরাপানে অমিতাচার বশতঃ যে কুফল সমুৎপন্ন হয় তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মদিরা পানাদি করিয়া প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিলে শিরোবেদনা; চিত্তের জড়তা সহযোগে মস্তক-পশ্চাতে অতীব্র বেদনা; কর্ণে গুণগুণ শব্দ; উষ্ণগৃহে রোগলক্ষণের আতিশয্য; মস্তকের পশ্চাৎ হইতে মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া চক্ষুর মধ্যে ও উপরে যেন বেদনার গতি এবং তথায় এক প্রকার মৃদু, গুরুত্ববিশিষ্ট অবিরাম বেদনা অনুভব; আমাশয়ে বিবমিষা ও দুর্ব্বলতা, উদরোর্দ্ধদেশে সচরাচর একপ্রকার জ্বালালক্ষণাপন্ন যাতনা; মাংস ঘৃতাদি রসাময় খাদ্যে অসহ্যতা; দুগ্ধ পানে আধ্মানোৎপত্তি; আহারান্তে আমাশয়ের গৌরব; বায়ুজন্য উদরের স্ফীততা; উদ্গার ও অপানে দুর্গন্ধ; উদ্গারিত বায়ুর পচা আস্বাদ; অর্শসংযুক্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য; সুরাপানে অর্শের বৃদ্ধি; গুহ্যদ্বার হইতে রসক্ষরণ; মূলাধারে স্পর্শ-দ্বেষ ও কণ্ডুয়ন; কখন কখন নীলাভ বলি নির্গমন; কখনওবা প্রাতে জলবৎ পাতলা, কুন্থন সংযুক্ত মল-বিশিষ্ট অতিসার; এই সকল লক্ষণে অগ্নিমান্দ্যে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবস্থেয়। নক্সভমিকা বিফলান্তেই ইহা বিশেষ উপযোগী। রোগীর ক্ষণরাগিতা; আমা-শয়ের উপদ্রবজনিত শিরোঘূর্ণন; অতিরিক্ত উগ্রদ্রব্য আহার ও সুরাপানান্তে উহার বৃদ্ধি; এবং আহার কালে বা আহারান্তে মূর্চ্ছাও এই ঔষধের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—অগ্নিমান্দ্যে (১) আর্সেনিকমের সহিত কার্ব্বোভেজি-টেবিলিসের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। নীলাভ অর্শবলি নির্গমন; উদরোর্দ্ধদেশে জ্বালা, উৎকণ্ঠা; অতিরিক্ত মদিরাপানের পর অসুখ; এই দুই ঔষধেরই লক্ষণ, এবং গ্রীষ্ম-কালে বরফ বা বরফ-জল সেবনের কুফলে এই উভয় ঔষধই উপ-যোগী। তবে ইহাদের মধ্যে সংক্ষেপতঃ প্রভেদ এই যে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে নিশ্চেষ্টতা ও আর্সেনিকমে উপদাহিতা থাকে এবং কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের জ্বালা আমাশয়াদি অভ্যন্তরের যন্ত্রেই বিশেষ অনুভূত হয়। (২) ভোজন-

বিলাসিতা ও অপরিমিত ভোজনের মন্দ ফল দূরীকরণে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের ন্যায় নক্সভমিকাও উপযোগী। নক্সভমিকা দ্বারা উপকার না দর্শিলেই কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষীণ-দেহ, গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় সুরাপায়ীদিগের পক্ষে নক্সভমিকা; স্থূলকায়, অলস ও শিথিল প্রকৃতি সুরাপায়ী-দিগের পক্ষে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবস্থেয়। (৩) আধ্মানবিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্যে ও দুর্ব্বলতায়ই কেবল সিঙ্কোনা ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের সদৃশতা লক্ষিত হয়। শারীরিক রসের অপক্ষয় বশতঃ জীবনীশক্তি ন্যূন হইয়া যে ক্রিয়া-বিকার জনিত একপ্রকার দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহাতে সিঙ্কোনা; এবং বিধান-বিকার জনিত কারণে যে দুর্ব্বলতা জন্মে অর্থাৎ পাণ্ডুর, নিমগ্ন, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, শরীরের শীতলতা, বিশেষতঃ * জানুর শীতলতা লক্ষণাপন্ন দুর্ব্বলতায় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবহার করা যায়। এই জানুর শীতলতা কার্ব্বোভেজিটেবি-লিসের একটী বিশেষ লক্ষণ, যে কোন রোগে এইরূপ জানুর শীতলতা থাকে তাহাতেই কার্ব্বো ব্যবস্থিত হয়। সিঙ্কোনাও কার্ব্বোভেজি উভয় ঔষধেই আধ্মান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সিঙ্কোনার আধ্মানে জ্বালা সংযুক্ত পচা স্বাদের উদ্গার লক্ষণ নাই। উদ্গারে বরং ক্ষণকালের নিমিত্ত রোগ-লক্ষণের শান্তি জন্মে। (৪) আধ্মানে লাইকোপোডিয়মও সম্পূর্ণ উপযোগী। কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ও লাইকো-পোডিয়মে প্রভেদ এই,—কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে অন্ত্রে এবং লাইকো-পোডিয়মে আমাশয়ে অধিক আধ্মান জন্মে। অপর কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে পচা উদ্গার অথবা দুর্গন্ধি অপান উৎপাদন করে ও তৎসহকারে মুখে তিক্ত আস্বাদ জন্মে। লাইকোপোডিয়মের উদ্গার সহকারে মুখে অনেকটা অম্ল আস্বাদ থাকে।

রক্তামাশয়।—রক্তামাশয়েও কার্ব্বোভেটেবিলিস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতিশয় উৎকট প্রকৃতির রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়। উদরের গভীর স্থলে, সাধারণতঃ স্থূলান্ত্রের কোন বক্রাংশে জ্বালাকর বেদনা; উদরের অতিশয় স্ফীততা ও আধ্মান; নাড়ীর দৌর্ব্বল্য ও বৈষম্য-দোষ; ভয়ানক দুর্গন্ধময় ও কপিশ, জলবৎ ও কর্দ্দমাকার মলস্রাব লক্ষণবিশিষ্ট সঙ্কটাপন্ন অব-স্থায়ই কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এস্থলে অপর দুইটী ঔষধ অর্থাৎ আর্সেনিকম ও সিঙ্কোনার সহিত কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের প্রভেদ নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিধান-তন্তুর উপদাহিতার বিদ্যমানতায়ই

আর্সেনিক উপযোগী। কার্ব্বোভেজিটেবিলিস জ্ঞাপক রোগীর ন্যায় মৃতকল্প অবস্থায় যদি অস্থিরতা, ও জ্বালাকর পিপাসা থাকে, অথচ জল সহ্য না হয় তাহাহইলেই আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়। এই দুই ঔষধেরই মলের প্রকৃতি প্রায় একরূপ, তবে আর্সেনিকে উদরের আধ্মানিক স্ফীততা কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের ন্যায় তত সুস্পষ্ট নহে। এই সকল রোগীদিগের পক্ষে সিঙ্কোনা ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই দুই ঔষধেই মলিন, দুর্গন্ধি, তরল মলস্রাব, উদরেরর স্ফীততা, অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং পাণ্ডুর, নিমগ্ন ও কুঞ্চিত মুখাকৃতি লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে সিঙ্কোনায় আহার বা পান চেষ্টায় মল-বেগ উদ্রিক্ত হয়, উদ্গারে ক্ষণস্থায়ী উপশম জন্মে; কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের ন্যায় অপানে তত দুর্গন্ধ থাকেনা; এবং কার্ব্বোভেজিটেবিলিস বা আর্সেনিকমের ন্যায় জ্বালাকর বেদনা তত সুস্পষ্ট থাকেনা।

সমগুণ।—আর্স, চায়না, কস্টি কস-এসি। পতনাবস্থায়,—ক্যাম্ফ, ভিরাট এ,কষ্ট, কালি-কা,সনফ। দমফুসের পক্ষাঘাতে,—এন্ট-টার্ট, এমন-কার্ব্ব, ব্যারাই-কা, মস্ক, নাইট-এসি, ফস্‌ফো, ল্যাক, ওপি। প্রাই নয়, পলস, ইত্যাদি। অনুপূরক।—কালি-কার্ব্ব, দস।

ক্যামোমিলা মেট্রিকেরিয়া।

বিশেষ বিবরণ।

(১) যে সকল রোগীর স্নায়ুমণ্ডলে বিকৃত অনুভবাধিক্যের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাদের রোগেই ক্যামোমিলার প্রকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রশমনে ইহা কফি, ইগ্নেশিয়া ও বেলেডোনার সমকক্ষ। (২) যৎসামান্য চিত্ত-বিকারে অসুখ ও উৎকণ্ঠার উৎপত্তি, এবং বেদনার সচরাচর মূর্চ্ছায় পরিণতি, ক্যামোমিলার লক্ষণ। ভেলেরিয়ান, হিপার ও ভেরেট্রম আল্‌বমও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ক্যামোমিলার সমতুল্য। দীর্ঘকাল মাদক দ্রব্য

সেবনের পর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই ক্যামোমিলা বিশেষ উপযোগী। (৩) যে সকল রোগে ক্যামোমিলা উপযোগী হয় তাহাতে ঈদৃশ বিশেষ উত্তেজন-শীলতা বিদ্যমান থাকে। রোগী বালক বা যুবক হউক, অথবা প্রসবাবস্থাপন্না বা দন্ত-বেদনাগ্রস্তা স্ত্রীলোক হউক তাহার প্রকৃতিতে কোপনতা ও উদ্দীপনা দৃষ্ট হয়। এইপ্রকার মানসিক অবস্থা বর্ত্তমান না থাকিলে, সম্ভবতঃ ক্যামো-মিলা দ্বারা উপকার দর্শেনা।

আময়িক ব্যবহার।

ক্রোধের ফল।—ক্রোধাদি প্রবল চিত্ত-বিকার বশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে, যথা, যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মিলে, ক্যামো-মিলা ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য কয়েকটী ঔষধের সহিত ইহার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়; যথা, ক্রোধাবেশের পরে বালকদিগের উদর-বেদনা জন্মিলে ষ্টাফি-সেগ্রিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ক্রোধান্তে আমাশয়যন্ত্র-লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের সহিত রোগীর শীতানুভব, মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা, ও জিহ্বার শুভ্র লেপাচ্ছন্নতা থাকে, উত্তাপানুভব, মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা, ও জিহ্বার পীতবর্ণ থাকিলে ক্যামোমিলা ব্যবস্থেয়।

অনিদ্রা।—শিশুদিগের অনিদ্রায়, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠিলে এবং বদন ও হস্তের পেশী স্পন্দিত হইলে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত উদর-বেদনাও থাকিতে পারে; মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ এক গাল লাল হয়, এবং মস্তক ও করোটি তপ্ত ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়। কখন কখন জ্বরের আক্রমণ সময়ে শিশু যে গালের উপর ভরদিয়া শুইয়া থাকে তাহা লাল হয়; ইহা কিন্তু ক্যামোমিলাজ্ঞাপক লক্ষণ নহে। ক্যামোমিলার এই সকল স্নায়বীয় লক্ষণ সাধারণতঃ উদরের রোগের গৌণ-ফল স্বরূপ উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত রোগীদিগের প্রায়ই প্রলাপ থাকে না। মস্তিষ্কের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যামোমিলা উপযোগী নহে, বেলেডোনা ব্যবস্থেয়।

দন্তোদ্ভেদ।—দন্তোদ্ভেদ-কালে ক্যামোমিলা বিফল হইলে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য। কারণ, উহার প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় বেলেডোনাই উপযোগী।

আমবাত।—ক্যামোমিলার স্নায়বীয় লক্ষণানুসারে এই ঔষধ আমবাতেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাতের বেদনায় শয্যা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হইলে এবং রোগী পিপাসিত, উত্তপ্ত, ও যাতনায় প্রায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলে ক্যামোমিলা ব্যবস্থা করা যায়।

সমগুণঔষধ।—বাতে রসটক্স, ফিরম মেটালিকম, ও ভিরেট্রম আলবমের সহিত ক্যামোমিলার সাদৃশ্য আছে। রসটক্সে ক্যামোমিলার উত্তেজনা দৃষ্ট হয়না; ফিরমের বাত আস্তে আস্তে নড়িলে উপশম পড়ে; ভিরেট্রমেও উন্মত্তকর বেদনা জন্মে বটে এবং তজ্জন্য রোগীকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হয়, কিন্তু ভিরেট্রমে ক্যামোমিলাজ্ঞাপক ঈষৎ জ্বর ও উত্তেজনা থাকেনা।

প্রতিশ্যায়।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্যামোমিলার ক্রিয়াবশতঃ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিশুদিগের প্রতিশ্যায়-রোগে নাসিকা অবরুদ্ধ থাকিলে, অথচ নাসারন্ধ্র হইতে বিন্দু বিন্দু, উত্তপ্ত, জলবৎ শ্লেষ্মা নিপতিত হইলে; হাঁচি ও নিদ্রাযাইতে অপারগতা, এবং বিরক্তিকর, নিদ্রানিবারক, বা নিদ্রাকালে বর্ত্তমান শুষ্ক কাস; অথবা বায়ুনলী-শ্লেষ্মাপূর্ণবৎ ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস বিদ্যমান থাকিলে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। শীতল বাতাসজাত প্রতিশ্যায়েই ইহা বিশেষ উপযোগী। নাসারুদ্ধবৎ অনুভব লক্ষণে প্রতিশ্যায়ে নক্সভমিকারও ব্যবহার আছে। কিন্তু নক্সভমিকাজ্ঞাপক সর্দ্দিতে কোনপ্রকার স্রাব নিঃসৃত হয়না। শ্বাস যেন রুদ্ধ হইতেছে এরূপভাবে শিশু যদি সহসা চমকিত হইয়া উঠে তবে স্যাম্বুকস উপযোগী। কঠিন, শুষ্ক, কুক্কুরবরবৎ কাসে; এবং নাসিকার অবরুদ্ধতায় ও শুষ্কতায়, অর্থাৎ নাসিকার স্রাব অতি শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে নিঃসৃত হইতে না পারিলে ষ্টিক্টা ব্যবস্থেয়।

আমাশয়-শূল।—ক্যামোমিলা অনেকগুলি আমাশয়িক লক্ষণ ও জন্মায়। ক্রোধজনিত পিত্ত-প্রকোপে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। গ্যাষ্ট্রালজিয়া বা আমাশয়-শূলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে বোঝার ন্যায় স্থাপিত বোধ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। কুক্ষির স্ফীততা, জিহ্বার পিতাভ শুভ্রবর্ণ, ও মুখের তিক্ত আস্বাদ; উদরের বেদনা ও কফিপানে তাহার উপশম ক্যামোমিলার অন্যান্য লক্ষণ।

অতিসার।—ক্যামোমিলা দ্বারা উত্তপ্ত, পীতাভ হরিদ্বর্ণ, অণ্ডের খণ্ডবৎ

পরিদৃষ্ট, সচরাচর পিত্তমিশ্রিত, মলদ্বারের অবদর্ণজনক, ও সলফিউরেটেড-হাইড্রোজেনের গন্ধবিশিষ্ট মলস্রাবী অতিসার উৎপন্ন হয়। এই অতিসার সন্ধ্যাকালে বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি পায় এবং শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালে জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার অতিসারে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। ক্যামোমিলার পরে সচরাচর সলফার প্রয়োগ করা যায়। কারণ, আমাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণাপন্ন একই প্রকার মল এই উভয় ঔষধেই উৎপন্ন হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত অধিক কুন্থন থাকিলে মারকিউরিয়স্ ব্যবহৃত হয়। মলস্রাব প্রাতে বর্দ্ধিত ও পিচকারী-প্রক্ষিপ্ত জলের ন্যায় সজোরে নিঃসৃত হইলে পডোফিলম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রসব-বেদনা।—সূতিকা-গৃহে ক্যামোমিলার অতিশয় প্রয়োজন পড়ে। প্রসব-বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইয়া উরুর অভ্যন্তর পার্শ্ব দিয়া সঞ্চলিত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা, অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ প্রসববেদনা, প্রসবের পর মলিন ও প্রভূত প্রসবান্তিক স্রাব, এবং প্রবল ও অসহ্য প্রসবান্তিক বেদনা এই ঔষধের লক্ষণ।

গর্ভস্রাব।—ক্রোধজনিত গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় বেদনার প্রকৃতি পূর্ব্ব-বর্ণিত ক্যামোমিলা-জ্ঞাপক বেদনার ন্যায় হইলে এবং মলিন রক্ত স্রাবিত হইতে থাকিলে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। বেদনা উদরের নিম্নাংশে আসিলে ও তথা হইতে উরুতে গেলে ভাইবারনম ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা গর্ভস্রাব নিবারিত না হইলেও বেদনা বিদূরিত হয়।

সিনা।

বিশেষ বিবরণ।

সিনার বীর্য্য স্যান্টোনিন্। সিনায় এই বিষাক্ত পদার্থের বিদ্যমানতা বশতই ইহার অধিকাংশ ভৈষজ্য-গুণ সমুৎপন্ন হয়। উদরের গ্রন্থিল স্নায়ুগুলিই সিনার ক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্রস্থান। এই স্থান হইতেই শরীরের নানাস্থানে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে ও পৃষ্ঠবংশে সিনার প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

উদরের গ্রন্থিল স্নায়ুতে এই ক্ষুধা ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে প্রতিক্ষিপ্ত গৌণক্রিয়া দর্শে তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন ও উৎক্ষেপ এবং এমন কি অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল আক্ষেপ পর্য্যন্ত জন্মে। তির্য্যক্‌দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সিনার প্রভাবে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয় এবং জ্বর হইলেও এই পাণ্ডুরতা যায় না। ইপিকাক ও ব্রাইওনিয়ায়ও এই পাণ্ডুরতা লক্ষণ আংশিক দৃষ্ট হয়। সিনার পাণ্ডুর বদন সহকারে প্রায়ই চক্ষুর চারিদিকে মলিনবর্ণ মণ্ডল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নয়নতারা প্রসারিত হয়। বালক নিদ্রাকালে দন্ত কড়মড় করে। নাসিকা খুঁটে বা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করে। সে সুস্থিরভাবে নিদ্রা যাইতে পারে না, ও নিদ্রাবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠে। এই গুলি সিনার সাধারণ লক্ষণ। সিনার লক্ষণের সহিত সিনাজ্ঞাপক প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে। যে সকল বালকেরা উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, খিটখিটে, ও অবাধ্য এবং কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী। সিনাজ্ঞাপক রোগী দড়িলা চড়িয়া বেড়াইলে ভাল থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

ক্রিমি।—অন্ন-পথে অর্থাৎ মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত যে অন্নবাহীনালী আছে তাহাতে ক্রিমি বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব ক্রিমি নিঃসারণার্থ সিনা ব্যবহৃত হয়। মহীলতার ন্যায় ক্রিমিরোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। মুখমণ্ডলের কগ্নাকৃতি, চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, ও দন্তকড়মড়ি, এবং তৎসহকারে কুক্কুরবৎ ঘনঘন ক্ষুধা সিনার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। সিনাদ্বারা উদর যন্ত্র এতই পরিশোধিত হয় এবং উদরের গ্রন্থিল স্নায়ু-গুলি এমনই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে যে অন্ন-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে আর বিকৃত স্রাব নিঃসৃত হইতে পারে না, স্বাভাবিক স্রাবই নির্গত হয়। সুতরাং যে বিকৃত স্রাবে ক্রিমি পরিপুষ্ট হয় তদভাবে ক্রিমিগুলি মরিয়া যায় ও বাহির হইয়া পড়ে। সূত্রক্রিমি বা মলদ্বারস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিরোগে সিনা ফলপ্রদ নহে। কারণ, ক্ষুদ্রক্রিমির লক্ষণ ও সিনার লক্ষণে সাদৃশ্য নাই। তাহার চিকিৎসায় অপর কয়েকটী ঔষধ উপযোগী। যথা,—ক্ষুদ্রক্রিমি জন্য বালকের জ্বরে ও অনিদ্রায় একোনাইট, কেবল উত্তেজনাধিক্যে ইগ্নেশিয়া, ও ক্রিমিজনিত আক্ষেপে ইণ্ডিগো সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সকল ঔষধ নিষ্ফল হইলে কোনাসিয়া ব্যবহার

করা যাইতে পারে। ছোট ছোট বালিকাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি, মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া মূলাধার দিয়া যোনিতে প্রবিষ্ট হইলে ও উহার উপদাহ বশতঃ যোনি-পথে অঙ্গুলী প্রবেশের প্রবৃত্তি জন্মাইলে ক্যালেডিয়ম সেগুইনম সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

চক্ষু-রোগ।—চক্ষু-রোগে, বিশেষতঃ এষ্থিনোপিয়ায়, পড়িতে চেষ্টা করিলে চক্ষে বেদনা জন্মিলে; অক্ষরগুলি ঝাপসা দেখাইলে; দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইলে; এবং চক্ষু ঘর্ষণে উহার উপশম পড়িলে সিনা ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অবস্থায় আর্টিমিসিয়া ভলগেরিসও উপযোগী। স্যান্টোনিনের ক্রিয়ায় দৃষ্টবস্তু পীতবর্ণ দেখায়।

হুপশব্দ-কাস।—নিয়মিত রূপে রাত্রে বা দিবসে রোগের আবেশ উপস্থিত হইলে ও তৎসহকারে অনেকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ থাকিলে; এবং রোগা-বেশের অব্যবহিত পরে গলগল শব্দ শুনা গেলে এই রোগে সিনা ব্যবহৃত হয়। কৃমির প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ জনিত সামান্য কাসেও সিনার ব্যবহার আছে।

শয্যামূত্র।—মূত্রাশয়েও সিনার কতকটা ক্রিয়াদর্শে বলিয়া বোধ হয় এবং এতদ্দ্বারা রাত্রিতে শয্যায় মূত্রস্রাব জন্মে। সিনা জ্ঞাপক মূত্র শুভ্র, আবিল, এবং কখন কখন অতিশয় উগ্র-গন্ধ।

সবিরাম জ্বর।—সবিরাম জ্বরেও সময়ে সময়ে সিনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং কখন কখন বা দাহাবস্থায় পিপাসা; জ্বরের উত্তপ্ত অবস্থায়ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, অপিচ, বমন, কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা, ও পরিষ্কার জিহ্বা সিনার প্রয়োগ লক্ষণ।

সিলিশিয়া।

বিশেষ বিবরণ।

(১) অমার্জিত অবস্থায় সিলিশিয়ার কোন প্রকার ক্রিয়া দর্শে না। কিন্তু হানিমান প্রবর্ত্তিত বিচূর্ণন প্রক্রিয়া অনুসারে ইহা মর্দ্দিত হইয়া হোমিওপ্যাথিক ক্রমে পরিণত হইলে ইহার আশ্চর্য্য ভৈষজ্যগুণ প্রকাশ পায়। সিলিশিয়া হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন প্রক্রিয়ার ফলবত্তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। (২) সিলিশিয়া

পরিপোষণ ক্রিয়ার অতিশয় পরিবর্ত্তন জন্মায়। যুবক অপেক্ষা বর্দ্ধনোন্মুখ বালকেই এই পরিবর্ত্তন সমধিক পরিলক্ষিত হয়। যুবকদিগের পক্ষে যে সিলিশিয়া একেবারেই ব্যবস্থেয় নহে এমন নয়, তবে শিশু ও বালকদিগের রোগেই এই ঔষধের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। শিশু,আহার্য্যদ্রব্যের গুণের বৈলক্ষণ্য বশতঃ নহে, কিন্তু সমীকরণ-ক্রিয়ার অসম্যকতা নিবন্ধন সম্পূর্ণরূপে পরিপোষিত না হইলে; এবং উহার মস্তক শরীরের আকারানুসারে বৃহত্তর; ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখাংশ অসংযোজিত; শরীর ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র এবং উদর স্থূল ও গোল, মস্তক, করোটী, ঘাড়, ও বদন দুর্গন্ধময় ঘর্ম্মাবৃত, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃদ্বর্ণ, বা পীতাভ; অস্থি ও পেশী অল্প বিকাশপ্রাপ্ত, এবং তজ্জন্য হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সিলিশিয়া ব্যবস্থেয়। রিকেটস্ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সন্ধিস্থলের তন্তুময় অংশ প্রদাহিত, স্ফীত ও ক্ষতবিশিষ্ট; এবং তজ্জন্য সন্ধির, বিশেষতঃ জানু-সন্ধির কীলকের ন্যায় আকৃতি ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। (৩) স্নায়বীয় রোগে ও গোবীজে টীকাদানের কুফলে সিলিশিয়া থুজার অনুপূরক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যুৎকৃষ্ট বীজ দ্বারা টীকা দিলেও সময়ে সময়ে উহা হইতে অসুখকর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। টীকা দিবার পরে এক মাত্রা সলফার সেবন করাইলে প্রায়ই টীকার উপসর্গ স্বরূপ অন্য কোন রোগ উপস্থিত হয় না। টীকান্তে বিসর্প, আক্ষেপ বা অতিসার প্রভৃতি জন্মিলে সিলিশিয়া প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হয়। টীকার পরবর্ত্তী অতিসারে ও টীকার জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে; অথবা গাত্রে বসন্তের ন্যায় পূযপূর্ণ পীড়কা জন্মিলে থুজা উপকারী। (৪) মারকিউরিয়স সিলিশিয়ার পরে ভাল খাটে না। যদিও মারকিউরিয়স ও সিলিশিয়ার লক্ষণে দৃষ্টতঃ সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের ঐক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সিলিশিয়া দ্বারা মারকিউরিয়সের কোন কোন দোষ বিদূরিত হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ক্রমে এই দুই ঔষধ একটীর পরে আর একটী প্রকৃষ্টরূপে উপযোগী হয় না। অতএব এই ঔষধ দ্বয় ব্যবস্থাকালে এই কথা স্মরণ রাখিয়াই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অস্থি রোগে সিলিশিয়ার অতিব্যবহার জনিত অপকার ফ্লোরিক এসিড সেবনে নিবারিত হয়। হিপারও সিলিশিয়াজনিত কোন কোন কুফল দূরীকৃত করে।

আময়িক ব্যবহার।

সেলুলাইটিস।—কোষময় বিধানের সহিত সিলিশিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এতদ্দ্বারা এই বিধান-তন্তুর প্রদাহ জন্মে। সেই প্রদাহ হইতে পূয়োৎপন্ন হয়। পূয়োৎপত্তি ধীরে ধীরে হয়, ও পুরাতন আকার ধারণ করে। সিলিশিয়া জনিত সেলুলাইটিস প্রায়ই সহজে আরোগ্য হয় না, কিন্তু প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূয়োৎপত্তি, ক্ষত বা দৃঢ়তায় পরিণত হয়। এই পূয়োৎপাদন বা ক্ষত অনেকদিন থাকে। সেলুলাইটিসের এই তিন প্রকার পরিণামের যে কোন প্রকার পরিণামে সিলিশিয়া উপযোগী হইতে পারে। তালুমূলে পূয় জন্মিলে ও সহজে আরোগ্য না হইলে সিলিশিয়া প্রয়োগ করা যায়। স্তবকে স্তবকে স্ফোটক উৎপন্ন হইলে ও উহা সহজে আরোগ্য না হইয়া পাতলা, জলবৎ, দূষিত দুর্গন্ধি, অথবা গাঢ় পূয় নিঃসরণ করিলে সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। যোজক বিধানতন্তুতে প্রদাহ জন্মাইতে পারে বলিয়া স্ফোটক প্রতিষেধার্থেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

কার্ব্বঙ্কল।—কার্ব্বঙ্কল ব্রণে, বিশেষতঃ ব্রণ স্কন্ধ ও গ্রীবার মধ্যবর্ত্তী স্থলে উৎপন্ন হইলে সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

ইণ্ডুরেশন।—ইণ্ডুরেশন অর্থাৎ স্ফোটক, ব্রণ শোথ, বা অন্যবিধ প্রদাহের পরবর্ত্তী দৃঢ়তা সিলিশিয়া সেবনে আশোমিত হয়। এবিষয়ে সিলিশিয়া গ্রাফাইটিসের সমশ্রেণীস্থ। গ্রাফাইটিসদ্বারা গাত্রের উপরিভাগের দৃঢ়তা দূরীকৃত হয়, এমন কি ক্ষত চিহ্ন পর্য্যন্ত অন্তরিত হইয়া থাকে। ফাইটোলাক্কারও এই-রূপ গুণের কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ইহা অদ্যাপি গ্রাফাইটিসের ন্যায় তত পরীক্ষিত হয় নাই। কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে এই সকল ইণ্ডুরেশন দূরীকরণে সিলিশিয়া দ্বারা কোন ফল দর্শে না। কিন্তু তখন অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ একমাত্রা সলফার ব্যবস্থা করিয়া লইলে এই ঔষধে আবার সুন্দর উপকার করে।

ক্ষত।—ক্ষতে সিলিশিয়া উপকারী। কি অনুৎকট, কি উৎকট সকল প্রকার ক্ষতেই ইহা ব্যবস্থা করা যায়। তবে অস্থি-ক্ষত, অস্থিপূতি প্রভৃতি অস্থিরোগ জনিত ক্ষতে, গণ্ডমালাজনিত সন্ধিস্থলের ক্ষতে, কশেরুকার কেরিজ বশতঃ পৃষ্ঠের ক্ষতে, বঙ্ক্ষণ রোগসম্ভূত, ও নাড়ীব্রণ সংযুক্ত বঙ্ক্ষণ-দেশের ক্ষতে

এই ঔষধ সবিশেষ উপযোগী। সিলিশিয়াসূচক পূয পাতলা, দুর্গন্ধি, সচরাচর রক্ত মিশ্রিত, এবং কখন কখন পণিরের কণার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ সংযুক্ত হয়। এই সকল ক্ষত প্রায়ই আপনাপনি আরোগ্য হয় না, এবং উষ্ণ প্রয়োগে উপশমিত ও শীতপ্রয়োগে বিবৰ্দ্ধিত হয়।

কুব্জক।—অস্থিতেও সিলিশিয়ার ক্রিয়া দর্শে। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের অস্থি-বক্ররোগে, পৃষ্ঠবংশের কুব্জতায়, এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থির কেরিজ সংযুক্ত কুব্জতায় সিলিশিয়া উপযোগী।

বঙ্ক্ষণ বা জানু-সন্ধির রোগ।—পাতলা, দুর্গন্ধি পূযস্রাবী, সন্ধি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট নাড়ীব্রণ বিশিষ্ট বঙ্ক্ষণসন্ধি ও জানুসন্ধির রোগেও সিলিশিয়া ব্যবস্থেয়। গণ্ডমালা ধাতুর রোগীদিগের মধ্যে সিলিশিয়াসূচক বিশেষ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকিলেই এই ঔষধ সবিশেষ উপযোগী হয়। পূর্ব্ব কথিত বিশেষ লক্ষণগুলি ব্যতীত সিলিশিয়াজ্ঞাপক রোগীর দুর্গন্ধময় পাদ-ঘর্ম্মও থাকিতে পারে, এবং সেই ঘর্ম্ম লাগিয়া পদাঙ্গুলী ব্যথিত ও অবদারিত হইতে পারে। কখন কখন কক্ষতলেও দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় (কিন্তু পেট্রোলিয়মই দুর্গন্ধি কক্ষ ঘর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ)। অপিচ, শিশুর গ্রন্থি (গ্লাণ্ডস) স্ফীত হয় ও উহাতে পূয জন্মে। এই সকল লক্ষণের সহিত স্পর্শে বৃদ্ধি লক্ষণও থাকে। স্পর্শে অনুভবাধিক্য বাস্তবিকই সিলিশিয়ার একটী বিশেষ লক্ষণ। ল্যাকেসিসেও ও এই লক্ষণটী আছে। এই স্পর্শ দ্বেষ দ্বারাই সিলিশিয়া, উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ক্যালকেরিয়া হইতে প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—এস্থলে সিলিশিয়ার সহিত সম্পর্কান্বিত ঔষধ গুলির তুলনা করা যাইতেছে। (১) এসাফিটিডায়ও অস্থি হইতে দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হয়। কিন্তু ক্ষতের চারিদিকে অসহ্য স্পর্শ-দ্বেষ ইহার প্রভেদক লক্ষণ। যথা, টিবিয়ার কেরিজরোগে বহির্দ্দিকে পূযনির্গমনের পথবিশিষ্ট ক্ষতের চারিদিকে যদি এরূপ স্পর্শ-দ্বেষ থাকে যে পটী বন্ধন পর্য্যন্ত রোগীর সহ্য হয় না, তবে এসাফিটিডা ব্যবস্থা করা যায়। (২) অস্থি-রোগে সিলিশিয়ার সহিত ফস্ফরাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নালীবিশিষ্ট ব্রণ-শোথে, বিশেষতঃ স্তনের ব্রণ-শোথে, সিলিশিয়ার ন্যায় ফস্ফরাসও উপযোগী। অস্থির নিক্রোসিস রোগেও এই দুই ঔষধ সমতুল্য। সিলিশিয়ার ন্যায় ফস্ফরাসেও স্নায়ুমণ্ডলের অতি-

রিক্ত উত্তেজনশীলতা বিদ্যমান থাকে। (৩) অস্থির কেরিজ রোগে প্লাটিনম-মিউরও ফলপ্রদ। (৪) হিউমারস, টিবিয়া, ফিমার প্রভৃতি দীর্ঘাস্থি গুলির কেরিজ রোগে এস্কুইটুরা বিশেষ উপকারী। (৫) জলবৎ অতিসার সহবর্ত্তী উর্ব্বস্থির কেরিজরোগে ষ্ট্রণশিয়ানাকার্ব্বনিকা বিশেষ ফলোপধায়ক। (৬) গেটিসবার্গসল্ট নামক ঔষধে অধিক পরিমাণে কার্ব্বণেট-অভ-লিথিয়ম আছে বলিয়া ইহাও সিলিশিয়ার ন্যায় লক্ষণে, অর্থাৎ কেরিজ রোগের ক্ষতে অথবা বঙ্ক্ষণ-রোগ বা কশেরুকার কেরিজ জনিত সন্ধি-স্থলের ক্ষতে অতিশয় উপকারক। (৭) বালকদিগের গণ্ডমালাজ রোগে সিলিশিয়ার সহিত সলফার, ক্যালকেরিয়া ও লাইকোপোডিয়মের সাদৃশ্য আছে। ক্যালকেরিয়া ও সিলিশিয়ায় প্রভেদ এই ঃ—ক্যালকেরিয়ার মস্তকের ঘর্ম্ম কেবল মস্তকের উপরিভাগের ত্বকেই জন্মে এবং উহাতে দুর্গন্ধ অপেক্ষা অম্লত্বই অধিক থাকে। ক্যালকেরিয়ায়ও পাদ-ঘর্ম্মে পা আর্দ্র হয বটে, কিন্তু সিলিশিয়ার ন্যায় ঘর্ম্ম লাগিয়া পায় অবদরণ জন্মে না। ক্যালকেরিয়ায় সিলিশিয়ার ন্যায় স্পর্শদ্বেষ নাই। (সিলিশিয়ায় মস্তক ঘামে, গাত্র শুষ্ক থাকে ; রসটক্সে শরীর ঘামে, মস্তক শুষ্ক থাকে ; অতএব মস্তকের ঘর্ম্মে রসটক্স সিলিশিয়ার ঠিক বিপরীত)।

কর্ণপূতি।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সিলিশিয়ার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা দুর্গন্ধময়, জলবৎ, ঘোল সদৃশ স্রাব বিশিষ্ট পূতি-কর্ণক (কাণ-পাকা) রোগ জন্মে ; এবং সচরাচর কর্ণ-পটহে রন্ধ্র হইয়া তথা হইতে পূয স্রাব হয়, স্তন-বৃন্তবৎ অস্থিবৎ প্রবর্দ্ধন আক্রান্ত হওয়াতে ঐ পূযের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি-খণ্ডও নির্গত হইয়া থাকে।

কনিনীকা-প্রদাহ।—সিলিশিয়া বিগলিত (পচা) ক্ষত-সম্ভাব্য কনিনীকা-প্রদাহ জন্মায়। এই সকল ক্ষত হইতে ঝিল্লী পচিয়া পড়ে এবং নাইট্রিক এসিডের লক্ষণের ন্যায় কনিনীকায় রন্ধ্র জন্মে। সিলিশিয়া জ্ঞাপক এই সকল ক্ষত রক্তবহানাড়ী পূর্ণ থাকে না, সুতরাং উহার সমীপবর্ত্তী বিধান-তন্তুতে অধিক রস সঞ্চিত হয় না। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূয সঞ্চিত হয়। অক্ষিপুট স্ফীত ও পচ্যমান অঞ্জনীদ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

নাসা-রোগ।—সিলিশিয়ায় নাসিকাও আক্রান্ত হইয়া থাকে। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষতের বিদ্যমানতা, এবং উহা হইতে পাতলা, রক্তাক্ত

অবদরণ জনক স্রাব নিঃসরণ, অথবা স্রাব পরিশূন্য, বিরক্তিকর নাসা শোথ লক্ষণাপন্ন নাসিকার প্রতিশ্যায়ে সিলিশিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। প্রতিশ্যায় পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত হইয়া ইউষ্টেকিয়ান টিউবের দ্বার আক্রান্ত হইলে এবং তথায় অসহ্য কণ্ডূয়ন ও স্ফূরণ জন্মিলেও সিলিশিয়া উপযোগী।

হে-এজমা।—কোন কোন প্রকার হে-এজমা রোগেও সিলিশিয়া ব্যবহার্য্য। এই রোগের প্রারম্ভে নাসিকায় অতিশয় কণ্ডূয়ন ও তিড়বিড়, প্রবল হাঁচি এবং নাসিকা হইতে অবদরণকর স্রাব লক্ষণেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

কাস।—ফুসফুসেও সিলিশিয়ার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা স্বরভঙ্গ, গলমধ্যের খরস্পর্শতা ও পরিশোষ এবং তৎসহকারে বক্ষঃগহ্বরের ঊর্দ্ধদেশ হইতে একপ্রকার কণ্ডূয়নকর কাস উৎপন্ন হয়। (কমেক্স ক্রিসপসেও এইরূপ কাস জন্মে)। গলার অভ্যন্তরে, স্বরযন্ত্রে, অথবা কণ্ঠনালীতে যেন একগাছি কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূত হয়। রসটক্স জ্ঞাপক কাসের ন্যায় এই কাসও শীতল পানীয় দ্রব্য সেবনে; এবং ফসফরাস, কমেক্স, এম্ব্রা গ্রিসিয়াদি ঔষধ সূচক কাসের ন্যায় কথা বলিলে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। রুমেক্স, ফসফরাস ও লাইকোপোডিয়ম জনিত কাসের ন্যায় সিলিশিয়া সম্ভূত কাসও রাত্রিতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। কখন কখন কাসিতে কাসিতে বমন হইয়া কাস পরিসমাপ্ত হয়।

যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগে ফুসফুসে পূযোৎপন্নহইলে যখন প্রথমাবস্থার শুষ্ক কাস তরল হইয়া দুর্গন্ধি পূয ও শ্লেষ্মামিশ্রিত নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে তখন সিলিশিয়া দ্বারা উপকার দর্শে। বৃদ্ধদিগের শ্লেষ্মাস্রাবী যক্ষ্মায় অতিশয় পরিশ্রম পূর্ব্বক কাসিতে কাসিতে রোগীর ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধময় জঘন্য পূয নিষ্ঠীবিত হইলে সিলিশিয়া পরম উপকারী। কিন্তু এই ঔষধে এই সকল রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয় না, কেবল উপশান্তি জন্মে। যক্ষ্মারোগের শেষাবস্থায় যখন অত্যন্ত দুর্গন্ধময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে তখন ফেলাণ্ড্রিয়ম একোয়াটিকম সেবনে সুন্দর ফল দর্শে। বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ে, কাসিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময় শ্বাসে দুর্গন্ধ না থাকিলে ক্যাপসিকম ব্যবস্থা করা যায়। ক্যাপসিকম ব্যবহারোপযোগী রোগীর শরীর-তন্তুর শিথিলতা বশতঃ সমগ্র

শ্লেষ্মা উঠিয়া পড়ে না, কতকটা ফুসফুসে থাকিয়া যায় ও তথায় বিগলিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, কিন্তু ফুসফুসের গভীর-দেশ হইতে প্রশ্বাস উদ্গত হইলেই সুস্পষ্ট দুর্গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তালুমূল-প্রদাহ।—তালুমূল-প্রদাহে তালু-মূল পাকিয়া উঠিলে এবং পূযস্রাবের পরেও আরোগ্য না হইলে সিলিশিয়া উপযোগী। রিকেটস রোগগ্রস্ত বালকদিগের এই প্রকার তালু-মূল-প্রদাহেই সিলিশিয়া বিশেষ ব্যবস্থেয়।

অতিসার।—সিলিশিয়াসূচক অতিসারের মল দুর্গন্ধময়, সাধারণতঃ বেদনাশূন্য ও অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই অতিসারগ্রস্ত বালক ভুক্তদ্রব্য বমন করে এবং তাহার সিলিশিয়াজ্ঞাপক শারীরিক প্রকৃতি ও ত্বকের বিকৃতি বিদ্যমান থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—সিলিশিয়া ব্যঞ্জক কোষ্ঠকাঠিন্যের বিশেষ প্রকৃতি এই যে সরলান্ত্র হইতে মল কিয়দ্দূর বহির্গত হইয়া পুনরায় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সরলান্ত্রের নিঃসারণী শক্তির স্বল্পতাবশতঃই এপ্রকার ঘটিয়া থাকে। অতিশয় কুন্থন করিতে করিতে মলের কিয়দংশ বাহির হয়, কিন্তু কুন্থন থামিলেই উহা পুনর্ব্বার ভিতরে প্রবেশ করে।

পক্ষাঘাত।—স্নায়ুমণ্ডলে সিলিশিয়ার ক্রিয়ানিবন্ধন পাক্ষাঘাতি ও পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা জন্মে। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর অসম্যক পরিপোষণ বশতঃই এরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়। পৃষ্ঠবংশের মজ্জার রোগের আনুষঙ্গিক পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতায়ও সিলিশিয়া ফলপ্রদ। এই অবস্থা সহকারে প্রায়ই সিলিশিয়াজ্ঞাপক বিশেষ কোষ্ঠকাঠিন্য ও বিদ্যমান থাকে। এই সকল পাক্ষাঘাতিক উপদ্রবের সহিত স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় সকলের অস্বাভাবিক প্রাখর্য্য জন্মে। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশ যৎসামান্য সংঘর্ষণ বা আন্দোলন সহ্য করিতে পারেনা। গাত্রে স্পর্শ-দ্বেষ বিদ্যমান থাকে, এবং শীতলতায় রোগ-লক্ষণ বৰ্দ্ধিত ও উত্তাপে উপশমিত হয়।

অপস্মার।—বিউফো ও নক্স-ভমিকার লক্ষণের ন্যায় সোলার প্লেক্সস হইতে সমুত্থিত সুস্পষ্ট সড়সড় অনুভব, দশমী, পূর্ণিমাদি বিশেষ বিশেষ তিথিতে রোগের উপস্থিতি, ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বা চিত্ত-বিকার

বশতঃ রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি;—এই সকল লক্ষণে অপস্মার প্রকৃতির আক্ষেপে সিলিশিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শিরঃপীড়া।—স্নায়বীয় প্রকৃতির শিরঃপীড়ায়ই সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। অতিশয় মানসিক পরিশ্রমে এই শিরোবেদনা উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। অক্ষিকোটরের ঊর্দ্ধাংশেই সাধারণতঃ ইহা অবস্থিত এবং দক্ষিণচক্ষুর উপরে সমধিক অনুভূত হয়। শব্দে, সঞ্চালনে, ও সংঘর্ষণে বেদনা বৃদ্ধি পায়; এবং প্রচাপনে নয়, কিন্তু উষ্ণতায় উপশমিত হয়। পৃষ্ঠবংশ হইতে তীব্র ছিন্নকর বেদনা মস্তকে উঠে। শিরঃপীড়ার আবেশের পূর্ণাবস্থায় আমাশয়ের সহানুভূতি বশতঃ বমন হয়।

সমগুণ ঔষধ।—শিরোবেদনায় সিলিশিয়ার সহিত মেনিয়াস্থিস, পারিস কোয়াড্রি ফোলিয়া, ও ষ্ট্রণশিয়ানা কার্ব্বের তুলনা হইয়া থাকে। (১) মেনিয়াস্থিস জ্ঞাপক শিরঃপীড়া গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকের উপরে যায় এবং ইহাতে মস্তিষ্কের ঝিল্লী অশিথিল ও করোটি ধাক্কা লাগিয়া উদ্ঘাটিতবৎ অনুভূত হয়। এই শিরোবেদনা উষ্ণতা অপেক্ষা প্রচাপনেই অধিক উপশমিত হয়। (২) পারিস কোয়াড্রিফোলিয়ার শিরঃপীড়া পৃষ্ঠবংশ-মূলক। ইহা গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া মস্তক যেন অত্যন্ত বড় হইয়াছে রোগীর এপ্রকার অনুভব জন্মায়। (৩) ষ্ট্রণশিয়া কার্ব্বের বেদনা গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া সমস্ত মস্তকে সম্প্রসারিত হয়। ইহা ঠিক সিলিশিয়ার বেদনার অনুরূপ। কেবল আনুষঙ্গিক লক্ষণানুসারেই শিরোবেদনায় এই দুই ঔষধের প্রভেদ হইয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণনাদি।—সিলিশিয়া দ্বারা অন্য কতকগুলি স্নায়বীয় লক্ষণও উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিলিশিয়া শিরোঘূর্ণন জন্মায়। শিরোবেদনার ন্যায় সিলিশিয়াজ্ঞাপক শিরোঘূর্ণনও পৃষ্ঠবংশ হইতে মস্তকে উত্থিত হয়। এতদ্দ্বারা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে অসুবিধা জন্মে। যেন বাম পার্শ্বে পতিত হইতে হইবে রোগীর একপ আশঙ্কা জন্মে। বাক্যকথনে কতকটা বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন হয়, এমনকি সামান্য কথাবার্ত্তায়ও ইচ্ছানুরূপ যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা যায় না। স্নায়বীয় রোগে শ্লথতা সিলিশিয়ার অন্যবস্থাসূচক লক্ষণ। অর্থাৎ

নিশ্চেষ্ট, শিথিল, স্নায়ুশূন্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে কিন্তু স্মরণরাখা কর্ত্তব্য যে নিম্নতর বিধান-তন্তুব রোগে ঠিক ইহার বিপরীত।

পৃষ্ঠবংশের রোগ।—মস্তিষ্কে সিলিশিয়ার যেপ্রকার প্রবল ক্রিয়া দর্শে পৃষ্ঠবংশেও তদ্রূপ প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন গতিশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে। এখানেও পূর্ব্ববৎ উপদাহিতা লক্ষিত হয়। গ্রীবা স্তব্ধ হয় ও শিরঃপীড়া জন্মে। গ্রীবার এই স্তব্ধতা শীতলতা বা পেশীব আমবাত বশতঃ উৎপন্ন হয়না, কিন্তু পৃষ্ঠবংশেব উপদাহ নিবন্ধন জন্মে। কটিদেশে আঘাতিত বা পিষ্টবৎ বেদনা, দীর্ঘকাল উপবেশন, বা বন্ধুরপথে অশ্বারোহণ করিবার পবে কোকিল-চঞ্চু-অস্থিব সমীপে যেরূপ বেদনা ও খল্লী জন্মে, তথায় সেইরূপ বেদনা ও খল্লী; জঙ্ঘা-কম্প; নড়িবার চড়িবার সময়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে জঙ্ঘাব শ্রান্তি; শাবীবিক বসেব অপচয়ে *রোগ-লক্ষণের বিশেষ বৃদ্ধি; যথা, বেতঃপাত বা সঙ্গমান্তে সর্ব্বশরীবে ঘৃষ্টবৎ* বেদনা; লোকোমোটব এটাক্সিযাজ্ঞাপক পৃষ্ঠবংশেব লক্ষণ; অঙ্গুলীব স্তব্ধতা ও শক্তিশূন্যতা অনুভব; শবীবের যে অংশে ভরদিয়া শয়নকরা যায় সেই স্থানে ঝাঁজি লাগা,—এই গুলি সিলিশিয়ার লক্ষণ।

বাত।—পুরাতন বাতেও সিলিশিয়া উপকারী। কৌলিক বাত চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে সিলিশিয়াও একটী। এইরূপ প্রাচীন বাতে স্কন্ধ ও সন্ধিস্থল বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইলে এবং রাত্রিকালে ও অনাবৃত রাখিলে বৃদ্ধি পাইলে সিলিশিয়া ব্যবস্থেয়।

বাত বোগে সিলিশিয়ার সহিত লেডমেব বিপরীত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। লেডম জ্ঞাপক বোগীর বেদনা আবৃত কবিয়া বাখিলে বৃদ্ধি পায়। লেডমের লক্ষণগুলি সাধারণতঃ পা হইতে উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়।

সমগুণ।—এসাফ, ফস, কোনা, গ্রাফ। সলফ, ক্যাল্ক, লাইকো। সিলিশিয়ার পরে মারকিউরিয়স সুপ্রযুজ্য নহে।

হিপার সলফিউরিস ক্যালকেরিয়া।

বিশেষ বিবরণ।

(১) স্নায়ুমণ্ডল, কৃত্রিমঝিল্লী, পূযোৎপত্তি, প্রতিশ্যায, গ্রন্থি, অস্থি, চর্ম্ম, যকৃৎ ও ফুসফুসাদি শারীরিক যন্ত্রে, এবং ধাতু দ্রব্যের বিষ-নাশে প্রধানতঃ হিপারের ক্রিয়া দর্শে। (২) স্নায়ুমণ্ডলে ও হিপারের কতকটা ক্রিয়া দর্শে। সেই ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য জন্মে। সুতরাং রোগীর বেদনা সহ্য হয় না এবং কখন কখন বেদনায় মূর্চ্ছাও জন্মে। প্রদাহিত স্থান দুষ্টবৎ অনুভূত হয় এবং উহাতে এমনই স্পর্শ-দ্বেষ বিদ্যমান থাকে যে রোগী হস্ত বা পরিচ্ছদের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেনা। এই অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য হিপারের সার্ব্ব-ভৌমিক বিশেষ লক্ষণ। অতিরিক্ত স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ওষ্ঠ-প্রান্তের পূযোৎপাদনোন্মুখ শীতল-ক্ষত, চক্ষুর প্রদাহ, অঞ্জনী, ও ব্রণা-দিতেও হিপার সলফার ব্যবহৃত হয়। (৩) হিপার জ্ঞাপক রোগী, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, বিমর্ষ ও অপ্রফুল্লচিত্ত হয। কখন কখন তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণ সময়ে সে হীনসাহস ও বিরক্ত-চিত্ত হয, এবং তাহার মনে বিগত জীবনের অসুখকর ঘটনা সকল উদিত হইতে থাকে। তাহার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, শব্দ ও স্থান ভুল হয। ক্রোধান্বিত হইলেই এই ভ্রম বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য বশতঃ সে অতিশয় তাড়াতাড়ি কথা বলে।

আময়িক ব্যবহার।

স্নায়ু-শূল।—স্নায়ু-শূলে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে হিপার ব্যবহৃত হয়। পারদ-অপব্যবহারের পরবর্ত্তী ও শুষ্ক শীতল বাতাস জনিত স্নায়ু-শূলে বেলেডোনা উপযোগী বোধ হইলেও তদ্দ্বারা কোন উপকার নাদর্শিলেই হিপার প্রয়োজ্য। স্নায়ুশূল ও অন্যান্য স্নায়বীয় লক্ষণে বেলেডোনা, সিলিশিয়া, ও সলফারের সহিত হিপারের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সচরাচর ইহা

বেলেডোনার পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিলিশিয়া ও সলফার হইতে অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহার প্রভেদ করা যায়। তাড়াতাড়ি কথা বলা ও তাড়াতাড়ি কার্য্য করা হিপারের মানসিক উপদাহিতায় একটী লক্ষণ। "তাড়াতাড়ি কথা বলা ও তাড়াতাড়ি জলপান করা" লক্ষণ বেলেডোনায়ও লক্ষিত হয়। ল্যাকেসিস, ডলকামারা ও সলফারেও এই লক্ষণ আছে। একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক কেবল এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া হিপার ব্যবহারে একজন রোগিণীর গুল্মবায়ুজনিত উন্মাদ সম্যকরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। এই রোগিণী তাড়াতাড়ি অধিক কথা বলিত ও অধিক পরিমাণে পারদ সেবন করিয়াছিল।

প্রদাহ।—কি কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক, কি পূযোৎপাদক উভয় প্রকার প্রদাহেই হিপার উপযোগী। যে সকল প্রদাহে ও রক্ত-সঞ্চয়ে আক্রান্তস্থানে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ থাকে তাহাতেই হিপার ব্যবহৃত হয়। স্ফোটকের ন্যায় ঘুষ্টবৎ অনুভব অর্থাৎ অল্পাধিক স্থায়ী স্পর্শ-দ্বেষ থাকিলে সকল প্রকার প্রদাহেই হিপার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যথা, (১) অক্ষি বা অক্ষিপুট-প্রদাহে অক্ষিপুটের স্ফীততা, কখনও বা পচ্যমান অঞ্জনীর উৎপত্তি লক্ষণে এই প্রকার ঘুষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ থাকিলে এবং রোগীর চক্ষে কোন প্রকার স্পর্শ ও শীতলবায়ুর সংস্পর্শ সহ্য না হইলে, অপিচ শীতলবায়ু ও শীতল প্রয়োগে যাতনা বৃদ্ধি পাইলে (মারকিউরিয়স হইতে প্রভিন্নকর লক্ষণ); এবং প্রদাহিত চক্ষুর চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচ্যমান পিড়কা জন্মিলে হিপার ব্যবহৃত হয়। বিদাহী অশ্রু গালে লাগিয়া অপচ্যমান পিড়কা উৎপন্ন হইলে ইউফ্রেসিয়া, এবং বৃহৎ ক্ষতের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত লক্ষণে ফসফরাস উপযোগী। (২) কর্ণ-প্রদাহে, বাহ্যকর্ণ বা মধ্য-কর্ণ যাহার কেন প্রদাহ না হউক, যৎসামান্য স্পর্শে স্পর্শ-দ্বেষ থাকিলে হিপার প্রয়োগ করা যায়। কর্ণ-বেদনায় পূযোৎপত্তির উপক্রমে বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, বা পলসেটিলা ব্যবহারের পরে হিপার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রারম্ভাবস্থায় কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ হয়। (৩) নাসিকার প্রতিশ্যায়ে নাসিকা, বিশেষতঃ নাসা-পক্ষের অভ্যন্তরভাগ স্ফীত হইলে ও উহাতে পূর্ব্বোক্ত স্পর্শ-দ্বেষ থাকিলে হিপার ব্যবহৃত হয়।

(৪) বদন-বেদনায়, বদনাস্থিতে প্রচাপনে এই প্রকার স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণেও হিপার প্রয়োজিত হয়।

পূযোৎপত্তি।—প্রদাহের পরিণাম স্বরূপ পূযোৎপাদনে ক্রমভেদে হিপারের দুই প্রকার ক্রিয়া দর্শে। প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় দপদপকর ও শস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা এবং শীতানুভব লক্ষণে উচ্চক্রমে হিপার ব্যবস্থা করিলে সমগ্র উপদ্রব একেবারে নিবারিত হইতে পারে। আবার, পূযোৎপত্তি অপরিহার্য্য হইলে শীঘ্র শীঘ্র পূযোৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনার্থ নিম্নক্রমে হিপার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ফোটকে, বিশেষতঃ তালুমূলপ্রদাহে পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে বেলেডোনা ব্যবহারে প্রদাহ দূরীকৃত না হইলে হিপার ব্যবহৃত হয়।

ক্রুপ বা স্বরঘ্ন।—গল-মধ্য, স্বরযন্ত্র, অন্ত্র বা বৃক্ককের কৃত্রিম ঝিল্লী-জনক প্রদাহেও হিপার ব্যবহৃত হয়। পরিশুষ্ক শীতল বাতাস ভোগান্তে রোগীর স্বরভঙ্গ, হিসহিস শব্দিত শ্বাস, শ্বাস-কষ্ট ও তজ্জন্য বায়ু-পথ সরল রাখিবার নিমিত্ত পশ্চাৎদিকে মস্তক নিক্ষেপ; কঠিন, কুক্কুর-ররবৎ, বা ঝনঝন্ শব্দ বিশিষ্ট কাস ও শ্লেষ্মার ঘড ঘড শব্দ; শীতলতায় শিশুর এতই অনুভবাধিক্য যে যৎসামান্য শীত লাগিলে, এমন কি বাহু বা পা অনাবৃত হইলে অমনি কাসের আবেশ, অর্থাৎ শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য,—এই সকল লক্ষণে স্বরযন্ত্রের ক্রুপাস্ ইনফ্লেমেশনে হিপার ব্যবস্থেয়। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে কাসের বৃদ্ধি থাকিলেই ইহা বিশেষ উপযোগী। দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তরল কাসের উদ্রেকেও কখন কখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এইসকল লক্ষণ দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে হিপার একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত না হইয়া পরেই প্রয়োজিত হয়। ক্রুপরোগের প্রারম্ভাবস্থায় অতিশয় ব্যাকুলতা, উগ্র জ্বর, ও শ্বাস-কষ্ট লক্ষণে একোনাইট ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা রোগ-লক্ষণের উপশম পড়িলেও পুনরাবৃত্তি প্রতিষেধার্থে এই ঔষধ কিছুকাল ব্যবহার করা সুপরামর্শ। যদি একোনাইট সেবনে কোন উপকার না দর্শে এবং পররাত্রিতে কাসের বৃদ্ধি দেখাযায় তাহাহইলে স্পঞ্জিয়া ব্যবহার্য্য। শুষ্ক, কঠিন কাস, করাতের শব্দের ন্যায় শ্বাসের শব্দ, অল্প নিষ্ঠীবন বা একেবারেই নিষ্ঠীবনের অভাব, এবং শ্বাসরুদ্ধ হইয়া নিদ্রাহইতে চমকিত হইয়া উঠা লক্ষণেই স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃস্রব ও কাসের

তরলতার শব্দ সত্ত্বেও যদি তখনও ক্রুপের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে হিপার প্রযোজ্য। হিপারদ্বারা কৃত্রিমঝিল্লী দূরীকৃত নাহইলে সচরাচর তৎপরে ব্রোমিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাইটাখ্যরোগ।—স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী ব্রাইটাখ্য রোগে মূত্র অণ্ড-লালময় হইলে ও শোথ প্রকাশ পাইলে হিপার ব্যবহৃত হয়।

প্রতিশ্যায়।—সর্ব্বাঙ্গে বেদনাবিশিষ্ট সামান্য শর্দ্দীতে হিপার ব্যবহৃত হয়। শর্দ্দীর পূর্ব্বরূপ বা প্রথম অবস্থায় ইহা উপযোগী নহে। কি নাসিকার প্রতিশ্যায় কি গলাব্যথা, কোন প্রকার শর্দ্দীর প্রারম্ভাবস্থায়ই ইহা ব্যবহার করিতে নাই, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয়না। কিন্তু প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় অর্থাৎ পাকা শর্দ্দীতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হইলে এবং নাসাস্থি আক্রান্ত হইয়া নাসার বন্ধ্রকরণবৎ বেদনা, ও গিলিবার সময় গলায় যেন মাছের কাঁটা বা অপর কিছু লাগিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব লক্ষণে হিপার ব্যবস্থা করা যায়। শেষোক্ত লক্ষণটী হিপার সলফারের ন্যায় মারকিউরিয়স, নাইট্রিক এসিড, আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম, এবং এলুমিনাতেও দৃষ্ট হয়। হিপার প্রযোগোপ-যোগী শর্দ্দী সামান্য শৈত্যভোগেই উপস্থিত হয়। পারদ অপব্যবহারজনিত প্রতিশ্যায় প্রবণতায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিউমোনিয়া।—নিউমোনিয়া রোগের শেষাবস্থায় সহজারোগ্য না জন্মিয়া পূযোৎপন্ন হইলে হিপার ব্যবহৃত হয়। ক্রুপাস্ নিউমোনিয়ায়ও প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় হিপার প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

টিউবারকিউলোসিস।—ফুসফুসের গুটিকারোগে অর্থাৎ ক্ষয়কাসে ফুসফুসের কোন এক শিখরে গুটিকা সঞ্চয় সহকারে প্রাতে বিবর্দ্ধিত শ্লেষ্মাস্রাবী, ক্রুপের ন্যায় কঠিন কাস বিদ্যমান থাকিলে হিপার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই রোগে হিপার সচরাচর স্পঞ্জিয়ার পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সঞ্চিত গুটিকা পরিশুষ্ক হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস।—প্রতিশ্যায় বক্ষঃস্থলে সম্প্রসারিত হইয়া কৈশিকানল-গুলি আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা জন্মিলে হিপার সেবনে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। সবল শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম; দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মার হাঁস-ফাঁস শব্দে হিপার উপযোগী।

ব্রঙ্ক বা বিউবো।—গ্রন্থির রোগে, প্রদাহে পূযোৎপন্ন হইলে হিপার ব্যবহৃত হয়। বাঘীর চিকিৎসায়ই ইহা বিশেষ উপকারী। উপদংশ-সম্ভূত বা অন্যবিধ বাঘীতে, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহৃত হইয়া থাকিলে হিপার ফলপ্রদ। এমন কি পারদ অপপ্রয়োগের পর পুরাতন বাঘীয় ক্ষত অনেক দিন পর্য্যন্ত বিমুক্ত থাকিলে ও অবিরত স্রাব নিঃসরণ করিলে কখন কখন হিপার ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্য।—এলোপ্যাথি মতে অধিক দিন পারদ সেবন করিয়া অগ্নিমান্দ্য জন্মিলে কখন কখন হিপার ব্যবহারে তাহা আরোগ্য হয়, কখনও বা কিছুতেই আরোগ্য হয় না, কিন্তু উপশম জন্মে। পারদজনিত অগ্নিমান্দ্য ভিন্ন অন্যবিধ অগ্নিমান্দ্যেও মুখে অম্ল আস্বাদ এবং কটু দ্রব্য, মদিরা, অম্ল ও নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা লক্ষণে হিপার ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রব্যে পাকস্থলীর উত্তেজনা জন্মিয়া রোগ উপশমিত হয় বলিয়া বোধ হয় সুতরাং কেবল আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যজনিত অগ্নিমান্দ্যেই হিপার উপকার করে। ঈদৃশ অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত রোগীর পূর্ব্বাহ্নে ক্ষুধা অর্থাৎ আমাশয়ে এক প্রকার শূন্যতানুভব ও কিছু আহার করিবার ইচ্ছা জন্মে। এই আহারের ইচ্ছা দ্বারাও আমাশয়ের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হয়। কখনও বা যদিও আহারে রোগীর উপকার হয় ও শরীরে বল জন্মে বটে, কিন্তু তাহার আমাশয়ে এক প্রকার পূর্ণতা অনুভূত হয়। সে উদরোর্দ্ধদেশে কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না। কোন সময় বা আমাশয়ে রক্তসঞ্চয়বশতঃ উহাতে জ্বালা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। মল-বেগ সত্ত্বেও প্রায়ই মল নির্গত হয় না, অথচ মল অত্যন্ত কঠিন থাকে না।

ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক মল বৃহৎ, কপিশ ও শুষ্ক, হিপারের মল এরূপ নহে। নক্সভমিকার কোষ্ঠবদ্ধ আক্ষেপিক, মল-বেগ আবেশিক, কিন্তু নিষ্ফল নহে। এই সকল অগ্নিমান্দ্য লক্ষণে হিপার ল্যাকিসিসের অনুপূরক বলিয়া বোধ হয়, উভয় ঔষধেই যে কোন প্রকার আহারে অজীর্ণের উদ্রেক লক্ষণ আছে।

শিশুর ক্ষয় বা মারাসমাস।—শিশুদিগের ক্ষয় রোগেও হিপার বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সলফার ও ক্যালকেরিয়ার সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন

বিধায় এতদ্দ্বারা ক্ষয়রোগে উপকার দর্শে। পরিপাক-শক্তির ক্ষীণতা, সুব্যবস্থিত খাদ্যদ্রব্যেও অজীর্ণতা, বিফ-টী প্রভৃতি উগ্রদ্রব্যে অভিরুচি; অতিসারের বিদ্যমানতা এবং সাধারণতঃ দিবাভাগে ও আহারান্তে উহার বৃদ্ধি; (শেষোক্তলক্ষণটী বিশেষ প্রয়োজনীয়), ও শিশুর সমগ্র গাত্রে অম্লগন্ধ বালরোগে হিপারের প্রয়োগ-লক্ষণ। অম্ল মলে প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রথমে ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব, তৎপরে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, অনন্তর হিপার, এবং সর্ব্বশেষে রিউম উপযোগী। মলের অম্লত্ব, শিশুর সমগ্রগাত্রে অম্ল গন্ধ; এবং অতিশয় কুন্থন ও ক্রন্দন সহকারে পুনঃ পুনঃ কপিশ ও ফেণিল মল নিঃসরণ রিউমের লক্ষণ।

যকৃদ্রোগ।—যকৃদ্রোগে যকৃদ্দেশে স্পর্শদ্বেষ ও সূচী-বেধ, এবং মলের কর্দ্দমবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ হিপারের প্রয়োগ-লক্ষণ।

মূত্র-রোগ।—হিপার সরলান্ত্রের আস্তরণ-পেশীর যেরূপ দুর্ব্বলতা জন্মায় মূত্রাশয়েরও সেই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন করে। এজন্যই মূত্রত্যাগকালে মূত্র ধীরে ধীরে নিঃসৃত হয় এবং মূত্র দ্বারের মুখ হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত না হইয়া প্রায় লম্বভাবে নিপতিত হয়। মূত্রাশয় হইতে সমস্ত মূত্র নিঃসারিত করিতে রোগীর খানিকটা সময় লাগে, যদিও শয্যা-মূত্রে সচরাচর হিপার ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মূত্র-লক্ষণ থাকিলে রাত্রিতে শয্যা মূত্রে হিপার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ক্ষত।—যে সকল ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, যাহা হইতে পুরাতন পণিরের গন্ধ নির্গত হয়; এবম্বিধ অপ্রগাঢ় ও চর্ম্মের নিম্নদিয়া এক স্থানহইতে অন্যস্থানে কুটিলভাবে প্রসারিত এবং রক্ত ও পূয়স্রাবী ক্ষতে হিপার ব্যবহৃত হয়। ক্ষতের প্রান্তভাগে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য হিপারের একটী বিশেষ লক্ষণ।

চর্ম্ম-রোগ।—চর্ম্মে হিপারের ক্রিয়ায় উহার এরূপ অবস্থা জন্মে যে ক্ষত জন্মিলে সহজে আরোগ্য হয় না। সামান্য একটু আঁচড় লাগিলেই পূয উৎপন্ন হয়। মারকিউরিয়স, ক্যামোমিলা, সিলিশিয়া ও লাইকোপোডিয়মেও এ প্রকার ঘটে। হিপার চর্ম্মের ভাঁজে স্রাবশীল পিড়কাও উৎপন্ন করে ও সন্ধির আনতিস্থলে কণ্ডূয়ন জন্মায়। এজন্য পূয়স্রাবী পামায়, দদ্রু বা পারদ ঘটিত মলম বা অন্য কোন প্রকার প্রলেপ অপব্যবহারের পর প্রাতঃকালে উদ্ভেদগুলির ও কণ্ডূয়নের আতিশয্য লক্ষণে হিপার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হিপার সাধারণতঃ ধাতব বিষের, বিশেষতঃ মারকিউরি ও আইওডাইড অভ্ পটাসিয়মের বিষ-ক্রিয়ার প্রতিহারক। এতদ্দ্বারা সিঙ্কোনা ও আইওডিনেরও অতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

সমগুণ।—বেল, ল্যাক, মার্ক। স্পঞ্জ, আইওড, ব্রোম; একন, সিলি, সলফ।

ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম।

বিশেষ বিবরণ।

ইহাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকাও বলে। পরিপোষণ, শোণিত, গ্রন্থি, ও অস্থিতেই ক্যালকেরিয়ার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ক্যালকেরিয়া প্রায় সমস্ত রোগেই ব্যবহৃত হইতে পারে। গুণে ও প্রয়োজনে এই ঔষধ সলফারের পরেই পরিগণিত হইয়া থাকে। শরীর বিবর্দ্ধনের অসম্যকতায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী। এজন্য বাল্য ও শিশুকালের রোগে ইহার অধিক প্রয়োজন পড়ে। পরিপোষণ-যন্ত্র মণ্ডলেই প্রধানতঃ ক্যালকেরিয়ার প্রভাব দর্শে এবং তজ্জন্য শরীরের পরিপোষণ ক্রিয়ার পারিবর্ত্তন জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় নিঃস্রবণ (সিক্রিশন) ও আশোষণের (য্যাবসর্পশন) সত্বর উৎকর্ষ সাধিত হয়। অতএব রোগীর ধাতু পরিবর্ত্তনার্থ ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থিতে ক্যালকেরিয়ার ক্রিয়া বশতঃ গ্রন্থিগুলি, বিশেষতঃ গ্রীবা-গ্রন্থি ও মধ্যান্ত্র-গ্রন্থি স্ফীত ও প্রদাহিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলে যদিও ইহার মুখ্যক্রিয়া দর্শেনা বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণের অভাবে অবশেষে উহাও প্রভাবিত হয় এবং তন্নিবন্ধন আক্ষেপ ও উত্তেজনাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম জ্ঞাপক রোগী স্থূল, ও পুষ্ট হয়, তাহার শরীর দৃঢ় দেখায়না, কিন্তু "ফুলা ফুলা" দেখায়, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও কখন কখন বা আরক্ত দৃষ্ট হয়। তাহার গাত্রের বর্ণ জল বা খড়িকার বর্ণের ন্যায় পাণ্ডুর হয়। সলফার জ্ঞাপক বালকের ন্যায় ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক বালক চঞ্চল, স্নায়বীয় বা ক্ষিপ্র হয়না, সে ধীরে ধীরে নড়ে চড়ে। তাহার সমস্ত শরীর সমভাবে বর্দ্ধিত হয়না, মস্তক, শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক বড় হয়। অস্থি বিবর্দ্ধনের বৈষম্যবশতঃই এরূপ ঘটে এবং এইজন্য ব্রহ্মরন্ধ্র অনেক দিন পর্য্যন্ত অসংযোজিত থাকে। উদরও

বৃহত্তর হয়। ওষ্ঠ, বিশেষতঃ উপরের ওষ্ঠ স্ফীত হয়। ধীরে ধীরে দাঁত উঠে। মস্তকের কেশাবৃত ভাগে, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়। এই ঘর্ম্ম তত উষ্ণ বা শীতল নহে, কিন্তু স্বাভাবিক বাষ্পোদ্গম বশতঃ অল্প অল্প শীতল। বালক যখন নিদ্রা হইতে উঠে তখন বালিসের যে স্থানে তাহার মস্তক ছিল সেইস্থানের কিয়দংশ ঘর্ম্মার্দ্র দেখা যায়। তাহার পা প্রায়ই শীতল ও আঠা আঠা থাকে। (কোন কোন বালকেরা মোটা মোজা পায় দেওয়াতেও পা ঘামে অতএব সেই ঘর্ম্ম এই ঘর্ম্ম বলিয়া যেন ভ্রম না জন্মে)। এই সকল রোগী দিগের শরীরের অন্যান্য স্থানেও একাঙ্গীন ঘর্ম্ম জন্মে। বক্ষঃস্থল বা জানুতে ঘর্ম্ম হয়, অথচ শরীরের অন্যান্য অংশ ঘর্ম্মশূন্য থাকে। এই একাঙ্গীন ঘর্ম্ম ক্যালকেরিয়ার একটী প্রায় নিশ্চিত লক্ষণ। আবার স্থূলত্বের পরিবর্ত্তে ক্যালকেরিয়ার রোগীর অতিশয় শীর্ণতাও জন্মিতে পারে, এবং চর্ম্ম লোলিত ও বলি বিশিষ্ট হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। কিন্তু শীর্ণতা সত্ত্বেও তাহার উদর অত্যন্ত বড় থাকে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত বালকগণই এই প্রকার লক্ষণান্বিত হয়, ও ঈদৃশ প্রকৃত গণ্ডমালায়ই ক্যালকেরিয়া ব্যবহার করা যায়। আর এক প্রকার গণ্ডমালায় গুটিকা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ফসফরাস উপযোগী। ইহাতেও তদ্রূপ গ্রন্থির স্ফীততা, তদ্রূপ ক্ষতের নিস্তেজতা, এবং কথা বলিতে ও হাঁটিতে শিখিতে তদ্রূপ আয়াস বিদ্যমান দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার রোগীর ত্বক্ সুকুমার ও সূক্ষ্ম, মুখাকৃতি উজ্জ্বল ও সুন্দর; চক্ষুর পক্ষ্ম দীর্ঘ ও সুকোমল; এবং চুল কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ হয়। ইহাকে গৌর গণ্ডমালাও বলে। শেষোক্ত গণ্ডমালা-দোষ চিকিৎসাদ্বারা বিনষ্ট না হইলে অবশেষে ফুসফুসের ক্ষয় রোগে পরিণত হয়।

আময়িক ব্যবহার।

টঙ্কার বা কনভলশন।—ক্যালকেরিয়া ব্যবহারোপযোগী শিশুর বিলম্বে ও ধীরে ধীরে দাঁত উঠে। সুতরাং দাঁত উঠিবার সময় তাহার জ্বর বা টঙ্কার রোগ জন্মিতে পারে। সত্বর নিবারিত না হইলে এই প্রকার টঙ্কারে ক্যালকেরিয়া বেলেডোনা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

চক্ষু-রোগ।—এই সকল বালকদিগের প্রায় সর্ব্বদাই চক্ষুর গণ্ডমালা-জনিত প্রদাহ বিদ্যমান থাকে। কর্নীনিকায় পচ্যমান পিড়কা উৎপন্ন হয়,

এবং উহাতে কনীনিকা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা জন্মে, ক্ষতের চারিদিকস্থ স্থান অধিক রক্তবহা নাড়ীপূর্ণ দেখায়। শিশুর আলোকে অতিশয় বিদ্বেষ জন্মে। প্রাতে নিদ্রাহইতে উঠিলে চক্ষে সূর্য্যের কিরণ পড়িলে তাহার কষ্ট হয়। প্রদীপাদির কৃত্রিম আলোক সে একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। এই ক্ষত বশতঃ কনীনিকার অল্পবিস্তর অস্বচ্ছতা জন্মে। রোগের তরুণ লক্ষণগুলি হ্রাস পড়িলে কনীনিকার অস্বচ্ছতা ও অক্ষিপুটের ঘনীভূততা দূরীকরণার্থ সচরাচর ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কনীনিকার অস্বচ্ছতায় ক্যালকেরিয়ার সহিত এপিস, হ্যাকেরম অফিসিনেল, কুপ্রম, এলুমেন, কালী-বাইক্রম ও ন্যাট্রম-সলফের তুলনা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই রোগে ক্যালকেরিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ক্যালকেরিয়ার সহিত হ্যাকেরম অফিসিনেলের বিশেষ সাদৃশ্য আছে পুষ্টাঙ্গ, স্থূলকায়, শোথ-প্রবণ বালকদিগের রোগেই ইহা ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা কনীনিকার অস্বচ্ছতা জন্মে ও আরোগ্য হয়। যে সকল বালক সারপদার্থ আহার করিতে ভালবাসেনা,কেবল একটু একটু মিষ্টদ্রব্যাদি খাইতে চায়,যাহারা বিরক্তচিত্ত,ঘ্যানঘেনে ও অলস তাহাদের পক্ষেই এইঔষধ উপযোগী। (২) চক্ষু-রোগে ক্যালকেরিয়া সলফারের পূর্ব্ব অপেক্ষা পরেই ভাল কাজ করে। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সলফারদ্বারা প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। কনীনিকার প্রসারণ-প্রবণতা থাকিলে ক্যালকেরিয়ার পরে বিশিষ্টরূপে সলফার ব্যবহৃত হয়। (৩) গণ্ডমালা ও গুটিকাজনিত রোগে ক্যালকেরিয়ার সহিত নাইট্রিক এসিডেরও সম্বন্ধ আছে। কনীনিকার ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া উহার বন্ধ্র বা বিনাশ জন্মিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ক্যালকেরিয়ার পরিবর্ত্তে নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্ম-রোগ।—ক্যালকেরিয়াজ্ঞাপক বালকদিগের চর্ম্মে উদ্ভেদ, বিশেষতঃ পামা উৎপন্ন হয়। এই পামার বিশেষ প্রকৃতি এই যে ইহা মস্তকে উৎপন্ন হইয়া নিম্নদিকে সম্প্রসারিত হয় ও মুখমণ্ডলের উপর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহা মস্তকে বা মুখমণ্ডলে স্তবকে স্তবকে প্রকাশ পায় এবং পিড়কাগুলির উপরে খটিকার ন্যায় শুভ্র, পুরু চিপিটিকা (মামড়ি) জন্মে। ক্যালকেরিয়ার আর একটী প্রয়োগ লক্ষণ এই যে বালক নিদ্রা

হইতে জাগরণান্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করে। নিদ্রাজনিত নিশ্চেষ্টতা হইতে শরীর-চেষ্টা জন্মিলেই পিড়কাগুলিতে কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণ-রোগ।—গণ্ডমালাগ্রস্ত এই সকল বালকদিগের বাহ্যকর্ণ বা শ্রবণ-বিবর, এবং মধ্য-কর্ণ বা পটহ-গহ্বরের প্রদাহে ক্যালকেরিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ক্যালকেরিয়া দ্বারা পটহ-ঝিল্লীর স্থূলত্ব জন্মে এবং শ্রুতি-শক্তির ক্ষীণতার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। কর্ণাস্থিগুলি অস্বাভাবিকভাবে প্রচাপিত হওয়াতে গুণ্‌গুণ্, ভন্‌ভন্, গর্জ্জন প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ণ-নাদ উৎপন্ন হয়। কর্ণ-স্রাবের আকৃতি মণ্ড বা বসার ন্যায় দেখায়, অথবা পূযময় বা চর্ব্বিত কাগজবৎ দৃষ্ট হয়। এক্ষণ বাহ্যকর্ণের পূয পরিষ্কার করিয়া কর্ণ-পটহে দৃষ্টি করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদাহবশতঃ উহাতে রন্ধ্রোৎপন্ন দেখা যায়। ঐ রন্ধ্রের প্রান্তদেশ স্থূল ও দানাময় দেখায় এবং উহাতে বহুপাদ (পলিপস) জন্মিবার সম্ভাবনাও প্রতীয়মান হয়। কর্ণে আকস্মিক, ঔৎক্ষেপিক, ● স্পন্দনকর প্রকৃতির বেদনা থাকে। সুতরাং এইরূপ লক্ষণান্বিত কর্ণ-রোগে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রোগে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা করিয়াও যদি ক্ষতের উৎকর্ষ বা আরোগ্য না জন্মে তবে ক্যালকেরিয়ার পরে সিলিশিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সিলিশিয়াজ্ঞাপক রোগীর মস্তক শরীরের অন্যান্য অংশের পরিমাণানুসারে অতিশয় বৃহত্তর থাকে। মস্তকের ঘর্ম্ম কেবল মস্তকের কেশাবৃত অংশেই জন্মে না, কিন্তু সমগ্র মস্তকে ও মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, পদের ঘর্ম্মে পদে স্পর্শ দ্বেষ (সোরনেস) জন্মায়। এই রোগে ক্যালকেরিয়ার সহিত হিপার ও মারকিউরিয়সেরও তুলনা হইয়া থাকে।

গ্রন্থি-রোগ।—ক্যালকেরিয়া প্রয়োগপূর্ব্বক চক্ষু-কর্ণের এই সকল প্রদাহের চিকিৎসা কালে রোগীর গ্রীবা ও কক্ষস্থলাদির লসিকা-গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত দৃষ্ট হইতে পারে। গ্রন্থিগুলি কঠিন ও দৃঢ় হয় এবং ঔষধ ব্যবহারে অতি ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়।

নাসা-রোগ।—এই সকল রোগীদিগের নাসিকার একপ্রকার পুরাতন প্রতিশ্যায়ও জন্মে। নাসার পার্শ্বদ্বয় স্থূল ও ক্ষতসংযুক্ত হয়। নাসারন্ধ্রের নিকটে আর্দ্র পিড়কাও উৎপন্ন হইতে পারে। নাসিকা হইতে পচা ডিম্ব, বারুদ বা পাংশুর (ম্যানিউর) গন্ধ নির্গত হয়। নাসিকা পীতবর্ণ গাঢ় পূযে

অবরুদ্ধ থাকে। প্রাতে প্রায়ই রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়ে। এই সমস্ত লক্ষণে ক্যালকেরিয়া এবং ক্যালকেরিয়ার পরে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যায়।

অতিসার।—ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক বালকগণ গ্রীষ্মকালীয় অতিসার বা প্রকৃত বাল-বিসূচিকা (কলারা ইনফ্যাণ্টম) রোগে আক্রান্ত হইলে অগ্রাহারে অতিশয় প্রবৃত্তি; দুগ্ধে অসহ্যতা, দুগ্ধ পান করিবামাত্র অম্লখণ্ড বা দধির আকারে বমন, অথবা খণ্ড খণ্ড ছানার ন্যায় বিরেচন, অপরিমিত ক্ষুধা ও পিপাসা, এবং সন্ধ্যাকালে পিপাসার আধিক্য, অতিসারেরও সন্ধ্যার প্রক্কালে বৃদ্ধি (সলফারের ন্যায় প্রত্যূষে আতিশয্য নহে); ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মল, (মলে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যও থাকিতে পারে), মলের অল্পবিস্তর জলীয়তা ও অম্লতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ।—এই সকল লক্ষণে আরও দুই তিনটী ঔষধের ক্যালকেরিয়ার সহিত সাদৃশ্য আছে। (১) শিশুদিগের বমনে যদি শিশু যাহা পান করে তাহাই তুলিয়া ফেলে, বিশেষতঃ দুগ্ধ একেবারেই সহ্য না হয়, শুভ্র, ঈষৎ-পীত, বা ঈষৎহরিৎবর্ণ দধির আকারে উদ্গীরিত হইয়া পড়ে; এবং বমনান্তে শিশু এমনই অবসন্ন হয় যে তাহার তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইথুসা সায়নেপিয়ম ব্যবস্থেয়। (২) স্তনপানের পর শিশু দধির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ন্যায় দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলিলে ও তৎপরে পুনরায় স্তন-পানে অসম্মত হইলে (ইথুসাজ্ঞাপক রোগী বমনান্তে পুনরায় স্তন পান করিতে চায়); এবং অতিসার ক্রিয়োজোটসূচক অতিসার না হইয়া এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ব্যবহৃত হয়। (৩) আমাশয়ের ক্ষীণতা জন্য রোগী আহার ধারণ বা পরিপাক না করিতে পারিলে এবং আহার করিবার অব্যবহিত পরে বা কতিপয় ঘটিকা অন্তর উহা বমন হইয়া পড়িলে ক্রিয়োজোট প্রয়োগ করা যায়। (৪) এই বমনে ফসফরাস ও আর্সেনিকও তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

হাইড্রোকেফেলাস।—তরুণ হাইড্রোকেফেলাস রোগে প্রথমাবস্থায় ক্যালকেরিয়ার উপযোগিতা দৃষ্ট হইতে পারে। এই রোগে সলফার ব্যবহারের পরেই ক্যালকেরিয়ায় বিশেষ উপকার দর্শে। রস-প্রসেকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধে উপকার জন্মিতে পারে। হাইড্রোকেফেলাসে প্রধানতঃ রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টেই ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায়শঃ

বেলেডোনার পরেই ক্যালকেরিয়া প্রযোজিত হইতে দেখা যায়। প্রথমে চিকিৎসক মস্তকের উত্তপ্ততা, বদনের আরক্ততা, নিদ্রাবস্থায় চকিততা লক্ষণ দৃষ্টে বেলেডোনা ব্যবস্থা করেন এবং বেলেডোনাদ্বারা উপশমও জন্মে বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে আবার রোগ প্রকাশ পায়, তখন বেলেডোনা প্রয়োগে কোন ফল দর্শে না। রোগের ঈদৃশ পর্য্যায়শীলতা দেখিয়া বোধ হয় যে এই রোগীর পক্ষে বেলেডোনা উপযোগী নহে। তখন আর একটী ঔষধ নির্ণয় করা আবশ্যকীয় হইয়া উঠে, এবং সময়ে সময়ে সলফার ও সচরাচর ক্যালকেরিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। শিশুর ক্যালকেরিয়া প্রয়োগোপযোগী প্রকৃতি থাকিলে ক্যালকেরিয়াই ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের রোগে, মস্তিষ্কের ও দন্তোদ্ভেদের উপসর্গে বেলেডোনা ও ক্যালকেরিয়ার অনুপূরক সম্বন্ধ বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।

অজাত-রজঃ।—যৌবনকালেও ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুবক অপেক্ষা যুবতীদিগের রোগেই ইহার সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত যৌবনা বালিকাদিগের যখন রজঃ প্রকাশে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয় জন্মে। তাহাদিগকে দেখিতে স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখায়, কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করিলে উহাতে শুভ্র শোণ-বিন্দুর (হোয়াইট করপসেল্স) অতিশয় আধিক্য দৃষ্ট হয়। অপিচ, হৃৎকম্প, শ্বাস-কষ্ট, ও শিরঃপীড়াদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং উপরে উঠিবার সময় শেষোক্ত লক্ষণগুলির আতিশয্য জন্মে, তখন ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা করিলে ঋতু প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সমস্ত উপদ্রব নিবারিত হয়।

যক্ষ্মা বা থাইসিস।—যুবক যুবতীদিগের যক্ষ্মা-সম্ভাবনায়ও এবম্বিধ লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। উচ্চস্থানে আরোহণকালে যদি রোগীর শ্বাস-কষ্ট, হৃৎকম্প, ও বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য উপস্থিত হয়; এবং ফুসফুস হইতে রক্তপাত; রাত্রে শুষ্ক ও প্রাতে তরল কাস, একাঙ্গীন ঘর্ম্ম ও বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দ্বেষবিশিষ্ট সন্ধ্যাকালে প্রকুপ্ত জ্বর, কণ্ঠাস্থির নিম্নে স্পর্শ-দ্বেষের আধিক্য; জীর্ণ-শক্তির ক্ষীণতা; ঘৃতাদি বসাদ্রব্য আহার করিলে বিবমিষা; পুরাতন উদরাময় ও তৎসহকারে গুদভ্রংশ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থেয়। এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে ক্যালকেরিয়া ফসফরাসের

সহযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।' কিন্তু এই দুই ঔষধে প্রভেদ আছে। ক্যালকেরিয়ার রোগীর শরীর স্থূল ও গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট থাকে, তাহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে শিশুকালে ধীরে ধীরে তাহার দাঁত উঠিয়াছে, ব্রহ্মরন্ধ্র ধীরে ধীরে সংযোজিত হইয়াছে, এবং উপরের ওষ্ঠ নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষা স্থূল ছিল। অদ্যাপিও ঐ স্ফীততা কতকটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফস-ফরাসের রোগী ক্ষীণকায়, বয়ঃক্রম অপেক্ষা দীর্ঘাকার, ও অপ্রসস্ত-বক্ষঃ হয়। তাহার শরীরের বিধান-তন্তুগুলি সূক্ষ্ম, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় স্থূল হয় না। যক্ষ্মার প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন ফুসফুসে বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হইতে থাকে, তখনও ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যস্থলের তৃতীয়াংশেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যস্থানে বেদনা, সমগ্র বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার উচ্চ শব্দ, ও দক্ষিণপার্শ্বে উহার আধিক্য, পূযময়, পীতাভ হরিৎ ও রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন, মাংসাদি আমিষ খাদ্য দ্রব্যে অতিশয় অরুচি ও অজীর্ণ অবস্থায় উহার নিঃসরণ, ক্রমশঃ শীর্ণতার বৃদ্ধি, ও ঘর্ম্মের আধিক্য, এবং রোগী স্ত্রীলোক হইলে ঋতুর রুদ্ধতা যক্ষ্মারোগে ক্যালকেরিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ।

অতি-রজঃ।—ঋতু-বৈষম্যে ও ক্যালকেরিয়া অপ্রযোজ্য নহে। অতিরজ রোগেই ইহা বিশেষ ব্যবস্থেয়। যখন দুই বা তিন সপ্তাহের পরেই এক এক-বার ঋতু হয়। রজ-শোণিত প্রভূত পরিমাণে স্রাবিত, এবং অতিপরিশ্রম বা মনোবিকার বশতঃ শোণিত-প্রবাহ নির্গত হয়। রোগিণী মস্তকের ঘর্ম্ম ও পদের শীতলতার অভিযোগ করে তখন ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর অতিরজ রোগে অন্যকোন নিশ্চিত লক্ষণের অবিদ্যমানতায়, বিশেষতঃ রক্তপাতে রোগিণীর অতিশয় অবসন্নতা অনুভূত হইলে ষষ্ঠক্রমে ট্রিলিয়ম পেণ্ডু-লম অতিশয় ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ।—অজাত-রজ রোগে ক্যালকেরিয়ার কতিপয় সমতুল্য ঔষধ আছে, যথা,—(১) রক্তাধিক্য, মস্তকে রক্তের গতি, রোগিণীর শীতলতা, জাগ্রততা, ও শঙ্খদেশে দপদপ অনুভব লক্ষণে বেলেডোনা উপকারী। (২) তন্দ্রালুতা ও উদাসীনতা লক্ষণে জেলসিমিয়ম ফলপ্রদ। (৩) মস্তকে প্রবল দপদপ, বিশেষতঃ বৃক্ককের রক্তসঞ্চয়ের ন্যায় মূত্রের অণ্ডলালিময়ত্ব থাকিলে

গ্রনয়েন উপকারী। (৪) ভয়াদি প্রবল চিত্ত-বিকারবশতঃ রজঃরুদ্ধ হইলে একো-নাইট ব্যবস্থেয়। এই অবস্থায় এক্টিয়া স্পিকেটা ও লাইকোপোডিয়ম ও উপযোগী।

শ্বেতপ্রদর।—অধিক পরিমাণে স্রাবনিঃসরণ, তৎসহ অতিশয় কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; স্রাবের সাধারণতঃ দুগ্ধবৎ, অথবা পূযময় এবং পীতবর্ণ বা গাঢ় আকৃতি, এইসকল লক্ষণাপন্ন শ্বেতপ্রদরে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। অজাত-রজস্কা বালিকা ও শিশু দিগের শ্বেতপ্রদরেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ছোট ছোট বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদরে অধিক আস্রাব নির্গত হইলে ও তজ্জন্য রোগী-ণীর দুর্ব্বলতা জন্মিলে কলোফাইলম অতিশয় উপকারী।

পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের রোগ।—পুরুষদিগের জননেন্দ্রিয়ের রোগেও ক্যালকেরিয়া ফলপ্রদ। কৃত্রিম মৈথুন বা অতিমৈথুন জনিত ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যে এই ঔষধ উপযোগী। অতিশয় সম্ভোগবাসনা, অথচ জননেন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, সংসর্গ-সময়ে উপস্থের উদ্রেকের অল্পতা বা অসম্পূর্ণতা; ও অকালে বা অসম্যকভাবে রেতঃস্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার পর যাহারা সচ্চরিত্র ও প্রশান্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহাদের যদি ইন্দ্রিয়-শক্তির পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষীণতা থাকে এবং সংসর্গান্তে শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া ও জানুর দুর্ব্বলতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাহইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা করা যায়। অনুৎকট অবস্থায় অর্থাৎ অসম্যক পরিপোষণ রোগের মূল কারণ না হইলে, জঙ্ঘা, বিশেষতঃ জানুর দৌর্ব্বল্য সংযুক্ত অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ে ডায়োস্কোরিয়া উপকারী। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবায় যৌবন কাল অতিবাহিত করিয়া বার্দ্ধক্যেও যাহাদের ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়না, ষাইটবৎসর বয়সেও বিংশতি বৎসর বয়সের ন্যায় লালসা উদ্দীপ্ত হইতে থাকে, অথচ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির শারীরিক সামর্থ্য থাকে না, তাহাদের পক্ষে এগ্নস ক্যাষ্টস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জ্বর।—স্নায়বীয় জ্বরে, এমনকি টাইফয়েড জ্বরেও রোগের প্রারম্ভাবস্থায় রোগীর অস্থির নিদ্রা ও বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ, পুনরায় নিদ্রা ও পুনরায় সেই বিষয়েই স্বপ্নদর্শন, ও চক্ষুরুন্ধ করিবামাত্র মনুষ্য ও দ্রব্যাদি দর্শন, চক্ষু মেলিলে আবার তাহাদের তিরোভাব।—এইসকল লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। টাইফয়েড জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় অর্থাৎ প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন উদ্ভেদ উৎপন্ন না হওয়াতে রোগীর এক প্রকার অচৈতন্য জন্মে, উদর স্ফীত

ও আধ্মানিত হইয়া উঠে, রোগী অচৈতন্য সত্ত্বেও অতিশয় অস্থিব, উৎকণ্ঠিত ও ক্লিষ্ট হয়; চিৎকার করিয়া উঠে ও শয্যাবস্ত্র খুঁটে; তাহার গাত্র অতিশয় উত্তপ্ত কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ও আঠা আঠা হয়; অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে; এবং সে নিদ্রাহইতে চমকিত হইয়া উঠে ও ভীতবৎ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে তখনও ক্যালকেরিয়া প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এস্থলে লাইকোপোডিয়ম ক্যালকেরিয়ার অনুপূরক।

অনিদ্রা।—অনিদ্রায়ও ক্যালকেরিয়ার ব্যবহার আছে। দুই এক ঘণ্টা স্থায়ী নিদ্রাহীনতায় ইহা ব্যবস্থেয় নহে। কিন্তু কোন রোগের পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপে বা রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে দীর্ঘকালব্যাপী অনিদ্রা থাকে তাহাতেই এই ঔষধ উপযোগী। যথা, সূতিকাগৃহে কোন প্রসূতির নিদ্রা হয়না; চক্ষু বুজিলেই সে কল্পিত বস্তু দর্শন করে, সামান্য শব্দে চমকিত ও স্পন্দিত হয়; এবং মানসিক যাতনায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে, তাহার জিহ্বা শুষ্ক হয়, তাহাকে তরুণ উন্মাদ রোগের প্রাগ্‌বস্থায় অবস্থাপিত দৃষ্ট হয়। এই সময় দিবসে ত্রিংশক্রমের ক্যালকেরিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলে প্রায়ই সেই রাত্রিতে নিদ্রার প্রবৃত্তি জন্মে। ওপিয়ম, ক্যাফিন বা ক্লোরাল যেপ্রকারে নিদ্রা জন্মায় ক্যালকেরিয়া সেরূপে নিদ্রা জন্মায় না। এতদ্দ্বারা সুস্থ নিদ্রাই জন্মে।

মদাত্যয় বা ডিলিরিয়মট্রেমেন্স।—মদাত্যয় রোগে প্রায় অনিদ্রার ন্যায় লক্ষণে, বিশেষতঃ মূষিক ও বিভীষিকা বিষয়ক স্বপ্নদর্শনে; অগ্নি ও নরহত্যা সম্বন্ধীয় প্রলাপকথনে; এবং রোগীর ক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কালক্ষণে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

অপস্মার।—অপস্মার রোগেও ক্যালকেরিয়ার ব্যবহার আছে। এতদ্দ্বারা রোগের আবেশ নিবারিত হয় না, কিন্তু রোগীর ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া অপস্মার আরোগ্য হইতে পারে। এই রোগে রোগাবেশ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কীট-চারণার ন্যায় যে 'সুড়সুড়ি' অনুভূত হয়, সেই সুড়সুড়ি কোন কোন রোগীর সোলার প্লেক্সস নামক গ্রন্থিল স্নায়ু-গুচ্ছে আরম্ভ হইয়া যখন উপরের দিকে উঠিতে থাকে তখনই আক্ষেপ উপস্থিত হয়, কাহারও কাহারও বা বাহুর উপরের দিকে যেন ইন্দুর দৌড়িতেছে এরূপ অনুভূত হইতে থাকে, আবার অন্যান্যের এই সুড়সুড়ি উদরোর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে

জরায়ু বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গমন করে ;—এই সকল লক্ষণেই ক্যালকেরিয়া প্রয়োজিত হয় ; ভয়, পুরাতন উদ্ভেদ-বিলোপ এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত অপস্মারেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সলফারের পরেই ইহা ভাল খাটে। (সোলার প্লেক্সসে সুড়সুড়ি আরম্ভ ও উহার উপরের দিকে উত্থানে আক্ষেপের উপস্থিতি নক্সভমিকা, বিউফো, ও সিলিশিয়ারও প্রযোগ-লক্ষণ)। 'বাহুর উপরে যেন ইন্দুর হাঁটিতেছে' এইটী সলফারেরও লক্ষণ। একই কারণে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা ও উদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ ক্যালকেরিয়া ও সলফার উভয় ঔষধেই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণে প্রথমে সলফারই প্রয়োজিত হয়। সলফার প্রযোগে রোগ আরোগ্য না হইলে, অথবা কনীনিকা প্রসারিত না থাকিলেই ক্যালকেরিয়া বিশিষ্টরূপে উপযোগী হইয়া থাকে।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) রোগের আবেশকালে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ফলপ্রদ। (২) ভয়জনিত অপস্মারে রোগের আক্রমণ একদিন দুইবার উপস্থিত হইলে আর্টিমিসিয়া ভলগেরিস ব্যবস্থেয়। (৩) অগ্নিমান্দ্য বশতঃ রোগ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ উদরোর্দ্ধদেশ হইতে 'সুড়সুড়ি' আরব্ধ হইয়া উপরের দিকে প্রসারণ করিলে প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অস্থি-রোগ।—অস্থির রোগে ও পৃষ্ঠবংশের বক্রতায়, বিশেষতঃ যে সকল বালক বিলম্বে কথা বলিতে ও হাঁটিতে শিখে এবং যাহাদের গুল্ফ দুর্ব্বল থাকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশের কুব্জতায় ক্যালকেরিয়া উপকারী। জানু-সন্ধির শ্বেতবর্ণ স্ফীততা ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধির পীড়া প্রভৃতি সন্ধির রোগেও ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থেয়। এই সকল রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রণশোথ উৎপন্ন হইলেই ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্যালকেরিয়া ও সিলিশিয়ায় প্রভেদ।—সামান্য দৃষ্টিতে ক্যালকেরিয়া ও সিলিসিয়ায় প্রভেদ দেখা যায় না বটে, কিন্তু সাবহিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দেখিলে স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারা যায়। সিলিশিয়া জ্ঞাপক রোগীর সমগ্র মস্তকে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই ঘর্ম্মে অম্লগন্ধ বা দুর্গন্ধ থাকে ; মাথা অধিক বড় হয়, শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষাকৃত শীর্ণ থাকে, পায়ে দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম জন্মে, ও তদ্দ্বারা পদাঙ্গুলীর অভ্যন্তরে ও পদতলে স্পর্শদ্বেষ বা ক্ষত উৎপন্ন হয়, মুখমণ্ডলের বর্ণ মৃত্তিকার ন্যায় পাণ্ডুর বা মোমের ন্যায় পীতাভ

দেখায়। সিলিশিয়া জ্ঞাপক বালক ক্যালকেরিয়া সূচক বালকের ন্যায় অলস হয় না, কিন্তু স্নায়বীর্য ও উত্তেজনশীল হইয়া থাকে। সিলিশিয়া ব্যবহারোপযোগী বালকের মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের নিশ্চিত দুর্ব্বলতা থাকে, কিন্তু এই দুর্ব্বলতা সত্বেও কিয়ৎপরিমাণে উপদাহিতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং বাহ্য সংস্কারে (ইম্প্রেশন) তাহার অবস্থার অপকৃষ্টতা জন্মে, যথা, অপস্মাররোগের প্রবণতা থাকিলে যৎসামান্য চিত্তবিকারে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। সমীকরণের অসম্যকতা নিবন্ধন এই উভয় ঔষধ জ্ঞাপক রোগীরই পরিপোষণের অসম্পূর্ণতা থাকে। ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা সিলিশিয়ায় ক্ষতপ্রবণতা অধিক লক্ষিত হয়। সিলিশিয়া সূচক ক্ষত হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহা প্রশংসিত পূয় নহে, কিন্তু পাতলা, অবদরণকর, দূষিত পূয়।

বাত।—বাতেও ক্যালকেরিয়া উপকারী। জলে কার্য্য করাতে বাত জন্মিলে, এবং পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের বাতে রসটক্স নিষ্ফল হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয়। গাউট জনিত হস্তাঙ্গুলীর অর্ব্বুদেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে। গাউট-ধাতু সংশোধনার্থও ইহার ব্যবহার হইতে পারে।

অন্যান্য ঔষধ।—(১) কটিবাতে, নড়িলে চড়িলে বেদনা উপশমিত হউক বা না হউক, রসটক্সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পৃষ্ঠের গভীর পেশীর সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। (২) পুরাতন কটিবাতে নড়িতে আরম্ভ করিলে বেদনার বৃদ্ধি ও ক্রমাগত নড়িলে চড়িলে বেদনার উপশম লক্ষণে রসটক্সের পরে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা ফলপ্রদ। (৩) পৃষ্ঠে সহসা আটকিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনায় সিকেল কর্ণিউটম উপযোগী। (৪) পৃষ্ঠের বাতে, প্রথমে না উঠিয়া বসিয়া শয্যায় পাশ ফিরিতে না পারিলে নক্সভমিকা ব্যবস্থেয়।

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা।

বিশেষ বিবরণ।

ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম ও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার অনেকগুলি লক্ষণে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে এই দুই ঔষধের মধ্যে কোনটী ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজে ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। চুণ ও ফসফরাসের সংযোগে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা উৎপন্ন হয়। অতএব ইহার উপাদান দ্বয়ের গুণ ও উঁহাদের রাসায়নিক সম্মিলনে যে গুণান্তর জন্মে তাহা স্মরণ রাখিলেই ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার কার্য্যকারিতা নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। ইহার কতকগুলি লক্ষণের ক্যালকেরিয়ার সহিত, ও অপর কতকগুলি লক্ষণের ফসফরাসের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবার, এই ঔষধের এমন কতকগুলি লক্ষণও আছে যে তাহা কি ক্যালকেরিয়া, কি ফসফরাস, এই দুইয়ের কোনটীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই সকল লক্ষণ ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার স্বতন্ত্র লক্ষণ। রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্যালকেরিয়া ও ফসফরাসের গুণান্তর জন্মিয়া উহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা ও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার প্রভেদ নিরূপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকায় রোগীর উদর বৃহৎ ও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকায় উদর লোলিত (ফ্ল্যাবি) থাকে। শিশু-বিসূচিকা রোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা জ্ঞাপক রোগীর অণ্ডাহারে আকাঙ্ক্ষা; এবং ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা জ্ঞাপক রোগীর লবণ ও ধূমশুষ্ক মাংস আহারের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকার রোগীর মল কখন কখন হরিদ্বর্ণ, কিন্তু সাধারণতঃ জলবৎ, শুভ্র, ও দধির ন্যায় সংযত পদার্থ মিশ্রিত, এবং ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার রোগীর মল হরিদ্বর্ণ, কর্দ্দমবৎ অথবা উত্তপ্ত জলবৎ ও দুর্গন্ধি অপান সংযুক্ত হয়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকায় বিশিষ্টরূপে সম্মুখের ব্রহ্মরন্ধ্র বিমুক্ত; এবং ক্যালকেরিয়া ফসফরিকায় সম্মুখের ও পশ্চাতের ব্রহ্মরন্ধ্র অসংযোজিত থাকে।

হাইড্রোসিফেলয়েড রোগে জিঙ্ক, সন্ধির ও অস্থি-বেষ্টের রোগে রুটা;

এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা ও সলফারের ন্যায় সম্বন্ধে সলফার ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার অনুপূরক।

আময়িক ব্যবহার।

বাল-রোগ।—পরিপোষণ-দোষেই ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল অবস্থারই এই ঔষধ অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষীণ ও শীর্ণ দেহ, নিমগ্ন ও লোলিত উদর, এবং গ্রন্থি ও অস্থির রোগ-প্রবণ শিশুদিগের মস্তক বৃহৎ; ব্রহ্মরন্ধ্র বিমুক্ত; করোটীর অস্থি অতিশয় পাতলা ও ভঙ্গুর; বিলম্বে দন্তোদ্গম; পৃষ্ঠবংশের বক্রতা; গৌণে হাঁটিতে শিখা, পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীর ধারণে অসমর্থতা; গ্রীবার ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মস্তক ধারণে অপারগতা এবং যেদিকে মস্তক অবনত হয়, সেইদিকেই উহার পতন; কি-স্তন-দুগ্ধ, কি গো-দুগ্ধ, অবিরত দুগ্ধ বমন; প্রত্যেক বার আহারের পর উদর-বেদনা; হরিদ্বর্ণ আঠা আঠা বা অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মলস্রাব ও তৎসহকারে অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধি অপান নিঃসরণ; কখন কখন বা জলবৎ, তপ্ত, প্রভূত মল নির্গমন;—এইসকল লক্ষণ থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ব্যবহৃত হয়। শিশু-বিসূচিকায় মলের পূর্ব্ববর্ণিত প্রকৃতি, অথবা অল্প পরিমাণে পূয সংমিশ্রিত থাকাতে স্তর স্তর আকৃতি দৃষ্ট হইলে, রোগীর সর্ব্বশরীরের অতিশয় শীর্ণতা থাকিলে; এবং মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, ও শরীরের উন্নত অংশগুলির শীতলতা; অপিচ লবণ ও ধূম-শুষ্ক মাংস ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ব্যবস্থা করা যায়। ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা জ্ঞাপক বালকগণের মানসিক শক্তি অতিশয় ক্ষীণ থাকে; তাহারা সত্বর কোন বিষয় বুঝিতে পারেনা। তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমাগত ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা সেবনে জড়ত্ব পর্য্যন্তও জন্মিতে পারে। ব্যারাইটা কার্ব্বনিকার সহিত ইহার মানসিক লক্ষণ গুলির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইলে তাহার আর্দ্রতা বা সিক্ততা সহ্য হয়না, উহাতে তাহার শরীরে বেদনা জন্মে এবং নাড়িলে চাড়িলে এই বেদনা বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়। যৎসামান্য সঞ্চালনও তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। এই সঞ্চালনে বিবর্দ্ধন লক্ষণ দেখিয়া ব্রাইওনিয়া

ব্যবস্থা করা উচিত নহে। এস্থলে এটী ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ নয় কিন্তু রাকাইটিস রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থার লক্ষণ। অল্পমাত্র আর্দ্রতাদি ভোগে সর্ব্ব শরীরে একপ্রকার উত্তাপ অনুভূত হয়। অস্থি-বেষ্ট ও অস্থি-সন্ধি গুলি উপদাহিত ও প্রদাহিত হইয়া উঠে, এজন্যই এই "নঙ্কালনে বিবর্দ্ধন" লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা রাকাইটিস রোগ প্রতিষেধার্থে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বিফল হইলে সিলিশিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জরায়ু-রোগ।—আদ্রতাসহতা ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার একটী বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে ইহা প্রাপ্তবয়স্কাদিগের রোগেও ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর স্থান-ভ্রষ্টতার আনুষঙ্গিক নিম্নোদরে দুর্ব্বলতা ও যাতনানুভব লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। বিশেষতঃ বায়বীয় পরিবর্ত্তনে যেসকল স্ত্রীলোকদিগের সন্ধি-স্থানে বেদনা জন্মে তাহাদের পক্ষে ইহা সমধিক উপকারী। বায়বীয় পরিবর্ত্তনে জরায়ু-লক্ষণের উপচয়ে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা ও ফসফরাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফসফরাসেও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার ন্যায় নিম্নোদরে শূন্যতা ও দুর্ব্বলতানুভব লক্ষণ আছে, কিন্তু ঋতু-পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৃদ্ধি লক্ষণ নাই।

বাত।—ঋতুর পরিবর্ত্তনে প্রকাশিত বাতেও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার ব্যবহার আছে। আদ্রতা ভোগ জন্য গ্রীবার স্তব্ধতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, অঙ্গের অভ্যন্তর দিয়া, বিশেষতঃ ত্রিকদেশের চারিদিকে ও জঙ্ঘার নিম্নে সঞ্চরমান বেদনা, এবং প্রতি বায়বীয় পরিবর্ত্তনে এই সকল লক্ষণের প্রকাশে ক্যালকেরিয়া ফস উপযোগী।

প্রতিশ্যায়।—সর্দ্দি লাগিয়া গল-শোষ ও গলার অভ্যন্তরে স্পর্শ-দ্বেষ; বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ; বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে ও বাহুর ঊর্দ্ধভাগে উত্তাপ এবং পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ব্যবস্থেয়।

অস্থি-ভগ্ন।—সন্ধি-স্থলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার ক্রিয়া বশতঃ অস্থিভগ্নেও এই ঔষধ প্রযোজিত হইয়া থাকে। যেখানে অস্থির সংযোগ স্থান সেইখানেই ইহার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা বানাকার সেবনী-সন্ধিতে এবং স্যাক্রো-ইলিয়্যাক উপাস্থিতে বেদনা জন্মে। অতএব গর্ভাবস্থায় কোন স্ত্রীলোকের

স্যাক্রো-ইলিয়্যাক প্রদেশে বেদনা জন্মিলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা সেবনে উপকার দর্শিতে পারে। অস্থি ভগ্ন হইলে ভগ্নাস্থির সংযোগ স্থানে যে এক প্রকার কৃত্রিম সেবনী-সন্ধি উৎপন্ন হয় সেখানেও ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং অস্থির ভগ্ন-প্রান্ত সংযোজিত না হইলে ক্যাল-কেরিয়া ফসফরিকা প্রয়োগে নূতন অস্থির উপাদান উৎপন্ন হইয়া ভগ্নাস্থি সংযুক্ত হইতে পারে। অস্থি ভগ্নে ক্যালকেরিয়ার নিম্নক্রমই অধিক উপযোগী। অস্থি-ভগ্নে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার সহিত সিম্ফাইটমের তুলনা হইয়া থাকে। ভগ্নাস্থি সংযোজিত না হইলে, বিশেষতঃ স্নায়বীয় কারণ বশতঃ এরূপ ঘটিলে সিম্ফাইটম ব্যবহৃত হয়।

বালিকা-রোগ।—বিদ্যালয়ের আসন্ন যৌবনা বালিকাদিগের অত্যন্ত স্নায়বীয়তা ও অস্থিরতা জন্মিলে, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে মাথা ধরিলে, এবং শরীর অতি ধীরে ধীরে বিকসিত হইতে থাকিলে ক্যালকেরিয়া-ফস, ব্যবস্থা করা যায়।

ক্ষয়-রোগ।—বালকদিগের মারাসমাস বা ক্ষয় রোগেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অতিসার ও খাদ্য দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমানে, মুখমণ্ডলের শ্বেত, পাণ্ডু, বা মলিন বর্ণে; এবং রক্তসঞ্চলনের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন নাসিকা ও কর্ণের শীতলতা লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল রোগীরও গ্রীবার মস্তক ধারণে সামর্থ্য থাকে না।

সমগুণ ঔষধ।—এই রোগে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার সহিত সিঙ্কোনার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ঘন ঘন মলস্রাব নিবন্ধন বালকের যখন নিদ্রালুতা, অবসন্নতা ও মুখমণ্ডলের শীতলতা জন্মে তখন সিঙ্কোনা ব্যবহার করিলে তাহার অবস্থার উৎকর্ষ জন্মিয়া ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা প্রয়োগের আবশ্যকতা নিবারিত হইতে পারে। আবার, মস্তকান্দোলন, দন্ত কড়মড়, শীতল পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের উত্তপ্ততা, পদের অস্থির গতি প্রভৃতি জিঙ্কজ্ঞাপক লক্ষণ থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার পরিবর্ত্তে জিঙ্কই ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রতায় রোগ লক্ষণের আতিশয্যে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার সহিত ডলকামারা, সিলিশিয়া, সলফার ও কষ্টিকমের তুলনা করা যাইতে পারে।

সমগুণ।—১। সিঙ্ক, জিঙ্ক, ফস (হাইড্রোসিফেলয়েড)। ২। ডক্স, সিলি, সলফ। ৩। রস, কষ্ট। ৪। সলফ, ক্যাল্ক, সিলি, ফস। ৫। ব্যারাইকার্ব্ব (মানসিক দুর্ব্বলতা)। **অনুপূরক** জিঙ্ক, রুটা, সলফার।

কলোসিন্থিস।

বিশেষ বিবরণ।

(১) স্নায়ু-শূল ও খল্লী প্রভৃতি স্নায়ু-রোগ, অন্ত্র-রোগ; মূত্র-রোগ; ও গাউট রোগে প্রধানতঃ কলোসিন্থের ক্রিয়া দর্শে। (২) কলোসিন্থ অন্ত্রের প্রবল উপদাহ জন্মায় এবং তন্নিবন্ধন প্রথমে জলবৎ মল ও অনন্তর আম ও রক্ত নিঃসৃত হয়, এবং দারুণ, কামড়ান (গ্রাইপিং) ও কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা জন্মে। স্নায়ুমণ্ডলেও এই ঔষধের প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায় ও তজ্জন্যই নানাপ্রকার স্নায়ু-শূলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। কলোসিন্থের স্নায়বীয় লক্ষণের সহিত ডায়োস্কোরিয়া ভিলোসার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। (৩) কলোসিন্থে যে কোন *প্রকার প্রদাহিক ক্রিয়া দর্শে না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা,* এতদ্দ্বারা বিষাক্ত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে অন্ত্রে প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে।

আময়িক ব্যবহার।

ডিম্বাশয়ের রোগ।—ডিম্বাধার ও উপকোষেও কলোসিন্থের মুখ্য ক্রিয়া দর্শে; দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে যেন গভীররূপে সূচীবিদ্ধ হইতেছে, এই প্রকার সূচীবেধ এবং অবনত হইলে বা প্রচাপনে উপশমিত হয় এরূপ খল্লীবৎ বেদনা লক্ষণে ডিম্বাশয়ের রোগে কলোসিন্থ ব্যবহৃত হয়। ঈদৃশ লক্ষণানুসারে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দুইজন রোগিণীর ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একজন রোগিণীর তিনবৎসর ব্যাপী ডিম্বাশয়ের শূল ছিল। বেদনা কামড়ানবৎ ছিল এবং অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইলে উহার উপশম জন্মিত। কোন প্রকার বিধান-বিকার বিদ্যমান ছিল না। কলোসিন্থ ব্যবহারে এই বেদনা আরোগ্য হইয়াছিল।

উদরের রোগ।—প্রতিনিয়ত তিক্তাস্বাদ; প্রবল পিপাসা; শুষ্ক উদ্গার; বিবমিষা; তিক্ত তরল পদার্থ বা ভুক্তদ্রব্য বমন; কামড়ানবৎ বেদনা, বেদনা বশতঃ রোগীর অবশীর্ষ হইয়া অবনতভাবে অবস্থান, অথবা উদরে দৃঢ় রূপে চাপ প্রদান; তরল, প্রভূত, পুরীষময়, আধ্মানসংযুক্ত, ভোসকা ভোসকা; অথবা প্রবল কুন্থন-পূর্ব্ব আম ও রক্তময় মল; মলত্যাগের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদর-বেদনা ও মলত্যাগান্তে উহার উপশম এবং কথন কথন বা অনুপশম; যৎসামান্য আহার্য্য বা পেয় দ্রব্য গ্রহণে মল-প্রবৃত্তি ও বেদনার উদ্রেক; এই গুলি কলোসিস্থের প্রধান প্রধান উদর লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদরবেদনাই কলোসিস্থের প্রধান প্রযোগ-লক্ষণ। স্থানিক বা প্রতিক্ষিপ্ত যে কোন কারণে এই বেদনা উপস্থিত হউক; বায়ু-সঞ্চয়, অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, শীর্ণতা, অথবা প্রবল চিত্ত-বিকার, যাহা হইতেই ইহা জন্মুক; এবম্বিধ বেদনায় কলোসিন্থ উপযোগী। কোন কোন স্থলে এই গ্রাইপিং অর্থাৎ কামড়ানবৎ বেদনা কর্ত্তনবৎ বা বিদ্ধবৎ বেদনারূপে প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত উদরের উপরে ও বস্তি-গহ্বরের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে। বায়ু বা মল নিঃসরণে উহার উপশম জন্মে। এই বায়ুর প্রচাপনে মূত্রাশয়ের অস্বচ্ছন্দতা উৎপন্ন হয় এবং অন্ত্রকূজন হইবামাত্র তাহার শান্তি জন্মে। মূত্রে দুর্গন্ধ থাকে ও শ্লেষ্মাময় অধঃক্ষেপ নিপতিত হয়। উল্লিখিত উদর-লক্ষণানুসারে গ্রীষ্মকালের উদরাময়ে ও রক্তাতিসারেও কথন কথন কলোসিন্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—ক্রোধের কুফলে ক্যামোমিলা ও ষ্টাফিসেগ্রিয়ার সহিত কলোসিস্থের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং কষ্টিকমের সহিত দূরবর্ত্তী সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। (১) প্রবল চিত্তবিকার বশতঃ বালকদিগের থল্লী ও পৈত্তিক উদরাময়ে ক্যামোমিলা ও কলোসিন্থ উভয় ঔষধেরই ব্যবহার আছে। রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণের প্রাবল্যে, ও মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্মাদি লক্ষণে, এবং ক্যামোমিলা জ্ঞাপক প্রকৃতি বিদ্যমানে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। (২) স্ত্রী ও বালকদিগের প্রবল চিত্তবিকার জনিত উদরের প্রবল থল্লীতে কলোসিন্থ দ্বারা উপকার না দর্শিলে তৎপরিবর্ত্তে কথন কথন ষ্টাফিসেগ্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরের ও আমাশয়যন্ত্রের লক্ষণে কলোসিস্থের সহিত একোনাইট; ভিরেট্রম এল্বম, বোভিষ্টা, ক্রোটন-টিগলিয়ম, ইলেটেরিয়ম, ও মারকিউরিয়সের তুলনা হইয়া

থাকে। (১) ভিরেট্রমের উদর-বেদনায়ও রোগীকে অবনত হইয়া দ্বিভাজ হইতে হয়, কিন্তু বেদনার শান্তির নিমিত্ত সে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। অপর তাহার কপালে শীতল ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অন্ত্রাবরোধেই ইহা বিশেষ উপযোগী। (২) বোভিষ্টার উদর-বেদনা আহারান্তে অবনত হইয়া দ্বিভাজ হইলে উপশমিত হয়। ইহার মূত্র লোহিত বর্ণ থাকে। (৩) ক্রোটন টিগলিয়ম জনিত ঈদৃশ উদর-বেদনার সহিত প্রভূত জলবৎ অতিসার বিদ্যমান থাকে। অতিসারের মল ঈষৎ পীত বা ঈষৎ কপিশ, অথবা হরিৎ বর্ণ থাকে। ইহা পিচকারীর জলের ন্যায় প্রবলবেগে ও প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং স্তনপান বা আহারান্তে বৃদ্ধি পায়।

অতিসার।—গ্রীষ্মকালের অতিসারে, ও রক্তাতিসারে ক্রোটন টিগলিয়ম, ইলেটিরিয়ম, মারকিউরিয়স ও নক্সভমিকার সহিত কলোসিস্থের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রভেদ এই যে,—(১) ক্রোটন টিগলিয়মের মল প্রভূত, জলবৎ ও পিচকারির জলের ন্যায় বেগে নিঃসৃত এবং পান বা আহারান্তে উদ্রিক্ত হয়। (২) ইলেটিরিয়মের মল জলপাইয়ের ন্যায় সবুজবর্ণ, প্রভূত, ও বেগে নির্গত। ক্রোটন টিগলিয়মেও সবুজবর্ণ মল জন্মায় বটে, কিন্তু উহা ঈষৎ কপিশমিশ্রিত সবুজ। (৩) কলোসিস্থ ও মারকিউরিয়সে প্রভেদ এই যে কলোসিস্থের কুন্থনাদি মলত্যাগের পরেই বিরত হয়, মারকিউরিয়সের কুন্থন মলত্যাগের পরেও খানিক ক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। (৪) কলোসিস্থের ন্যায় মলত্যাগের পরে নক্সভমিকার বেদনারও বিরাম পড়ে বটে, কিন্তু নক্সভমিকায় মলের স্বল্পতা ও বিফল মল-প্রবৃত্তি লক্ষণ আছে।

মূত্রাশয়-শূল।—কলোসিস্থ জ্ঞাপক কামড়ান বেদনা (গ্রাইপিং) কেবল অন্ত্র-পথেই নিবদ্ধ নহে। মূত্র-কৃচ্ছ্রে বা মূত্রাশয়ের আক্ষেপে, এবং জরায়ু বা ডিম্বাশয় সংক্রান্ত রজঃ-শূলে এই প্রকার বেদনা জন্মিলেও কলোসিস্থ সুব্যবস্থেয়। প্রাদাহিক অপেক্ষা স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাবল্য এবং তৎসহকারে অবনত হইয়া দ্বিভাজ হইলে ও দৃঢ় চাপ প্রদানে উপশম ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

শিরোবেদনাদি।—স্নায়ুমণ্ডলে কলোসিস্থের ক্রিয়াবশতঃ বিরক্তি ও দুঃখাদির পরে বাম পার্শ্বে ছিন্নবৎ যন্ত্রণা; মস্তকে রন্ধ্রকরণবৎ ছিন্নকর বেদনা,

অক্ষিগোলকে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা ও উহার মস্তকে সম্প্রসারণ, স্থির হইয়া থাকিলে ও মস্তক অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি, এবং দৃঢ় চাপপ্রদানে ও বিচরণে উপশম; মস্তক অবনত করিলে চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; প্রভৃত বিদাহী অশ্রু;—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সুতরাং আমবাতিক ও পৈত্তিক শিরঃপীড়ায়; এবং তারকামণ্ডল প্রদাহের সুতীব্র বেদনায়, অক্ষিপুটের স্নায়ু-শূলে ও গ্লকোমারোগে কলোসিন্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—এস্থলে ক্যামোমিলা, সিড্রন, স্পাইজিলিয়া, ও প্রুনস স্পাইনোসার সহিত কলোসিন্থের তুলনা করা যাইতে পারে। (১) ক্যামোমিলায়ও ক্রোধ, ও পিত্তপ্রকোপাদি হইতে বামদিগেশ শিরঃপীড়া জন্মে, কিন্তু উহাতে মুখমণ্ডলের অধিকতর আরক্ততা, ও উত্তপ্ত ঘর্ম্মাদি লক্ষণ থাকে। (২) সিড্রণে চক্ষে বিরামশীল বেদনা উৎপন্ন হয়; কিন্তু সাধারণতঃ অক্ষিকোটরের ঊর্দ্ধদেশেই এই বেদনা জন্মিয়া থাকে এবং ইহা ম্যালেরিয়া সম্ভূতও হইতে পারে। (৩) স্পাইজিলিয়ায়ও কলোসিন্থের ন্যায় চক্ষু বৃহত্তর অনুভূত হয়; ছিন্নকর, অস্ত্রাঘাতবৎ ও সম্প্রসারণশীল বেদনা জন্মে; এবং প্রচাপনে ও সঞ্চালনে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কলোসিন্থের বেদনা উষ্ণগৃহে বিচরণে ও প্রচাপনে উপশমিত হইয়া থাকে। (৪) প্রুনস স্পাইনোসার বেদনা অধিকতর পেষণবৎ, বোধ হয় যেন রোগাক্রান্ত স্থান পিষ্ট হইয়া ছিন্ন হইয়া গেল।

হিপ-ডিজিজ বা বঙ্ক্ষণ-রোগ।—বঙ্ক্ষণ রোগে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পার্শ্ব আক্রান্ত হইলে; এবং হাঁটিবার সময় মুহু মুহু সূচী-বেধ, ও তজ্জন্য স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান থাকা, তৎপরে রোগাক্রান্ত স্থলের গুরুত্ব ও অনুভবাধিক্য; রুগ্নস্থানে খল্লীর ন্যায় বেদনা; ও জানু উত্তোলন পূর্ব্বক পীড়াক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন লক্ষণে কলোসিন্থ উপকারী। সায়েটিকা বা গৃধ্রসীরোগে জানু বা গুল্ফ পর্য্যন্ত বেদনা সম্প্রসারিত হইলে, সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে, এবং বেদনার আক্রমণের পরে সমগ্র অঙ্গের অবশতা ও আংশিক পক্ষাঘাত জন্মিলে কলোসিন্থ ব্যবহৃত হয়। যদি রোগ দীর্ঘকালের হয় তবে রুগ্নাঙ্গের পরিপোষণেও ব্যাঘাত জন্মে। কখন কখন জঙ্ঘার খল্লী এতই তীব্র হইয়া থাকে যে রোগীর অনুভব হয় যে তাহার সমগ্র জঙ্ঘা যেন লোহার পাতে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ এই বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। সায়েটিকা রোগে কলোসিন্থের

সহিত নেফেলিয়মের অতিশয় সাদৃশ্য আছে। এই ঔষধেও সায়েটিক স্নায়ুর গতি-পথে দারুণ স্নায়বীয় বেদনা জন্মে ও তৎপরে অবশতা উৎপন্ন হয়।

অন্যান্যরোগ।—পেশীর খল্লীতে কলোসিন্থের সহিত নক্সভমিকা, ভিরেট্রম এল্বম, ও কোলস-টেরাপাইনির তুলনা করা যাইতে পারে। তরুণ রোগের পরবর্ত্তী পুরাতন বাতে, বিশেষতঃ সন্ধির অনম্যতায় কলোসিন্থ ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সন্ধিস্থলে পিণ্ড (কন্ক্রিশন) সঞ্চিত হইলে বষ্টিকম ও গোয়েকম উপযোগী। কলোসিন্থের আকুঞ্চন-গুণের উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধ অবপাটিকা (প্যারাফাইমোসিস) রোগে ব্যবহার করিয়াছেন।

কফি, ক্যাম্ফর, ও ষ্টাফিসেগ্রিয়া কলোসিন্থের বিষমগুণ।

ভিরেট্রম এল্বম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) উদরস্থ যন্ত্রেই ভিরেট্রম এল্বমের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এই সকল যন্ত্রের স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মিয়া রক্তবহানাড়ীতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চিত হইয়া ইলেটেরিয়মের লক্ষণের ন্যায় রক্তাম্বু নিঃসৃত হইয়া থাকে। ভিরেট্রমের লক্ষণে অবসন্নতা, শীতলতা, ও উদরে ভয়ঙ্কর নিমগ্নতা অনুভব এই স্নায়ুবিকার হইতেই আরব্ধ হয়। ভিরেট্রম দ্বারা মস্তিষ্কও আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার সহিতও শীতলতা, দুর্ব্বলতাদি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। (১)মনে ভিরেট্রম এল্বমের ক্রিয়া বশতঃ প্রলাপ জন্মে। এজন্য প্রলাপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিরেট্রম জনিত প্রলাপের সহিত অস্থিরতা, বস্ত্র কর্ত্তন ও ছেদনের প্রবৃত্তি, বাবদূকতা, তাড়াতাড়ি, আগ্রহ পূর্ব্বক, উচ্চস্বরে কথা বলা; নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে আঘাত করা; উৎকণ্ঠা; কাল্পনিক বিষয়ে ভয় প্রাপ্তি; কামাতুরতা; আলাপে লাম্পট্য প্রকাশ; শান্তি প্রাপ্তির জন্য শয্যা হইতে উঠিয়া সবেগে গৃহে বিচরণাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। এই সকল লক্ষণের সহিত দৃষ্টতঃ বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়মের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু ভিরেট্রমের লক্ষণে রোগীর গাত্র শীতল

থাকে ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। কোন কোন সময় মুখমণ্ডল আরক্ত ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যন্তর দিয়া শিংকার (টিংগ্লিং) হইতে থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

স্মরোন্মাদ।—রামাদিগের জননেন্দ্রিয়ের বিকার জনিত স্মরোন্মাদাদি মানসিক উপসর্গে ভিরেট্রম উপযোগী। রোগিণীর অত্যন্ত কামাতুরতা; গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চুম্বনের চেষ্টা, প্রতি ঋতুকালে এই সকল লক্ষণের বিশেষ আতিশয্য, এবং অবিরত অতি বিগর্হিত মিথ্যা কথা বলা এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ।

ভয়ান্তিক অতিসার।—ভয় প্রাপ্তির পরে অতিসার সহকারে শরীরের অতিশয় শীতলতা লক্ষণে ভিরেট্রম ব্যবহৃত হয়। ভয় প্রাপ্তির পর অতিসারে জেলসিমিয়মও উপযোগী। কিন্তু ভিরেট্রম জ্ঞাপক অতিসারের ন্যায় উহাতে শরীরের শীতলতা ও অবসন্নতা থাকে না।

অন্ত্রের রোগ।—অন্ত্রের রোগে, বিসূচিকায়, শিশুবিসূচিকায়, ও অন্ত্র-বন্ধে ভিরেট্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রভূত, জলবৎ, হরিতাভ, কখনও বা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্তরের ন্যায় পদার্থ সংযুক্ত মলবিশিষ্ট অতিসারে ভিরেট্রম ব্যবহৃত। সময়ে সময়ে ভিরেট্রমসূচক মল রক্তাক্তও হয়, এতৎসহকারে উদরে সর্ব্বদাই কর্ত্তনবৎ তীব্র বেদনা, ও সচরাচর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খল্লী থাকে। মলত্যাগ চেষ্টায় অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রায় মূর্চ্ছা জন্মে। এবং অতি অল্প বমন, ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম বিদ্যমান থাকে।

ওলাউঠা।—বিসূচিকারোগে একই সময়ে বমন ও বিরেচন, খল্লী সহকারে উদরের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা, জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগে খল্লীর বিশেষ আক্রমণ, প্রভূত, জলবৎ বা অন্নাম্বুবৎ মল; তৎসহকারে অতিশয় অবসন্নতা ও শীতল ঘর্ম্ম, কপালে শীতল ঘর্ম্মের বিশেষ প্রকাশ,—এই সকল লক্ষণে ভিরেট্রম ব্যবহৃত হয়। ওলাউঠার বেদনার বিদ্যমানতা; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি; ও সত্বর শীর্ণতা প্রাপ্তি না থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল দর্শে না।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ভিরেট্রমের ন্যায় ক্যাম্ফরও শরীরের শীতলতা

ও হিমাঙ্গের লক্ষণ উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু অল্প অল্প বমন-বিরেচন ও সুস্পষ্ট বিবমিষা; বিবমিষাবশতঃ উপরের ওষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইয়া দন্তের প্রকাশ; সর্ব্ব শরীরের শীতলতা; এবং স্বরের বিকৃতি লক্ষণেই ক্যাম্ফর বিশেষ উপযোগী। বমন-বিরেচন বিহীন বিসূচিকায় ইহা প্রায় অমোঘ। (২) বিরেচন সহকারে অণ্ডলালময় বজ্জুবৎ পদার্থ বমন হইলে জ্যাট্রফা ফলপ্রদ। (৩) পডোফিলম ও ভিরেট্রমের ন্যায় মৃদু প্রকৃতির বিসূচিকার সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন করে। কিন্তু ভিরেট্রমের ন্যায় ইহাতে রোগীর উদরে বেদনা জন্মে না। বেদনার অবিদ্যমানতায়ই পডোফিলম বিশেষ ব্যবস্থেয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে রোগের আক্রমণ; পিচকারীর জলের ন্যায় সবেগে ও সশব্দে জলবৎ মল নিঃসরণ; আহারে অতিশয় অরুচি; দুই প্রহর রাত্রির পরে ও প্রাতঃকালের প্রাক্কালে বিরেচনের আতিশয্য; এবং মলের বর্ণ-পরিবর্ত্তন;—এই গুলি পডোফিলমের লক্ষণ। (৪) শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ভিরেট্রম অপেক্ষা অনেক সময় আইরিস অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। আইরিসে মলদ্বারে অবদরণ অনুভব সংযুক্ত সুস্পষ্ট প্রাদাহিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। রাত্রি দুই তিনটার সময় রোগীর রোগের আধিক্য জন্মে। বিবমিষা, অম্লবমন, কচিৎবা পৈত্তিক বমন লক্ষণ থাকে। মল হয় জলবৎ, নয় পীতাভ হরিদ্বর্ণ ও পিত্ত বা তৈল-কণামিশ্রিত থাকে। (৫) পিষ্টকাদি আহার; অথবা আহারের অব্যবহিত পরে বরফ ভোজন বশতঃ মধ্যরাত্রের পরে অতিসার জন্মিলে পল্‌সেটিলা উপযোগী। (৬) ঈষৎ পীতবর্ণ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ; পিচকারীর জলের ন্যায় বেগে ও শব্দে নিঃসৃত, আহার বা পানের চেষ্টায় উদ্রিক্ত মললক্ষণে ক্রোটন টিগলিয়ম ব্যবস্থেয়। (৭) জলপাইয়ের ন্যায় সবুজবর্ণ প্রভৃত, জলবৎ মলে ইলেটেরিয়ম ব্যবহার্য্য।

হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য।—তরুণ রোগের পরবর্ত্তী হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় হৃদ্ পেশী গুলি যখন এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে নাড়ী সূত্রবৎ হইয়া উঠে; সঞ্চালনে রোগীর মূর্চ্ছা জন্মে; শয়ন করিলে মুখমণ্ডল আরক্ত ও উঠিয়া বসিলে মৃতবৎ পাণ্ডুর হয়; এবং সচরাচর হাত শীতল ও আঠা আঠা থাকে, তখন ভিরেট্রম ব্যবহারে অনেক সময় উপকার দর্শে।

ভিরেট্রম ভিরিডি।

বিশেষ বিবরণ।

ভিরেট্রম ভিরিডি ও ভিরেট্রম এলবম নামে এক হইলেও কাজে এক নহে। ইহাদের লক্ষণ গুলি এক প্রকার নয়। রক্ত-সঙ্কলনেই ভিরেট্রম ভিরিডির প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ভিরেট্রম ভিরিডি মস্তিষ্কের মূল দেশের ও পৃষ্ঠ-বংশীয় মজ্জার ঊর্দ্ধভাগের রক্তসঞ্চয় সমুৎপন্ন করিয়া ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। প্রথমতঃ নিউমোনিয়ার প্রারম্ভাবস্থার ন্যায় এতদ্দ্বারা ফুসফুসে রক্তাধিক্য জন্মে বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত অতিশয় ধামনিক উত্তেজনা বা জ্বর থাকে। এই সকল লক্ষণ অপ্রশমিত রহিয়া গেলে শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে ভ্রমি ও মূর্চ্ছা; বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম ও অর্থপনিয়া অর্থাৎ দাঁড়াইয়া ভিন্ন শ্বাস ছাড়িতে কষ্ট প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আময়িক ব্যবহার।

নিউমোনিয়া।—নিউমোনিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবল রক্তসঞ্চয়ে ভিরেট্রম ভিরিডি অত্যন্ত উপকার করে। এমন কি এতদ্দ্বারা সমগ্র রোগ প্রথম উদ্যমেই নির্ম্মূল হইতে পারে।

ইসোফেগাইটিস।—ভিরেট্রম ভিরিডি গলনলীর প্রদাহ ও উৎপন্ন ... রোগ আভিঘাতিক হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। গলাধঃকরণে কষ্ট ও গল-নলীতে অগ্নিবৎ জ্বালা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

কোরিয়া।—কোরিয়া রোগে উহার স্বাভাবিক স্পন্দন সহকারে স্নায়ু মূলের প্রবল রক্তসঞ্চয় বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের ব্যবহার হয়। নিম্ন ক্রমে প্রয়োগ করিলে ইহাতে রক্তসঞ্চয় বিদূরিত, সুতরাং স্নায়বীয় উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে।

সূতিকাক্ষেপ।—সূতিকাক্ষেপে মস্তিষ্কে প্রগাঢ় রক্তসঞ্চয়; সংন্যাস রোগ গ্রস্তের ন্যায় রোগিণীর নিপতিত অবস্থা; আক্ষেপের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে চৈতন্যাভাব ও গভীর নিদ্রা, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, চক্ষুর ধমনীতে রক্তসঞ্চয়,

এবং প্রবল আক্ষেপিক স্পন্দন লক্ষণে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহৃত। কোন কোন রোগিণীর পক্ষে চিত্তের নিষ্প্রভতা ও সুপ্ততা লক্ষণে জেলসিমিয়মও উপকারী।

লাইকোপোডিয়ম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) হানিমানের আবিষ্কৃত ধাতুগত সোরা বিষ বিনাশক ঔষধ গুলির মধ্যে লাইকোপোডিয়মও একটী প্রধান ঔষধ। সবিরাম জ্বর, সন্নিপাত জ্বর, শিরাস্ফীতি, স্কার্লেটিনা, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রক্তের রোগ, যকৃদ্রোগ, শোথ; প্রতিশ্যায, ও বক্ষকের রোগে সাধারণতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। শীর্ণকায়, ক্ষীণ পেশী, অথচ সুবিকশিত মনা ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষেই লাইকোপোডিয়ম বিশেষ উপযোগী। এই সকল ব্যক্তির যকৃতের রোগ ও ফুসফুসের রোগ-প্রবণতাও থাকে। ইহাদের মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও মলিন, চক্ষু নিমগ্ন ও মলিন নীলাভ মণ্ডলে পরিবেষ্টিত, এবং সচরাচর বদন গভীর-মূল রোগজ্ঞাপক সীতায় আবৃক্ষিত দৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডল ও কপোল যুগল সহজে আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। আহারান্তে ও সন্ধ্যাকালেই এই প্রকার মুখ রাগ বিশেষ প্রকাশ পায়। লাইকোপোডিয়ম জ্ঞাপক রোগীর প্রকৃতিতে অধীরতা ও কোপণতা লক্ষিত হয়, সহজেই তাহার ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়। কখন কখন বা বিমর্ষতা ও অশ্রুপূর্ণতা জন্মে। রোগকালে এই সকল প্রকৃতিতে আধিপত্যের ভাব দেখা যায়। ইহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং ক্রোধোত্তেজিত ভাবে আদেশাদি করিয়া থাকে। এই ঔষধি জ্ঞাপক রোগীর স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়। এজন্যই কথা বলিতে বারংবার ভুল হইলে অর্থাৎ শব্দ বা শব্দাংশের বিস্মৃতি জন্মিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (২) টাইফয়েডজ্বর, নিউমোনিয়া, ও স্কার্লেটিনা প্রভৃতি রোগে এক পায়ের শীতলতা ও অপর পায়ের উষ্ণতা বা উত্তপ্ততা লাইকোপোডিয়মের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। যদিও শুনিতে

এই লক্ষণটী সামান্য বলিয়া বোধহয় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। (৩) লাইকোপোডিয়ম ল্যাকেসিসের অনুপূরক।

সবিরাম জ্বর।—লাইকোপোডিয়ম রক্তের সমধিক পরিবর্ত্তন জন্মায় আময়িক ব্যবহার।

মা। প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একদিন অপরাহ্ন তিন চারিটার সময় শীতের সমাগম, ও মধ্যবর্ত্তী দাহাবস্থা ব্যতীত শীতের পরেই ঘর্ম্মের প্রকাশ; অথবা অম্ল বমন বিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত সময়ে উপস্থিত কেবল শীত, কিম্বা শিতোত্তাপবিশিষ্ট জ্বরে লাইকোপোডিয়মের ব্যবহার আছে। লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়ায় নাড়ীর বিশেষ পরিবর্ত্তন জন্মেনা, কেবল সন্ধ্যার প্রাক্কালে অল্পমাত্র বেগ বিবর্দ্ধিত হয়।

শিরা-স্ফীতি।—যকৃতে লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া বশতঃ শিরার স্ফীততা জন্মে, সকপাট শিরায়ই এই স্ফীততা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অতএব দক্ষিণজঙ্ঘার শিরার স্ফীততায়, জননেন্দ্রিয়ের শিরার স্ফীততায়; ও গর্ভাবস্থায় ভগাধরের শিরার স্ফীততায় লাইকোপোডিয়ম সুব্যবস্থেয়।

যতুক বা যতুমণি।—যতুকেও লাইকোপডিয়ম কতকটা উপকার করে। সকল যতুকই ঔষধে আরোগ্য হয়না। তবে যেগুলি ঔষধে আরোগ্য হয় তাহার পক্ষে লাইকোপোডিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফ্লোরিক এসিডই যতুকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্দারা যতুক উৎপন্ন ও দূরীকৃত হয়।

অর্শ।—রক্তস্রাবী অর্শে, অর্শ-বলিতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত-সঞ্চিত হইলে লাইকোপোডিয়ম ফলপ্রদ। যে অর্শবলি পরিপক্ক হয়না, কিন্তু বলির অভ্যন্তরস্থ রক্তাদি কিয়ৎপরিমাণে আশোষণ করিয়া কঠিন, নালাভ, পিণ্ডবৎ অবস্থিত থাকে তাহাতেও এই ঔষধ উপযোগী।

অর্ব্বুদ।—যেসকল অর্ব্বুদে কখন কখন রক্তের আধিক্য ও কখন কখন অল্পতা জন্মে, তাহাতেও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টাইফয়েড জ্বর।—রক্ত বা স্নায়ুমণ্ডলে লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া-নিবন্ধন এই ঔষধ সন্নিপাতাবস্থার ব্যবহৃত হয়। টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভা-বস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়না, কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ বিবর্দ্ধিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাই-ফয়েড জ্বরে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে উক্ত জ্বরের স্বভাবসিদ্ধ পিড়কা প্রকা-

শিত নাহইয়া রোগীর সংজ্ঞাশূন্যতা, মৃদুপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, উদরের স্ফীততা, অতিশয় অন্ত্র-কূজন, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে আকস্মিক উৎক্ষেপ, অনিচ্ছায় মূত্র নিঃসরণ বা মূত্র-স্তম্ভ, শয্যায় মূত্রপরিত্যক্ত হইলে শয্যা-বস্ত্রে ঈষৎলোহিতবর্ণ বেণুর ন্যায় অধঃক্ষেপ নিপতন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়। ঈদৃশ লক্ষণে ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরের পিড়কা প্রকাশ না পাইলে ক্যালকেরিয়া পিডকা প্রকাশিত করিয়া রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে পরে। কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার, লাইকোপোডিয়ম অপেক্ষা অধিকতর অবাস্তববস্তুদর্শন, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কল্পিত পদার্থ দেখা, নিদ্রা যাইতে না পারা, সম্পূর্ণজ্ঞান সত্ত্বেও অবিরত বিভীষিকা দর্শনে ভীত হওয়া;—এই সকল লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থেয়। লাইকোপোডিয়ম জ্ঞাপক রোগীর অতিসার থাকেনা, কেবল কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। এই দুই ঔষধের ইহাই প্রভেদ।

টাইফয়েড জ্বরে ইহা অপেক্ষা মন্দাবস্থায়ও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপবশতঃ যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়; রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে; চক্ষুর জ্যোতি-জ্ঞান থাকে না, এবং উহাদিগকে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় দেখায়; নিম্ন হনু নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে, শ্বাসে নাসা-রব ও ঘড় ঘড় শব্দ হয়; ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশ ও বহির্গমন সময়ে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায়; মূত্র অজ্ঞাতসারে নিঃসারিত হয় বা বিলুপ্ত থাকে এবং নাড়ী বৈষম্য দোষবিশিষ্ট ও দ্রুত হইয়া উঠে, তখন লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অবস্থায় যদি ঔষধে কোন উপকার দর্শে তবে লাইকোপোডিয়ম দ্বারা রোগীর জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

এই সকল সন্নিপাতাবস্থায় জিহ্বা দৃষ্টেও লাইকোপোডিয়ম নির্ব্বাচিত হয়। রোগীর জিহ্বা স্ফীত বোধ হইলে এবং সে উহা বাহির করিতে না পারিলে, অথবা বাহির করিলেও জিহ্বা ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলকের ন্যায় এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে আন্দোলিত হইলে; অধিকন্তু জিহ্বা প্রায় সর্ব্বদা পরিশুষ্ক ও ফোস্কাবিশিষ্ট থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যায়।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগেও পূর্ব্বোক্ত সন্নিপাত লক্ষণে লাই-

কোপোডিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেও শিশু যদি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কোপনতা প্রকাশ করে, শয্যা-বস্ত্র সকল পদাঘাতে দূর করিয়া ফেলে, এবং যে কেহ নিকটে থাকে তাহা-কেই আঘাত করে,তবে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়। নিদ্রা হইতে ভীতবৎ জাগ্রত হওয়া লক্ষণ কুপ্রম, বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম ও জিঙ্কম নামক ঔষধেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল ঔষধের সাধারণ লক্ষণের অবিদ্যমানতা ও কোপনতার বিদ্যমানতা দেখিয়াই লাইকোপোডিয়ম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

মূত্র-রেণু।—শিশুদিগের কখন কখন মূত্র-রেণু রোগ জন্মে। এই রোগে মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে লিথিক এসিড বিনির্গত হয় এবং তজ্জন্য মূত্র ত্যাগকালে শিশুর কষ্ট হইয়া থাকে। সে বেদনায় চীৎকার করিতে করিতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থে পদাঘাত করে। এস্থলে আশ্রয়-নিষ্ঠ ও বিষয়-নিষ্ঠ উভয় প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে লাইকো-পোডিয়ম ব্যবস্থিত হয়।

কর্ণমূল-প্রদাহ।—স্কার্লেটিনা রোগে এক বা উভয় কর্ণমূল প্রদাহিত হইলে এবং উহা হইতে পূযস্রাব হইতে থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ রসটক্সই স্কার্লেটিনার আনুষঙ্গিক কর্ণ-মূল-প্রদাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। তৎপরে ক্যালকেরিয়া শ্রেষ্ঠ, ক্যালকেরিয়ার পরে লাইকোপোডিয়ম প্রকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। কর্ণমূলের স্ফীততা ঈষৎ বেগুনিরঙ্গের হইলে এবং উহা হইতে পাতলা, বিদাহী, রসানির ন্যায় দূষিত পূয নিঃসৃত হইলে ল্যাকে-সিস উপযোগী।

ডিপথিরিয়া।—ডিপথিরিয়া রোগে গলার অভ্যন্তরের দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম ঝিল্লীর আধিক্য ও উহার বাম পার্শ্বে প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা এবং নিয়ত গলাধঃকরণে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রায় গলার আক্ষেপের ন্যায় অবস্থা, তৎসহকারে প্রবল হুলবেধবৎ বেদনা, পেয়দ্রব্য, বিশেষতঃ শীতল পেয়দ্রব্য পানে রোগীর মন্দাবস্থাপ্রাপ্তি, সচরাচর অপরাহ্ণ চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি লাইকোপোডিয়মের প্রয়োগ-লক্ষণ। স্কার্লেটিনা বা ডিফথিরিয়া রোগে নাসিকা আক্রান্ত হইলে, রোগী নাসা-পথে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধারণতঃ লাইকোপোডিয়ম উপযোগী হইয়া

থাকে। রোগীর তালু মূল ও জিহ্বাও অতিশয় স্ফীত হয় সুতরাং সে নিশ্বাস গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মুখ বিকসিত ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া রাখে। কখন কখন এরূপ ঘটে যে ল্যাকেসিস প্রয়োগের পর কৃত্রিম ঝিল্লী বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া আইসে, তখন ল্যাকেসিসের পরিবর্ত্তে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতে লাইকোপোডিয়মের অতিশয় প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্য জিহ্বার অপরিচ্ছন্নতা, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে মুখে অম্ল বা অত্যন্ত পচা আস্বাদ; প্রবল, প্রায় কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা, অল্প কয়েক গ্রাস আহার করিলেই আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণতানুভব, তৎপরে শীঘ্রই আবার ক্ষুধার উদ্রেক, আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে যাতনা, (নক্সভমিকার ন্যায় আহারের কিয়ৎকাল পরে যাতনা নহে), কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্রের চাপা-সহ্যতা, (ল্যাকেসিসের লক্ষণেও বস্ত্রের ঈদৃশ চাপাসহ্যতা আছে বটে, কিন্তু ল্যাকেসিসে এই চাপাসহ্যতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, লাইকোপোডিয়মে কেবল আহারের পরেই অনুভূত হয়), যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ, কখন কখন যকৃতে অতিশয় আততি (টেন্‌শন্) অনুভব, (পুরাতন যকৃৎ প্রদাহে স্ফোটক জন্মিলে এবং রোগীর এই আততি-অনুভব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে লাইকো-পোডিয়ম ব্যবহৃত হয়); বক্ষোদর-ব্যবধায়ক পেশীর রুগ্নতার সম্ভাবনা, কটির চারিদিকে যেন রজ্জু বদ্ধ রহিয়াছে এরূপ অনুভব, উদরে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়; (বোধ হয় এই জন্যই অত্যল্প আহার গ্রহণ করিলেই রোগীর উদরপূর্ণ অনুভূত হয়), সঞ্চিত বায়ুর অধোদিক অপেক্ষা ঊর্দ্ধদিকে অধিকতর গতি, স্থূলান্ত্রে আটোপ ও আধ্মান, অন্ত্রে অম্লকংসেচন, তৎপরে বায়ু বা তরল মল নিঃসরণ; সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ ও নিরর্থক মলপ্রবৃত্তি, মলত্যাগান্তে যেন অন্ত্রে অধিক পরিমাণে মল অবশিষ্ট রহিয়াছে এরূপ অনুভব,—এই সকল লক্ষণে যকৃদ্রোগে বিশেষতঃ উদরিসংযুক্ত যকৃতের সিরোসিস রোগে লাইকোপোডিয়ম উপযোগী।

সমগুণ ঔষধ।—আমাশয় ও যকৃতের এই সকল লক্ষণে লাইকোপো ডিয়মের অনেকগুলি সমগুণ ঔষধ আছে। (১) নক্সভমিকা তাহার একটী। যদিও মুখে অম্ল আস্বাদ, প্রাতে বৃদ্ধি, আহারান্তে উদরের পূর্ণতানুভব নক্স-ভমিকারও লক্ষণ বটে, তথাপি আহারের অব্যবহিত পরেই যাতনা লাইকো-

পোডিয়মেই সমধিক প্রবল। উদরে বায়ুসঞ্চয় এই দুই ঔষধেরই লক্ষণ, কিন্তু নক্সভমিকায় বায়ুর প্রচাপন নিম্নদিকেই অধিক জন্মে এবং তজ্জন্য বারংবার মল-প্রবৃত্তি ও মূত্রাশয়ের উপর চাপ উৎপন্ন হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও নিরর্থক মল-প্রবৃত্তি লক্ষণ উভয় ঔষধেই আছে। নক্সভমিকার নিরর্থক মল-প্রবৃত্তি উহার আবেশিক ক্রিয়া বশতঃ, লাইকোপোডিয়মের নিরর্থক মল-প্রবৃত্তি মলদ্বারের মুখাবরকপেশীর আকুঞ্চন বশতঃ জন্মে। (২) বাতাধ্মান এবং মুখের অম্ল ও তিক্ত আস্বাদ লক্ষণে লাইকোপোডিয়মের সহিত সলফারেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সলফার জ্ঞাপক বাতাধ্মান স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশে জন্মে এবং ঐবায়ু রোগী বাম বঙ্ক্ষণে সঞ্চিত বলিয়া প্রকাশ করে। (৩) বাতাধ্মান ও বান্ত-রোধে মল নিঃসৃত হইলেও বায়ু বিনির্গত না হইলে রেফেনাস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শোথ।—শোথ রোগে, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের শোথে শরীরের উর্দ্ধাংশ শীর্ণ, বাহু ও বক্ষঃস্থলের পেশী কুঞ্চিত, উদর প্রসারিত, জঙ্ঘা স্ফীত ও মস্ত-স্রাবী ক্ষত বিশিষ্ট থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়। যকৃদ্রোগ জনিত শোথেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। হৃদ্রোগ জনিত হৃদ্বেষ্টের শোথে আর্সেনিক বিফল হইলে লাইকোপোডিয়ম দ্বারা উপকার দর্শে। শোথজন্য জঙ্ঘায় ক্ষত জন্মিলে রসটক্স, লাইকোপোডিয়ম ও আর্সেনিক এই তিনটী ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রতিশ্যায়।—প্রতিশ্যায় রোগে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইলে, বিশেষতঃ নাসার অবরুদ্ধতা জন্মিলে ও শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিলে; এবং নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠিয়া নাসিকা ঘর্ষণ করিলে লাই-কোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

বায়ুনলীভুজপ্রদাহ।—বায়ু-নলী-ভুজের প্রতিশ্যায়ে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীগুলি আক্রান্ত হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে এবং শ্লেষ্মা-সঞ্চয়-সূচক শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ, কাস, ও শ্বাস-কষ্ট প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিলেপী জ্বর।—ফুসফুসে পূয়োৎপত্তি জনিত বিলেপী জ্বরে, বিশেষতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস সমধিক আক্রান্ত হইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুসফুস-প্রদাহ।—ফুসফুস-প্রদাহে হিপেটিজেশন অধিক প্রবর্দ্ধিত হইয়া যখন রোগীর অতিশয় শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়, এবং নাসা-পক্ষ পর্য্যায়ক্রমে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে তখন লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে সন্নিপাতাবস্থাপন্ন ফুসফুস-প্রদাহে ও কুচিকিৎসিত ফুসফুস-প্রদাহে, বিশেষতঃ ফুসফুসে পূয়োৎপত্তির আশঙ্কা জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বৃক্কক-রোগ।—বৃক্ককেররোগে মূত্রে লিথিকএসিড বিদ্যমান থাকিলে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বের বৃক্কক-শূলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

এণ্টিমনি।

এণ্টিমনি হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-সঞ্চলনের অবসাদ জন্মায়, ঘর্ম্ম নিঃসরণ বর্দ্ধিত করে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায; এবং বিবমিষা, বমন, বিরেচন, মূর্চ্ছা, ও পতনাবস্থা উৎপন্নকরে। এতদ্দ্বারা চর্ম্মে উদ্ভেদ, ও পচ্যমান পীড়কা উৎপাদিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এণ্টিমনির সাধারণ ক্রিয়া।

এণ্টিমনি হৃৎপিণ্ডের ও রক্ত-সঞ্চলনের অবসাদ জন্মায়। এতদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস উপদ্রুত হইয়াথাকে এবং অধিকাংশ রোগীরই ঘর্ম্মস্রাব বিবর্দ্ধিত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ অন্ন-পথের ঝিল্লীতে এণ্টিমনির ক্রিয়া বশতঃ মূর্চ্ছা ও শৈথিল্যসংযুক্ত বিবমিষা, বমন, ও বিরেচন জন্মে। এতদ্দ্বারা যে বমন জন্মে তাহাতে প্রথমে শ্লেষ্মা ও ভুক্তদ্রব্য, তৎপরে পিত্ত, ও অবশেষে রক্ত বিনির্গত হয়। যকৃতে এণ্টিমনির বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া এই পিত্ত বমন হয় না, কিন্তু পিত্তকোষে সঞ্চিত পিত্তই উদ্গীরিত হইয়া পতিত হয়। এণ্টিমনির বমনকর গুণ স্থানিক নহে অর্থাৎ আমাশয়ে প্রকাশ পায়না, কিন্তু নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া ক্রিয়া দর্শিয়াই উহা উৎপন্ন হয়। এণ্টিমনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খল্লী জন্মায় ও তৎসহকারে বিরেচন থাকে, সুতরাং এতদ্দ্বারা বিসূচিকার পতনাবস্থার ন্যায় পতনাবস্থা জন্মে। এণ্টিমনি দ্বারা আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের ভূমিদেশের রক্তসঞ্চলন উপদ্রুত হইয়া এই আক্ষেপ উদ্ভূত হইয়া

থাকে। এরূপ উল্লিখিত আছে যে, এণ্টিমনির ক্রিয়ায় ফুসফুসের রক্তাধিক্য জন্মে এবং ফুসফুস কিয়ৎপরিমাণে (বিশেষতঃ টার্টরেট অভ এণ্টিমনি দ্বারা) যকৃতের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু সম্প্রতি এই কথায় অনেকেই সন্দেহ করেন। এই যকৃতাকৃতি-ধারণ লক্ষণ বাস্তবিক ফুসফুসের অসম্যক প্রসারণ বলিয়া কথিত হইতেছে। এণ্টিমনি ফুসফুসের প্রান্তদেশে বায়ুসম্প্রবেশজনিত স্ফীততা জন্মায়। এণ্টিমনিক এসিড সেবী পশুদিগের যকৃৎ, হৃৎপিণ্ডাদির মেদাপকর্ষ উপস্থিত হয়। এণ্টিমনি ত্বক্‌ও আক্রমণ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা চর্ম্ম ধীরে ধীরে উপদাহিত হয়। প্রথমে অল্প কাল আরক্ততা, তৎপরে অপচ্যামান পীড়কা প্রকাশিত হয়, অনন্তর অপচ্যামান পীড়কাগুলি পচ্যমান পীড়কায় পরিণত হয়। এই পচ্যমান পীড়কার বসন্তের গুটিকার সহিত এত সাদৃশ্য যে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম বসন্তের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদংশ বা অন্য কারণ সম্ভূত সঙ্গমেন্দ্রিয়ের পচ্যমান পীড়কায়ও এণ্টিমনি বিশেষ উপকারক। পূয়পূর্ণ পীড়কায় এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম এবং হস্তপদের শৃঙ্গবৎ কিণ ও কঠিন কদরে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম শ্রেষ্ঠ।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) মানসিক লক্ষণের প্রাধান্য অনুসারেই এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুর খিটখিটে স্বভাব লক্ষণে ও তাহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিলে সে তাহা সহ্য করিতে নাপারিলে, এবং যুবকগণের প্রায় পলসেটিলার লক্ষণের ন্যায় বিমর্ষতা লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। কোন কোন রোগীর জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সহকারে অল্প অল্প প্রেম-বিকারের লক্ষণও লক্ষিত হয়। রোগীর মনে হয় যে কোন সুন্দরী কামিনী তাহার প্রেমাধিনী হইয়াছে। (২) বালকদিগের এই খিট খিটে স্বভাবের সহিত বিবমিষা, আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, এবং নাড়ীর অনিয়মিত গতি বিদ্যমান থাকে। উষ্ণ অপেক্ষা শীতল জলে প্রক্ষালন করিলেই এই কোপনতা বিবর্দ্ধিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ প্রায়ই বালকদিগের আমাশয়ের উপসর্গের সহিত উপস্থিত হয়।

আময়িক ব্যবহার।

আমাশয় ও অন্ত্রের রোগ।—এণ্টিমনির আমাশয়িক লক্ষণ গুলি অতিশয় সুস্পষ্ট। আমাশয়ের প্রতিশ্যায়, শীতলতা বা অনুপযুক্ত আহার যে কারণেই উৎপন্ন হউক তাহাতেই এইঔষধ উপযোগী। প্রথমতঃ ইহাতে জিহ্বা শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত হয়। এই শ্বেতবর্ণ লেপ সম্প্রসারিত হইয়া জিহ্বার সমগ্র পৃষ্ঠ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং উহা চূণকাম করার ন্যায় শুভ্র দেখায়। ব্রাইও-নিয়ার লক্ষণের ন্যায় জিহ্বা প্রায়ই রসশূন্য থাকে। পূর্ব্বোক্ত শুভ্রবর্ণ লেপে, বিশেষতঃ জিহ্বার পশ্চাদ্দেশে, কখন কখন অল্প অল্প পীতাভা দৃষ্ট হয়। কখনওবা জিহ্বা-প্রান্ত আরক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট দেখায়; এবং সচরাচর গল-কোষে পীতাভ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। বিবমিষা ও বমন জন্মে; বমনের বিশেষ প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, এবং শিশু কিছু পান বা আহার করিলেই বমনের উদ্রেক হয়। অতি ভোজন; দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার; অতিরিক্ত বসাদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, ও অম্ল সুরাদি সেবন; অথবা গ্রীষ্মকালের অত্যন্ত উত্তাপনিবন্ধন যে বমন জন্মে তাহাতে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম বিশেষ ফলপ্রদ। বান্ত পদার্থে ভুক্তদ্রব্য এবং শিশুদিগের রোগে সংযত দুগ্ধ নিপতিত হয়। ক্ষুধার ক্ষীণতা থাকে। উদর-বেদনাও থাকিতে পারে, উদর-বেদনা থাকিলে প্রায়ই মূত্রে লিথিক এসিড অধঃপতিত হয়। এণ্টিমোনিয়মের ক্রিয়ায় অন্ত্রও আক্রান্ত হয়, এবং সচরাচর অতিসার জন্মে। অতিসারের মল জলবৎ হয় ও উহাতে বিষ্ঠার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড (দলা) মিশ্রিত থাকে। সির্কা বা অপর অম্লদ্রব্য সেবন, শীতলজলে স্নান, ও অতিরিক্ত উত্তাপভোগে অতিসার বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধে কোষ্ঠ-কাঠিন্যও জন্মে, বমনের প্রাবল্য থাকিলে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়। কোষ্ঠ-কাঠিন্যে শুভ্রবর্ণ, শক্ত, শুষ্ক, ও অজীর্ণ ছানার ন্যায় দৃশ্যমান মল বহির্গত হয়। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার উৎপন্ন হয়; কোষ্ঠবদ্ধের মল শক্ত, শুষ্ক, দলা দলা থাকে এবং অতিসারে বিষ্ঠা পিণ্ড সংযুক্ত জলবৎ মল নির্গত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ও উহার সমগুণ ঔষধগুলির মধ্যে প্রভেদ এই:—(১) দন্তোদ্ভেদকালেও অন্যান্য সময়ে শিশুদিগের সংযত

দুগ্ধ বমনে ইথুসা সাইনেপিয়ম প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইথুসাজ্ঞাপক বমনে বাস্ত পদার্থ সবেগে নির্গত হয় ও রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। তৎপরে তাহার নিদ্রা হয় ও নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে ক্ষুধা হয়। এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমে দুগ্ধ বমন করিবামাত্রই শিশুর ক্ষুধা পায়। দীর্ঘকাল কুপথ্য সেবন, গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়, অথবা দন্তোদ্ভেদের উপদাহ বশতঃ যে সকল রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষেই ইথুসা বিশেষ উপযোগী। বমনের প্রাবল্য লক্ষণে দন্তোদ্ভেদ কালের দন্ত-মূল-বেদনাও এতদ্দ্বারা উপশমিত হয়। (২) এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের ন্যায় ইপিকাকেও আহারান্তে, কাসান্তে ও অম্ল সেবনান্তে বমন হয়; সুতরাং এই প্রকার বমনে ইপিকাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইপিকাক জ্ঞাপক বমনে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম অপেক্ষা বিব-মিষার আতিশয্য থাকে। এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমে বমন ও বমন-চেষ্টা প্রবল, ইপিকাকে বিবমিষা প্রবল। অপর, ইপিকাক জ্ঞাপক জিহ্বা পরিচ্ছন্ন বা ঈষৎ লেপাবৃত; এণ্টিমোনিয়ম সূচক জিহ্বা গাঢ় শুভ্র লেপাবৃত থাকে। (৩) ব্রাই-ওনিয়ারও এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের সহিত সাদৃশ্য আছে। শুভ্র জিহ্বা, শুষ্ক মুখ ও কোষ্ঠবদ্ধ ব্রাইওনিয়ারও লক্ষণ। কোপন-স্বভাব লোকদিগের অতি-ভোজন জনিত আমাশয়ের প্রতিশ্যায়ে এই ঔষধ উপযোগী। ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক জিহ্বার প্রান্তভাগ লেপাচ্ছন্ন নহে, কেবল মধ্যভাগই শ্বেতবর্ণ। ব্রাই-ওনিয়ার কোষ্ঠ-কাঠিন্যের মল বৃহৎ, শক্ত, শুষ্ক ও কপিশবর্ণ; এবং অতিসারের মল দুর্গন্ধি, জলবৎ ও পুরাতন পণিরের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। (৪) পল-সেটিলা ও এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমে মানসিক অবস্থায় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শূক-রের মাংস ভক্ষণ জনিত আমাশয়ের রোগে এই উভয় ঔষধেরই ব্যবহার আছে। কিন্তু পলসেটিলায় এণ্টিমনি সূচক বমন নাই, এবং পলসেটিলার মল সাধারণতঃ ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, অথবা পীতাভ হরিদ্বর্ণ ও আঠা আঠা হয়। বিমিশ্র খাদ্য, বরফ, ও পিষ্টকাদি সেবন জনিত রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

চর্ম্ম-রোগ।—(১) চর্ম্মেও এণ্টিমোনিয়মের ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ গাত্র-ত্বকে পুরু, শৃঙ্গবৎ কঠিন কদর উৎপন্ন হয়। পামাজনিত উদ্ভেদে চর্ম্মের এই প্রকার প্রকৃতি থাকিলে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) নখে ইহার ক্রিয়াবশতঃ নখ ভালরূপে বর্দ্ধিত হয় না। অতএব অভি-ঘাতাদি দ্বারা নখ বিদীর্ণ হইয়া গেলে ও তাহা সহজে আরোগ্য না হইয়া নখ চেরা ও পুরু হইয়া উঠিলে এই ঔষধে উহা আরোগ্য হয়। ঘোড়ার খুর বিদীর্ণ হইলেও ইহা ফলপ্রদ। (৩) এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের ক্রিয়ায় বালকদিগের এক প্রকার চিপিটিকা বিশিষ্ট উদ্ভেদ জন্মে। এই চিপিটিকাগুলি মধুর ন্যায় পীতবর্ণ; ও পূর্ব্ববর্ণিত কদরের ন্যায় পুরু। চর্ম্মের যে স্থানে উহারা উৎপন্ন হয় সে স্থান সহজে বিদারিত হইয়া থাকে। মুখের কোণে ও নাসারন্ধ্রে এই বিদারণ বিশেষরূপে দেখা যায়। ডিফথিরিয়া রোগগ্রস্ত একটী শিশুর অতি-শয় খিটখিটে স্বভাব জন্মিয়াছিল, তাহার দিকে (বিশেষতঃ নিদ্রা হইতে জাগিবার পরে) কেহ চাহিলে সে কাঁদিত, এবং তাহার নাসারন্ধ্রের চারি দিকে ও মুখের কোণে ঈদৃশ চিপিটিকাও উৎপন্ন হইয়াছিল। এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম প্রয়োগে চিপিটিকা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সেই ডিফথিরিয়া রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

চক্ষু-প্রদাহ।—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম চক্ষুর প্রদাহ জন্মায়। মারকিউরিয়সের লক্ষণের ন্যায় ইহাতেও চক্ষে সূর্য্যের কিরণ বা অগ্নির জ্যোতিঃ প্রভৃতি কোন প্রখর আলোক সহ্য হয় না। এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম জ্ঞাপক প্রদাহ কেবল চক্ষুর কোণে নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু গ্রাফাইটিস সূচক প্রদাহে অক্ষিপুটের সমগ্র প্রান্ত আক্রান্ত হয়।

স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়েও এণ্টিমোনিয়মের কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে। কন্দরোগে, যেন অপত্য-পথ দিয়া কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে সর্ব্বদা এপ্রকার অনুভব ও ডিম্বাশয়প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে, বিশে-ষতঃ শীতল জলে স্নানবশতঃ ঋতুরুদ্ধ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ উপকারী। এতদ্-জ্ঞাপক শ্বেতপ্রদরের স্রাব জলবৎ এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মিশ্রিত থাকে।

গাউট।—যুবকদিগের ধাতুগত গাউটরোগে, সন্ধিস্থলে স্ফীততা, এবং এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমজ্ঞাপক আমাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

সমগুণ।—ব্রাই, ইপিকাক, নক্স-ভম, পলস, ক্যামো, সলফ, আর্স,

হিপার; রাণনকিউলস, ইথুসা। সিলা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের অনুপূরক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম দ্বারা রক্ত-সঞ্চলন প্রগাঢ়রূপে মন্দীভূত হয়, এবং এই ঔষধের লক্ষণে সেই মন্দীভূত রক্তসঞ্চলনের নিদর্শনই প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধ এণ্টিমনি অপেক্ষা এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের অধিকতর দুর্বলতা জন্মায়। (২) এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকমের লক্ষণে মস্তকের জড়তা, কপালের উষ্ণতা, ও নিদ্রাবলা দৃষ্টহয়। এই নিদ্রালুতা পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি পায়। এতদ্দ্বারা কপালের চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় শিরঃপীড়াও জন্মে। মস্তিষ্কের অপ্রবল রক্তসঞ্চয়েই এই প্রকার শিরঃপীড়া সাধারণতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জেলসিমিনম, মারকিউরিয়স, কার্ব্বলিক এসিড, সলফার, এবং অপর কতকগুলি ঔষধের লক্ষণেও ঈদৃশ শিরঃপীড়া দেখা যায়। শীতল বায়ু সংস্পর্শে, ও সঞ্চরণে রোগীর ভাল বোধ হয়। মস্তক প্রক্ষালন করিলে শিরোবেদনার শান্তি জন্মে, কিন্তু এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমে প্রক্ষালনে শিরোবেদনা বৃদ্ধিপায়। কখন কখন মস্তক, বিশেষতঃ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব দপদপ করে। টার্টারএমিটিকের ক্রিয়ায় আর এক প্রকার শিরঃপীড়াও উৎপন্ন হয়। উহাতে দক্ষিণ শঙ্খস্থলে আকৃষ্টতা ও হনুর অস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ লক্ষণ থাকে। ইহা অস্থিবেষ্টের এক প্রকার আমবাতিক ছিন্নকর বেদনা। এই ঔষধ জ্ঞাপক রোগী শিশু হইলে সে অন্যের দৃষ্টিপাত বা স্পর্শ সহ্য করিতে পারেনা। তথাপি শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরূপ দৃষ্টিপাত করিলে তাহার আক্ষেপ জন্মে। নিদ্রাহইতে জাগরিত হইবার পরে শিশুকে অপ্রফুল্ল দেখায় এবং তখন সে এমনই খিট খিটে হইয়া উঠে, যে কেহ কেবল তাহার দিকে চাহিলেই সে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। এণ্টিমোনিয়ম টার্টারে-

কম সূচক রোগের সহিত সচরাচর শিরোঘূর্ণন লক্ষণ দৃষ্টহয়। এই শিরো-ঘূর্ণন ও নিদ্রালুতা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় বলিয়া বোধ হয়।

আময়িক ব্যবহার।

উদ্ভিদ-বিলোপ।—উদ্ভেদ বিলোপান্তে পূর্ব্বোক্ত শিরো-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম উপযোগী। বিশেষতঃ আরক্তজ্বর, হাম বা বসন্ত উপযুক্তরূপে বাহির না হইলে, অথবা বসিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় শ্বাস-কষ্টও উপস্থিত হয়। শিশুর বদন নীলিম বা বেগুণি হইয়া উঠে, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিক নিদ্রালুতা জন্মে, ও অঙ্গ স্পন্দ হয়। শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে। রোগের লক্ষণ দৃষ্টে আরোগ্যের আর আশা করা যায় না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম প্রযোগে অনেক সময় পীড়কা পুনরায় প্রকাশিত হয এবং শিশুর প্রাণ রক্ষা পায়। উল্লিখিত লক্ষণগুলি ফুসফুসের ও আমাশযান্ত্রের পীড়ার পরিচায়ক। এই উভয় প্রকার ব্যাধিতেই এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম উপযোগী।

কাস।—বালকদিগের বক্ষঃস্থলের রোগে ইহা অতীব উপকারী ঔষধ। হুপ-শব্দ-কাসে, এবং দন্তোদ্ভেদ ও অন্যান্য কারণজনিত কাসে, শিশু রাগান্বিত হইলে কাসের উদ্রেক জন্মিলে; এবং আহার কালীন কাস উঠিয়া কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইলে টার্টার এমিটিক ফলপ্রদ।

ব্রঙ্কাইটিস।—আর এক প্রকার বক্ষ-রোগেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। স্তন্যপায়ী শিশু যখন স্তন পান করিতে করিতে সহসা স্তন ছাড়িয়া দিয়া শ্বাস-রুদ্ধের ন্যায় কাঁদিয়া উঠে,এবং তাহাকে সোজা করিয়া ধরিলে ও কোলেকরিয়া বেড়াইলে সে ভাল থাকে বলিয়া বোধ হয়; তাহার বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ-ঘর্ষণধ্বনি শুনা যায়, তখন অর্থাৎ কৈশিক বায়ুনলী ভুজ প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম ব্যবহার করিলে রোগের সূত্রপাতেই সমগ্র রোগ নির্মূল হয়। অন্য এক প্রকার কাসেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিশুর শ্বাসে হাঁসফাঁস শব্দ; কাসে তরল কাসের শব্দ, অথচ কাসিলে শ্লেষ্মা না উঠা; ক্রমে ক্রমে এই লক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া শিশুর নিদ্রালুতা; মস্তকের উত্তপ্ততা ও ঘর্ম্মসিক্ততা; অনন্তর বিলম্বে কাসের উদ্রেক; নাড়ীর দুর্ব্বলতা; ও নীল-রোগের (সায়েনোসিস) লক্ষণের

প্রকাশ ;—এই সকল লক্ষণাপন্ন কাষে যত সত্বর টার্টার এমেটিক ব্যবহার করা যায় রোগীর পক্ষে ততই মঙ্গল।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ব্যারাইটা।—বৃদ্ধদিগের রোগে, বিশেষতঃ উহাদের অর্থপনিয়া, অথবা ফুসফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ, এবং রোগীর শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অসমর্থতা লক্ষণে টার্টার এমেটিক ব্যবস্থেয়। এস্থলে ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা এণ্টিমোনিয়ম টাটারিকমের অনুপূরক, অর্থাৎ এণ্ট-টার্ট দ্বারা আংশিক উপকার দর্শিলে তৎপরে ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যবহারে সচরাচর রোগ সম্যক আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) ইপিকাক।—শিশুদিগের বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ে প্রায়ই এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকমের পূর্ব্বে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার উচ্চ শব্দ, কাসিবার সময় বিবমিষা ও অল্প অল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। (৩) ল্যাকেসিস।—ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় নিদ্রা হইতে উত্থানের পর রোগ-লক্ষণের উপচয়ে ল্যাকেসিস ব্যবহার করা যায়। (৪) কালী-হাইড।—ফুসফুসের স্ফীততা ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ, ফেণিল ও হরিতাভ স্বল্প নিষ্ঠীবন লক্ষণে কালীহাইড্রিওডিকম ব্যবস্থিত হইতে পারে। (৫) কার্ব্বো ভেজি।—এইসকল রোগে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসেরও ব্যবহার আছে। শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে শীতল নিশ্বাস এবং জানু হইতে পা পর্য্যন্ত নিম্নাঙ্গের শীতলতা ইহার ব্যবস্থা-লক্ষণ (৬) মস্কস।—শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ ও রোগীর অস্থিরতা লক্ষণে ফুসফুসের পক্ষাঘাতে মস্কসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরের পরে নাড়ী যখন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ও অবশেষে রোগীর মূর্চ্ছা হয় তখনই ইহা বিশেষ উপযোগী। এই অবস্থায় এমোনিয়ম কার্ব্বনিকমও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

এস্ফিকশিয়া বা শ্বাস-স্তম্ভ।—সদ্যজাত শিশুদিগের শ্বাস-রোধে অর্থাৎ জীবনীশক্তির স্তম্ভিততায় গলার অভ্যন্তরে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে টার্টার এমেটিক ব্যবস্থেয়। মুখমণ্ডলের অতিশয় নীলাক্ততা ও উহার পেশীর স্পন্দন এবং প্রকৃতরূপে শ্বাস-ক্রিয়া না হইয়া 'থাবিথাওয়া' লক্ষণে লরোসিরেসস উপকারী।

নিউমোনিয়া।—এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম সম্পূর্ণ প্লুরো নিউমোনিয়ার লক্ষণ উৎপন্নকরে। এতদ্দ্বারা ফুসফুসের কোন কোন অংশের পক্ষাঘাত

জন্মে। এমন কি,ফুসফুসের যে স্থান যকৃতাকারে পরিণত হয় তাহতেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘড়ঘড় শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যায়। প্রাতঃকালের প্রারম্ভে বিশিষ্টরূপে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। শ্বাস-ক্রিয়ার জন্য রোগীর উঠিয়া বসিতে হয়। পৈত্তিক নিউমোনিয়ায় অর্থাৎ যকৃতে রক্তসঞ্চয় ও সুস্পষ্ট পাণ্ডু বিশিষ্ট ফুসফুস-প্রদাহেও আমাশয়-গহ্বরে স্পর্শ-দ্বেষ, আধ্মান; বিবমিষা ও বমন লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। মদ্যপায়ীদিগের এই সকল উপসর্গসংযুক্ত নিউমোনিয়ায়ও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বসন্ত।—এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম প্রায় ঠিক বসন্তের পীড়কার ন্যায় পচামান পীড়কা জন্মায়। অতএব বসন্ত রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকার করে। রোগের প্রাবল্যাবস্থায় গুটিকা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, (অন্যাবস্থায় ব্রাইওনিয়াজ্ঞাপক) শুষ্ক বিরক্তিকর কাস লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই কাস ও কাসের কারণ উভয়ের পক্ষেই এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকমের উপযোগিতা দেখা যায়। বসন্ত, আরক্তজ্বর, হাম প্রভৃতি উদ্ভেদ-উৎপাদক রোগের আনু-ষঙ্গিক চক্ষু-লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

বমন-বিরেচন।—অন্ত্র-পথের রোগে, অতিশয় উৎকণ্ঠা সংযুক্ত বিব-মিষা, পচা ডিমের ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার, এবং নিদ্রালুতা, সবুজবর্ণ, জলবৎ, কখনওবা ফেণিল ও ভুক্তদ্রব্যমিশ্রিত বান্ত পদার্থ; বমন কালে হস্ত-কম্প ও বমনান্তে নিদ্রা-লক্ষণে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম ব্যবস্থেয়। বমন ও বিরেচন,পতনাবস্থার লক্ষণ, গাত্রের শীতলতা, হস্ত-পদের বরফের ন্যায় শীতলতা, ও প্রভূত জলবৎ মলস্রাব লক্ষণেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। এস্থলে ভিরেট্রমের সহিত এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকমের প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তবে প্রভেদ এইযে ভিরেট্রমে কপালে শীতল ঘর্ম্মের আধিক্য এবং এণ্টিমোনি-য়ম টার্টারেকমে নিদ্রালুতার আধিক্য থাকে।

এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম সম্ভূত পচামান পীড়কা কোনায়মে আরোগ্য হয়।

সমগুণ।—১। গল-মধ্য ও ফুসফুসের রোগে,—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ল্যাকে সিস; ইপিকাক, কালী-হাইড, ফসফরাস, সলফার কার্ব্বো-ভেজি; লরো-সিরেসস, এমোনিয়ম কার্ব্ব; ব্রোমিন, আইওডিন, স্পঞ্জিয়া।২। চর্ম্ম-রোগে,—কোনায়ম,মারকিউরিয়স,কালী বাই, কালী হাইড।। ৩। অন্ত্র-রোগে,—ভিরে-ট্রম-আলবম, মারকিউরিয়স।

আর্ণিকা মণ্টেনা।

বিশেষ বিবরণ।

রক্তবহানাড়ী, বিশেষতঃ কৈশিকার বিকৃতি, সন্নিপাতজ্বর, উপঘাত, ও শরীরস্থ যন্ত্রে আর্ণিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। আর্ণিকার ক্রিয়ায় রক্তবহানাড়ী, বিশেষতঃ কৈশিকা সকল একপভাবে আক্রান্ত হয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী প্রসারিত হইয়া উঠে এবং উহা হইতে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা জন্মে। আর্ণিকায় কৈশিকা-প্রাচীরের দুর্ব্বলতা জন্মিয়া রক্তক্ষরিত ও সমীপবর্ত্তী বিধানতন্তুতে সঞ্চিত হয় বলিয়াই এই ঔষধ উপঘাতে, ও সন্নিপাতাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। আর্ণিকা কৈশিকা-নাড়ীগুলির একপ পরিবর্ত্তন জন্মায় যে উহাদের প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া রক্ত স্রাবিত হইতে পারে, এই কথা মনে রাখিলেই আর্ণিকার লক্ষণ বোধগম্য হয়।

আময়িক ব্যবহার।

উপঘাত।—উপঘাতজনিত তরুণ ও প্রাচীন অপকারে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। সুস্পষ্ট কালিমা বিশিষ্ট সামান্য ঘৃষ্টব্রণে, ও মস্তিষ্ক বা পৃষ্ঠবংশের কিম্বা এই দুইয়েরই সংঘাতে (কন্কশন) আর্ণিকার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই। মস্তকের অস্থিভগ্ন হইয়া ভগ্নাস্থির একাংশদ্বারা, অথবা মস্তক-গহ্বরে রক্তসঞ্চিত হইয়া, মস্তিষ্ক প্রচাপিত হইলেও আর্ণিকা প্রযোজিত হয়। কিন্তু শস্ত্র-ক্রিয়া দ্বারা ভগ্ন অস্থি খণ্ড বাহির করিয়া না ফেলিলে সম্যক আরোগ্য জন্মেনা। উল্লম্ফনাদি বশতঃ মচকিয়া গিয়া পেশী উপহত হইলে, ও উপঘাতাদি জন্য রক্তস্রাব জন্মিলে আর্ণিকা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অস্থি-ভগ্নে ভগ্নাঙ্গের স্ফীততা, ও পেশীর স্পন্দন উপশমার্থে আর্ণিকা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজিত হয়। উপঘাতের গৌণ ফলস্বরূপ যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতে আর্ণিকার সাধারণ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও আর্ণিকা উপযোগী। মস্তিষ্ক, চক্ষু, ফুসফুস, অথবা স্নায়ুর কোন রোগের উদ্দীপক কারণ উপঘাত হইলে তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

হৃদ্বৃদ্ধি।—পেশীতেও আর্ণিকার ক্রিয়া দর্শে। অতএব পেশীর রোগ-

জনিত লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ শরীর পিষ্টবৎ ঘৃষ্ট ও ব্যথিত অনুভূত হইলে আর্নিকা ব্যবহার্য্য। অপর, হৃৎপিণ্ডও পেশী। গুরুতর পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জন্মিলে ও সেই বিবৃদ্ধি রোগে পরিণত হইলে পরিশ্রমে হস্ত স্ফীত এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক আরক্ত হয় ও বাহু ঝুলাইয়া রাখিলে ফুলে। নাড়ী সবল ও পূর্ণ হয়। হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে হৃৎপিণ্ড হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃতবৎ অনুভূত হয় ও সমগ্র বক্ষঃস্থল ঘৃষ্টবৎ ব্যথিত হইয়া উঠে, এবং রোগীর বুকে বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য হয় না। তখন আর্নিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—হৃৎপিণ্ডের এই প্রকার আকুঞ্চন লক্ষণে ক্যাক্টস ব্যবস্থেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ক্যাক্টসের লক্ষণ উপঘাতমূলক নহে। বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে ল্যাকেসিসও ব্যবহৃত হয়। ল্যাকেসিসের স্পর্শ-দ্বেষ স্নায়ুমূলক, আর্নিকার স্পর্শ-দ্বেষ রক্তবহানাড়ীর রক্তপূর্ণতাজনক। হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি রোগে রোগীর আমবাতিক ধাতু হইলে রসটক্স; এবং উচ্চ স্থান আরোহণে রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে আর্সেনিকম ব্যবস্থা করা যায়। এই অবস্থায় ব্রোমিনও উপকারী।

সন্নিপাতজ্বর।—রক্তবহানাড়ীর পূর্ব্বকথিত পরিবর্ত্তন হইতে আর্নিকার সন্নিপাত-লক্ষণগুলিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরের বিষে রক্তবহানাড়ীগুলির যে পরিবর্ত্তন জন্মে তাহা হইতেই শরীরোপরি নানাস্থানে কালিমা উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কেও অপ্রবল রক্তসঞ্চয় জন্মে এবং তাহার লক্ষণস্বরূপ রোগীর তন্দ্রালুতা ও উদাসীনতা প্রকাশ পায়। সে ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণের ন্যায় জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণ সহকারে মস্তকের উত্তপ্ততা ও শরীরের অনুত্তপ্ততা বা শীতলতা অর্থাৎ মস্তক ও শরীরের তাপের বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকে। এইটী আর্নিকার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর সর্ব্বশরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়, সুতরাং শয্যা তাহার নিকট অতিশয় কঠিন বোধ হয়। তাহার অস্থিরতা জন্মে ও সে শয্যায় একটু কোমল স্থান পাইবার জন্য ইতস্ততঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। শয্যার দোষেত শয্যা কঠিন বোধ হয় না, রোগের দোষেই হইয়া থাকে, সুতরাং কোথাও কোমল স্থান মিলে না। পৃষ্ঠে রক্ত রুদ্ধ হইয়া কালিমা প্রকাশ পায়।

ফুসফুসও আক্রান্ত হয়। শ্লেষ্মা ও রক্তময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস জন্মে। রোগী এখনও সচেতন থাকিলে সে বক্ষঃপ্রাচীরে ঘৃষ্টবৎ অনুভবের কথা ব্যক্ত করে। অপর, রোগেরগতি প্রবর্দ্ধিত হইয়া মস্তিষ্কে রক্তের প্রচাপনবশতঃ সংন্যাস-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শ্বাসের গৌরব ও সশব্দতা, নিম্নহনুর অধঃপতন, চর্ম্মে পিটিকি নামক পীড়কা, এবং অচৈতন্যবশতঃ অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইগুলি আর্ণিকার সন্নিপাত-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণানুসারেই আর্ণিকা সন্নিপাত জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

পেশী-বেদনা।—আর্ণিকার ক্রিয়ায় প্রকৃত পেশী-বেদনা সমুৎপন্ন হয়, এবং শরীরের যে কোন স্থানের পেশীতে বেদনা জন্মে। সুতরাং যখন উপঘাত বা অতি পরিশ্রম বশতঃ, (আর্ণিকার নির্ব্বাচন পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়) স্পর্শ-দ্বেষ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব লক্ষণ বিশিষ্ট পেশী-বেদনা জন্মে তখন আর্ণিকা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আমবাত।—বাতরোগেও আর্ণিকার ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রাদাহিক বাতে ইহা ব্যবহৃত হয় না। তবে শীতকালে আর্দ্রতা ও শীতলতা এবং অতি পরিশ্রম জন্য যে স্থানিক বাত জন্মে ও যাহাতে আক্রান্ত স্থলে স্পর্শ-দ্বেষ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব এবং সঞ্চালনে উপচয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাতে আর্ণিকা ব্যবস্থা করা যায়। এই বাতের বেদনা কণুই হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত, অথবা জঙ্ঘা ও পায়ের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র চিড়িক মারার ন্যায় বোধ হয়। ইহাতে পা সচরাচর স্ফীত, ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—উপঘাতে আর্ণিকার সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। (১) রসটক্স।—শরীরের কোমলাংশ আঘাতিত না হইয়া সন্ধি স্থলের বন্ধনী উপহত হইলে রসটক্স উপযোগী। রসটক্স তন্তুময় বিধানে ক্রিয়া করে। অন্যান্য বিধান তন্তুর স্ফীততায় আর্ণিকার অধিকতর ক্রিয়া দর্শে। (২) ক্যালেণ্ডুলা।—উপঘাত বশতঃ ছিন্ন ও বন্ধুর ক্ষত জন্মিলে ক্যালেণ্ডুলা ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা আহত স্থলের প্রদাহিত অবস্থা দূরীকৃত হইয়া সুস্থ ক্ষতাঙ্কুর উৎপাদনে সহায়তা হয়। (৩) হাইপারিকম।—শরীরের কোন কোমলাংশের সহিত স্নায়ু উপহত হইলে আর্ণিকার পরিবর্ত্তে হাইপারিকম ব্যবহৃত হয়। হস্তাঙ্গুলী পেষিত হইলে হাইপারিকমের

সমতুল্য ঔষধ আর নাই। এতদ্দ্বারা বেদনা উপশমিত ও আরোগ্য প্রবর্দ্ধিত হয়। পৃষ্ঠবংশের সংঘাতে আর্ণিকার পরে প্রায়ই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ লডলাম পৃষ্ঠবংশের সংঘাতগ্রস্ত কতকগুলি উৎকট রোগী হাই-পারিকম ব্যবহারে উপশমিত করিয়াছিলেন। (৪) ষ্টাফিসেগ্রিয়া।—শস্ত্রচিকিৎসকের ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত ক্ষতের ন্যায় অবন্ধুর পরিষ্কার কাটা ঘায় ষ্টাফিসেগ্রিয়া ফলপ্রদ। অতএব শস্ত্রোপচার জনিত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শস্ত্রোপচারের পরবর্ত্তী লক্ষণের সহিত ষ্টাফিসেগ্রিয়ার লক্ষণের দৃষ্টতঃ কোন সম্বন্ধ লক্ষিত না হইলেও ইহা প্রয়োগে সেই সকল লক্ষণ উপশমিত হইবার সম্ভাবনা আছে। (৫) লিডম।—আর্ণিকার ব্যবহারে স্পর্শ-দ্বেষ বিদূরিত না হইলে লিডম প্রয়োগে উপকার দর্শে। সূক্ষ্ম-মুখ অস্ত্রদ্বারা যে উপঘাত জন্মে তাহাতে অর্থাৎ বিদ্ধব্রণেও ইহা উপযোগী। (৬) সিম্ফাইটম।—অস্থির উপঘাতে সিম্ফাইটম উপকারক। যথা, চক্ষে আঘাত লাগিয়া অক্ষি-গহ্বরের উপ-রাংশের অস্থি উপহত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। অঙ্গ-চ্ছেদের পর অবশিষ্টাংশের উপদাহিতা; এবং ভগ্নাস্থির ভগ্নস্থানের উপদাহিতা নিবার-ণার্থও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি এই শেষোক্ত অবস্থা পরিপোষণের অসম্যকতা নিবন্ধন উৎপন্ন হয়, তবে ক্যালকেরিয়া-ফস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

পায়িমিয়া।—পায়িমিয়া প্রতিষেধার্থ আর্ণিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক মনে করেন যে এই ঔষধে পূযনিঃসরণ বর্দ্ধিত করে ও ক্ষতের উপরিভাগে পূয আনয়ন করে। পায়িমিয়া না জন্মিতে পারে এই উদ্দেশ্যে কেহ কেহ শস্ত্রোপচারের পরে আর্ণিকা যুগপৎ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

প্রসূতী-রোগ।—পায়িমিয়া প্রতিষেধ করে বলিয়া প্রসবান্তে প্রসূতী-দিগকে আর্ণিকা সেবন করাইবার পদ্ধতি চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনাদি উপশমিত, জরায়ুর যথোপযুক্ত সঙ্কোচন প্রবর্দ্ধিত, এবং সংযত রক্তখণ্ড ও ছিন্ন ঝিল্লীর অবশেষাদি বহিষ্কৃত হয়।

স্ফোটক।—চর্ম্মে আর্ণিকার ক্রিয়াবশতঃ সর্ব্বশরীরে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। প্রথমে অল্প অল্প বেদনা করে, পরে পূয জন্মে, অনন্তর আর এক নূতন স্তবক স্ফোটক উৎপন্ন হয়। স্ফোটক ও ব্রণশোথ অল্প অল্প পরিপক্ক হইয়া,

পূয শোষিত হওয়াতে স্রাবনিঃসৃত না হইয়া, কুঞ্চিত হইয়া গেলেও আর্ণিকার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে স্ফোটক পুনর্বার বিকসিত হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য।—আমাশয় ও অন্ত্র-পথে আর্ণিকার ক্রিয়া নিবন্ধন আহারান্তে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় এবং দপদপকর শিরঃপীড়া ও তন্দ্রালুতা; অপিচ, ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে বিলম্ব; শ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বায় পীতবর্ণ আঠাআঠা লেপ, বিগলিত অণ্ডের আস্বাদের ন্যায় বাষ্পোদ্গার, উদরাধ্মান ও দুর্গন্ধি মল;—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্যরোগে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়।

উদরাময়।—শিশু-বিসূচী, অতিসার, বা আমরক্ত রোগে, দুর্গন্ধি, কর্দ্দমাকার, আঠাআঠা, রক্তাক্ত, এমন কি পূযময় মল, এবং অতিশয় মল-বেগ ও শূল (কুন্থন); পূর্ব্বোক্ত অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ, এবং উদর-প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা; পিপাসা অথচ কি পান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়তা লক্ষণে আর্ণিকা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

হুপ-শব্দ-কাস।—হুপশব্দকাসেও আর্ণিকার ব্যবহার আছে। শিশুদিগের গল-কণ্ডূয়নকর প্রবল কাস; বাগান্বিত হইলে কাসের উদ্রেক; রোদনকালে শ্বাসরোধ (বেদম হইয়া পড়া), কাসের আবেশের পূর্ব্বেই ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর বেদনার আশঙ্কায় শিশুর ক্রন্দন; এবং ফেণিল, আঠাআঠা, ও সর্ব্বদা রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবন, এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ।

মস্তিষ্ক-প্রচাপন।—মস্তিষ্ক প্রচাপিত হইয়া উহাতে রক্ত ক্ষরিত হইলে এবং তৎসহকারে অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত থাকিলে; ও সর্ব্বশরীরে অবিরাম বেদনা লক্ষণে আর্ণিকা ব্যবস্থেয়। এই সকল রোগীর শীঘ্র শীঘ্র শয্যাক্ষত জন্মে।

ইগ্নেশিয়া এমারা।

বিশেষ বিবরণ।

(১) নক্স ভমিকার সহিত ইগ্নেশিয়ার উপাদানগত ও জাতিগত সাদৃশ্য সত্বেও ইহাদের লক্ষণ গুলিতে বিস্তর অনৈক্য দেখাযায়। নক্সভমিকার ন্যায় ইগ্নেশিয়ারও প্রধানতঃ পৃষ্ঠবংশেই ক্রিয়া দর্শে, এবং এতদ্দ্বারাও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতিরিক্ত তীব্রতা জন্মে। কিন্তু নক্সভমিকায় এই অতিরিক্ত উত্তেজনা, কোপনতা, প্রচণ্ডতা, ও ব্যস্ততাদি লক্ষণ দ্বারা এবং ইগ্নেশিয়ায় বিষণ্ণতা ও অশ্রুস্রাবাদি লক্ষণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। ইগ্নেশিয়ার রোগী আপনার দুঃখ আপনিই মনে মনে সংগোপনে রাখে, অন্যের নিকট প্রকাশ করেনা, কিন্তু নক্সভমিকার রোগীর প্রচণ্ডতা ও কোপনতা দৃষ্ট হয়, বাধাদিলে সে আঘাত পর্য্যন্ত করে; তাহার দাম্ভিকতা বশতঃ তাহার সহিত বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। (২) ইগ্নেশিয়ার ন্যায় পলসেটিলার রোগিণীরও বিমর্ষতা, বিষণ্ণতা, ও অশ্রুস্রাবশীলতা লক্ষণ লক্ষিত হয়, কিন্তু ইগ্নেশিয়ার রোগিণীর মতন সে আপনার দুঃখ সংযত করিয়া রাখেনা বরং সান্ত্বনা প্রাপ্তির আশয়ে যে নিকটে আইসে তাহারই কাছে দুঃখের কথা জানায়। অপর, তাহার ভীরুতা ও বিনম্রতা থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

শোকের ফল।—তরুণ শোকসন্তপ্ত স্নায়বীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগিণী সংগোপনে স্বীয় শোকের বিষয় আলোচনা করিলে এবং এই মানসিক অসুখ অধিক দিনের না হইলে ইগ্নেশিয়া প্রয়োগে উপকার দর্শে। শোকের দীর্ঘকালস্থায়ী মন্দফলে ফসফরিক এসিড উপযোগী। বৈধানিক রোগজনিত নহে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অবসন্নতা বশতঃ নৈশঘর্ম্ম, ক্ষুধার স্বল্পতা বা পরিশূন্যতা; মস্তক-শিখরে গুরুভার স্থাপিত থাকার ন্যায় চাপানুভব; শীর্ণতা, ও অস্বচ্ছন্দতা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। কিন্তু কোন কোন রোগীর পক্ষে লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে ফসফরিক এসিড অপেক্ষা ফসফরাস অধিকতর উপযোগী।

হিষ্টিরিয়া বা গুল্মবায়ু।—স্পর্শ সংস্কারে অনুভবাধিক্য আছে বলিয়া হিষ্টিরিয়া রোগে, বিশেষতঃ রোগিণী একবার হাস্য ও একবার ক্রন্দন করিলে; অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল হইলে ইগ্নেশিয়া ব্যবস্থেয়। প্রতি মনোভাবে মুখের আরক্তরাগ; কখন কখন হাস্যের আক্ষিপ্ততা, এবং চিৎকারে, এমন কি মুখমণ্ডলের নীলবর্ণবিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের আক্ষেপে পর্য্যন্ত সেই হাস্যের পরিসমাপ্তি; অপিচ, গল-মধ্যে গোলা উঠার ন্যায় অনুভব, এবং উদ্গারে উপশান্তি ও জলপানে গলমধ্যের আক্ষেপিক ক্রিয়ার আতিশয্য, কুপ্রমের লক্ষণের ন্যায় হস্তাঙ্গুষ্ঠের আনতি ও বদনের নীলবর্ণ সহকারে অর্দ্ধ অচৈতন্য প্রাপ্তি; অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় চৈতন্য লাভ: ইগ্নেশিয়ার অন্যান্য প্রযোগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—হিষ্টিরিয়া রোগে ইগ্নেশিয়ার অপর কয়েকটী সমগুণ ঔষধের লক্ষণ যথা,—(১)প্লাটিনা।—উন্মাদ লক্ষণাপন্ন গুল্মবায়ু গ্রস্তাদিগের পক্ষে প্লাটিনা; (২) হাইওস্যায়েমাস।—ঈর্ষা; ও সন্দিগ্ধতা,এবং বিষ-সংমিশ্রিত সন্দেহে আহার ও ঔষধ পরিত্যাগ লক্ষণে হাইওসায়েমাস; (৩) এসাফিটিডা।—ইগ্নেশিয়ার ন্যায়"গোলাউঠা",উদরে বায়ু সঞ্চয় ও ফুসফুসে তাহার চাপ বশতঃ শ্বাস কষ্ট লক্ষণে এসাফিটিডা ব্যবস্থেয়। আস্রাব অবরুদ্ধের পর হিষ্টিরিয়া রোগ উৎপন্ন হইলেই এসাফিটিডা বিশেষ উপযোগী। (৪) মস্কস।—সহজে মূর্চ্ছা জন্মিলে,অর্থাৎ রোগিণী আহার করিতে বসিয়া একটু অতিরিক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য উদরস্থ করিলে অমনি মৃতবৎ মূর্চ্ছা,অথবা কাহাকেও তিরস্কার করিলে তৎপরে মূর্চ্ছাবেশ লক্ষণে মস্কস উপযোগী। অপর বক্ষঃস্থলে প্রবল আক্ষেপ ও তজ্জন্য মৃতকল্পতা,বদনের নীলবর্ণ ধারণ ও মুখে ফেণানিঃসরণ এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ। (৫) ভেলেরিয়ান।—গুল্মবায়ু গ্রস্তাদিগের যৎসামান্য পরিশ্রমে প্রবল শিরোবেদনা জন্মিলে ভেলেরিয়ান উপকারী। গলার অভ্যন্তরে নীচের দিকে যেন একগাছি সূত্র ঝুলিতেছে অনেক সময় এপ্রকার অনুভব, সায়াহ্নের শেষভাগে উত্তাপাবেশ; সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; আমাশয় হইতে গল-মধ্য পর্য্যন্ত "গোলাউঠা" সহকারে একপ্রকার উত্তাপানুভব;—এই গুলি ভেলেরিয়ানের লক্ষণ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতের ন্যায় বেদনা লক্ষণে এবং বিচরণে তাহার উপশম ও উপবেশনে বিবর্দ্ধনে সচরাচর এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (৬) নক্স মস্কেটা।—রোগিণীর পুনঃ

পুনঃ মনোভাবের পরিবর্ত্তন;অল্পমাত্র আহারের পরে উদরের অতিশয় স্ফীততা; এবং মুখের স্বাভাবিক আর্দ্রতা সত্বেও অত্যন্ত মুখ-শোষের অভিযোগ লক্ষণে নক্সমশ্চেটা ব্যবহার্য্য। (৭) বেলেডোনা।—আরক্ত মুখমণ্ডলাদি সহকারে উচ্চবাচ্য বিশিষ্ট প্রচণ্ডতা ও প্রমত্ততা থাকিলে গুল্মবায়ু রোগে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। (৮) জিঙ্ক।—গুল্মবায়ুগ্রস্ত ও স্নায়বীয় রোগীদিগের চঞ্চলতায় অর্থাৎ স্থিরভাবে বসিয়া না থাকিয়া অবিরত জঙ্ঘা সঞ্চালন লক্ষণে ভেলেরিয়েনেট-অভ-জিঙ্ক অতীব ফলপ্রদ। জরায়ুর প্রাচীন রোগবশতঃই সাধারণতঃ এই পাদ-চাঞ্চল্য জন্মে,ইহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রমের ভেলেরিয়েনেট-অভ-জিঙ্ক ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ কেরিংটন তাহার চিকিৎসিত সমস্ত রোগীই আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শিরঃপীড়া।—ইগ্নেশিয়া জ্ঞাপক শিরোবেদনা সাধারণতঃ মস্তকের একস্থানে নিবদ্ধ থাকে ও তথায় যেন একটা প্রেক বিদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভূত হয়। অল্পমাত্র মানসিক পরিশ্রমে, অথবা বিরক্তিকর বা একটু কঠিন পরিশ্রমে, তীব্র সুগন্ধ বা দুর্গন্ধে, এবং স্নায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের অক্লেশে সহনীয় চিত্ত-বিকারে এই শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। বমনান্তে ইহার পরিসমাপ্তি জন্মে। ইহা বিরামশীল, দুই দিন অন্তর এক এক বার প্রকাশ পায়; এবং সচরাচর পাণ্ডুবর্ণ, পরিষ্কার, প্রভূত মূত্রস্রাবের পরে ইহার বিরাম জন্মে। (একোনাইট, জেলসিমিয়ম, সিলিশিয়া, ভিরেট্রম এরূমের শিরঃপীড়াও প্রভূত মূত্রস্রাবান্তে উপশমিত হইয়া থাকে)। কখন কখন ইগ্নেশিয়া জ্ঞাপক শিরোবেদনার দপদপকর প্রকৃতি থাকে, ও চক্ষু, ভ্রূযুগল, ও নাসামূলে উহার অতিশয্য জন্মে,। এবং অবস্থান পরিবর্ত্তনে ক্ষণকালের নিমিত্ত বেদনা উপশমিত হয়। আবার, মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়ের ন্যায়-শিরোগৌরব বিশিষ্ট অথচ সম্মুখদিকে অবশীর্ষ হইলে উপশমিত, কখন কখনবা মস্তক অবনত করিলে বিবর্দ্ধিত শিরঃপীড়ায়ও ইগ্নেশিয়া ব্যবহৃত হয়। ইগ্নেশিয়া জ্ঞাপক শিরোবেদনা আলাপনে, অবহিতচিত্তে শ্রবণে, ও কফি সেবনে বৃদ্ধি পায়।

আক্ষেপ বা কনভলশন।—ইগ্নেশিয়া স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনশীলতার আধিক্য জন্মায় বলিয়া ইহা আক্ষেপে ব্যবহৃত হয়। কেবল যে গুল্মবায়ুজনিত আক্ষেপেই ইগ্নেশিয়া উপকারী এমন নহে, সুকুমারী কামিনীদিগের ও বালকদিগের অন্যান্য প্রকার আক্ষেপেও ইহার ব্যবহার আছে। ভয়াদি চিত্ত বিকার

জনিত আক্ষেপেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। শাসনের পর বালকের আক্ষেপে; ও নিদ্রাবস্থায় ভগ্নস্বরে ক্রন্দনে ইগ্নেশিয়া ফলপ্রদ। সচরাচর এ প্রকার অবস্থায় প্রায়ই চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েনা; কিন্তু বালকের অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে, অথবা দন্তোদ্ভেদের সময় এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে, কিম্বা আক্ষেপরোগ বা মস্তকোদক রোগের আশঙ্কা থাকিলে ইগ্নেশিয়া দ্বারা তাহার অনেকটা উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। আক্ষেপরোগের আক্রমণ সময়ে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, কখন কখন বা অল্প অল্প আরক্ততা, কিন্তু সাধারণতঃ মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশীর, বিশেষতঃ অক্ষিপুট, বা মুখ-মধ্যের সমীপস্থ পেশীর আকৃষ্টতা, ও শরীরের দৃঢ়তা ইগ্নেশিয়ার প্রয়োগ লক্ষণ। শোক, ভয়, বা অন্য কোন চিত্ত-বিকারের পরে আক্ষেপ জন্মিলেই ইহা বিশেষ উপযোগী। প্রসব সময়ে স্নায়বীয়া স্ত্রীদিগের আক্ষেপেও ইগ্নেশিয়া আবশ্যকীয় হইতে পারে। এই আক্ষেপে বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়মাদি ঔষধ জ্ঞাপক আক্ষেপের ন্যায় জ্বর বা প্রবল রক্ত-সঞ্চয় এবং হাইওসায়েমাসসূচক আক্ষেপের ন্যায় অচৈতন্য বা ক্ষিপ্ততা না থাকিলেই ইগ্নেশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—চিত্ত-বিকারজনিত আক্ষেপে যে কয়েকটী ঔষধ সুব্যবস্থেয় পরিষ্কাররূপে তাহাদের প্রভেদ জানা না থাকিলে সত্বর রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায় না। অতএব এস্থলে সেই ঔষধগুলির প্রভেদ উল্লিখিত হইল। (১) ওপিয়ম।—মনোবিকারের আকস্মিক ফলে ওপিয়মও ইগ্নেশিয়ার ন্যায় উপযোগী ঔষধ। ইগ্নেশিয়ার ন্যায় চিত্ত-বিকারের দীর্ঘকাল স্থায়ী অপকারে এতদ্দ্বারাও কোন উপকার দর্শে না। শাসন ও ভয়ের পরে এতজ্জনিত আক্ষেপও বিবর্দ্ধিত হয় এবং ইহাতেও শরীর দৃঢ়ীভূত ও মুখমণ্ডল ও মুখ-মধ্যের পেশী আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে উভয়ে প্রভেদ এই যে, ওপিয়মে মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা ও স্ফীততা; ইগ্নেশিয়ায় পাণ্ডুরতা লক্ষণ থাকে। এবং ওপিয়মে রোগী আক্ষেপ-কালে সচরাচর উচ্চস্বরে, ইগ্নেশিয়া অপেক্ষা সমধিক ঘন ঘন চিৎকার করে। (২) গ্লনয়েন।—গ্লনয়েনও ওপিয়মের ন্যায় মস্তকে সহসা প্রবল রক্তসঞ্চয় জন্মায়। সুতরাং ওপিয়ম ও ইগ্নেশিয়ার ন্যায় এই ঔষধও প্রবল চিত্তবিকারের আকস্মিক মন্দফলে ব্যবহৃত হয়। গ্লনয়েনজ্ঞাপক আক্ষেপে সিকেলির লক্ষণের ন্যায় হস্তাঙ্গুলী অসংমিলিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। (৩) ভিরেট্রম।—

আকস্মিক চিত্ত-বিকারের পরবর্ত্তী আক্ষেপে ভিরেট্রম এল্বমও উপযোগী, মুখ-মণ্ডলের শীতলতা ও নীলাক্ততা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। (৪) হাইওসায়েমাস।—ইগ্নেশিয়ার লক্ষণাপেক্ষা পেশীর চকিততা ও আকৃষ্টতার আধিক্য; প্রথমে একবাহুর অনন্তর অপর বাহুর আকৃষ্টতা; সকল সঞ্চলনগুলিরই কোণাকারগতি, মুখে অতিশয় ফেণসঞ্চয়; এবং রোগীর প্রমত্তবৎ আকৃতি লক্ষণে হাইওসায়েমাস ব্যবহার্য্য। (৫) বেলেডোনা।—ক্রোধাদি প্রবল চিত্ত-বিকারের অনুবর্ত্তী আক্ষেপে, বেলেডোনাই অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা সম্ভবতঃ অধিক ব্যবহৃত হয়। উজ্জ্বল আরক্ত বদন, প্রমত্ত প্রসারিত চক্ষু, উত্তপ্ত মস্তক, ও স্বর-যন্ত্র-মুখের আক্ষেপ ইহার লক্ষণ। (৬) ওপিয়ম।—স্তন্যদাত্রীর ভয়-প্রাপ্তি বশতঃ শিশুর মূত্র-বোধ হইলে ওপিয়মই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৭) কুপ্রম।—আক্ষেপরোগে হস্তাঙ্গুলীগুলি আকুঞ্চিত হইলে; বদন ও মুখের বিশদ নীলবর্ণ থাকিলে; এবং পেয় দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গলার অভ্যন্তরে শব্দ হইলে কুপ্রম ব্যবস্থেয়। (৮) ক্যামোমিলা।—শিশুদিগের চিত্ত-বিকারের পরবর্ত্তী আক্ষেপে ক্যামোমিলা ফলপ্রদ। শিশুর খিঁট খিঁটে কোপন স্বভাবদ্বারা ইগ্নেশিয়া হইতে ইহার প্রভেদ জানা যায়। এক গাল লাল ও অপর গাল পাণ্ডুর, এবং মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম ক্যামোমিলার অন্যান্য লক্ষণ।

গলা-বেদনা।—এক প্রকার গলা-বেদনায়ও ইগ্নেশিয়া উপকারী। গলার অভ্যন্তরে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, ও ঢোক না গিলিলে উহার আধিক্য; তালু-মূলে পীতাভ-শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর ক্ষত; গলার অভ্যন্তরে এক প্রকার আকুঞ্চন অনুভব এবং তৎসহকারে অতিশয় স্নায়বীয়তা ও অনিদ্রা এই ঔষধ ব্যবহারের লক্ষণ।

কাস।—ইগ্নেশিয়া জ্ঞাপক কাস স্বরযন্ত্র আকুঞ্চিত হইয়া অথবা তথায় পালক থাকার ন্যায় অনুভব জন্মিয়া উৎপন্ন হয়। ইহাতে যতই কাসা যায়, ততই গল-কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি পায়।

জ্বর।—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এবং অগ্নির তাপ বা কৃত্রিম উত্তাপ প্রয়োগে শীত হ্রাস পড়িলে সবিরাম জ্বরে ইগ্নেশিয়া ব্যবহৃত হয়। অগ্নি-সেবায় বা গাত্র আবৃত করিয়া রাখিলে নক্সভমিকা জ্ঞাপক জ্বরের শীত উপশমিত হয় না। তপ্ত বোতলাদি প্রয়োগে ক্যাপসিকমের শীত কম পড়ে।

ল্যাকেসিস জ্ঞাপক জ্বরে রোগীর অগ্নির উত্তাপ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু অগ্নি-সেবায় শীতের ভোগকাল হ্রস্ব হয় না।

রজঃ-কৃচ্ছ্র।—রজ-শূল সংযুক্ত রজ-কৃচ্ছ্রে নিম্নোদরে অতিশয় 'আবেগ' থাকিলে; রোগিণী গুল্মবায়ুর লক্ষণ প্রকাশ করিলে; বেদনার প্রসব-বেদনার ন্যায় প্রকৃতি হইলে এবং প্রচাপনে, শয়নে, বা অবস্থান-পরিবর্ত্তনে উহার উপশম জন্মিলে; ও ঋতু-রক্তের মলিন বর্ণ থাকিলে ইগ্নেশিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

সমগুণ ঔষধ।—রজ-কৃচ্ছ্রে (১) ককিউলস।—ককিউলস ইণ্ডিকসও ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর আক্ষেপ ও মলিন ঋতু শোণিত ইহারও লক্ষণ। কিন্তু কটি-বেদনা দ্বারাই অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার প্রভেদ হইয়া থাকে। রোগিণীর যেন পক্ষাঘাত জন্মিবে কটিতে এরূপ দুর্ব্বলতা ও খঞ্জতা অনুভব; হাঁটিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গ-কম্প; অধিকন্তু শরীরের নানা গহ্বরে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও উদরে এক প্রকার শূন্যতা অনুভব এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। (২) পলসেটিলা।—রজ-শূলে, বিশেষতঃ রজ-রক্তের মলিনবর্ণ ও ঋতু-স্রাবের কাল-বিলম্ব লক্ষণে, কখন কখন পলসেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋতুকালে রক্ত-প্রবাহের অনিয়মিততা বা পরিবর্ত্তনশীলতা, রোগিণীর শীতানুভব এবং বেদনার আধিক্য অনুসারে শীতেরও আধিক্য লক্ষণে পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। (৩) ক্যামোমিলা।—জরায়ুর আক্ষেপে ক্যামোমিলা ইগ্নেশিয়ার আর একটী সমগুণ ঔষধ। রোগিণীর মানসিক লক্ষণ দৃষ্টে অর্থাৎ সে অতিশয় বিরক্ত-চিত্ত থাকিলে ও শিষ্টভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর না করিতে পারিলে ক্যামোমিলা প্রয়োজিত হইয়া থাকে। (৪)ম্যাগ্নেশিয়া।—কর্কটাদি জরায়ুর কাঠিন্য সংসৃষ্ট জরায়ুর আক্ষেপে ম্যাগ্নিশিয়া মিউর উপযোগী। (৫)এক্টিয়া।—নিম্নোদরের অনুপ্রস্থে, বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে বিচরণ করিলে এই রোগে একটিয়া রেসিমোসা ব্যবহার্য্য।

অগ্নিমান্দ্য।—পরিপাক সম্বন্ধীয় রোগে, মুখে তিক্ত বা অম্ল-শ্লেষ্মার বিদ্যমানতা ও অতিশয় লালা নিঃসরণ; কোন কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ অরুচি; ভুক্তদ্রব্য উদগীরণ, আমাশয়ে বেদনা, আহারেও ধূমপানে বিবর্দ্ধিত, বিশেষতঃ বালকদিগের চিত্ত-বিকারে বিবর্দ্ধিত হিক্কা; উদরোর্দ্ধ-দেশে শূন্যতা অনুভব ও তৎসহ বিবমিষা, কাহারও কাহারও কাঠবমি ও আহারে তাহার

উপশম; সায়াহ্নে গৃহীত আহার রাত্রিতে বমন; অন্ত্রের বৈলক্ষণ্য;—এই সকল লক্ষণে ইগ্নেশিয়া ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) উদরে শস্ত্রোপচারের পরবর্ত্তী হিক্কায় হাইওসায়েমাস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (২) উষ্ণ পানীয় পানে হিক্কা জন্মিলে ষ্ট্রামোনিয়ম ও ভিরেট্রম এল্বম; এবং শীতল পানীয় সেবনে হিক্কা জন্মিলে আর্সেনিকম ও পলসেটিলা উপযোগী। (৩) স্তন্য পানান্তে হিক্কায় টিউক্রিয়ম ফলপ্রদ।

গুদভ্রংশ (প্রলাপ্সস্ রেক্টাই)।—অর্শসংযুক্ত বা অর্শপরিশূন্য গুদভ্রংশে ইগ্নেশিয়া উপকারী। সরলান্ত্র পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত সুতীব্র অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। কোমল মল নিঃসারণেও গুদভ্রংশ; মলদ্বারে আকুঞ্চন অনুভব, এবং মলত্যাগান্তে উহার অতিশয্য ও উপবিষ্ট অবস্থায় উপশম ইগ্নেশিয়া সূচক অন্যান্য লক্ষণ।

সূত্রকৃমি।—সূত্রকৃমির ন্যায় মলদ্বার কণ্ডুয়নেও কথন কথন ইগ্নেশিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রদ। সূত্রকৃমিরোগে, বিশেষতঃ অপ্রফুল্ল বালক দিগের পক্ষে ইণ্ডিগো উত্তম ঔষধ। রাত্রে ও প্রাতে মধু সেবনেও এই রোগের উপশম জন্মে।

চক্ষুরোগ।—এগেরিয়সের লক্ষণের ন্যায় মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক ক্রিয়া সহকারে চক্ষুর পাতা মিট মিট করা ইগ্নেশিয়ারও লক্ষণ। গুল্মবায়ু-গোলক সংসৃষ্ট চক্ষুর সুতীব্র স্নায়বীয় বেদনায়ও এই ঔষধ উপযোগী। কনীনিকায় পীড়কা সংযুক্ত অভিষ্যন্দ রোগে অতিশয় আলোকাতঙ্ক ও চক্ষে বালুকা থাকার ন্যায় অনুভব লক্ষণেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

দন্তশূল।—ইগ্নেশিয়া জ্ঞাপক দন্তশূল আহার করিবার সময় অপেক্ষা আহার-ক্রিয়ায় ব্যবহিত সময়েই বৃদ্ধি পায়। ইগ্নেশিয়ার "গলাভ্যন্তরে পিণ্ডবৎ অনুভব" লক্ষণও গিলিবার সময় অপেক্ষা গলাধঃকরণের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়েই অধিক অনুভূত হয়। এই লক্ষণ দৃষ্টে ইগ্নেশিয়া উপক্ষত বিশিষ্ট গলাবেদনায় ও ঝিল্লিকপ্রদাহ রোগে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইগ্নেশিয়ার পরে জিঙ্কম ভাল খাটে, কিন্তু নক্সভমিকার সহিত জিঙ্কের প্রতিকূল সম্বন্ধ।

ওপিয়ম।

বিশেষ বিবরণ।

অল্পমাত্রায় ওপিয়মের ক্রিয়ায় অল্পকাল-স্থায়ী উত্তেজনা জন্মে। বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা ভাব-বৃত্তিতেই ইহার প্রভাব অধিক প্রকাশিত হয় বলিয়া বোধ হয়। চিত্ত যেন অন্তরীক্ষে ভাসিতে থাকে। কল্পনা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। এক্ষণ, পরিমাণ বা পুনঃ পুনঃ প্রযোগ দ্বারা মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে একপ্রকার নিদ্রিতাবস্থা জন্মে। এই নিদ্রায় আনন্দজনক তন্দ্রা হইতে অতি প্রগাঢ় সুপ্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মাইয়াই অহিফেণের মাদক ও বেদনা-নিবারক গুণ প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল প্রগাঢ় আরক্ত, এবং রক্তবহা নাড়ীর প্রসারণ নিবন্ধন স্ফীত হইয়া উঠে। সুপ্তির যতই প্রগাঢতা জন্মে বদনের বর্ণ ততই মলিন লোহিত হয়। এমন কি ঈষৎ কপিশ বর্ণও হইতে পারে। কনীনিকা সঙ্কুচিত হয়। নাড়ী পূর্ণ ও মৃদু হয়। শ্বাস গভীর হয়। সুপ্তি বা অচৈতন্যের যতই আধিক্য জন্মিতে থাকে ততই শ্বাসের গৌরব, ও অবশেষে সশব্দতা উপস্থিত হয়। অহিফেণের বিষ-ক্রিয়ায় উপজিহ্বা ও গালের পেশীর একপ্রকার পক্ষাঘাত জন্মে, সুতরাং উহারা সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া পড়ে তাহাতেই শ্বাসের সশব্দতা জন্মে। হৃৎপিণ্ডের রক্তের পরিমাণ ন্যূন হয়না বটে, কিন্তু উহার স্বাভাবিক বেগের অল্পতা জন্মে, এজন্য নাড়ীর পূর্ণতা ও স্থূলতা সত্ত্বেও মৃদুগতি উৎপন্ন হয়। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সম্যক পক্ষাঘাত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মলদ্বার ও মূত্রদ্বারের মুখাবরক পেশীর শুব্ধতা উপস্থিত হয়, এজন্য অজ্ঞাতসারে মলমূত্র নিঃসারিত হইতে থাকে। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে ও অবশেষে মৃত্যু উপনীত হয়। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে মস্তিষ্কের কুণ্ডলীগুলি চেপ্টা, গ্রীবার দ্বিতীয় কশেরুকার রক্তবহা নাড়ী রক্তপূর্ণ, আরাকনয়েড বা মধ্যমাত্রিকা ঝিল্লীর নিম্নে ও মস্তিষ্ক-গহ্বরের অভ্যন্তরে মস্তর প্রসেক দৃষ্টহয়। অহিফেণজনিত তরুণ বিষাক্ততায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্নায়ুমণ্ডলে অহিফেণের ক্রিয়া নিবন্ধনই এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। উপদাহ হইতে অল্পকাল স্থায়ী প্রথম উত্তেজনা; এবং পরবর্ত্তী পক্ষাঘাতজনক ক্রিয়া হইতে তন্দ্রা, পেশীর শিথীলতা ও মোহ

উৎপন্ন হয়। প্রারম্ভ হইতেই মস্তিষ্কের রক্তবহানাড়ীতে রক্তাধিক্য থাকে, এবং রক্তাধিক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইযা অচৈতন্য জন্মে। অহিফেণ সেবন অভ্যাস করিলে শরীরের সমস্ত বিধান-তন্তু এতদ্দ্বারা প্রভাবিত হয়। ত্বক পরিশুষ্ক, মলিন ও বলিবিশিষ্ট; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ, এবং বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠে।

এলোপ্যাথেরা বেদনানিবারণ ও নিদ্রাকরণার্থ ওপিয়মের বহুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ওপিয়ম পক্ষাঘাত জন্মাইয়া বেদনানুভব-শক্তি বিলোপ করিয়া বেদনার শান্তি জন্মায়, কিন্তু রোগ আরোগ্য করেনা। স্বভাবতঃ নিদ্রাবস্থায় মস্তক-গহ্বরের রক্তের পরিমাণ ন্যূন হয়, কিন্তু ওপিয়ম মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মাইয়াই নিদ্রা জন্মায়। অতএব এরূপ অবস্থায় অনিদ্রায় ওপিয়ম ব্যবস্থা করা কতদুর যুক্তিসঙ্গত সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আময়িক ব্যবহার।

টাইফয়েড জ্বর।—মস্তিষ্কের প্রগাঢ় রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট টাইফয়েড জ্বরে, রক্তসঞ্চয়বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, নিম্ন হনুর নিপতন ও সশব্দ শ্বাস লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবস্থেয়। এই রোগে ওপিয়ম প্রয়োগোপযোগী অবস্থায় সচরাচর রোগীর গাত্র তপ্ত ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। এই ঘর্ম্ম সুলক্ষণ নহে। স্বেদস্রাবী-গ্রন্থির পক্ষাঘাত নিবন্ধনই ঈদৃশ ঘর্ম্ম জন্মে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। ষ্ট্রামোনিয়মেও এই প্রকার ঘর্ম্ম-লক্ষণ আছে।

সমগুণ ঔষধ।—টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতাশঙ্কায় ল্যাকেসিসও ফলপ্রদ। হাইওসায়েমাসেও সশব্দ শ্বাস-লক্ষণ আছে। এই ঔষধত্রয়ের প্রভেদ স্থানান্তরে উল্লিখিত হইল। প্রগাঢ় কোমায় ওপিয়মে ফল না দর্শিলে এপিসও ব্যবহৃত হয়।

সংন্যাসরোগ।—ওপিয়ম মস্তিষ্কের রক্তবহানাড়ীতে অতিশয় রক্তপূর্ণতা জন্মায় এবং সংন্যাস সম্ভাবিত ব্যক্তিদিগের রক্তবহানাড়ী বিদীর্ণ করিয়া মস্তিষ্ক-পদার্থে রক্তক্ষরণ জন্মাইতে ও তদানুষঙ্গিক লক্ষণ সমুৎপন্ন করিতে পারে। অতএব মুখমণ্ডলের ওপিয়মজ্ঞাপক বর্ণ, সশব্দ শ্বাস, এবং টঙ্কাররোগের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তা লক্ষণে সংন্যাসরোগে ওপিয়ম ব্যবহৃত হয়। মদ্যপায়ীদিগের সংন্যাসেই ইহা বিশেষ উপযোগী। এই রোগে বেলেডোনার পরে ওপিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) মদ্যপায়ীদিগের সংন্যাসে ব্যারাইটা-কার্ব্ব ও ল্যাকেসিস ও ব্যবস্থেয়। (২) পূর্ণ ও সবল নাড়ী, বামপার্শ্বে পক্ষাঘাত ও সশব্দ শ্বাস লক্ষণে সংন্যাস রোগে আর্ণিকা ব্যবহার্য্য। (৩) ওপিয়মে কোমা (তন্দ্রা-দোষ) দূর না হইলে এপিস উপযোগী। (৪) আক্ষেপসংযুক্ত সংন্যাসে বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, ল্যাকেসিস, ও ওপিয়ম ফলপ্রদ। (৫) জড়তানুবর্ত্তী সংন্যাসে হেলিবোরস ব্যবস্থেয়।

মদাত্যয়।—মদাত্যয় রোগে, বিশেষতঃ "পুরাতন পাপী" দিগের পক্ষে, দীর্ঘকাল মদ্য পান করিতে করিতে শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িলে; ও বারংবার এই রোগের আক্রমণ জন্মিয়া থাকিলে ওপিয়ম ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প মাত্রায় মদ্য পানে প্রলাপ উপস্থিত, মুখমণ্ডলের ভয়ব্যাকুলিত ভাব; গৃহের নানা স্থান হইতে জন্তু সকল উত্থিত হইতেছে এরূপ দৃষ্টি বিভ্রম; ভূত প্রেতাদি দর্শন এবং ভয় প্রাপ্তি সত্ত্বেও তাহাদের সহিত কথোপকথন, ও নিদ্রা হইলে নিদ্রাকালে সশব্দ শ্বাস,—এই গুলি ওপিয়মের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) রোগী দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ সর্প বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন করিলে, তাহার গলা বদ্ধবৎ অনুভূত হইলে, এবং সে সহসা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। (২) রোগের লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবহার্য্য। যদি রোগী সম্পূর্ণ ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠে, গৃহের প্রতি কোণ হইতে যেন নানাপ্রকার জন্তু তাহার অভিমুখে আসিতেছে তাহার এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, সে পলাইতে চেষ্টা করে; তাহার এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ থাকে, তাহা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম প্রয়োগ করা যায়। (৩) নিম্ন ক্রমে ক্যানেবিস ইণ্ডিকা ও মদাত্যয়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। দেশ-কাল জ্ঞানে ভ্রম ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। (৫) মৃত্যুভয় ও একাকী থাকিতে অনিচ্ছা লক্ষণে আর্সেনিক উপযোগী। (৪) রোগী চক্ষু বুজিবা মাত্র অবাস্তব পদার্থ দর্শন করিলে ও তজ্জন্য ভীত হইয়া পুনবার চক্ষু উন্মীলন করিলে ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম ফলপ্রদ।

শিশু-বিসূচিকা।—শিশু-বিসূচিকায় মুখমণ্ডলের আরক্ততা বা পাণ্ডুরতা; প্রবর্দ্ধিত সাংঘাতিক অচৈতন্য, চক্ষুর তারার আলোক-জ্ঞান পরিশূন্যতা

বা অল্পতা লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া রোগ আরব্ধ হইলে; এবং তখনও বিরেচন বা বমন প্রকাশ না পাইলে; অপর, কোন ঔষধের প্রভাব বশতঃ যেন শিশুর এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এ প্রকার দেখাইলে ওপিয়ম ব্যবহারে রোগীর চৈতন্য জন্মে; মল স্রাব হইতে থাকে; ও রোগ স্বভাবতঃ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে। জীবনী-শক্তির অল্পতা বশতঃ সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও যখন কোন ক্রিয়া দর্শে না এবং রোগীর আলস্য বা তন্দ্রালুতা লক্ষণ থাকে তখন কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, ভেলেরিয়ান, সলফার, এম্‌ব্রাগ্রেসিয়া, সোরিনম প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ওপিয়ম প্রয়োগেও প্রতিক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়। এই রোগে কিছুকাল অতিসারের অবস্থিতির পর অচৈতন্য আরম্ভ হইলেও ওপিয়ম ব্যবস্থা করা যায়।

শিশু বিসূচিকার বারংবার বিরেচন; একদিবসের মধ্যে রোগীর অতিশয় শীর্ণতা প্রাপ্তি, আরক্ত বদন, প্রসারিত কনীনিকা, মস্তক-চালনা, ও কোমল পূর্ণ, প্রবাহিত নাড়ী সহকারে অচৈতন্য লক্ষণে ফেরম ন্‌স ব্যবহারে চৈতন্য জন্মে। পূর্ব্ববর্ণিত নাড়ী ও রক্তসঞ্চয় সকল প্রকার লৌহেরই লক্ষণ বিধায় এই ঔষধ পরীক্ষিত না হইলেও বেলেডোনা ও সলফার বিফল হওয়াতে ডাঃ ফেরিংটন ইহা প্রয়োগ-করিয়া একজন রোগীকে সম্যক আরোগ্য করিয়াছিলেন।

ফুসফুসে-পূয়োৎপত্তি।—অতিরিক্ত সুরাপায়ীদিগের ফুসফুসে পূয় উৎপন্ন হইলে; এবং আয়াসিত শ্বাস সহকারে গলায় ঘড ঘড শব্দ ও নাসা-রব থাকিলে, অপিচ, কষ্টে নিঃসারিত কাস, কাসিবার সময় শ্বাস-রোধের আবেশ, ও মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ জন্মিলে ওপিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।—মদ্যপায়ীদিগের ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে বক্ষঃস্থল উত্তপ্ত, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, প্রবল কাস, ফেনিল শ্লেষ্মা ও রক্তময় নিষ্ঠীবন, এবং কাসিতে কাসিতে রোগীর তন্দ্রালুতা লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবস্থেয়। তন্দ্রালুতা ও জৃম্ভণ বিশিষ্ট কাসে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকমও উপযোগী।

যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগের আক্ষেপিক কাস একবার সন্ধ্যাকালে, হয়ত আবার দুইপ্রহর রাত্রির পরে উপস্থিত হইলে, এবং অল্পমাত্র শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলে বমনোদ্যম ও বমন জন্মিলে ড্রোসিরাও উপকারী। ফুসফুসের আক্ষেপে ওপিয়মের সহিত মস্কস ও ইপিকাকের তুলনা হইয়া থাকে।

আক্ষেপরোগ।—আক্ষেপেও কখন কখন ওপিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভয় বা ক্রোধের অব্যবহিত ফলস্বরূপ আক্ষেপে; অথবা স্তন্যদাত্রী ধাত্রীর ভয়প্রাপ্তি বশতঃ স্তন্যপায়ী শিশুর আক্ষেপে শরীরের টঙ্কারবৎ দৃঢ়তা; উচ্চ চিৎকার সহকারে আক্ষেপের সূচনা, মুখে ফেণা, মুখমণ্ডলের মলিন লোহিত বর্ণ বা বেগুণি রং; উত্তপ্ত ঘর্ম্মে শরীরের সিক্ততা, এবং আক্ষেপান্তে নাসারব বিশিষ্ট প্রগাঢ় নিদ্রা লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবহার্য্য।

কোষ্ঠবদ্ধ।—ওপিয়মে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে ও আরোগ্য হয়। ওপিয়ম জনিত কোষ্ঠবদ্ধে সরলান্ত্র ও সমগ্র অন্ত্র-পথের নিশ্চেষ্টতা উৎপন্ন হয়, একেবারেই মল-প্রবৃত্তি থাকেনা, অন্ত্রের উর্দ্ধাংশে বায়ু সঞ্চিত হয় ও তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে বক্ষঃস্থল প্রচাপিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত লক্ষণটী দুর্ব্বলকর বা দীর্ঘকালস্থায়ী রোগান্তেই সচরাচর দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় যে পর্য্যন্ত না উদরবেদনা উপস্থিত হয়,পুনঃ পুনঃ ওপিয়ম প্রয়োগ করা বিধেয়। উদর-বেদনা জন্মিলেই অন্ত্রের "ধমন-ক্রিয়া" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া বুঝা যায়। তৎপরে নারিকেল তৈল, বা সাবান ও জলের পিচকারী দিয়া মল পিণ্ড কোমল করিয়া দিলে সহজেই মল নিঃসারিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কঠিন, শুষ্ক, কাল, গোলার ন্যায় মল ওপিয়মজ্ঞাপক। এই প্রকার কোষ্ঠবদ্ধে এলুমিনা, প্লম্বম, ও ব্রাইওনিয়াও উপযোগী।

সমগুণ ঔষধ।—(১) সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, এবং বৃহৎ, ও শুষ্ক মল লক্ষণাপন্ন কোষ্ঠবদ্ধে ব্রাইওনিয়া, (২) ওপিয়মের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ,ভাঁটার মত মল, কিন্তু মলদ্বারে কতকটা আক্ষেপিক আকুঞ্চন লক্ষণে প্লম্বম, (৩) সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা ও কোমল মল বিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধে এলুমিনা ব্যবস্থেয়।

আধ্মান।—আধ্মানে ওপিয়মের সহিত টেরেবিন্থিনা,লাইকোপোডিয়ম, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস, কলচিকম, ও রেফেনাসের তুলনা হইয়া থাকে। যখন কয়েক দিন পর্য্যন্ত কি ঊর্দ্ধদিকে, কি অধোদিকে একেবারেই বায়ু নিঃসৃত হয়না তখনই রেফেনাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মূত্রস্তম্ভ।—ভয়ান্তে বা প্রসবান্তে মূত্র-স্তম্ভে ওপিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রসবান্তিক মূত্র-রোধে ওপিয়মের সহিত হাইওসায়েমাস, কষ্টিকম, ও আর্সেনিকমের তুলনা হইয়া থাকে। মূত্র-নাশে ষ্ট্রামোনিয়ম, জিঙ্কিবার, লাইকোপোডিয়ম, ও পলসেটিলা ফলপ্রদ।

শীর্ণতা।—ওপিয়ম শরীর-তন্তু কুঞ্চিত করে, এজন্য বালকদিগের ক্ষয়-রোগে রোগীর শীর্ণতা; ও ওপিয়ম সূচক সুপ্তি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ওপিয়ম জনিত শীর্ণতায় সলফার, আর্জ্জেণ্টম-নাইট্রিকম, বা সার্সাপেরিলা উপযোগী। ওপিয়ম সম্ভূত পেশীর দুর্ব্বলতায় মিউরিয়েটিক এসিড ফলপ্রদ।

অন্ত্রবদ্ধ।—অন্ত্রবদ্ধ রোগে প্রবল উদর বেদনা, ও পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ বমন লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শূল-বেদনা।—শূল-বেদনায় অতিশয় আধ্মান, ও উপশম পরিশূন্য উদ্গার লক্ষণে ওপিয়ম দেওয়া যাইতে পারে।

জরায়ুর রক্তস্রাব।—প্রসবের পরে বা অন্য সময়ে সংঘটিত জরায়ুর রক্তস্রাবে রোগিণীর অস্থিরতা থাকিলে, শয্যাবস্ত্র উত্তপ্ত অনুভূত হইলে, এবং নিদ্রালুতা সত্ত্বেও সে নিদ্রা যাইতে না পারিলে ওপিয়ম ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে ওপিয়মের সহিত বেলেডোনা ও হাইওসায়েমাসের তুলনা হইয়া থাকে। রোগিণীর ও চিকিৎসকের স্পর্শে উত্তপ্ত অনুভূত উজ্জ্বল রক্তস্রাবে বেলেডোনা, এবং বেলেডোনার ন্যায় লক্ষণাপন্ন, অধিকন্তু শরীরের অতিশয় আক্ষেপিক উৎক্ষেপবিশিষ্ট রক্তস্রাবে হাইওসায়েমাস ব্যবস্থেয়।

জ্বর।—টাইফয়েড জ্বর ভিন্ন অন্যবিধ জ্বরেও শীতাবস্থায় মস্তকে উত্তাপ ও অতিশয় তন্দ্রালুতা; প্রভূত ঘর্ম্ম সত্ত্বেও গাত্রের জ্বালাকর উত্তপ্ততা, গাত্রাবরণ উন্মোচন-প্রবৃত্তি; অচৈতন্য, এবং জঙ্ঘাদ্বয় অপরের জঙ্ঘার ন্যায় অনুভব লক্ষণে ওপিয়ম ব্যবস্থা করা যায়।

ভয়ের কুফল।—ভয়প্রাপ্তির অনিষ্টকর ফলে আক্ষেপ বা অতিসার জন্মিলে ওপিয়ম পরমোপকারী। ভয়ান্তিক অতিসারে জেলসিমিয়ম, পলসেটিলা, ও ভিরেট্রমও ফলপ্রদ। ভয়প্রাপ্তির পুরাতন ফলে ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম, সিলিশিয়া ও ফসফরিক এসিড উপযোগী।

অঙ্গারের বাষ্পজ অপকার।—উদ্ভিজ্জ অঙ্গারের বাষ্প নিশ্বসন-জনিত অপকারে বোভিষ্টা ও আর্নিকার ন্যায় ওপিয়মও ফলপ্রদ।

ষ্ট্রামোনিয়ম।

বিশেষ বিবরণ

(১) ষ্ট্রামোনিয়ম ও বেলেডোনায় কথঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। নিম্নলিখিত মানসিক লক্ষণানুসারে ষ্ট্রামোনিয়ম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে,. যথা,—প্রমত্ত প্রকৃতির উন্মাদ বা প্রলাপ, মুখমণ্ডলের আরক্ততা; চক্ষুর প্রমত্ত ও প্রসারিত আকৃতি, কিন্তু বেলেডোনা অপেক্ষা অল্প রক্তসঞ্চয়। বিভীষিকা দেখিয়া রোগীর ভয়প্রাপ্তি; গৃহের প্রত্যেক কোণ হইতে যেন নানাবিধ পদার্থ ও অদ্ভুত জন্তু উত্থিত হইয়া রোগীকে ভয় প্রদর্শন করে। রোগী শিশু হইলে মা কাছে থাকিলেও 'মা, মা' বলিয়া চিৎকার করে। তাহার চক্ষু উন্মীলিত ও তারা অতিশয় প্রসারিত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে অধিক প্রলাপ বাক্য বলে। এই প্রলাপ-কালে কখনও তাহার প্রফুল্লভাব, কখনও বা ভয়াকুলতা দৃষ্ট হয়। একবার বা সে হাসে, গায়, ও মুখভঙ্গী করে, আবার বা সহায়তাদি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা ও রোদন করে। সে সর্ব্বদাই আলোকে থাকিতে ইচ্ছা করে। অন্ধকারে তাহার ভয় জন্মে বলিয়া বোধ হয়। কখনও বা সে ভূত প্রেতাদির সহিত আলাপ করে। কখনও বা নির্ব্বুদ্ধির ন্যায় অর্থশূন্য কথা বলে ও আপনার পরিহাস-চেষ্টায় আপনিই হাস্য করে। ষ্ট্রামোনিয়মের বাবদূকতা ও ল্যাকেসিসের বাবদূকতায় প্রভেদ এই যে ষ্ট্রামোনিয়মের রোগী কেবল অবিরত কথা বলে, ল্যাকেসিসের রোগী অবিশ্রান্ত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। এগেরিয়স, ষ্ট্রামোনিয়ম ও ল্যাকেসিসের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, এবং উভয়ের সহিতই ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২) বেদনার অবিদ্যমানতা ষ্ট্রামোনিয়মের বিশেষ লক্ষণ। কেবল ব্রণশোথে, বিশেষতঃ বঙ্ক্ষণ-সন্ধির ব্রণশোথে বেদনা থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষোক্ত ব্রণশোথের বেদনার তীব্রতাবশতঃ রোগীর আক্ষেপ (কনভলশন) পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

আময়িক ব্যবহার।

জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া।—জলাতঙ্ক রোগের ন্যায় অবস্থায় কখন কখন ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উজ্জ্বল বস্তু দর্শনে রোগীর প্রচণ্ড প্রলাপ, গলার আক্ষেপ, ও ভয়ঙ্কর টঙ্কার উপস্থিত হয়।

সন্নিপাতাবস্থায় এই প্রলাপের বিশেষ আধিক্য জন্মে এবং এতদ্দ্বারা রোগী সম্যকরূপে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

আক্ষেপ বা কনভলশন।—ষ্ট্রামোনিয়মের আক্ষেপিক সঞ্চালন কোণাকার বক্র নহে, কিন্তু সুন্দর। উৎক্ষেপ অপেক্ষা উহাতে চক্র-গতিরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। বালকদিগের স্ফোটজ্বরে উদ্ভেদ প্রকাশ না পাইলেই ঈদৃশ অবস্থা বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। বালক ও শিশুদিগের রোগে বেলেডোনা অপেক্ষা ষ্ট্রামোনিয়ম ভাল কাজ করে। যথা, হামরোগে প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভেদগুলি উৎপন্ন না হওয়াতে বালকের গাত্র উত্তপ্ত থাকিলে; সে এপাশ ও পাশ করিলে; ও নিদ্রিত হইবামাত্র ভয়-ব্যাকুলিত ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিলে; কাহাকেও না চিনিলে; তাহার আক্ষেপিক সঞ্চালন গুলি উৎক্ষেপ বা কোণবৎ না হইলে, এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ থাকিলে ষ্ট্রামোনিয়মই উপযোগী।

সমগুণ ঔষধ।—এই সকল রোগীদিগের পক্ষে (১) কুপ্রম ষ্ট্রামোনিয়মের সমকক্ষ। কুপ্রমেও ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার পরে রোগের উপচয় ও ভয়বিহ্বলতা আছে। কিন্তু কুপ্রমের লক্ষণে প্রচণ্ডতার আধিক্য দৃষ্ট হয় ও উহার আক্ষেপিক সঞ্চালনগুলিতে নিশ্চতই কোণাকার তির্য্যকতা থাকে; এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। হাম বসিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবল মস্তিষ্ক-লক্ষণ উপস্থিত হইলে কুপ্রম বিশিষ্টরূপে উপযোগী হয়। (২) জিঙ্কও ষ্ট্রামোনিয়মের সমতুল্য বটে। ইহার লক্ষণেও নিদ্রাবস্থায় চিৎকার ও নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে ভয়াকুলতা পরিলক্ষিত হয়। অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন শিশুর উদ্ভেদ-প্রকাশোপযোগী শক্তি থাকে না তখন এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

শ্বাস।—স্নায়বীয় শ্বাস-কাসে আক্ষেপ বশতঃ যখন নিশ্বাস প্রায় টানিতে পারা যায় না এবং কথা বলিলে রোগের বৃদ্ধি হয় তখন ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা শ্বাস রোগ আরোগ্য, অন্ততঃ পরিবর্ত্তিত হয়।

লোকোমোটর এটাক্সি।—লোকোমোটর এটাক্সিয়ায় ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবহৃত হয়। রোগী অন্ধকারে বা চক্ষু বুজিয়া হাঁটিতে পারে না, হাঁটিতে চেষ্টা করিলে সে আন্দোলিত হয়, বা হেলিয়া দুলিয়া পড়ে। তাহার শরীর বা এক বাহু তাহার নিকট বৃহত্তর বোধ হয়। কখনও বা সে আপনাকে দুই

জনের ন্যায় মনে করে এবং তাহার দুই জঙ্ঘা তিন জঙ্ঘা বলিয়া অনুভব করে: আকার ও আয়তনে ভ্রম-লক্ষণ অপর কয়েকটী ঔষধেও আছে। ব্যাপ্টিসিয়া ও ষ্ট্রামোনিয়মে অন্য কোন বিষয়ে একবারেই সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এই আকার বিষয়ক দৃষ্টি-বিভ্রমে ঐক্য আছে। ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীও আপনাকে দ্বিগুণিত, অথবা বিখণ্ডিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনে করে এবং বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা করে। পেট্রোলিয়ম ও থুজায়ও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। থুজার রোগী মনে করে যে তাহার শরীর কাচ নির্ম্মিত সুতরাং ভাঙ্গিয়া না যায় এ জন্য সে অতিশয় সতর্কভাবে বিচরণ করে। অন্যান্য মাদক ঔষধের লক্ষণের ন্যায় ষ্ট্রামোনিয়মের রোগীও প্রলাপাবস্থায় বারংবার ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

বিসর্প।—বিসর্প রোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে ও জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা জন্মিলে বেলেডোনা অপেক্ষা ষ্ট্রামোনিয়ম সমধিক উপযোগী হয়। রোগীর লক্ষণগুলির সহিত রসটক্সের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রবল মস্তিস্ক-লক্ষণ, প্রলাপ, অস্থিরতা এবং ভীতবৎ চিৎকার দ্বারা রসটক্স হইতে ষ্ট্রামোনিয়মের প্রভিন্নতা জানিতে পারা যায়।

গদগদভাষণ বা ষ্ট্যামারিং—যে সকল ঔষধে মস্তিষ্কের উপদাহ জন্মে, তাহাতে যেমন দন্তেদন্তে ঘর্ষণলক্ষণও উৎপন্ন হয়,তেমন গদগদভাষণও জন্মিতে পারে। ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণ সংযোগ করিতেই রোগীর বিশেষ কষ্টহয়। গদগদভাষণে ষ্ট্রামোনিয়ম ফলপ্রদ। বোভিষ্টাও উপকারী। ষ্ট্রামোনিয়ম জ্ঞাপক জিহ্বা আরক্ত বা ঈষৎ শুভ্র, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণ বিন্দুতে আচ্ছন্ন ও পরিশুষ্ক থাকে। কাহার কাহার জিহ্বা স্ফীত হয় ও মুখ হইতে ঝুলিয়া পড়ে।

কামোন্মাদ।—ষ্ট্রামোনিয়ম স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মাদ জন্মায়, এবং রোগিণী স্বভাবতঃ অতিশয় সচ্চরিত্র থাকিলেও এই রোগগ্রস্ত হইয়া অতিশয় অশ্লীল সঙ্গীত করে ও অপবিত্র কথা বলে এবং অতিশয় প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে পারে। সচরাচর ঋতুর পুর্ব্বেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজ-শোণিত নির্গত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ষ্ট্রামোনিয়মে অধিক পরিমাণে রক্তসঞ্চিত হইয়াই কামোন্মাদ জন্মে। পশুদিগের কামোত্তেজনাকালীন গাত্রের গন্ধের ন্যায় এই সকল স্ত্রীলোকদিগের গাত্রেও

একপ্রকার তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। ঋতুর পূর্ব্বে এই রোগের প্রকোপ উপস্থিত হইলে ষ্ট্রামোনিয়মে অতিশয় উপকার দর্শে।

অতিসার।—প্রায় পচা মাংসের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট অতিদুর্গন্ধি, ঈষৎ পীতবর্ণ ধাবণোপযোগী, মলিন বা অমলিন মলবিশিষ্ট অতিসারে ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবস্থেয়। মলের দুর্গন্ধই অতিসারে এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

ষ্ট্রামোনিয়মের তরুণ বিষ-লক্ষণে লেবুর রস ব্যবস্থেয়।

হাইওসায়েমাস নাইজার।

বিশেষ বিবরণ।

বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস ও ষ্ট্রামোনিয়মে প্রভেদ।—(১) বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, ও হাইওসায়েমাস সমজাতি ও সমগুণ। এই ঔষধ তিনটী পরস্পর তুলনা করিলে দেখা যায় যে বেলেডোনায় সাধারণতঃ মস্তিষ্কের অধিকতর রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ; ষ্ট্রামোনিয়মে ইন্দ্রিয়ের অধিকতর উত্তেজনাবিশিষ্ট মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়, এবং হাইওসায়েমাসে বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়ম অপেক্ষা অল্পতর রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ সহকারে অধিকতর স্নায়বীয় উপদাহ সমুৎপন্ন হয়। (২) বেলেডোনার প্রলাপে প্রচণ্ডতা থাকে, রোগী ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, দংশন ও প্রহার করে, তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপূর্ণ হয়, এবং গ্রীবার ধমনী প্রবলরূপে দপদপ করে। চক্ষু বুজিলে তাহার যে সকল বিভীষিকা উপস্থিত হয়, হয় সে সেই সকল বিভীষিকার কথা বলে, নয় চক্ষু প্রসারিত করিয়া কোন দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। সে নিদ্রাতুরতা সত্ত্বেও নিদ্রা যাইতে পারে না। সুপ্তি বা মোহ জন্মিলে মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহবশতঃই জন্মিয়া থাকে এবং উহার সহিত উপদাহেরও কতকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রোগীকে জাগরিত করিলে তাহার পুনরায় প্রচণ্ডতা প্রকাশ পায় অথবা একবার প্রলাপ ও একবার মোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু রক্তের কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। হাইওসায়েমাসেও এই প্রকার ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তি, দংশন ও প্রহারের চেষ্টা; এবং গাত্র-বস্ত্র উন্মোচনের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় গ্রীবার ধমনীর

প্রবল দপদপ এবং বদন ও নয়নের রক্তপূর্ণতার তত তীব্রতা থাকে না। হাইওসায়েমাসের রোগীর আলোকে বিশেষ বিরক্তি, এবং কেহ বিষখাওয়াইবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়া অতিশয় আশঙ্কা থাকে। সে শয্যায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া বসে এবং কাহাকে যেন দেখিতে পাইবে এরূপ ভাবে গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু বলিবামাত্র পুনর্বায় শয়ন করে ও নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সে জননেন্দ্রিয় অনাবৃত করিলেও করিতে পারে। তাহার অনিদ্রা বেলেডোনার অনিদ্রার ন্যায় নহে। হাইওসায়েমাসের রোগীর স্নায়বীয়তা, নাকে কাঁদা, ক্রন্দন ও আক্ষেপিক স্পন্দন লক্ষণ থাকে। (৩) উন্মাদাগারে অপ্রাদাহিক তরুণ উন্মাদে হাইওসায়েমাসের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। রোগীর দুর্ব্বলতা, নাড়ীর সূক্ষ্মতা, ক্ষুধাহীনতা বা অতিক্ষুধা; এবং আহার করিবামাত্র রোগের লক্ষণের আতিশয্য এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরাও এই রোগে হাইওসায়েমাসের বীর্য্য হাইওসায়েমিয়া বিস্তর ব্যবহার করিয়া থাকেন। হাইওসায়েমিয়ার সহিত কালীব্রোমেটমের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতেও কালীব্রোমেটমের ন্যায় মস্তিষ্কের প্রদাহ না জন্মিয়া ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বালকদিগের তরুণ উন্মাদে চিৎকারপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে জাগরণ, এবং কেহ যেন আঘাত করিতে আসিতেছে এরূপ আশঙ্কা লক্ষণে কালীব্রোমেটম ব্যবহৃত হয়। কেহ যেন রোগীকে হত্যা করিবে, অথবা তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, কিম্বা তাহার পরীবারবর্গ তাহাকে দেখিতে পারে না ও আঘাত করিতে বাসনা করে, রোগীর যদি এপ্রকার ধারণা থাকে তাহা হইলেও কালীব্রোমেটম ব্যবস্থেয়। এই সকল রোগ সূতিকা-মূলক হইলে হাইওসায়েমাস বিশেষ উপযোগী। টাইফয়েড জ্বরেও হাইওসায়েমাসের এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বেলেডোনা অপেক্ষা নিস্তেজ প্রকৃতির রোগেই হাইওসায়েমাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় যখন প্রলাপে প্রমত্ততা ও প্রচণ্ডতা থাকে তখন বেলেডোনা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন অচৈতন্যের সমধিক প্রাবল্য জন্মে, রোগী শয্যাবস্ত্র বা হস্তাঙ্গুলীগুলি একপ্রকার নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় খুঁটিতে থাকে, এবং কখন কখন কিছু যেন ধরিতেছে এরূপভাবে শূন্যে হস্ত প্রসারণ করে তখন হাইওসায়েমাসই উপযোগী। এই

সকল রোগীর জিহ্বা শুষ্ক ও আরক্ত; এবং বাক্য আয়াস-সাধ্য হয়; এবং অবশেষে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইলে দন্তে দন্ত-শর্করা জন্মে, অনিচ্ছায় মল-মূত্র নির্গত হয় ও নিম্ন হনু পড়িয়া যায়। এই লক্ষণ গুলির যদিও হাইওসায়েমাসের সহিত বিলক্ষণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তথাপি এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও সকল সময় এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে না। কিকারণে এরূপ হয় বলা যায়না, বোধহয় হাইওসায়েমাসের ক্রিয়া তত গভীর নহে বলিয়াই এপ্রকার ঘটে। এরূপ হইলে ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়ম, মিউরিয়েটিক এসিড, ও আর্সেনিকম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য্য হইতে পারে। (৪) বেলেডোনা ও হাইওসায়েমাস হইতে ষ্ট্রামোনিয়মের প্রভেদ এই যে ষ্ট্রামোনিয়মের রোগী গৃহের প্রত্যেক কোণ হইতে যেন পদার্থ সকল উত্থিত হইতেছে ও তাহার দিকে আসিতেছে এরূপ দেখিতে পায়। আলোক ও লোক-সংসর্গ লাভের তাহার অতিশয় অভিলাষ থাকে। (বেলেডোনায় আলোক ও লোক-সংসর্গে বিদ্বেষ জন্মে)। সে অত্যন্ত কথা বলে এবং প্রায় একই সময়ে হাস্য, গান, শপথ ও প্রার্থনা করে। তাহার ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তিও দৃষ্ট হয়, সে সহসা বালিশ হইতে মস্তক উঠায় ও নামায়; ভয়াকুলিত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগকে চিনিতে পারে না, তাহার অঙ্গ সঞ্চলন প্রচণ্ড হইলেও সুন্দরভাবে ও অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। কখন কখনবা উষ্ণ ঘর্ম্মে তাহার শরীর অভিষিক্ত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা রোগীর কোনরূপ শান্তি জন্মে না। হাইওসায়েমাসের ন্যায় ইহাতেও গাত্রবস্ত্র উন্মোচনের প্রবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু জননেন্দ্রিয় অনাবৃত করা অপেক্ষা সর্ব্বশরীর অনাবৃত করিবার প্রবৃত্তিই অধিক দৃষ্ট হয়। জিহ্বা প্রায়ই কোমল থাকে, ও উহাতে দন্তের চিহ্ন পড়ে, রোগী সচরাচর হিক্কা সহকারে নিদ্রাবস্থায় চিৎকার করে, তাহার মুখমণ্ডল সাধারণতঃ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ দেখায়, কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় ততপ্রগাঢ় রক্ত-সঞ্চিত দৃষ্ট হয় না।

আময়িক ব্যবহার।

উন্মাদ।—তরুণ উন্মাদরোগে হাইওসায়েমাস বিশেষ উপযোগী। প্রকৃত প্রদাহের নিদর্শনপরিশূন্য, ইন্দ্রিয় জ্ঞান-কেন্দ্রের অত্যন্ত উত্তেজনাবিশিষ্ট

উন্মাদে নিম্ন লিখিত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। রোগীর মনে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল ভাব উদিত হইতে থাকে; তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বলিয়া তাহার ধারণা জন্মে এবং তজ্জন্য সে ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করিতে অসম্মত হয়; অথবা সে মনে করে যে কোন দৈত্য তাহার অনুসরণ করিতেছে, কিম্বা কোন ব্যক্তি তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তন্নিমিত্ত সে অত্যন্ত অস্থির হয়; এবং সেই কল্পিত শত্রু হইতে পলায়ন করিবার জন্য শয্যা হইতে লম্ফদিয়া পড়ে। তাহার ইন্দ্রিয় গুলিরও বিশৃঙ্খলা জন্মে, দৃষ্ট পদার্থ অতিশয় বৃহত্তর বা রক্তবর্ণ দেখায়; কখনওবা বস্তু গুলি অতিরিক্ত সুস্পষ্ট, অর্থাৎ উহাদের সীমা-রেখা অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন দৃষ্ট হয়। রোগী তাহার প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আলাপ করে, এবং প্রাস ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করে। এসময় তাহার মুখ অধিক লাল দেখায় না, কিন্তু কেবল অল্প অল্প আরক্ত দেখা যায়; সাধারণতঃ চক্ষের তারা প্রসারিত থাকে, সুনিদ্রা হয় না, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। উন্মাদ যতই বাড়িতে থাকে, ততই রোগীর এক প্রকার সুপ্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত সুপ্তি নহে, কেন না অল্পমাত্র শব্দেই সে জাগরিত হয় ও তাহার নানাপ্রকার প্রচণ্ডতা প্রকাশ পায়। অতিসামান্য ঘটনায় তাহার ইন্দ্রিয় জ্ঞানোৎপাদক মস্তিষ্কাংশ সমুত্তেজিত হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত রোগীর দুর্ব্বলতা থাকে। নড়িতে চড়িতে বা হাঁটিতে চেষ্টা করিলে অতিশয় অবসন্নতা, ও ক্ষিপ্ততার আবেশের পরে এক বা একাধিক পেশীর স্তব্ধতা দ্বারা এই দুর্ব্বলতা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। মস্তিষ্ক যতই অবসন্ন হইতে থাকে ততই রোগী জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর ধীরে ধীরে বা অসম্বন্ধ বাক্যে প্রদান করে। কখনও বা সে সুপ্তাবস্থায় থাকে। এই সুপ্তি হইতে তাহাকে সহজেই জাগরিত করিতে পারা যায়, জাগরিত করিলে সে জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধরূপে দিয়া আবার তখনই অচেতন হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল মস্তিষ্কের ঈদৃশ অতিরিক্ত উত্তেজনা হইতে অনন্তর উহার একপ্রকার দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, তখনও রোগীর প্রলাপ বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, মলমূত্র অনিচ্ছায় নিঃসৃত হইতে থাকে, এক্ষণ আর নাড়ার পূর্ণতা ও দ্রুততা অনুভূত হয়না, কিন্তু চঞ্চলতা, সূক্ষ্মতা ও বিষমতা জন্মে। এসময় অচৈতন্য পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, জিহ্বায় ও

দন্তে দন্তশর্করা (সর্ডিস) প্রকাশ পায়, এবং ফুসফুসে, প্রদাহ জন্য নয়, কিন্তু রক্তসঞ্চয় বশতঃ রস সঞ্চিত হয়। এতৎসহকারে শ্বাসকালে নাসিকায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, মুখ বিকশিত ও নিম্নহনু নিপতিত থাকে এবং রোগী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে;কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার পেশী স্পন্দিত হয়। এই অবস্থায় রোগ উপশমিত নাহইলে শীঘ্রই সে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কখনওবা সুপ্তির পরে আবার প্রলাপ প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং রোগের লক্ষণগুলি অন্যরূপ ধারণ করে। তখন রোগীকে বুদ্ধিশূন্য দেখায় এবং সে অকারণে হাস্যকরে। সময়ে সময়ে এক এক বার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখাকৃতি জড়বৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কখনওবা তাহার অতিশয় কামোন্মত্ততা জন্মে এবং সে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিয়া জননেন্দ্রিয় অনাবৃত করিতে চেষ্টা করে। এই সকল লক্ষণের সহিত তাহার যে অস্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালন প্রকাশ পায় তাহা তির্য্যকাকার, ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায় মণ্ডলাকার নহে। হাইওসায়েমাসের মস্তিষ্ক-লক্ষণ গুলি; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিদ্বেষ বা বিরাগ রূপে এবং প্রেমভঙ্গ, ভয়, ও অন্যান্য যুগপৎ উত্তেজক ও অবসাদক চিত্তবিকারের ফলাবারেও প্রকাশ পাইতে পারে।

মস্তিষ্ক-প্রদাহ।—মস্তিষ্কের বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে পূর্ব্বকথিত লক্ষণের কতকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, অধিকন্তু মাথাঝাঁকাইলে বা *সম্মুখ দিকে অবনত করিয়া বসিলে রোগের উপশম জন্মিলে ;* (এই উপশম-লক্ষণ বেলেডোনার ঠিক বিপরীত) এবং রোগী মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া তরঙ্গের আন্দোলনের ন্যায় আন্দোলন অনুভব করিলে হাইওসায়েমাস ব্যবস্থা করা যায়।

কাস।—হাইওসায়েমাসে একপ্রকার বিশেষ কাস সমুৎপন্ন হয়। উপজিহ্বার শিথিলতা বা প্রদাহ নিবন্ধন উহা দীর্ঘীভূত হইয়া এই কাস জন্মে। উপজিহ্বা নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া জিহ্বা-মূলে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য উপদাহ জন্মিয়া কাসের উদ্রেক হয়। হাইওসায়েমাসের কাস শয়নে বর্দ্ধিত ও উঠিয়া বসিলে প্রায় সম্যকরূপে উপশমিত হয়। সাধারণতঃ ইহা রাত্রে, আহার বা পানান্তে এবং কথাবলিলে বৃদ্ধিপায়।

সমগুণ ঔষধ।—কাসরোগে হাইওসায়েমাসের সহিত আরও দুই

।তন্যৗ ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। (১) রুমেক্স ক্রিসপস তাহার একটী। কণ্ঠ-কূপ কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক হইলে এবং রোগী উষ্ণবায়ু সেবন করিতে চাহিলে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। যদ্দ্বারা বায়ুর তাপের ব্যতিক্রম জন্মে তাহাতেই কণ্ডূয়ন, সুতরাং কাস উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। এই কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন নিম্নদিকে সম্প্রসারিত হইয়া বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইলেও রুমেক্স ব্যবস্থেয় হয়। (২) মেস্থাপিপারিটাবও কাস-লক্ষণ ঠিক এইরূপ, কিন্তু এই ঔষধ রুমেক্স অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

অনিদ্রা।—অনিদ্রায়ও হাইওসায়েমাসের ব্যবহার আছে। শিশুদিগের অনিদ্রায়; নিদ্রাবস্থায় পেশী-স্পন্দ, চিৎকার ও কম্পন; এবং ভয়াকুলিত হইয়া নিদ্রাহইতে জাগরণ লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

টঙ্কার।—টঙ্কার রোগে হাইওসায়েমাস বিশেষ উপকারী। অন্য কোন ঔষধজ্ঞাপক লক্ষণ নাথাকিলে অপস্মার রোগে হাইওসায়েমাসের প্রতি অনেকটা নির্ভর করিতে পারাযায়। হাইওসায়েমাস জ্ঞাপক টঙ্কারে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, এবং আহার করিলে পূর্ব্বোক্ত কোণাকার সঙ্কলনের উদ্রেক দৃষ্টহয়। রোগী বালক হইলেই ইহা বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। বালক ক্ষুধিত হইয়া নিদ্রাহইতে জাগরিত হয়, তাহার বদন গাঢ় লোহিতবর্ণ প্রায় বেগুণি হইয়া উঠে, মুখে ফেণা জন্মে ও জিহ্বা দন্তে দংশিত হয়। এই সকল লক্ষণের পরে প্রায় সর্ব্বদাই গভীর নিদ্রা হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—অপস্মার রোগে হাইওসায়েমাসের সহিত সাইকিউটার তুলনা করা যাইতে পারে। মস্তক হইতে নিম্নদিকে শরীরে রোগাক্রমণেরসূচনা; স্থিরদৃষ্টি, প্রবল আক্ষেপ, চিৎকার; অরক্ত বদন; অতিশয় অঙ্গ-বিকৃতি; মুখে ফেণোদ্গম; নীলবর্ণ মুখমণ্ডল; শ্বাস-ক্রিয়ার অধিক প্রতিবন্ধকতা, আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে কম্প, এবং রোগাবেশের পরে অতিশয় দুর্ব্বলতা সাইকিউটার লক্ষণ।

কোরিয়া বা তাণ্ডব।—কোরিয়া রোগেও হাইওসায়েমাসের ব্যবহার আছে। রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা ও বিকম্পিত সঞ্চরণ, দূরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য, যথা গৃহের অপরপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি হস্তের নিকটে অবস্থিত বলিয়া ধরিতে চেষ্টা, ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) কোরিয়া রোগে, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে; বালক চিৎকারপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে জাগিলে; এবং অকারণে গান ও হাস্য করিলে ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবস্থা করা যইতে পারে। (২) স্নায়ু-কেন্দ্রে অতিশয় রক্তসঞ্চয়; ও নাড়ীর অতিরিক্ত উত্তেজনা লক্ষণে ভিরেট্রম ভিরিডি বিশেষ উপযোগী।

আরক্তজ্বর।—আরক্তজ্বরে কখন কখন হাইওসায়েমাস ব্যবহৃত হয়। বেলেডোনা অপপ্রয়োজিত হইলে; উদ্ভেদের মলিন বা মলিন রক্তবর্ণ থাকিলে; আংশিক বিলোপবশতঃ উদ্ভেদের স্বল্পতা জন্মিলে, এবং রোগের বিপদজনক আতিশয্যের পরিচয় স্বরূপ শয্যাবস্ত্র খুঁটন, নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন ও সুপ্তি প্রভৃতি গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—আরক্তজ্বরে মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা, সর্ব্ব-শরীরে উদ্ভেদের বিক্ষিপ্ততা, অবসন্নতার বিশেষ আধিক্য, অতিশয় পরিশুষ্ক, উত্তপ্ত, ও বেলেডোনার ন্যায় অতি তপ্ত ঘর্ম্ম বিবর্জ্জিত ত্বক্‌, এবং ঘর্ম্ম হইলেও তদ্দ্বারা অনুপশম লক্ষণে ষ্ট্রামোনিয়ম উপযোগী।

সর্প-বিষ।

সর্প-বিষের সাধারণ ক্রিয়া।

সর্প-বিষ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ল্যাকেসিস, ক্রোটেলস, ন্যাজা, ও ইলাপ্স এই চারিটীই সচরাচর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ল্যাকেসিসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। এস্থলে প্রথমে সর্প-বিষের সাধারণ ক্রিয়া, অনন্তর ল্যাকেসিসের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইল।

কোন কোন সময় সর্প-বিষের বিশেষ তীব্রতা জন্মে। সর্প যতই ক্রুদ্ধ হয় বিষও ততই তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। দংশন সময়ে বস্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা, বা দংশনের অসম্পূর্ণতাবশতঃ কখন কখন অধিক পরিমাণ বিষ রক্তে প্রবিষ্ট হয় না। প্রবিষ্ট বিষের তীব্রতা ও পরিমাণানুসারেই উহার ক্রিয়ার তারতম্য জন্মে।

সর্প-বিষের ক্রিয়া ত্রিবিধরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার ক্রিয়ার বজ্রাঘাত বা বিষ-মাত্রায় প্রুসিক এসিড সেবনের সহিত সাদৃশ্য হয়।

ইহাতে দংশিত হইবামাত্র দষ্টব্যক্তি সহসা চমকিত ও আকুলিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। পূর্ণমাত্রায় বিষের ক্রিয়ায়ই এইপ্রকার বিদ্যুত-বেগে মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় প্রকারে সাধারণতঃ দষ্ট স্থান স্ফীত ও মলিন বার্ত্তাকুবর্ণ হয়, রক্ত তরলতর হইয়া উঠে এবং সেপ্টিসিমিয়ার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। হৃদ্‌স্পন্দনের দ্রুততা বিবর্দ্ধিত, ও উহার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং তাহার গাত্রে আঠা আঠা শীতল ঘর্ম্ম জন্মে। শরীরে কাল কাল দাগ পড়ে, ও সেই সকল স্থানে রক্ত জমিয়া কালিমা বা কালশিরা উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-মণ্ডলের দুর্ব্বলতা, বা রক্তের বশতঃ রোগীর অবসন্নতা জন্মে এবং সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হয়। অথবা তৃতীয় প্রকারের অবস্থা বা স্নায়বীয় লক্ষণ সকল অর্থাৎ তাহার শিরোঘূর্ণন জন্মে, চক্ষুর সম্মুখে মলিন বর্ণ চিহ্ন দৃষ্টিহীনতা জন্মে, সর্ব্বশরীরে একপ্রকার বিশেষ কম্পন উৎপন্ন বুদ্ধিশূন্যবৎ দেখায়, এবং শ্বাস-কষ্ট বা নাসারব সংযুক্ত শ্বাস উপ-। শিরোঘূর্ণন বা কম্পনের পরে রোগী দুর্ব্বল থাকে, দষ্ট স্থান চিয়া উঠে। মল,মূত্র, ঘর্ম্ম সকলপ্রকার সমুৎসর্গেই দুর্গন্ধ জন্মে। । রক্তাতিসারের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। রোগী ক্রমে ক্রমে নস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। রক্তে ও স্নায়ুতে বিষের প্রভাবের ন্যূনাধিক্য অনুসারে সর্প বিষের একই ক্রিয়ায় এই সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার্থে ক্ষুদ্র মাত্রায় ল্যাকেসিস সেবন করিলেই পরীক্ষা-কারীর বোধ হয় যে অধ্যয়নে তাহার শ্রান্তি জন্মিবে না। সে বহুভাষী হইয়া উঠে, ও বিবিধ বিষয়ে অবিশ্রান্ত কথা বলিতে থাকে। তাহার স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয়, এবং কোন আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়। আবার সত্বর ইহার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পায়। স্নায়বীয় লক্ষণের পরিবর্ত্তে অব-সাদন, বা সম্যক পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। সর্প-বিষে বিশিষ্টরূপে ফুসফুস-পাকা-শয়িক স্নায়ু (নিউমোগ্যাষ্ট্রিক নার্ভ) ও পৃষ্ঠবংশীয় সহযোগী স্নায়ুই (স্পাই-নাল এক্‌সেসরি) আক্রান্ত হয়। সুতরাং স্বরযন্ত্র, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ও হৃৎপি-ণ্ডের লক্ষণই ইহার প্রধান প্রকৃতি-গত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার সর্প-বিষই নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর উপদাহ জন্মাইয়া শ্বাস-রোধ

বা আকুঞ্চনানুভব উৎপাদন করে। সকল সর্প-বিষের লক্ষণেই শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও হৃদ্‌লক্ষণ জন্মে।

সর্প-বিষে রক্ত সংযত হয়; কিন্তু শীঘ্রই উহা এত বিসমাসিত হইয়া পড়ে যে উহার আর গাঢ় হইবার শক্তি থাকে না। রক্ত তরল ও মলিন হইয়া উঠে এবং শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতেই ক্ষরিত হয়। এই প্রকারেই সর্প-বিষের বিশেষ প্রকৃতিগত রক্তস্রাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। *ল্যাকেসিস ও ক্রোটেলসেই রক্ত-স্রাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ইলাপ্সে অল্প ও ন্যাজায় অত্যল্পমাত্র রক্তস্রাব জন্মে।* এক্ষণ, কোন কোন শ্রেণীর রোগে সর্প-বিষ আরোগ্যকর তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। নিস্তেজ প্রকৃতির প্রদাহ, কার্ব্বঙ্কল, গ্যাংগ্রীণ, জীবনীশক্তির ক্ষীণাবস্থা ও টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বরাদিতেই এই ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

সর্প-বিষে গাত্রে এক প্রকার পীতবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ইহা পাণ্ডু-রোগজনিত পীতবর্ণ নহে, পিত্ত হইতে ত্বকে এই পীতবর্ণ জন্মে না, বিসমাসিত রক্ত হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়। *ক্রোটেলসের লক্ষণেই এই পীতবর্ণ অত্যন্ত বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।* আবার, গাত্র-ত্বক পরিশুষ্ক ও খর-স্পর্শ অথবা আঠা আঠাও দৃষ্ট হইতে পারে। ল্যাকেসিসের লক্ষণেই বিশিষ্টরূপে ত্বকের ঈদৃশ প্রকৃতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সমুৎসর্গে দুর্গন্ধ জন্মে। ল্যাকেসিসের আকারবিশিষ্ট মলেও অত্যন্ত পূতিগন্ধ থাকে। সকল সর্প-বিষেই হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়। এজন্য, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, পদের শীতলতা, ও কম্পন সকল সর্প-বিষেরই বিশেষ-লক্ষণ। সর্প-বিষের কম্পন লক্ষণ কেবল স্নায়বীয়তাবশতঃ জন্মে না, উহা রক্তের বিষ-দুষ্টতাজনিত দৌর্ব্বল্য হইতে উৎপন্ন হয়। এতজ্জনিত পদের শীতলতা বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় রক্ত-সঞ্চয় জ্ঞাপক নহে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। বেলেডোনায় মস্তকাভিমুখে রক্ত প্রধাবিত হওয়াতে মস্তক উত্তপ্ত ও পা শীতল হয়। সর্প-বিষে হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন পাদ-দেশ পর্য্যন্ত রক্তসঞ্চারিত হইতে পারেনা, সুতরাং পা শীতল থাকে।

ন্যাজার হৃদ্‌-লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ন্যাজার লক্ষণে হৃদ্‌কপাটের রোগের গৌণফলের ও ল্যাকেসিসের লক্ষণে হৃৎপিণ্ডের আমবাতিক রোগের পূর্ব্বরূপের নিদর্শনই সমধিক সুস্পষ্ট

দুষ্ট হয়। তাহার ক্রিয়ার মূললক্ষণ সহকারে সম্মুখ কপালে ও শঙ্খস্থলে এক প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে, হৃৎপিণ্ড বিশৃঙ্খলভাবে স্পন্দিত হয়। রোগী শ্বাস-রোধ সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। অন্যান্য সর্প-বিষ অপেক্ষা ইহাতেই সর্বাধিক স্নায়বীয় লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

সকল সর্প-বিষেই কোষময় বিধান-তন্তুর (সেলুলার টিস্থ) প্রদাহ জন্মায়। সুতরাং টাইফয়েডজ্বর, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগে সেলুলাইটিস উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই সকল ঔষধে উপকার দর্শে।

ডিপথিরিয়া রোগে নাসিকার দুর্নিবার রক্তস্রাবের চিকিৎসায় ক্রোটেলস বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ফুসফুস হইতে রক্তপাতে পতিত রক্তের বর্ণ মলিন থাকিলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হইলে ইলাপ্স ফলপ্রদ।

এলকোহলই সর্প-বিষের প্রধান ঔষধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্প-দষ্ট ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এলকোহল পান করিলেও তাহার মত্ততা জন্মেনা। সর্পে দংশন করিলে ব্রাণ্ডী বা হুইস্কি মদিরা অধিকপরিমাণে পান করা কর্ত্তব্য। যেপর্য্যন্ত না মদিরার প্রভাব প্রকাশিত হয় সে পর্য্যন্ত বিরত হওয়া উচিত নহে। ডাঃ হেরিং সর্পদংশনে বিকীরণশীল উত্তাপ প্রয়োগের বিধিদেন। তিনি উত্তপ্ত অগ্নির নিকটে দষ্টস্থান ধরিয়া রাখিতে বলেন। এমোনিয়া ও প্যার্ম্যেঙ্গেনেট-অভ-পটাশও ইহার বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ল্যাকেসিস।

বিশেষ বিবরণ।

সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ।—ল্যাকেসিসের সার্ব্বভৌমিক লক্ষণগুলি এই:— (১) যে সকল ব্যক্তির গাত্র-ত্বকে সবিশেষ স্পর্শানুভব বিদ্যমান তাহাদের পক্ষেই ল্যাকেসিস বিশিষ্টরূপে উপযোগী। ল্যাকেসিসের রোগী সুপ্তাবস্থায় নিপতিত থাকিলেও নাড়ী পরীক্ষাদি করিবার জন্য তাহার শরীর স্পর্শ করিলে সে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। ডাঃ হেরিং সর্ব্বপ্রথমে এই ঔষধ পরীক্ষা

করেন। পরীক্ষা-কালে তাঁহার গ্রীবার বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে হইত। গলাবন্ধ সর্ব্বদাই ঢিলা করিয়া রাখিতে হইত। সুতরাং তিনি এই লক্ষণের উল্লেখ করেন। তৎপরে চিকিৎসা-কালে অনেকবার ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হইয়াছে। ল্যাকেসিসে যে কেবল গ্রীবায়ই স্পর্শাধিক্য জন্মে এমন নহে, সর্ব্বশরীরেই এই লক্ষণের পরিব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় শরীর-পরিধির স্নায়ুর উপদাহ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই রোগী স্পর্শ বা মৃদু প্রচাপন সহ্য করিতে পারে না। প্রদাহ বশতঃ এই স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে না, সুতরাং একোনাইট, আর্ণিকা, বা বেলেডোনা জনিত প্রাদাহিক স্পর্শ-দ্বেষের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ল্যাকেসিসের স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণ এপিস্ হইতে স্বতন্ত্র। এপিসের স্পর্শ-দ্বেষে আর্ণিকা অপেক্ষা তীব্রতর ঘৃষ্টবৎ অনুভব বিদ্যমান থাকে। নক্সভমিকা ও লাইকোপোডিয়মের স্পর্শ-দ্বেষ কেবল আহারান্তে কটিদেশে অনুভূত হয়। (২) ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় বামপার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। কোন কোন রোগে যেমন শরীরের একপার্শ্ব অপেক্ষা অন্য পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়, কোন কোন ঔষধেরও তদ্রূপ এক পার্শ্বেই সমধিক ক্রিয়াদর্শে। শরীরের বাম পার্শ্ব দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা দুর্ব্বল, সুতরাং যে সকল ঔষধের ক্রিয়া অবসাদকর তাহাতে বাম পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। (৩) সম্ভবতঃ ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে (নিউমোগ্যাষ্ট্রিক নার্ভ) ল্যাকেসিসের ক্রিয়া নিবন্ধন নিদ্রায় উহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই জন্যই নিদ্রার পরে ল্যাকেসিসের রোগীর সমস্ত লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। নিদ্রান্তে উপচয় ল্যাকেসিসের একটী সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ। এই ঔষধ জ্ঞাপক সকল রোগেই এই লক্ষণটী বর্ত্তমান দেখা যায়। শ্বাস-কেন্দ্রে ল্যাকেসিসের প্রভাব দর্শে, অপিচ ইহার ক্রিয়ায় দুর্ব্বলতা জন্মে, সুতরাং নিদ্রান্তে রোগ-লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হয়। কেননা, জাগ্রতাবস্থায় শ্বাস-ক্রিয়ার উপর রোগীর কতকটা আধিপত্য থাকে। নিদ্রাকালে এই ইচ্ছায়ত্ত আধিপত্যের অভাব হয়, কাজেই তখন ল্যাকেসিসের দৌর্ব্বল্যজনক ক্রিয়ার সমধিক প্রাবল্য জন্মে।

মুখমণ্ডলের বর্ণ।—ভিন্ন ভিন্ন রোগকালীন শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে ল্যাকেসিস জ্ঞাপক রোগীর মুখমণ্ডলের বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয় অনেক রোগেই রোগীর বদন মৃত্তিকার ন্যায়

পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদ-বিশিষ্ট রোগে উহা স্ফীত ও নীলাভ-লোহিতবর্ণ হয়। উদ্ভেদ বহির্গত হইলে, মলিনবর্ণবিশিষ্ট পিড়কাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। অচৈতন্য সংযুক্ত, ল্যাকেসিস সূচক মুখাকৃতি ব্যাকুলিত ও যাতনা-ব্যঞ্জক দেখায়; বদন অমিতাচারীর ন্যায় বিকৃত হইয়া উঠে; এবং চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয়। পর্য্যায় জ্বরাদিতে উদরের উপসর্গে মুখমণ্ডলের ধূলীর ন্যায় ধূসরবর্ণ জন্মে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) মুখমণ্ডলের স্ফীততায় ল্যাকেসিসের সহিত এপিস, বেলেডোনা, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়ম, হাইওসায়েমাস, রসটক্স, পলসেটিলা, ষ্ট্রামোনিয়ম, কালি-কার্ব্ব, ও ফসফরাসের তুলনা হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের স্ফীততায় (ফুলফুল আকারে) আরক্ততা না থাকিলেও এপিস, আর্সেনিক, ও কালী-কার্ব্বের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য হয়। এপিসের লক্ষণে অক্ষিপুটে যাতনা, ও একপ্রকার গুরুতানুভব, আর্সেনিকে চক্ষু, ভ্রূমধ্য ও কপালে স্ফীততার অবস্থিতি, এবং কালী কার্ব্বে উপরের অক্ষি-পুটের থলীর ন্যায় স্ফীততা, অপিচ গণ্ডস্থলের আকস্মিক স্ফীততা বিদ্যমান থাকে। (২) পাণ্ডুবর্ণ, বা মৃদ্বর্ণ মুখাকৃতি লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত আর্সে-নিক, বিউফো, লাইকোপোডিয়ম, কার্ব্বো-ভেজি, রসটক্স, সিঙ্কোনা, ফসফরাস, ও ফসফরিক এসিডের তুলনা হয়। (৩) অমিতাচারজনিত মুখাকৃতির ন্যায় বিশীর্ণ মুখাকৃতি লক্ষণে, ব্যাপ্টিসিয়া, হাইওসায়েমাস, কার্ব্বো-ভেজি, নক্স-ভমিকা, সলফার, ওপিয়ম, ও নক্সমস্কেটা ল্যাকেসিসের সমতুল্য। (৪) চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল লক্ষণে, আর্সেনিক, কুপ্রম, ফসফরাস, সিকেলি, ও ভিরেট্রমের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য হয়।

মানসিক লক্ষণ।—ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় নিম্নলিখিত মানসিক লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়। রোগী স্নায়বীয়, উৎকণ্ঠিত, ও বহুভাষী হইয়া উঠে, শীঘ্র শীঘ্র এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয়, কখনও বা তাহাকে যেন কেহ বিষ খাওয়াইবে তাঁহার এপ্রকার আশঙ্কা জন্মে। মনোহর গল্প শুনিলে তাহার অত্যধিক উত্তেজনা প্রকাশ পায় ও শারীরিক লক্ষণগুলির তীব্রতা উপস্থিত হয়। প্রদত্ত ঔষধ সে সেবন করিতে অস্বীকার করে। কখনও বা সে যেন মরিয়াছে ও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে

তাহার এরূপ বোধ হয়। বাবদূকতার সহিত নিদ্রালুতাও থাকিতে পারে, কিন্তু সে নিদ্রা যাইতে পারে না। মন এত দ্রুততার সহিত ভাবোদয় হইতে থাকে যে তাহা লিখিতে পারা যায় না। সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে, তখন তাহার মানসিক ক্রিয়াশীলতার বড়ই আধিক্য জন্মে। এই উত্তেজনার অবস্থার সহিত আর এক প্রকার অবস্থা বিমিশ্রিত থাকে এবং শীঘ্রই সেই অবস্থা সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চিত্তের দুর্ব্বলতা জন্মে। সে অনায়াসে চিন্তা করিতে পারে না। কোন শব্দের বর্ণ-বিন্যাস করিতে হইলে তাহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে হয়। (সলফার ও লাইকোপোডিয়মেও এই লক্ষণটী আছে)। তাহার থেরিডিয়ন ও মস্কসের লক্ষণের ন্যায় নয়ন-নিমীলনে বিবর্দ্ধিত ভ্রমি জন্মে, অথবা ভ্রমি উপবেশনে বা শয়নে বৃদ্ধি পায়। কখন কখন মুহুর্মুহু প্রলাপ উপস্থিত হয়, কখনওবা আবার প্রগাঢ় নিশ্চেষ্টতা জন্মে এবং তৎসহকারে শরীর-শাখা শীতল ও হস্ত ও দেহ প্রকম্পিত হয়। জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে উহা কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হয়, অথবা দন্তে আটকিয়া যায়। জিহ্বা বহির্গত হইলেও কম্পিত হইতে থাকে। উহা সাধারণতঃ মলিন কপিশ বর্ণ লেপে আচ্ছন্ন এবং উহার অগ্রভাগে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা দৃষ্ট হয়। ওষ্ঠ বিদারিত হয় ও উহা হইতে মলিন বর্ণ রক্ত ক্ষরিত হয়। বাবদূকতার পরে সাধারণতঃ অবসন্নতা জন্মে, ও সন্নিপাতাবস্থার ন্যায় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। তখন রোগীর প্রলাপ প্রকাশ পায়, সেই প্রলাপে বেলেডোনার প্রলাপের ন্যায় প্রচণ্ডতা থাকেনা। জিহ্বার মলিন বর্ণ লেপ রোগের সন্নিপাত প্রকৃতির পরিচায়ক, এবং জিহ্বা বাহির করিতে আয়াস ও দন্তে উহার আবদ্ধতা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের নিদর্শন।

আময়িক ব্যবহার।

টাইফয়েড জ্বর।—পূর্ব্ববর্ণিত মানসিক লক্ষণানুসারে সন্নিপাত জ্বরে ও অন্যান্য রোগের সন্নিপাতাবস্থায় ল্যাকেসিস পরমোপকারী ঔষধ। উল্লিখিত বাবদূকতা এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। সন্নিপাতাবস্থাপন্ন এই সকল রোগীর ল্যাকেসিস জ্ঞাপক আর একটী মানসিক লক্ষণও থাকিতে পারে অর্থাৎ

তাহারা যেন কোন দৈবীশক্তি দ্বারা প্রভাবিত তাহাদের এরূপ মনে হয়। সচরাচর অতিসার বিদ্যমান থাকে এবং মলে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ হয়। মলের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ল্যাকেসিসের একটী বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে ডিপথিরিয়া বা স্কার্লেটিনা রোগেও ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মল আকার বিশিষ্ট ও অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক হইলেও তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। টাইফয়েড জ্বরের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নিম্নহনু ঝুলিয়া পড়ে, ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনার অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনও ল্যাকেসিস ব্যবহার করা যায়।

সমগুণ ঔষধ।—১। পূর্ব্বোক্ত বাবদূকতায় ল্যাকেসিসের সহিত ষ্ট্রামোনিয়ম ও এগেরিয়সের তুলনা হয়। আরক্ত মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের উত্তেজনার অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা ল্যাকেসিস হইতে ষ্ট্রামোনিয়মের প্রভেদ করা যায়। মিকাইটিস, এক্টিয়া রেসিমোসা, এবং পারিস কোয়াড্রিফোলিয়াও বাবদূকতা উৎপন্ন করিয়া থাকে। মিকাইটিসের বহুভাষিতা মদিরামত্তের ন্যায়; এক্টিয়া রেসিমোসার বহুভাষিতা সাধারণতঃ ঋতুবিলোপ, সূতিকোন্মাদ, বা মদাত্যয় রোগের সহিত সংসৃষ্ট দেখা যায়। মদাত্যয়ের বাবদূকতায় ল্যাকেসিসও উপকারী। মূষিকাদি বিষয়ক অবাস্তবিক কল্পনা; নিদ্রাশূন্যতা; মস্তকে বুদ্ধি-ভ্রংশবৎ অনুভব; প্রতিনিয়ত আলাপ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন বিশিষ্ট অবিরাম জল্পনা, এবং রোগীর ইতস্ততঃ বিচরণ,—এই সকল লক্ষণ এক্টিয়া দ্বারা আরোগ্য হয়। ল্যাকেসিস জ্ঞাপক বহুভাষিতা ও অবাস্তব-দর্শন সহকারে অধিকতর সুস্পষ্ট হস্ত-কম্প, অতিসার এবং অবসন্নতা বিদ্যমান থাকে। চা সেবন করিলে যে প্রকার সজীবতা ও বাচালতা উৎপন্ন হয়, পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া ঠিক তদ্রূপ বাচালতা জন্মায়।

২। এই সকল সন্নিপাত প্রকৃতির জ্বরে ল্যাকেসিসের সহিত ওপিয়ম, হাইওসায়েমাস, আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ম, ও রসটক্সের তুলনা হইতে পারে। (১) ওপিয়ম।—টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনায় ওপিয়মও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে অবস্থায় ওপিয়ম ব্যবস্থেয় তাহা ল্যাকেসিস হইতে স্বতন্ত্র। নিম্ন হনুর পতন সহকারে জ্ঞানশূন্যতা, সশব্দ নিশ্বাসপ্রশ্বাস, এবং মুখমণ্ডলের কাল বা কপিশের আভাযুক্ত লোহিত বর্ণ অহিফেণের প্রয়োগ-

লক্ষণ। মুখমণ্ডলের আরক্ততার যতই অধিকতর মলিনতা থাকে ততই এই ঔষধ অধিকতর উপযোগী হয়। টাইফয়েড জ্বরের বিষ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, মুখমণ্ডলের পূর্ব্বোক্ত অবস্থার উৎপত্তি হইলে ল্যাকেসিস; এবং মস্তিষ্কে তীব্র রক্তসঞ্চয়ের গৌণফলস্বরূপ জন্মিলে ওপিয়ম ব্যবস্থেয়। (২) হাইওসায়েমাস।—হাইওসায়েমাসের সহিত ল্যাকেসিসের সম্ভবতঃ অধিক সাদৃশ্য আছে। ইহার লক্ষণেও নিম্নহনুর পতন; দুর্ব্বলতা ও কম্প; এবং পেশীর স্পন্দন লক্ষিত হয়। কিন্তু পেশীর স্পন্দনই হাইওসায়েমাসের প্রধান লক্ষণ। এই ঔষধেও ওপিয়মের ন্যায় সশব্দ শ্বাস-লক্ষণ, এবং তৎসহকারে অনিচ্ছায় মল স্রাব ও অতিশয় অবসাদ বিদ্যমান থাকে। (৩) আর্ণিকা।—মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তসঞ্চয় থাকিলে আর্ণিকাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিপতিত নিম্নহনু ও স্থিরনেত্র সহকারে অচৈতন্য; মুখমণ্ডলের মলিন আরক্তিমা; অনিচ্ছায় মলমূত্র নিঃসরণ, এবং গাত্রে কালিমা অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও নীল মিশ্রিত, অসম সীমা-রেখা বিশিষ্ট মলিন চিহ্ন আর্ণিকার ব্যবস্থা-লক্ষণ। এই কালিমা বা কালশিরা দ্বারাই উল্লিখিত ঔষধ গুলি হইতে আর্ণিকার প্রভেদ হইয়া থাকে। (৪) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়ম ল্যাকেসিসের অনুপূরক, সুতরাং ল্যাকেসিসের পরে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলি অপেক্ষা ইহারই সমধিক উপযোগী হইবার সম্ভাবনা। নিপতিত নিম্নহনু ও শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ সমন্বিত অচৈতন্য; নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কালে গলায় শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ; অশ্রুপ্লাবিত ও অবিচলিত নয়ন;—লাইকোপোডিয়মের প্রয়োগ-লক্ষণ।

রজোনিবৃত্তি।—রজোনিবৃত্তিকালে ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী ঔষধ। বারংবার গর্ভধারণ ও কঠিন পরিশ্রমে স্ত্রীলোকেরা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই অবসন্ন অবস্থায় সহসা একেবারে রজ-স্রাবের নিবৃত্তি জন্মে। স্রাবাবরোধে সাধারণতঃ ল্যাকেসিসের রোগীর মন্দাবস্থা উৎপন্ন হয়। নিবৃত্তরজস্কাদিগেরও রজস্বাবস্থায় সম্ভবতঃ ঋতুর সময় অপেক্ষা তৎপূর্ব্বেই শারীরিক অবস্থার অপকৃষ্টতা থাকে। এই সকল রোগিণীর কম্পিত নাড়ী; একপ্রকার বিশেষ শিরোবেদনা; ও বিরক্তিকর মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের শরীরেই ল্যাকেসিসের প্রকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে। এস্থলেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ভ্রমি ও মূর্চ্ছা।—শিরোঘূর্ণন ও মূর্চ্ছাদি রোগে চক্ষু বুজিলে, বসিলে বা শয়ন করিলে রোগের আধিক্য জন্মিলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। এই রোগে ল্যাকেসিসের সহিত থেরিডিয়ন নামক ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। চক্ষু বুজিলে থেরিডিয়নের শিরোঘূর্ণনও বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই ঔষধ ব্যাপক ভ্রমি, বেদনা, ও বিবমিষা গোলমালে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা জনিত শিরোঘূর্ণন ও মূর্চ্ছায় ল্যাকেসিসের সহিত আর্সেনিক, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, ডিজিটেলিস, ভিরেট্রম এলবম, ও ক্যাম্ফরের তুলনা করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) লরোসিরেসস।—অনেকক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছায় প্রতিক্রিয়া-শক্তির অভাবের ন্যায় দেখাইলে; রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর নীলবর্ণ, ও শরীর শীতল থাকিলে; এবং বলপূর্ব্বক কোন তরল পদার্থ গলায় ঢালিয়া দিলে, শব্দ করিয়া তাহা আমাশয়ে প্রবেশ করিলে লরোসিরেসস বা হাইড্রোসায়েনিক এসিড ব্যবস্থেয়। স্কার্লেটিনা আদি কোন রোগের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট থাকা বশতঃ ঈদৃশ মূর্চ্ছালক্ষণ উপস্থিত হইলে, এবং পিড়কাগুলির নীলবর্ণ থাকিলে ও চাপদিলে অতি ধীরে ধীরে পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হইলেও এই ঔষধ উপযোগী। (২) ডিজিটেলিস।—চক্ষুতে আঁধার দিয়া মূর্চ্ছা জন্মিলে সর্প-বিষের সহিত ডিজিটেলিসেরও সাদৃশ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ নাড়ীর অতিশয় মন্দগতি, এবং রোগীর বিবমিষা ও উদরোর্দ্ধদেশে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ডিজিটেলিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। (৩) ভিরেট্রম।—গাত্রের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্ম ক্যাম্ফর ও ভিরেট্রম এলবম উভয় ঔষধেরই লক্ষণ; কিন্তু কপালের শীতলতা ও ঘর্ম্মাক্ততা কেবল ভিরেট্রমেরই লক্ষণ। শয়নাবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উঠাইলে পাণ্ডুরতা এবং মূর্চ্ছা প্রাপ্তি; নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। (৪) ক্যাম্ফর।—গাত্রের তুষারবৎ শীতলতা; লরোসিরেসসের লক্ষণের ন্যায় সহসা অবসাদন; এবং শরীরের ঈদৃশ শীতলতা সত্বেও, অচেতন অবস্থায় পর্য্যন্ত, নড়িতে চড়িতে সামর্থ্য জন্মিবামাত্র আচ্ছাদন-বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ ক্যাম্ফরের লক্ষণ।

সন-ষ্ট্রোক বা অর্কাঘাত।—সূর্য্যের উত্তাপজনিত অপকারে ল্যাকেসিসের সহিত গ্লনয়েন, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, ভ্যাট্রম-কার্ব্ব, ও থেরিডিয়নের

তুলনা হইয়া থাকে। স্ফীত আরক্ত বদন, পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা, ও অচৈতন্যাদি লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত গ্লনয়েন ও বেলেডোনার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের সূর্য্যোত্তাপ সম্ভূত অহিতেই ল্যাকেসিস উপযোগী। সর্পের উষ্ণ ঋতু সহ্য হয় না। এই জন্যই সর্প-বিষসূচক অধিকাংশ রোগই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। অপরিমিত মদিরাপান বা মানসিক শ্রান্তিবশতঃ অবসন্ন রোগীর সূর্য্যের উত্তাপে দুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন, ও মূর্চ্ছা জন্মিলে; অথবা রক্ত-সঞ্চয় উপস্থিত হইয়া মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা, অথচ নিমগ্নতা ও মৃতবৎ শ্যাববর্ণ; এবং শরীর—শাখার শীতলতা উৎপন্ন হইলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। এই প্রকার অবস্থায় জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, মূর্চ্ছাবেশের আতিশয্য জন্মিলে, এবং গাত্র তুষারবৎ শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাভিষিক্ত হইলে ক্যাম্ফর উপযোগী। গ্রীষ্মজনিত শ্রান্তিতে ল্যাকেসিস ও ন্যাট্রম কার্ব্ব, উভয়ই ফলপ্রদ। সেলেনিয়ম ও ন্যাট্রম মিউরও ব্যবহৃত হইতে পারে।

শিরোবেদনা।—ল্যাকেসিসের শিরোলক্ষণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এতদ্দ্বারা এক প্রকার শিরোবেদনা জন্মে, বামচক্ষুতে ও উহার উপরিভাগে সেই শিরোবেদনার আতিশয্য থাকে। বেদনা অতিশয় সুতীব্র হয় ও দপদপ করে। রজোনিবৃত্ত কালে, অথবা সামান্য প্রতিশ্যায় সহকারে এই শিরঃপীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিশ্যায়ের স্রাব নিঃসরণ দেখা দিলেই ইহার উপশম পড়ে। স্রাব নিঃসরণ হইবামাত্র রোগীর উপশমানুভব ল্যাকেসিসের একটী সার্ব্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে শিরঃপীড়া-পূর্ব্ব বক্ষ-কৃচ্ছ্রে, ল্যাকেসিস ব্যবহার করাতে রোগের শান্তি জন্মিয়াছিল।

সমগুণ ঔষধ।—প্রতিশ্যায় ও আমবাতজনিত শিরোবেদনায় ল্যাকেসিসের সহিত মারকিউরিয়স, সিঙ্কোনা, পলসেটিলা; ব্রাইওনিয়া ও জেলসিমিয়মের তুলনা হইয়া থাকে। যৎসামান্য বায়ু-প্রবাহে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে, বিলুপ্ত প্রতিশ্যায়জনিত শিরঃপীড়ায় সিঙ্কোনা ফলপ্রদ। প্রতিরুদ্ধ প্রতিশ্যায়ের স্রাব গাঢ় পীতবর্ণ হইলে ব্রাইওনিয়া, ও সবুজবর্ণ হইলে পলসেটিলা ব্যবস্থেয়। গতি-শক্তির ন্যূনতা, রোগীর নিদ্রালুতা, এবং মস্তকের পৃষ্ঠ-ভাগ হইতে কপালে ও মুখমণ্ডলে স্নায়বীয় বেদনা লক্ষণে জেলসিমিয়ম উপযোগী।

আমাশয় বা অন্ত্রের বিশৃঙ্খলা হইতে উৎপন্ন; অথবা জ্বর বা জাইমোটিক (বিষবিশেষের অন্তরুৎসেচনে সমুৎপন্ন) রোগ সংসৃষ্ট শিরঃপীড়ায়ও রক্তের ঊর্দ্ধগতি; মস্তকে দপদপ; বদনের মলিন আরক্ততা ও স্ফীততা; চিত্তের বিশৃঙ্খলতা, বা সম্যক সুপ্তি, এবং তৎসহকারে সচরাচর আংশিক দৃষ্টিহীনতা, হৃৎস্পন্দ ও মূর্চ্ছা; তীব্র, ভল্ল-বেধবৎ বেদনা, নাসা-মূলে বেদনার কেন্দ্রীভূততা অনুভব, কখনওবা গণ্ডাস্থির মুগরবৎ প্রবর্দ্ধন হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনার গতি; কিম্বা মস্তক হইতে চক্ষুর অভ্যন্তরে উহার সংপ্রসারণ (ঈদৃশী বেদনার গতি ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ);—এই সকল লক্ষণে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। আমবাতমূলক স্নায়ব এক প্রকার শিরোবেদনায়ও এই ঔষধ উপযোগী। ইহাতে মস্তকের বেদনা স্কন্ধে ও আক্রান্ত পার্শ্বের ঘাড়ে চলাচল করে এবং তৎসহকারে প্রায়ই অল্প অল্প গ্রীবাস্তম্ভ বিদ্যমান থাকে।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ।—উৎকট শিরোরোগেও ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয় হইতে পারে। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে, মস্তকে তীব্র বেদনা, তজ্জন্য যাতনায় রোগীর চিৎকার; কণ্টকিত ও আলোড়িত জিহ্বা; এবং মস্তক আন্দোলন ও উপাধানে প্রবিষ্টকরণ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্কার্লেটিনা, বসন্ত, বা বিসর্পাদি রোগ ভালরূপে উদ্ভিন্ন না হইয়া অথবা বসিয়া গিয়া মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিলে ল্যাকেসিস বিশেষ উপযোগী। ইহাতে রোগীর প্রথমতঃ অতিশয় নিদ্রালুতা জন্মে, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারা যায়না; তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; অনন্তর শীঘ্র সুপ্তি প্রকাশ পায় ও সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখন অনায়াসে তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতে পারা যায়না।

সমগুণ ঔষধ।—মিনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি রোগের তীব্র শিরোবেদনায় বেলেডোনা ও ল্যাকেসিসের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিসর্পজনিত মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে, স্কার্লেটিনা, ও সংন্যাসাদি রোগে উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এই সকল রোগের প্রারম্ভাবস্থায়ই বেলেডোনা উপযোগী হয়। বেলেডোনার লক্ষণে সুপ্তি উপস্থিত হইলেও উপদাহের নিদর্শন বিদ্যমান থাকে, সম্যক অবসাদনের প্রমাণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং এই ঔষধ জ্ঞাপক অবস্থায় রোগী গাঢ়নিদ্রা হইতে বারবার চমকিত

হইয়া উঠে; চিৎকার করে; দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে; এবং ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। তাহার নাড়ী সাধারণতঃ সবল, গাত্র-ত্বকের রক্তসঞ্চয় উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, অথবা অধিকতর তীব্র হইলে গাঢ় লোহিত, ও সীসবর্ণ হয়। স্কার্লেটিনাদি রোগে উদ্ভেদ গুলি আবক্ত থাকে। ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় জীবনীশক্তির নিস্তেজতা জন্মিয়া শরীর-শাখার শীতলতা, উদ্ভেদের নীলাক্ততা, এবং কোষময় বিধান-তন্তুর রস-প্রসিক্ততা ও দূষিত পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা উৎপন্ন হয় না। বেলেডোনা ব্যবহারের পরে মস্তিষ্কের অবসাদন, বা রক্তের বিষ-দুষ্টতা, অথবা পক্ষাঘাতের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। এই অবস্থায়ও রোগী নিদ্রায় কাঁদিয়া উঠে অথবা সন্ত্রস্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়; তাহার জিহ্বা উন্নত কণ্টকাবৃত, মস্তক উত্তপ্ত, ও মুখমণ্ডল আবক্ত থাকে, কিন্তু নাড়ী দ্রুততর ও ক্ষীণতর, পদদ্বয় শীতল, ও গাত্রের উত্তাপ অসম অর্থাৎ কোথাও অধিক কোথাও অল্প হয়; চিত্তের অধিকতর অপরিচ্ছন্নতা জন্মে ও আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে তন্দ্রালুতা উপস্থিত হয়, এবং রোগ ভেদে প্রদাহিত স্থল, অথবা কৃত্রিম ঝিল্লী, বা পীড়কা অধিকতর বার্ত্তাকু বর্ণ ধারণ করে,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয় হয়।

অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি।—চক্ষুতে ল্যাকেসিসের ক্রিয়া নিবন্ধন দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দর্শন; সহসা দৃষ্টি শক্তির বিলোপ অনুভব, মূর্চ্ছাবৎ অনুভব ও হৃৎকম্প, এবং এতৎসহকারে স্নায়বীয় কম্পন জন্মে। এজন্য হৃদ্রোগ ও শিরোঘূর্ণনের নিদর্শনস্বরূপ দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতায় ল্যাকেসিস একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রেটিনার এপোপ্লেক্সি নামে যে রোগ অভিহিত হয় তাহাতেও ল্যাকেসিস প্রয়োগে রক্ত পরিশোষিত হইয়া সুন্দর উপকার দর্শে। রেটিনার ঈদৃশ অবস্থায় ক্রোটেলস, ফসফরাস, ও আর্ণিকা ল্যাকেসিসের প্রায় সমকক্ষ।

অভিষ্যন্দ।—গণ্ডমালা জনিত অভিষ্যন্দ রোগে নিদ্রার পরে রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ল্যাকেসিস প্রযোজিত হইয়া থাকে। অতিশয় আলোকাতঙ্ক; জ্বালাকর, সূচীবেধবৎ, সঞ্চরমান অর্থাৎ শঙ্খস্থান, মস্তক-শিখর, ও মস্তকের পশ্চাৎভাগে সংপ্রসারিত বেদনা, অক্ষিতে ও অক্ষিপুটে স্পর্শেবিবর্দ্ধিত কণ্ডূয়ন

ও হুল-বেধ; এবং কুজ্ঝটিকাবৎ দৃষ্টি ও চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ শিখা-দর্শন; এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ।

কিরেটাইটিস।—কিরেটাইটিস রোগে চক্ষুর চারিদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রাতে অক্ষিপুটের স্ফীততা, এই কর্ত্তনবৎ বেদনা সহকারে অক্ষি পুটের স্নায়ু-শূল, ও ঋতু-কালে উহার বৃদ্ধি লক্ষণে ক্রোটেলসও উপযোগী হইতে পারে।

কর্ণ-রোগ।—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ণনাদে, কর্ণে গর্জ্জন বা সঙ্গীতবৎ শব্দ হইলে এবং কর্ণের অভ্যন্তরে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া উহা নাড়িলে কর্ণ-নাদের উপশম জন্মিলে ল্যাকেসিস ফলপ্রদ। সুতরাং প্রতিশ্যায় জনিত কর্ণ-নাদেই এই ঔষধ উপযোগী, রক্তসঞ্চয় মূলক কর্ণ-নাদে ইহা ব্যবস্থেয় নহে। এতদ্দ্বারা কর্ণ-মলের (কাণের খোলের) গুণের বৈলক্ষণ্য জন্মে এবং উহা লেহবৎ ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। কর্ণ ও স্তনাগ্রবৎ প্রবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্ফীত হয় এবং তাহাতে দপদপকর বেদনা ও স্তব্ধতা জন্মে। এস্থলে ল্যাকেসিসের সহিত নাইট্রিক এসিড, ক্যাপ্সিকম, অরম, হিপার, ও সাইলিশিয়ার তুলনা হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—ল্যাকেসিসের ন্যায় কর্ণে ইলাপ্স ও ক্রোটেলসেরও ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং কৃষ্ণবর্ণ কর্ণ-মল, কর্ণ-নাদ, ও কর্ণ-স্রাব লক্ষণাপন্ন কর্ণের একপ্রকার প্রতিশ্যায় উৎপাদিত হয়। (১) ইলাপ্সের কর্ণ-স্রাব পীতমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ, তরল, ও রক্তাক্ত থাকে। কর্ণ-কুহরে অঙ্গুলী প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চালন করিলে ইউষ্টেকিয়ানটিউবের অবরুদ্ধতার উৎকর্ষ কেবল ল্যাকেসিসেরই লক্ষণ। (২) ক্রোটেলস কর্ণে একপ্রকার অবরোধানুভব জন্মায়। দক্ষিণ কর্ণে উহার আধিক্য অনুভূত হয়। এবং রোগীর বোধহয় যেন তপ্ত কর্ণ-মল গলিয়া বাহির হইতেছে।

আক্ষেপ।—মুখমণ্ডলের আক্ষেপ; বিকৃত ভঙ্গি; হনু-স্তম্ভ, পশ্চাৎদিকে দেহ প্রসারণ, চিৎকার, এবং পদের শীতলতা ও কণ্ডূয়ন ল্যাকেসিসের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—মুখমণ্ডলের আক্ষেপে ল্যাকেসিসের সহিত নক্সভমিকা, হাইওসায়েমাস বেলেডোনা, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, লাইকো-

পোডিয়ম, সাইকিউটা, ক্যাম্ফর, ফাইটোলাক্কা, ও আর্সেনিকমের তুলনা হইয়া থাকে। (১) আর্সেনিক।—সর্প-বিষজনিত মুখাকৃতি ও আক্ষেপাদির সহিত আর্সেনিকসূচক মুখাকৃতির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। তবে আর্সেনিকের উৎকণ্ঠা ও যাতনা সহকারে অধিকতর অস্থিরতা ও উপদাহিতা, এবং মৃত্যু-ভয়াদি বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে শীর্ণ; আকুঞ্চিত, ও শীতল ঘর্ম্মাক্ত, এবং চক্ষু নিমগ্ন হয়। ধাতুবিকৃতি জন্মিলে মুখমণ্ডল পীত বা মৃদ্বর্ণ থাকে। হনুস্তম্ভাদি আক্ষেপিক লক্ষণ থাকিলে রোগীর শরীর উষ্ণ সত্বেও তাহাকে মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। সহসা সে উত্থিত হয় ও তাহার প্রবল আক্ষেপ জন্মে, অনন্তর আবার পূর্ব্বের ন্যায় মৃতবৎ আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত ও উহার শুক্লমণ্ডল ক্লেদাক্ত থাকে। (২) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়ম জ্ঞাপক মুখমণ্ডল পাণ্ডুর বা পীতবর্ণ, গভীর সীতাসংযুক্ত, ও দীর্ঘীভূত দৃষ্ট হয়। কোন ঔষধের সহিতই ইহার আক্ষেপিক সঞ্চলনের ঐক্য হয় না। লাইকোপোডিয়মের পরীক্ষা-লক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে আকুঞ্চন ও প্রসারণ লক্ষিত হয়। জিহ্বা একবার বাহির হয়, একবার ভিতরে যায়; সৃক্কণী একবার আকৃষ্ট একবার শিথিলিত, নাসা পার্শ্ব একবার প্রসারিত ও একবার আকুঞ্চিত হয়, এবং মুখমণ্ডলের পেশী আক্ষিপ্তভাবে কাঁপিতে থাকে। চক্ষু আংশিক উন্মীলিত ও মলাবৃত থাকিতে পারে। সাধারণতঃ মস্তিষ্কের অবসন্নতা বশতঃই এই শেষোক্ত কুলক্ষণ উপস্থিত হয়। (৩) ফসফরাস।—সর্প-বিষের ন্যায় ফসফরাসেও মুখমণ্ডলের স্ফীততা, ও নিমগ্নতা, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলাক্ততা, এবং ওষ্ঠের নীলিমা জন্মে, কিন্তু ফসফরাস জ্ঞাপক রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ থাকে। মুখমণ্ডলের এই ভস্মবৎ নীরক্ত আকৃতি দৃষ্টেই ফসফরাস ও সর্প বিষের প্রভেদ নিরূপিত হয়। (৪) হাইওসায়েমাস।—মুখাকৃতি ও আক্ষেপের প্রকৃতি সম্বন্ধে ল্যাকেসিসের সহিত হাইওসায়েমাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধি-শূন্য, মদিরা-মত্তবৎ মুখাকৃতি, বদনের বিকৃতি ও নীলবর্ণ, অথবা স্ফীততা ও কপিশ-মিশ্রিত লোহিতবর্ণ, চমকিয়া উঠা, স্তবকে স্তবকে পেশীর স্পন্দন; এবং রোগাবেশের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক হাইওসায়েমাসের লক্ষণ। (৫) ষ্ট্রামোনিয়ম।—মুখমণ্ডলের স্ফীততা; জাগরিত হইবামাত্র ভয়; দীপ্তি

সন্দর্শনে আক্ষেপের পুনরুৎপত্তি; এবং আকুঞ্চিত অপ্রসন্ন মুখাকৃতি, ও কপালের কুঞ্চন ষ্ট্রামোনিয়মের লক্ষণ। (৬) হাইড্রোসায়েনিক এসিড। আক্ষেপ-লক্ষণে ও বদনের বর্ণে ল্যাকেসিসের সহিত হাইড্রোসায়েনিক এসিডের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়: ইলাপ্সের লক্ষণের ন্যায় তরল দ্রব্য শব্দ করিয়া আমাশয়ে প্রবেশ করে; কিন্তু দ্বারাবরক-পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও আকস্মিক প্রসারণ বশতঃই হাইড্রোসায়েনিক এসিডে এই লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আক্ষেপ-রোগে হাইড্রোসায়েনিক এসিডে গাত্র অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ হয়, এবং বদন, হনু, ও পৃষ্ঠের পেশী আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সহসা বিদ্যুত-বেগে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত এক প্রকার অবসাদ জন্মে, তৎপরে আক্ষেপপ্রকাশ পায়। এস্থলে ল্যাকেসিস অপেক্ষা সাইকিউটা ও হেলিবোরসের সহিতই এই ঔষধের অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায়। (৭) সাইকিউটা।—সর্প-বিষের ন্যায় সাইকিউটায়ও আক্ষেপ বশতঃ অতিশয় শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর একদৃষ্টি জন্মে; ও এতজ্জনিত আক্ষেপের পরে অত্যাধিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। (৮) ক্যাম্ফর।—গাত্রের শীতলতা এবং ওষ্ঠের আকৃষ্টতা ও তজ্জন্য দন্তপ্রদর্শন লক্ষণ দ্বারা ক্যাম্ফর ও ল্যাকেসিসের প্রভেদ স্থির করা যায়।

বিসর্প।—মুখমণ্ডলের বিসর্পে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। বাম দিকের বিসর্পেই ইহা সবিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ রুগ্ন স্থানের উজ্জ্বল আরক্ততা, অনন্তর সত্বর ঈষৎ নীলবর্ণ, কোষময় বিধানতন্তুতে অধিক পরিমাণে রস-প্রসেক, ও তজ্জন্য রোগাক্রান্ত দিকের চক্ষুর স্ফীততা, তৎপরে ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ মুখমণ্ডলের নীলাভাসহবর্ত্তী দুর্ব্বলতা, প্রথম হইতেই নাড়ীর দ্রুততা সত্বেও ক্ষীণতা, পদদ্বয়ের শীতলতা ও মস্তকের উত্তপ্ততা, এবং তন্নিমিত্ত রোগীর তন্দ্রালুতা ও মৃদু প্রলাপ, অথবা মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও বাবদূকতা;—এইগুলি ল্যাকেসিসের প্রয়োগলক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) বেলেডোনা।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ল্যাকেসিসের সহিত যদিও বেলেডোনার কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু রোগেরভোগ কালে প্রদাহের সমধিক তীব্রতাবশতঃ স্ফীত মুখমণ্ডল যখন নীলাভ লোহিতবর্ণ হইয়া গ্যাংগ্রিণ জন্মিবার আশঙ্কা উপস্থিত করে, অথবা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া

পড়ে তখন বেলেডোনা ও ল্যাকেসিসের প্রভেদ নির্ণয় করা আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উত্তপ্ত মস্তক ও শীতলপদ, প্রলাপ, শুষ্ক জিহ্বা ইত্যাদি লক্ষণ উভয় ঔষধই জ্ঞাপক। কিন্তু মস্তিষ্ক-লক্ষণগুলি বেলেডোনা সেবনে দূরীকৃত না হইলে, এবং উত্তেজনার পরিবর্ত্তে মৃদু প্রলাপসংযুক্ত সুপ্তি উপস্থিত হইলে, নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও দ্রুততা থাকিলে; এবং অঙ্গের শীতলতা রক্তের ঊর্দ্ধগতিবশতঃ না জন্মিয়া বস্তুতঃ জীবনীশক্তির ক্ষয় জন্য জন্মিলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। বেলেডোনার সহিত ক্রোটেলসেরও এই প্রকার সম্বন্ধ। (২) এপিস।—বিসর্প-রোগে রোগাক্রান্ত স্থানের স্ফীততার অতিমুখতা থাকিলে এপিস ব্যবহৃত হয়। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে অক্ষিপুট জলপূর্ণ থলীর ন্যায় দেখায়; বদন সাধারণতঃ পাটলবর্ণ থাকে, অথবা অনুজ্জ্বল ঈষৎ বেগুনিবর্ণও হইতে পারে, কিন্তু কখনও ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় প্রগাঢ় নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ হয় না। বিশেষতঃ স্নায়ুর উপদাহবশতঃ এপিসের রোগীর এক প্রকার অস্থিরতা ও চিত্ত-বৈরক্তি থাকে, এবং তন্নিমিত্ত নিদ্রাতুরতা সত্ত্বেও সে নিদ্রা যাইতে পারে না। (৩) রসটক্স।—স্ফোটবিশিষ্ট বিসর্পেই রসটক্স উপযোগী। রসটক্সের লক্ষণে মুখমণ্ডলে ও তৎসমীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা উৎপন্ন হয়, মুখমণ্ডলের বর্ণ মলিন লোহিত থাকে, ল্যাকেসিসের ন্যায় নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ, অথবা এপিসের ন্যায় বার্ত্তাকু বর্ণ হয় না। ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় এই ঔষধেও রোগীর তন্দ্রালুতা বিদ্যমান থাকে। ল্যাকেসিসজ্ঞাপক রোগীর ফোস্কা উৎপন্ন হইলে সে গুলি শীঘ্রই পূযে পরিপূরিত হয়। রসটক্সে অধিক স্ফোট ও জ্বালাকর হুল-বেধবৎ কণ্ডূয়ন; এবং ল্যাকেসিসে অধিক নীলাভ-আরক্ত প্রদাহ, ও কোথ-প্রবণতা জন্মে: (৪) ইউফরবিয়ম।—ইউফরবিয়মেও বিসর্প সংযুক্ত গ্যাংগ্রিণ, বিষাক্ততার ন্যায় উৎকণ্ঠা, আশঙ্কাশীলতা, ও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ গণ্ড সীসবর্ণ বা মলিন লোহিত বর্ণ হয়; মটরের ন্যায় স্ফোট জন্মে ও সেই সকল ফোস্কা পীতবর্ণ রসে পূর্ণ থাকে। রন্ধ্রকরণ, চর্ব্বণ ও খননবৎ বেদনা জন্মে এবং উহা দন্তমূল হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; বেদনা উপশম পাড়লে বেদনাস্থান চুলকায় ও তিড়বিড় করে।

স্নায়ু-শূল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে বামদিকে বেদনার আতিশয্য

এবং অস্থি-গহ্বরের উপরিভাগে ছিন্নকর বেদনা, ও হনুর অস্থির চারিদিকে মোচড়ান ও খননবৎ বেদনা থাকিলে; এবং চক্ষু মুদিত করিবামাত্র প্রলাপ উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

দন্তশূল।—ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিখণ্ডিত হয়। দন্ত-মূলের দপদপকর বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা ও নীলাভা জন্মে। অতএব দন্ত-বেষ্টের প্রদাহে ও ক্ষয়িত দন্তের মূলে স্ফোটক জন্মিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শিতে পারে। মারকিউরিয়স, হিপার, এবং সিলিশিয়াও ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) মারকিউরিয়স।—দন্ত-বেদনায় মারকিউরিয়স যেমন ল্যাকেসিসের সমতুল্য এমন আর কোন ঔষধই নহে। মাঢ়ীর প্রদাহ, দন্তের ক্ষয়, ও দন্ত-মূলে ব্রণ-শোথ লক্ষণে মারকিউরিয়স প্রয়োগে দন্ত-বেদনা উপশমিত হয়। দন্তের শুভ্রবর্ণ বিধানে মারকিউরির অপরোক্ষ ক্রিয়া দর্শে। এই ঔষধ জ্ঞাপক বেদনা ছিন্নকর ও দপদপকর এবং উহা মুখমণ্ডলে ও কর্ণে যাতায়াত করে। ল্যাকেসিসের লক্ষণে দন্ত-মূল স্ফীত, মলিন আরক্ত ও সীস-বর্ণ থাকে; অথবা অশিথিল ও উত্তপ্ত হয়, এবং যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ দেখায়। মারকিউরিয়সের লক্ষণ শয্যার উষ্ণতায় নিশ্চিতই বৃদ্ধি পায়। মার-কিউরিয়সের পরেই সাধারণতঃ ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথবা পূর্ব্বে পারদদ্বারা লালা-স্রাব করান হইয়া থাকিলে প্রথমেই ইহা প্রয়োজিত হয়। শুভ্রপ্রান্ত, মলিন দন্তমূল কেবল মারকিউরিয়সেরই লক্ষণ। (২) ক্রিয়োজোট।—দন্ত হইতে মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে বেদনার গতি, শীঘ্র শীঘ্র দন্তের ক্ষয়প্রাপ্তি, দন্তমূল হইতে মলিন রক্তস্রাব, কিন্তু আনুষঙ্গিক মুখমণ্ডলের বেদনার জ্বালাকর প্রকৃতি; এবং রোগীর স্নায়বীয়তা ও উত্তেজনশীলতা, শিশু হইলে আক্ষেপোৎপত্তি,—এই সকল লক্ষণে ক্রিয়োজোট উপযোগী। (৩) থুজা।—দন্ত-মূলের প্রান্ত-দেশে দন্তের ক্ষয়প্রাপ্তি, দন্ত-মূলে মলিন-লোহিত রেখা; দন্তের পীতবর্ণ ধারণ ও বিখণ্ডন থুজার লক্ষণ।

মুখ-রোগ।—মুখ-ক্ষত, ও মুখের উপক্ষত প্রভৃতি মুখ-রোগেও ল্যাকেসিস উপকারী।

সমগুণ ঔষধ।—মুখ-রোগে ব্যাপ্টিসিয়া, নাইট্রিক এসিড, মিউরিয়াটিক এসিড, আর্সেনিক ও এপিসের সহিত ল্যাকেসিসের, এবং কার্ব্বো

ভেজি, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, কালী-ক্লোর, আইওডিন, সলফিউরিক এসিড, ও নাইট্রিক এসিডের সহিত মারকিউরিয়সের তুলনা হইয়া থাকে। (১) ব্যাপ্টিসিয়া। দন্ত-মূল হইতে রক্তক্ষরণ, সেই রক্তের মলিন লোহিত বর্ণ বা মার্জ্জারকুবর্ণ, লালাস্রাব, মুখের দুর্গন্ধ, দুষিত পূরীষ; ব্যাপ্টিসিয়ার এই সকল লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের যথাযথ সাদৃশ্য আছে এবং এই উভয় ঔষধই যক্ষ্মারোগের শেষাবস্থায় মুখের উপক্ষতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ প্রভিন্নতা ও জিহ্বা লক্ষণ দৃষ্টেই ইহাদের প্রভেদ বিনির্ণীত হইয়া থাকে। ব্যাপ্টিসিয়ায় জিহ্বার কেন্দ্র-স্থানের নিম্নভাগে পীতবর্ণ বা কপিশবর্ণ এবং প্রান্তভাগে লোহিতবর্ণ ও চিক-ণতা থাকে। ল্যাকেসিসে জিহ্বা লোহিতবর্ণ, পরিশুষ্ক, ও প্রদীপ্ত হয়, উহার অগ্রভাগেই ঈদৃশ অবস্থা বিশিষ্টরূপে দেখা যায়, এবং জিহ্বার প্রান্ত-ভাগ ও অগ্র-ভাগ ফোস্কায় আবৃত থাকে। (২) নাইট্রিক এসিড।—নাইট্রিক এসিড বিদাহী লালা-স্রাব জন্মায়। ইহার লক্ষণে মুখের বেদনা কণ্টক-বেধবৎ অর্থাৎ যেন চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; মুখের উপক্ষত ও দন্ত-মূল সাধারণতঃ ঈষৎশুভ্রবর্ণ থাকে; সঞ্চরমান বেদনাবিশিষ্ট, ও উপত্বক-উন্মুক্ত কাঁচা স্থানও দৃষ্ট হয়। (৩) এসিড-মিউর।—মলিন প্রান্ত সংযুক্ত গভীর, ঈষৎ নীলবর্ণ ক্ষত, স্থানে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিমুক্ততা ও তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপক্ষত মিউরিয়াটিক এসিডের লক্ষণ। (৪) আর্সেনিক।—সীসবর্ণ, রক্তস্রাবী দন্তমূল; জিহ্বার প্রান্তদেশে ফোস্কা, বা ক্ষতকর অতিসার লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত আর্সেনিকের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আর্সেনিকের জ্বালায় অধিকতর তীব্রতা, ও তৎসহকারে রোগীর অস্থিরতা থাকে, সে দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও শরীর সঞ্চালন করে। মুখের বিগলিত ক্ষতে অধিকতর তীব্র যাতনা ও মুখের উত্তাপ আর্সেনিকের লক্ষণ। ঈষৎ নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পচনশীল ক্ষত উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু আর্সেনিকের রোগীর অধিকতর মানসিক উগ্রতা লক্ষিত হয়। (৫) এপিস।—জিহ্বা প্রান্তে চিহ্নাকার ফোস্কা, অথবা স্তবকে স্তবকে ফোস্কা; সাধারণতঃ মুখ-মধ্যের পাটলবর্ণ (গোলাপিরং), স্ফাতভা; ও সুস্পষ্ট হুল বেধবৎ বেদনা, এবং জিহ্বার প্রান্তভাগে ও সমগ্রমুখে প্লুষ্টতা অর্থাৎ ঝলসানবৎ অনুভব এপিসের লক্ষণ। (৬) কার্ব্বো-ভেজি, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ও সলফিউরিএসিডের সহিত মারকিউরির অধিকতর সাদৃশ্য। (ক) কার্ব্বো-ভেজি।—কার্ব্বো ভেজির

দন্ত-মূল সীস-বর্ণ থাকে না; কিন্তু শুভ্র, সান্তর, ও ক্ষতসংযুক্ত থাকে। (৫) ষ্টাফিসেগ্রিয়া।—ষ্টাফিসেগ্রিয়া নীলাভ-আবক্ত অথবা পীতবর্ণ ক্ষত জন্মায়। পারদ অপব্যবহারের পর, কিম্বা উপদংশ-দোষে দূষিত রোগীদিগের পক্ষে, নিমগ্ন মুখমণ্ডল ও চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাদি বিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা লক্ষণেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। (৬) সলফিউরিক এসিড।—অতিশয় দৌর্ব্বল্য, পীতের আভাযুক্ত শুভ্রবর্ণদন্ত মূল, পীতবর্ণ ত্বক; রোগীর স্নায়বীয়তা ও ক্ষিপ্রতা, ও অন্তের অদৃশ্যমান অবিরত গাত্র-কম্পের অভিযোগ সলফিউরিক এসিডের লক্ষণ। (৭) স্যালিসিলিক এসিড।—স্যালিসিলিক এসিড মুখে জ্বালাকর স্পর্শ-দ্বেষ ও শ্বাসের দুর্গন্ধ লক্ষণাপন্ন ক্যাঙ্কার অর্থাৎ দূষিত ক্ষত (যে ক্ষত খাইয়া যায়) উৎপন্ন করে। (৮) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়ম জিহ্বার বলগায়; ল্যাকেসিস জিহ্বাগ্রে; এবং নাইট্রিক এসিড, ফাইটোলাক্কা, ও ন্যাট্রম হাইপোক্লোর গালের অভ্যন্তর ভাগে এই প্রকার ক্ষত জন্মায়। (৯) হেলিবোরস।—হেলিবোরস জনিত মুখ-ক্ষত ঈষৎ পীতবর্ণ ও উন্নত-প্রান্ত হয়। (১০) ফাইটোলাক্কা।—মুখ-লক্ষণে ও গল-লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত ফাইটোলাক্কার কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়ের ক্রিয়ায়ই অতিশয় দুর্ব্বলতা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বদনের নিমগ্নতা, চক্ষুর চতুর্দ্দিকের নীলিমা, মুখের ক্ষত, জিহ্বাপ্রান্তে ফোস্কা, জিহ্বাগ্রের আরক্ততা, তালুকার ক্ষত, ও প্রভূত লালা উৎপাদিত হয়। গিলিবার সময় জিহ্বা-মূলে অতিশয় বেদনা দ্বারা ফাইটোলাক্কা ল্যাকেসিস হইতে প্রভিন্ন হইয়া থাকে। ফাইটোর লক্ষণে সর্ব্বশরীরে যে বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে এইবেদনা তাহারই অংশ বিশেষ।

কোরাইজা।—ল্যাকেসিস নাসিকার প্রতিশ্যায় জন্মায়। নাসিকা হইতে জলবৎস্রাব নিঃসরণ; এবং তৎপূর্ব্বে সচরাচর মস্তকের দপদপকর বেদনা, বাম শঙ্খদেশে ও কপালের সম্মুখ ভাগে সেই বেদনার আতিশয্য, স্রাব নিঃসরণ আরম্ভ হইলেই বেদনার উপশম ইহার লক্ষণ। কখন কখন এই প্রতিশ্যায়ের সহিত নাসিকার চতুর্দ্দিকে স্ফোট ও আরক্ততা, মুখমণ্ডল ও অক্ষিপুটের স্ফীততা, গাত্রে শীত শীত অনুভব, হৃদ্‌কম্প এবং সর্ব্বশরীরের অলসতা বিদ্যমান থাকে। এজন্য বৎসরের যে ঋতুতে শরীর অলস হয়

সেই ঋতুতে অর্থাৎ বসন্তকালে প্রতিশ্যায় জন্মিলে ল্যাকেসিস বিশেষ উপযোগী। পারদ বা উপদংশজনিত ওজিনা রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। এস্থলে ল্যাকেসিসের সহিত কালীবাইক্রমিকমের তুলনা হইয়া থাকে। কালী-বাইক্রমিকম ল্যাকেসিসের পরে ভাল খাটে। নাইট্রিক এসিড, মারকিউরিস, ল্যাক ক্যানিনমেরও তুলনা হয়।

টনসিলাইটিস।—প্রতিশ্যায় সংপ্রসারিত হইয়া গল-মধ্য আক্রমণ করিলে তালুমূল, বিশেষতঃ বাম তালুমূল বিবর্দ্ধিত হয়, অথবা বাম তালুমূল হইতে দক্ষিণ তালুমূলে রোগের গতি জন্মে। গলা পরীক্ষা করিলে উহা ঈষৎ নীলমিশ্রিত লোহিত বর্ণ দেখায়, সমুজ্জ্বল বা পাটল আরক্ত বর্ণ দেখায় না। রোগী গলার অভ্যন্তরে সর্ব্বদা একপ্রকার আকুঞ্চন অনুভব করে, তাহার বোধ হয় যেন সহসা গলা রুদ্ধ হইতেছে, কিম্বা গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ কিছু অবস্থিত রহিয়াছে, এই পিণ্ড তাহাকে বারংবার গিলিতে হয়, কিন্তু গিলিলেও উহা দূর হয় না, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। গলার বহির্ভাগ স্পর্শ করিলে তাহার অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়। তালুমূলে পূয়োৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কঠিন দ্রব্য গিলিতে ভাল বোধহয়, কিন্তু তরলদ্রব্য বা খালি ঢোক গিলিতে যাতনা বৃদ্ধি পায়। তালুমূলে পূয় জন্মিলে উহা বিবর্দ্ধিত হইয়া যখন গল মুখ সংরুদ্ধ করিয়া ফেলে তখন কিছুই গিলিতে পারা যায় না, বরং কিছু গিলিতে চেষ্টা করিলে উহা প্রবলবেগে নাকমুখদিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রতিশ্যায়-জনিত সামান্য গলা-বেদনায়, যখন তালুমূলের সান্তর-বিধান স্ফীত হয় না, তখন খাদ্যদ্রব্য গিলিলে অনেক সময় কিয়ৎকালের জন্য উপদাহের লাঘব জন্মে।

ব্রঙ্কাইটিস।—প্রতিশ্যায় আরও নিম্নাভিমুখে যাইয়া বায়ুনলী আক্রমণ করিলে আর এক শ্রেণীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন রোগীর কণ্ডূয়নকর কাসি জন্মে, সেই কাস নিদ্রাবেশ হইবামাত্র বিশিষ্টরূপে উদ্রিক্ত হয় এবং রোগী শ্বাস-রোধ অনুভব করিয়া জাগরিত হইয়া উঠে। তাহার গলায় বা স্বরযন্ত্রে কোন বস্তুর সংস্পর্শ সহ্য হয় না, এজন্য সে গলাবৃত বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দেয়।

ডিপথিরিয়া।—নাসিকাদির ডিপথিরিয়ায়ও ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রতিশ্যায়ে যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বিদ্যমানতা,

অধিকন্তু পাতলা, দূষিত, অবদরণকর, বিপজ্জনক নাসাস্রাব, নাসিকার ডিপথিরিয়ায় ল্যাকেসিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। গল-মধ্যের ডিপথিরিয়ার প্রতিশ্যায়ের অবস্থা অপেক্ষা মলিনতর আরক্ততা, বাম তালুমূলে কৃত্রিম ঝিল্লীর আবির্ভাব, অথবা বাম তালুমূল হইতে দক্ষিণ তালুমূলে উহার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা; রোগের অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই বিগলনের উৎপত্তি ও তৎসহবর্ত্তী শ্বাসের দুর্গন্ধ, এবং সর্ব্বশরীরে সেই বিষ সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা, গলার চতুর্দ্দিকস্থ বিধান-তন্তুতে রস-প্রসেক এবং তজ্জন্য গ্রীবার গ্রন্থিগুলির ও কোষময় বিধানের স্ফীততা, সেই স্ফীততার এতই আধিক্য যে গণ্ডস্থল ও বক্ষাস্থির সহিত গ্রীবার প্রায় সমোচ্চতা প্রাপ্ত, লসিকা-গ্রন্থির স্ফীতত্তা, মলিন-বার্ত্তাকু বর্ণ, ও পুয-সম্ভাবনা, পূয জন্মিলে, দূষিত পূয়েরই উৎপত্তি, বালকের জ্বর সত্ত্বেও তন্দ্রালুতা, হৃৎস্পন্দনের দ্রুততা সত্ত্বেও হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নাড়ীর ক্ষীণতা ও দেহ-শাখার শীতলতা, —এই সকল লক্ষণে ডিপথিরিয়া রোগে ল্যাকেসিস ফলপ্রদ। ডিপথিরিয়া সম্প্রসারিত হইয়া স্বর-যন্ত্র আক্রান্ত হইলেও এই ঔষধ অনুপযোগী নহে। স্বর-যন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় রোগীর শ্বাসকষ্ট হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ ও ক্রুপ রোগের ন্যায় কাস ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ। অতএব কেবল এই লক্ষণেই ইহা ব্যবস্থেয়।

সমগুণ ঔষধ।—ডিপথিরিয়ায় ল্যাকেসিসের ন্যায় ক্রোটেলস ও ন্যাজাও উপশমপ্রদ। (১) ক্রোটেলস।—নাসিকা হইতে দুর্নিবার রক্তস্রাব লক্ষণেই ক্রোটেলস উপযোগী। নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্র, ও নাসাগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত ক্ষরিত হইয়া মুখ দিয়া পতিত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। (২) ন্যাজা।—স্বর-যন্ত্র আক্রমিত হইলে, এবং রোগী গলরোধ অনুভব করিয়া হস্তদ্বারা গলদেশ ধারণ করিলে, তাহার মুখ-গহ্বর মলিন-আরক্ত, শ্বাসে দুর্গন্ধ, হ্রস্ব, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, এবং তৎসহকারে স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধভাগে অবদরণ অনুভব লক্ষণ থাকিলে ন্যাজা ব্যবহারে উপকার দর্শে। (৩) ল্যাক ক্যান।—ডিপথিরিয়া রোগে ল্যাকক্যানিনম অনেকটা ল্যাকেসিসের সদৃশ। (৪) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়মও সমতুল্য বটে। লাইকোপোডিয়মে রোগ লক্ষণ অপরাহ্ণ চারিটা হইতে

আটটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায; প্রধানতঃ দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হয়; বালক ভীত, বিরক্ত, বা ক্রুদ্ধ হইয়া নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়। (৫) এপিস।—গলার স্ফীততা, হুল-বেধবৎ বেদনা, ও জিহ্বা-প্রান্তে ফোস্কা প্রভৃতি এপিসের প্রভেদক লক্ষণ।

য়্যাজমা।—শ্বাস বা য়্যাজমা রোগে রোগের আবেশ সহকারে রোগী নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে; ঘাডে বা বুকে অত্যল্প প্রচাপনও সহ্য করিতে না পারিলে; এবং পরিশেষে কাসিতে কাসিতে খানিকটা জলবৎ শ্লেষ্মা উঠিযা গেলে তাহার অতিশয় শান্তি জন্মিলে ল্যাকেসিস অতীব উপকারী। জলবৎ শ্লেষ্মা উঠিযা গেলে অতিশয় উপশম অনুভব ল্যাকেসিসের একটী বিশেষ লক্ষণ।

নিউমোনিয়া।—নিউমোনিযা রোগেও শেষাবস্থায় ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইতে পারে। যদিও ল্যাকেসিসের পরীক্ষা-লক্ষণে ফুসফুসের রক্তসঞ্চার, জ্বর বা তন্তুময় স্থিতি (ডিপজিট) সঞ্চয় প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ একেবারেই লক্ষিত হয না, তথাপি রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ ফুসফুসে ব্রণ জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তখন মৃদুপ্রলাপ, ও দৃষ্টি-বিভ্রমাদি মস্তিষ্ক-লক্ষণ প্রকাশ পায়; এবং ফেণিল, পূয-রক্ত মিশ্রিত নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে, ও রোগী প্রভূত ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) সলফার।—সন্নিপাত-লক্ষণ না থাকিলে ফুসফুসে পূযোৎপাদন নিবারণার্থে সলফারই সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু নিউমোনিয়া দ্বারা টুবারকিউলোসিস বিকাশ পাইলে একেবারেই সলফার ব্যবস্থা করা বিধেয নহে। কারণ, উহাতে শীঘ্র শীঘ্র রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। (২) ইলাপ্স।—বক্ষ-রোগে ইলাপ্সও কখন কখন অতিশয় উপকার করে। বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস সমধিক আক্রান্ত হইলে, প্রাতে বেদনার তীব্রতা বশতঃ রোগী শয্যা হইতে উঠিতে না পারিলে; ফুসফুসের উভয় শিখরই রোগাক্রান্ত থাকিলে; জল পানান্তে বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভূত হইলে; কাসের সহিত বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা থাকিলে, ও দক্ষিণ ফুসফুসের শিখরে বেদনার আতিশয্য বশতঃ উহা যেন ছিঁড়িযা যাইতেছে এরূপ বোধ হইলে; কাল রক্ত বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন নির্গত হইলে, এবং হৃৎপিণ্ড যেন নিষ্পেষিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব বিদ্যমান থাকিলে ইলাপ্স ব্যবস্থেয়।

থাইসিস।—আরোগ্যার্থে নয়, কিন্তু উপশমার্থে যক্ষ্মারোগেও ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইতে পারে। টাইফয়েড জ্বর বা নিউমোনিয়া রোগের ভোগকালে বা দক্ষিণ ফুসফুসে গুটিকা সঞ্চিত হইলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যায়। যক্ষ্মারোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ও বমনোদ্যম সংযুক্ত কাস, কাসিতে কাসিতে নিদ্রা হইতে জাগরণ, এবং দুশ্ছেদ্য, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, পূয ও শ্লেষ্মাময় পদার্থ বমন; প্রত্যেকবার নিদ্রার আবির্ভাবে ঘর্ম্মের উৎপত্তি, এবং গ্রীবায়, স্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে উহার আতিশয্য; বলের অতিশয় হ্রাস ও অত্যন্ত অবসন্নতাজ্ঞাপক নাড়ী;—এই সকল লক্ষণে ল্যাকেসিস প্রয়োজিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য।—পারদ, কুইনাইন, বা মদিরার অপব্যবহার বশতঃ পাকস্থলী দুর্ব্বলীভূত হইয়া অগ্নিমান্দ্য জন্মিলে; এবং সামান্য আহার পর্য্যন্ত সুজীর্ণ না হইলে, বিশেষতঃ অম্লদ্রব্য অসহ্য হইলে; আহারান্তে ভুক্তদ্রব্যে আমাশয়ে ভারবোধ জন্মিলে; কখন কখন আহারকালীন বা আহারের অব্যবহিত পরে একপ্রকার চর্ব্বণবৎ বেদনার উপশম, আবার ক্ষণকাল পরেই গুরুত্বানুভব ও অজীর্ণের অন্যান্য লক্ষণের প্রকাশ; এবং শুক্তি বা গুগলী ভক্ষণের স্পৃহা থাকিলে অগ্নিমান্দ্যে ল্যাকেসিস ফলপ্রদ।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতেও ল্যাকেসিসের ক্রিয়া দর্শে। অন্যান্য সর্প-বিষের ন্যায় ইহাতেও পাণ্ডুরোগ জন্মে ও উহার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। যকৃতে ব্রণ উৎপন্ন হইলেও প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ, গাত্র-বস্ত্রের চাপে অসহ্যতা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে গভীর দপদপ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অতিসার।—ল্যাকেসিসের উদর-লক্ষণ বহুল না হউক, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নহে। এতদ্দ্বারা জলবৎ দুর্গন্ধময় পুরীষ বিশিষ্ট অতিসার জন্মে, কিন্তু সচরাচর ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত মল-লক্ষণবিশিষ্ট কোষ্ঠ-কাঠিন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিশয় দুর্ব্বলতাসংযুক্ত ও বসন্তকালে বিবর্দ্ধিত পুরাতন অতিসারেই এই ঔষধ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। মসৃণ, আরক্ত, ও চিক্কণ জিহ্বা; (কালীবাইক্রমেরও ঠিক এই প্রকার জিহ্বা-লক্ষণ); উদরের স্ফীততা, সুরা বা অম্ল সেবনে রোগের উপচয়, এবং কটিদেশে অতিশয় স্পর্শ-জ্ঞানের আধিক্য ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

আমাশয়ান্ত্রের রোগে ল্যাকেসিসের সমগুণ ঔষধ।

হিপার ও ল্যাকেসিস।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার অগ্নিমান্দ্যে ল্যাকেসিসের সহিত হিপারের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মরিচাদি গন্ধ দ্রব্য ব্যবহারে রোগ-লক্ষণের উপশম হিপারের প্রয়োগ-লক্ষণ। হিপারপ্রযুজ্য রোগীর সামান্যতম আহারও সহ্য হয়না। মসলা বা সুরায় তাহার অতিশয় স্পৃহা থাকে। আহারে আলস্যানুভবের শান্তি জন্মে বটে, কিন্তু যেই পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই ভুক্তান্ন অসুখ জন্মাইতে থাকে। পরিপাক-কার্য্য ধীরে ধীরে ও অসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। মল,নরম হইলেও আস্তে আস্তে নির্গত হইয়া থাকে।

সিঙ্কোনা ও ল্যাকেসিস।—(১) অগ্নিমান্দ্য।—সিঙ্কোনাও পরিপাক-ক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং আহারান্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অলসতা জন্মায়। ইহাতেও কফি সেবনের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদিত হয়। ফল ভক্ষণে অতিসার, ও উদরে উৎসেচন (ফার্ম্মেণ্টেশন) জন্মে। উভয় ঔষধেই আহারান্তে উদরের পূর্ণতা উৎপন্ন হয়, কিন্তু কেবল সিঙ্কোনাজনিত পরিপূর্ণতায়ই যাতনা জন্মে ও উদ্গারে শান্তি জন্মে না। তিক্ত উদ্গার, তিক্ত আস্বাদ উভয় ঔষধেরই লক্ষণ, কিন্তু আহার গলাধঃকরণের পরেই সিঙ্কোনাজনিত স্বাদ-বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হয়, চর্ব্বণ সময়ে আহারের স্বাভাবিক স্বাদ থাকে। (২) অতিসার।—পুরীষ ও অপানের দুর্গন্ধ, এবং পীতবর্ণ, জলবৎ, অপরিপাচিত মললক্ষণে ল্যাকেসিস ও সিঙ্কোনার সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সিঙ্কোনার রাত্রে ও আহারান্তে উপচয়, এবং মলত্যাগান্তে অবসন্নতা লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের একেবারেই সাদৃশ্য নাই। রক্তাতিসারাদি রোগে যখন বিগলনাদি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখন এই দুই ঔষধের প্রভেদ নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। চকোলেটের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (মলিন জলবৎ) অতি দুর্গন্ধি মল এবং তৎসহকারে গাত্রের শীতলতা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা উভয় ঔষধেই জন্মে। তবে এই সকল লক্ষণ ম্যালেরিয়াজনিত হইলে সিঙ্কোনা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু ম্যালেরিয়া-দোষে ল্যাকেসিসও একেবারে অব্যবস্থেয় নহে। উভয় ঔষধের স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতায়ও ঐক্য দৃষ্ট হয়। যৎসামান্য স্পর্শে কষ্টানুভব, উদরোদ্ধে অনুভবাধিক্য, পরিধেয় বস্ত্রের চাপে

অস্বচ্ছন্দতা দুই ঔষধের লক্ষণেই আছে। কিন্তু সিঙ্কোনায় সর্ব্বাঙ্গীন অনুভা-বকতার আতিশয্য, এবং ল্যাকেসিসে কেবল ত্বকের স্নায়ুর অনুভবাধিক্য ও সর্ব্বশরীরের নিশ্চেষ্টতা লক্ষিত হয়। তীব্র ও দ্রুত অবসন্নকর প্রদাহের পরবর্ত্তী দুর্গন্ধময় মলস্রাবে, অথবা ঘন ঘন অধিক পরিমাণে মলস্রাব হইয়া জীবনী-শক্তি অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সিঙ্কোনা উপযোগী। বিলেপী জ্বরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধই সুব্যবস্থেয়। অধিকন্তু নীরক্ততার লক্ষণ, পাণ্ডুরতা, কর্ণ-নাদ, সহজে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি প্রভৃতি সিঙ্কোনার সুপরিচিত লক্ষণগুলির বর্ত্তমানতায়ও ইহাই প্রযুজ্য।

মারকিউরিয়স ও ল্যাকেসিস।—ল্যাকেসিসের সহিত মারকিউ-রিয়সেরও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সচরাচর মারকিউরিয়সের পরেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং উহার অপপ্রয়োগের কুফলও এতদ্বারা নিবারিত হয়। (১) অগ্নিমান্দ্য। ক্ষুধাহীনতা, জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা, বিবমিষা এবং তৎসহকারে উদরোর্দ্ধ দেশে গুরুত্ব ও স্পর্শ দ্বেষ, আমাশয়-গহ্বর প্রচাপনে মূর্চ্ছার উৎপত্তি; লঘু আহারের পরেও আমাশয়ের গুরুত্ব ও ঝুলায়মানতা; বস্ত্রের ভারে আমাশয়ে অনুভবাধিক্য, কুক্ষিদ্বয়ের উপরে স্পর্শ-দ্বেষ, এবং উদর হইতে উপরের দিকে পূর্ণত্ব ও প্রচাপন অনুভব, দক্ষিণ পার্শ্বের উপর ভরদিয়া শয়নে অপারগতা; অবসাদ-বায়ু-রোগগ্রস্ত থাকিলে সন্দিগ্ধ-চিত্ততা, ব্যাকুলতা ও রাত্রে অস্থিরতা, এবং তৎসহকারে রক্তবহা নাড়ীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও ঘর্ম;—এই গুলি মারকিউরিয়সের লক্ষণ। রক্তবহানাড়ীর এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা ল্যাকেসিসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ল্যাকেসিসের লক্ষণে উত্তেজনার স্থলে নিশ্চেষ্টতা বিদ্যমান থাকে। (৩) উদরের প্রদাহ।—উদরের সপূয় প্রদাহে, যথা টাইফ্লাইটিস বা অন্ধান্ত্রের প্রদাহ রোগে ল্যাকেসিস ও মারকিউরিয়স উভয় ঔষধই উপকারী এবং একটীর পরে অপরটী সুব্যব-স্থেয়। ঘর্ম্মস্রাবে উপশম পরিশূন্য ঘর্ম্ম; আমময় মল, বা অধিক কুন্থন সহকারে মল নিঃসরণ, অথবা মলনিঃসরণ শূন্য কেবল কুন্থন মারকিউরিয়সের লক্ষণ। সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জন্মিলে, এবং রোগী হাঁটু উপরেরদিকে তুলিয়া চিৎ হইয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে শয়ন করিতে না পারিলে; বাম-পার্শ্বে ফিরিলে উদরের উপরে যেন একটা গোলা লুণ্ঠিত হইতেছে তাহার

এরূপ বোধ হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। (৪) গুহ্যভ্রংশ।—সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে মারকিউরিয়স দুর্নিবার কুন্থন; ও গুহ্যভ্রংশজন্মায়, নির্গত সরলান্ত্র প্রদাহিত ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ল্যাকেসিসে অধিকতর আক্ষেপিক কুন্থন ও মলদ্বারের আকুঞ্চন জন্মে এবং তদ্দ্বারা নির্গত সরলান্ত্র দৃঢ়রূপে আকুঞ্চিত হয়। (৫) কোষ্ঠবদ্ধ।—পুরাতন কোষ্ঠ-কাঠিন্য উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু মার্কিউরিয়সের কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয় কুন্থন, আঠা আঠা বা খণ্ড খণ্ড মল, ও মলত্যাগকালে শীতানুভব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

আর্সেনিক ও ল্যাকেসিস।—(১) অগ্নিমান্দ্য।—পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলি অপেক্ষা আর্সেনিক জনিত আমাশয়িক ও সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা তীব্রতর। কিন্তু রোগী সেই দুর্ব্বলতা অনুভব করে না, জীবনী-শক্তির বাস্তবিক অতিশয় ক্ষীণতা সত্ত্বেও সে সুস্থির হইয়া থাকিতে চায় না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলেও সে আপনাকে তত দুর্ব্বল মনে করে না। পরিশ্রমে তাহার মূর্চ্ছা জন্মে। মুখে স্বাদ থাকে না, অথবা তিক্ত, অম্ল, ও পচা আস্বাদ থাকে। আমাশয় জল পূর্ণের ন্যায় স্ফীত বোধ হয়। অম্লদ্রব্য ও কফি সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; এবং ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় রোগীর কফি ভাল সহ্য হয়। (২) আমাশয়-প্রদাহ।—নাতিতরুণ আমাশয়-প্রদাহের লক্ষণ স্বরূপ জ্বালানুভব, আরক্ত কর্কশ জিহ্বা, আহারান্তে উৎকণ্ঠা ও যাতনা আর্সেনিকের ন্যায় অন্য কোন ঔষধেই এত উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান দেখা যায় না। বারংবার বিবমিষা জন্মে, সচরাচর রাত্রি ১২টার সময়ই বিবমিষা উপস্থিত হয়, এবং উহার সহিত অতিশয় অবসন্নতা থাকে। আর্সেনিকে নানাপ্রকার বমন জন্মে, কিন্তু ল্যাকেসিস জনিত পিত্ত, শ্লেষ্মা, বা রক্তময় বমন হইতে আর্সেনিকের বমনের প্রভেদ এই যে ইহাতে আমাশয়ের উপদাহিতাজ্ঞাপক অনিয়মিত আক্ষেপিক প্রকৃতি বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। মদিরাপায়ীদিগের স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় ও কম্পনে; আহারে অল্পকাল উপশমিত আমাশয়ের আক্ষেপে, ও আক্ষেপিক আকুঞ্চনে; এবং পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমনে, ল্যাকেসিস উপযোগী। অম্ল, বিদাহী বমন, প্রবল পিপাসা, অথচ জল বমন সংযুক্ত জ্বালাকর পর্য্যায়শীল বেদনায় আর্সেনিক সুব্যবস্থেয়। ক্যাডমিয়ম সলফ।—বিবমিষা, ঈষৎ পীতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ বমন, লবণাক্ত পচা উদ্গার, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, আমাশয়ে জ্বালা, ও কর্ত্তনবৎ

যাতনা; উদরের নিম্নভাগে কামড়ানি, বিয়ার মদিরা পানের পরে থল্লী;—এই সকল লক্ষণে ক্যাডমিয়ম সলফ প্রযুজ্য। আর্সেনিক ও ক্যাডমিয়ম-সলফ উভয় ঔষধেই আমাশয় বা উদরের উপরে স্পর্শ-দ্বেষ, (অন্ত্র-বেষ্ট প্রদাহে) স্ফীত উদরের উপর স্থানে স্থানে জ্বালা, রক্তাতিসারাদিতে দুর্গন্ধি, রক্তময়, চকোলেট বর্ণের (মলিন জলবৎ) মলস্রাব, এবং তৎসহকারে অন্ত্রের আকুঞ্চন, ও কর্তনবৎ বেদনা জন্মায় বটে; কিন্তু আর্সেনিকের রোগীর যন্ত্রণাজ্ঞাপক মুখাকৃতি ও অবিরতর বিলাপ; এবং বেদনাসত্ত্বেও অস্থিরতা থাকে। অন্ত্রের আকুঞ্চনে তাহার এতই যাতনা উপস্থিত হয় যে সে উহা সহ্য করিতে পারেনা বলিয়া প্রকাশ করে, যন্ত্রণায় অবলুণ্ঠিত হয়, এবং জীবনে নিরাশ হইয়া পড়ে। আমাশয়-গহ্বরের অত্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ ল্যাকেসিসসম্ভূত প্রদাহ অপেক্ষা তরুণতর সুনিশ্চিত প্রদাহেরই নিদর্শন। (৩) পীতজ্বর।—পীতজ্বরের বমনে ল্যাকেসিসের লক্ষণে এতদতিরিক্ত দন্তে কপিশবর্ণ লেপ, ও উদরে স্পর্শ-দ্বেষ থাকে। (৪) সরলান্ত্র ও মলদ্বারের রোগ।—আর্সেনিকের লক্ষণে অতিশয় কষ্টপ্রদ আক্ষেপিক গুহ্যভ্রংশ, জ্বালাসংযুক্ত কুন্থন; সুরাসক্ত দিগের অর্শ, মলত্যাগকালে জ্বালাসহকারে বলি নির্গমন, দুর্গন্ধি, মলিন, কখন কখন অনৈচ্ছিক মলস্রাব এবং তৎসহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শীতলতা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু আর্সেনিকে মলের অধিকতর বিদাহিতা ও মলদ্বারের অবদরণ জন্মে। ল্যাকেসিস জনিত সরলান্ত্রের কুন্থন আর্সেনিকের ন্যায় এত অধিক নহে এবং উহাতে যে যাতনা জন্মে তাহা মলদ্বারের আকুঞ্চন বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মলদ্বারের আকুঞ্চন লক্ষণ আর্সেনিকে দেখা যায়না। সংক্ষেপতঃ আর্সেনিক ও ল্যাকেসিসে প্রভেদ এইযে, আর্সেনিক তীব্র উপদাহিতা, ও বিধান-তন্তুর তরুণ প্রদাহ, মানসিক যাতনা, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা জন্মায়। ল্যাকেসিস জীবনী শক্তির ক্ষীণতাসংযুক্ত নিশ্চেষ্টতা, অথচ তৎসঙ্গে স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা, আকুঞ্চন, ও ত্বকের স্পর্শাধিক্য উৎপন্ন করে। (৫) অন্ত্র-ক্ষত।—অন্ত্রের ক্ষতে পচনপ্রবণতা থাকিলে এবং দুর্গন্ধি, পূযাক্ত, বা রক্তময় স্রাব নির্গত হইলে এই দুই ঔষধ প্রায় সমতুল্য। জীবনীশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা, বিদারিত ওষ্ঠ ও জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ, এবং শরীর-শাখার শীতলতা লক্ষণে উভয় ঔষধই উপযোগী। কিন্তু এস্থলেও

আর্সেনিকের মানসিক উপদাহিতা, ও ল্যাকেসিসের চাপাসহাতা দ্বারাই ইহাদের প্রভেদ নির্ণীত হয়।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ও ল্যাকেসিস।—পরিপাক-ক্রিয়ার ক্ষীণতায়; সুরাপায়ীদিগের অসুখে; আধ্মানসংযুক্ত শ্বাসকাসে; গলনলীর আকুঞ্চনে; কটির বসনজনিত অস্বচ্ছন্দতায়; দুর্গন্ধি, রক্তাক্ত, বিসমাসিত, পূযময় মল; ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের সাদৃশ্য হয়। (১) ডিসপেপসিয়া।—কার্ব্বোভেজির লক্ষণে কফি পানের আকাঙ্ক্ষা আছে বটে, কিন্তু কফি পানে ল্যাকেসিসের ন্যায় ইহাতে রোগের লক্ষণ উপশমিত হয় না। উভয় ঔষধেই দুগ্ধ অসহ্য হয়; কিন্তু কেবল সর্প-বিষেই দুগ্ধ পানের স্পৃহা বিদ্যমান দেখা যায়। বসাদ্রব্য, দূষিত মাংস, মৎস, শুক্তি, আধ্মাজনক খাদ্য দ্রব্য, বরফ, সির্কা, অম্লসংযুক্ত বাঁধা কপি আহারে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের লক্ষণের আতিশয্য জন্মে। ইহার উদ্গারে টক ও পচা অস্বাদ থাকে। উভয় ঔষধেই আধ্মানজনিত উদরের স্ফীতত্ব উপশমিত হয়, কিন্তু ল্যাকেসিসে এতদতিরিক্ত যে এক প্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব থাকে তাহারও উপশম পড়ে। উভয় ঔষধেই উদ্গারান্তে শ্বাস-ক্রিয়া অধিকতর বিমুক্তভাবে নিষ্পন্ন হয়। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের রোগী এই শ্বাসের আয়াসের লাঘবে এক প্রকার অশিথিলতা ও উপরের দিকে আকৃষ্টতার নিবৃত্তি উপলব্ধি করে। ল্যাকেসিসের রোগীর উদ্গারে যেন শ্বাস রুদ্ধ হইবে তাহার এরূপ অনুভূত হয়। ল্যাকেসিসের উদ্গার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয় এবং উহাতে এই ঔষধের চিরবর্ত্তমান গলারআকুঞ্চন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। শেষোক্ত ঔষধে শূন্যোদ্গার এবং তদ্দ্বারা বেদনার তীব্রতার উৎপত্তি লক্ষণও আছে। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের লক্ষণে আহারান্তে গুরুত্ব, পূর্ণত্ব, নিদ্রালুতা ও উদরের বিদীর্ণপ্রায় পূর্ণতা থাকে। আমাশয়ের জ্বালাও বৃদ্ধি পায়। এই গুরুত্ব অনুভব এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ, ইহাতে উদর আলম্বিতবৎ ও মস্তক সীসবৎ ভারী বোধহয়। আমাশয়ের জ্বালার সহিত গলা পর্য্যন্তএক প্রকার সুড় সুড়ি থাকে। ল্যাকেসিসের লক্ষণে পূর্ণতা ও প্রচাপন কোন গুরু বস্তু স্থাপিত থাকার ন্যায় অনুভূত হয় এবং পূর্ণতানুভবে চিত্তের অপ্রফুল্লতা জন্মে আমাশয়ে, অপিচ অন্ত্রে যেন একটা পিণ্ড সঞ্চিত হইতেছে রোগীর এরূপও বোধ

হয়। জ্বালা সহকারে উদরের কঠিনতা ও স্ফীততা থাকে, এবং যেন একখণ্ড প্রস্তর নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; তজ্জন্য তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অথবা সাবধানে পা ফেলিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডানুভব ল্যাকেসিসের প্রধান একটী বিশেষ লক্ষণ যে আকুঞ্চন তাহারই রূপান্তর বলিয়া অনুমান করা যায়। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে উদ্গারিত বায়ুর অধিকতর পচা আস্বাদ অথবা মলদ্বার দিয়া নির্গত হইলে জ্বালাকরতা, আর্দ্রতা, ও দুর্গন্ধ থাকে। এই বায়ুর আবর্ত্ত ও তৎসহ জ্বালা হইতেই অধিকাংশ লক্ষণের উৎপত্তি হয়, এবং সর্প-বিষ জনিত বাতাধ্মান অপেক্ষা ইহার পরিমাণও অধিক থাকে। এতদ্দ্বারা মূত্রাশয়ে ও ত্রিকদেশে একপ্রকার আবেগও উৎপন্ন হয়। আহারে বেদনার লাঘব লক্ষণাপন্ন আমাশয়ের একপ্রকার চর্ব্বণবৎ স্নায়ুশূল ল্যাকেসিস সেবনে উপশমিত হয়; কিন্তু জ্বালা ও তৎসহকারে আকুঞ্চক খল্লীবশতঃ রোগীর দ্বিভাজবৎ অবনতি; থাকিয়া থাকিয়া বেদনার উপস্থিতি ও তজ্জন্য শ্বাসরোধ; ঊর্দ্ধে বক্ষঃস্থল ও নিম্নে উদর পর্য্যন্ত বেদনার সম্প্রসারণ; এই সকল লক্ষণ থাকিলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসই উহা আরোগ্য করে। (২) অর্শ। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে সরলান্ত্রে শূলের (কুন্থন) প্রাধান্য ও ল্যাকেসিসে মলদ্বারে আকুঞ্চনের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ল্যাকেসিসে এই আকুঞ্চন বশতঃ এবং কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে বায়ুর প্রচাপন বশতঃ বিফল মল-প্রবৃত্তি জন্মে। ঈষৎ নীলবর্ণ, নির্গমনশীল অর্শ-বলি উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। উভয় ঔষধেই দপদপকর শিরঃপীড়া ও অতিসার লক্ষণ আছে। কিন্তু ল্যাকেসিসে পূর্ব্বোক্ত আকুঞ্চন এবং কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে অধিকতর শিরোগৌরব ও অতিসারের তরলতা এই দুই ঔষধের প্রভেদ-স্থল। (৩) সন্নিপাতাবস্থা।—টাইফয়েডজ্বর, অথবা অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ ও রক্তাতিসার ইত্যাদির পরিণাম স্বরূপ সন্নিপাতবিকারে সম্পূর্ণ পতন বা হিমাঙ্গ অর্থাৎ উদরাধ্মান, জড়বৎ, বিশেষতঃ জানুর শীতলতা; সূত্রাকার নাড়ী; শীতল শ্বাস; অন্ত্রের স্রাবের অবর্ত্তমানতা; অথবা অনিচ্ছায় বিনির্গত, বিগলিত, রক্তাক্ত, ও পূযময় অতিসার প্রভৃতি মৃত্যুর আসন্ন লক্ষণে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবস্থেয়। এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, তন্দ্রালুতা, ও শরীর-শাখার অল্প অল্প শীতলতা প্রভৃতি জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা জ্ঞাপক লক্ষণে ল্যাকেসিস উপযোগী। (৪) হার্নিয়া।—অন্ত্র-বৃদ্ধি (হার্নিয়া) রোগে কার্ব্বো

ভেজিটেবিলিসের লক্ষণেও আর্সেনিকের ন্যায় উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই অস্থিরতা আর্সেনিকের ন্যায় স্থান-পরিবর্ত্তন নহে, কেবল একপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা মাত্র। পরিচ্ছেদে বিরক্তি অনুভব, ও যন্ত্র-বৃদ্ধি আবদ্ধ হইলে সেই স্থানের মলিনবর্ণ লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু শেষোক্ত ঔষধে আটোপ ও দুর্গন্ধি অপানের অপেক্ষাকৃত আধিক্য থাকে।

গ্রাফাইটিস ও ল্যাকেসিস।—উৎকণ্ঠা, বিষাদ, জিহ্বাগ্রে ফোস্কা; গলার অভ্যন্তরের বামপার্শ্বে পিণ্ডবৎ অনুভব, ও উহাতে আহার সংলগ্নে কষ্ট. গল-নলী হইতে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত এক প্রকার আকুঞ্চক উদ্গার; আহারান্তে পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা; আহারে উপশমিত আমাশয়ের স্নায়বীয় বেদনা (গ্যাষ্ট্রালজিয়া), মদিরাপানজনিত প্রাচীন আমাশয়-প্রদাহ, আমাশয়ে পিণ্ডবৎ অনুভব মস্তকে রক্তসঞ্চয় সহকারে উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, দুর্গন্ধি অপান, নিদ্রাভঙ্গকর শ্বাস-রোধের আক্রমণ, তজ্জন্য শয্যা হইতে লাফিয়া পড়ার আবশ্যকতা, ও কিছু আহার করিবার প্রয়োজন, এবং দুর্গন্ধময় মল,—এই গুলি গ্রাফাইটিসের লক্ষণ। এই ঔষধে ল্যাকেসিস অপেক্ষা অধিক আধ্মান জন্মে। ইহার গ্যাষ্ট্রালজিয়ার বেদনা জ্বালাকর ও আকুঞ্চক; আমাশয়ে পিণ্ডানুভব অবিরত স্পন্দনসংযুক্ত; এবং বুকজ্বালার উদ্গার পচা আস্বাদ বিশিষ্ট থাকে। সাধারণতঃ রাত্রি ১২টার পরে গ্রাফাইটিসের শ্বাস-রোধের আবেশ উপস্থিত হয়, ল্যাকেসিসের ন্যায় যে কোন সময় নিদ্রাকালে বা নিদ্রান্তে উহা প্রকাশ পায়না। নিদ্রিত হইবা মাত্র বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন জন্মে, ল্যাকেসিসের ন্যায় স্বর-যন্ত্রে জন্মেনা। অপর, গ্রাফাইটিসের দুর্গন্ধময় বিরেচন অর্দ্ধ জীর্ণ, মলিন বর্ণ, ও লেহবৎ থাকে এবং তদ্দ্বারা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ পরিপাক-ক্রিয়ার অসম্যকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধাতুগত লক্ষণেও ল্যাকেসিস ও গ্রাফাইটিসের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সময় সময় এই দুই ঔষধই শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুতে ব্যবহার করা যায়। তবে যে সকল রোগীর শরীর স্থূল ও শীতল, চর্ম্ম দদ্রু বিশিষ্ট, খর-স্পর্শ, বিদারণ-প্রবণ, ও শীরিষবৎ বিন্দু বিন্দু স্রাব ক্ষরণশীল, এবং যাহাদের কোষ্ঠ কঠিন তাহাদের পক্ষেই গ্রাফাইটিস বিশেষ উপযোগী। সর্প-বিষ ব্যতীত

আর্সেনিক, নক্স-ভমিকা, ও লাইকোপোডিয়মের সহিতও গ্রাফাইটিসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্যাষ্ট্রাইটিস ও গ্যাষ্ট্রালজিয়া রোগে আর্সেনিক ও নক্সভমিকার সহিত ; এবং আধ্মানে লাইকোপোডিয়মের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে।

সলফিউরিক এসিড ও ল্যাকেসিস।—কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ সুরাপায়ীদিগের রোগে সর্প-বিষের সহিত সলফিউরিক এসিডের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতজ্জনিত অন্ন-পথের প্রবল প্রদাহে ইহার যে বিদাহী ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বিদাহী ক্রিয়া দ্বারাই সলফিউরিক এসিড ও ল্যাকেসিসের প্রভেদ বিনির্ণীত হয়। সলফিউরিক এসিডের ক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলও এরূপ ভাবে আক্রান্ত হয় যে ইহার কতকগুলি লক্ষণ যথা, উদরোর্দ্ধ দেশে অনুভবাধিক্য ; অন্ত্রে আকুঞ্চন অনুভব, এবং কামড়ান, মোচড়ান, ও কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা, তৎসহকারে মূর্চ্ছাবৎ বিবমিষা, কম্পন, বদনের পাণ্ডুবর্ণ, আশঙ্কাশীলতা ; নাড়ীর চাঞ্চল্য ; গল-কোষে থল্লী ; গলাধঃকরণে অসামর্থ্য ; গল-নলীর আকুঞ্চন ; অতিশয় দুর্ব্বলতাদি ঠিক ল্যাকেসিসের ন্যায় দেখায়। উভয় ঔষধের লক্ষণেই ব্রাণ্ডীপানের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, আশ্রয়-নিষ্ঠ কম্পনাভিযোগ ; রোগীর উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, সকল কার্য্যই ব্যস্ততার সহিত সম্পাদন ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, কখনওবা উহাতে, বিশেষতঃ অর্শ বৃদ্ধি পাইলে, শুষ্ক, কুঞ্চিত চিহ্ন, অম্ল উদ্গার, আমাশয় শিথিল ও শীতল অনুভব, ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় মৃদু সুরা পানে উপশম, ও উগ্রমদিরা পানে বৃদ্ধি,—এই সকল লক্ষণে সলফিউরিক এসিডের সুন্দর ক্রিয়া দর্শে। এই এসিডের এক বিশেষ প্রকৃতি এই যে ব্রাণ্ডীর সহিত মিশ্রিত করিয়া না দিলে শীতল জল আমাশয়ে থাকে না। সলফিউরিক এসিড উদরের পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন জন্মায়। ইহার মল ল্যাকেসিসের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ হয় বটে, কিন্তু খণ্ড খণ্ড রজ্জুবৎ দেখায়; জলবৎ অতিসারে অতিশয় দুর্গন্ধ এবং অর্শ-বলিতে আর্দ্রতা ও জ্বালা থাকে ও তদ্দ্বারা মলত্যাগের প্রতিবন্ধকত জন্মিতে পারে। সলফিউরিক এসিডেও কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হয়। অতএব মল-লক্ষণ দৃষ্টে অন্ত্রে কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি সন্দেহ হইলে ল্যাকেসিসের ন্যায় এই এসিডও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জলপানে আমাশয়ের শীতলতা

লক্ষণে ইলাপ্সের সহিত সলফিউরিক এসিডের সমতুল্যতা আছে। কিন্তু কেবল শেষোক্ত ঔষধেই জলের সহিত অথবা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এই শীতলতা অনুভূত হয় না।

কলচিকম্ ও ল্যাকেসিস।—ল্যাকেসিসের ন্যায় কলচিকমেও আমাশয়ের শীতলতা বা শীতানুভব; পরিচ্ছদের চাপে অসহ্যতা (এই পরীক্ষা-লক্ষণটী চিকিৎসায় সপ্রমাণিত হয় নাই); আমাশয়ে জ্বালা; বমন ও বিরেচন, মল-দ্বারের মুখাবরকপেশীর আক্ষেপ; মল-বেগ; দুর্গন্ধি অপান, দুর্গন্ধি অতিসার; অত্যল্প স্পর্শে অনুভবাধিক্য; অতিশয় অবসন্নতা; বিমন্দ শ্বাস; ও ক্ষীণ নাড়ী উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কলচিকমের লক্ষণে বিবমিষা বিদ্যমান থাকে, এবং সেই বিবমিষা আহার্য্যদ্রব্যের গন্ধে বিবর্দ্ধিত হয়; চুপ করিয়া শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে ভিরেট্রমের ন্যায় কলচিকমের বমনেরও বিরতি জন্মে। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে; এবং নক্সভমিকার ন্যায় ইহার লক্ষণেও উজ্জ্বল আলোকে, স্পর্শে, বা উগ্রগন্ধে বিরক্তি জন্মে। ওলাউঠার ন্যায় বমন-বিরেচন হয়; মলদ্বারাবরক পেশী প্রতিবার মলত্যাগের পর আকুঞ্চিত হয় ও বৃথা মল বেগ জন্মে। অতএব ল্যাকেসিস ও কলচিকমে স্পর্শে অনুভবাধিক্য ও দ্বারাবরকপেশীর দুর্ব্বলতা সংযুক্ত আকুঞ্চন লক্ষণেই প্রধানতঃ ঐক্য দৃষ্ট হয়। অন্যান্য লক্ষণে এতই সুস্পষ্ট প্রভেদ যে নির্ব্বাচন-কালে সহজেই ইহাদিগের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

ওলাউঠা।—ওলাউঠায় অল্পমাত্র নড়িলে চড়িলে বমনের পুনরুদ্রেক এবং বিবমিষা সহকারে অতিশয় লালানিঃসরণ ল্যাকেসিসের প্রয়োগ-লক্ষণ। কলচিকমেরও ঠিক এই লক্ষণ বটে, তবে অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্টে উভয়ের প্রভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে।

প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ।—প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহে, যথা দন্তোদ্ভেদ কালীন শিশুদিগের নানাবর্ণের অতিসারসংযুক্ত আক্ষেপে, এবং মস্তকান্দোলন লক্ষণে পডোফিলমের সহিত কলচিকমের সাদৃশ্য হয়।

অন্ত্র-প্রদাহাদি।—অন্ত্র-বেষ্ট-প্রদাহ, অন্ত্র-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, রসটক্স, ও ব্যাপ্টিসিয়া একগুচ্ছকের অন্তর্গত। (১) বেলেডোনা।—প্রদাহের প্রকৃতি অনুসারে অন্যান্য ঔষধ হইতে বেলেডো-

মার প্রভিন্নতা স্থিরীকৃত হয়। রোগের নিস্তেজ অবস্থায়ই অপর কয়টী ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকদিগের প্রাদাহিক অতিসারে সহসা কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া উদরের, বিশেষতঃ উদরের কোন এক স্থানের স্ফীততা ও স্পর্শদ্বেষ উৎপন্ন হইলে বেলেডোনার পরে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়; অথবা পূয জন্মিলে ও তাহাতে মারকিউরিয়স বিফল হইলে; কিম্বা গ্যাংগ্রিণ জন্মিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োজিত হইয়া থাকে। (২) রসটক্স। —তন্দ্রালুতা, জ্বরের উগ্রতা বা প্রবর্দ্ধনশীলতা; অস্থিরতা; শুষ্ক, কপিশ বর্ণ, ও অগ্রভাগে আরক্ত ত্রিকোণচিহ্নাঙ্কিত জিহ্বা; কর্দ্দমাকার (শেউলির ন্যায়), জলবৎ বা পচা, পীতাভ কপিশ ও রক্তাক্ত, এবং নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাত-সারে বিনির্গত অতিসার;—এইগুলি রসটক্সের লক্ষণ। রসটক্সের অতিসার সহকারে সাধারণতঃ উরুর নিম্নভাগে ছিন্নকর বেদনা থাকে, কিন্তু ল্যাকে-সিসের লক্ষণে কটি হইতে উরুর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট স্তব্ধতা (ষ্টিফ নেস) জন্মে। অন্ত্রান্ত্রের প্রদাহে বেলেডোনার পরে রসটক্স বা ল্যাকেসিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্ফীতস্থান নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে আস্তে আস্তে চাপিলে উপশম বোধ হইলে রসটক্স, এবং স্পর্শ অসহ্য হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। সরলান্ত্রের প্রদাহে, প্রদাহ অভিঘাত-মূলক হইলে রসটক্সের প্রয়োজন পড়িতে পারে; কিন্তু ব্রণ-শোথ (য়্যাবসেস) উৎপন্ন হইয়া তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্মাকার (মাথা) না হইলে এবং চতুর্দ্দিকস্থ বিধান তন্তুর ঈষৎ বেগুণি বর্ণ জন্মিলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। (৩) কলচিকম।— অবসন্নতার আতিশয্যে, তন্দ্রা-দোষ, উত্তপ্ত উদর ও শীতল হস্ত-পদ, সূত্রবৎ সূক্ষ্মনাড়ী; রোগীকে উঠাইলে পশ্চাৎদিকে মস্তক পতন, হনু পতন পাণ্ডুর, নিমগ্ন, ও আকুঞ্চিত মুখাকৃতি; কষ্টে জিহ্বা নিঃসারণ, এবং অনিচ্ছায় মলস্রাব লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত কলচিকমের তুলনা হয়। কিন্তু কলচিকমে উদরাধ্মান অধিকতর সুস্পষ্ট, মল তন্তুময় বা সরবৎ পদার্থ বিমিশ্রিত; এবং জিহ্বা হয় কপিশবর্ণের গাঢ় লেপাবৃত, নয় মলিন মূলভাগ সহকারে উজ্জ্বল আলোহিত থাকে। কলচিকমের বিষ-ক্রিয়ায় উদরের ঊর্দ্ধভাগের নিম্নে স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে না। (৪) আর্নিকা।—আর্নিকাও প্রগাঢ় সুপ্তি, ফুৎকারবৎ শ্বাস, পরিশুষ্ক জিহ্বা ও উহার মধ্যভাগের নিম্নে কপিশবর্ণ,

উদরের স্ফীততা এবং অনিচ্ছায় মলমূত্র নিঃসরণ লক্ষণ জন্মায়। কালিমা বা কালশিরা, এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা উৎকণ্ঠা অস্থিরতা; রোগীর বস্ত্র সমান ও অবস্থান পরিবর্তন করিয়া দিলে সেই অস্থিরতার শান্তি আর্ণিকার এই কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টে ল্যাকেসিস হইতে ইহার প্রভেদ হইয়া থাকে।

মলদ্বারের আকুঞ্চন।—মলদ্বারের আকুঞ্চনে ল্যাকেসিসের সহিত বেলেডোনা, কষ্টিকম, নাইট্রিক এসিড, ন্যাট-মিউর, ইগ্নেশিয়া, কালী-বাইক্রম, ওপিয়ম, প্লম্বম, মেজেরিয়ম, ককুলস প্রভৃতি ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। (১) বেলেডোনা।—পর্য্যায়ক্রমে মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের দিকে প্রচাপন ও আবেগ, এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন, অপিচ বক্রাশয়ের ন্যায় মলদ্বারের আক্ষেপিক আকুঞ্চন বেলেডোনার লক্ষণ। (২) কষ্টিকম।—উৎকণ্ঠা ও আরক্ত মুখমণ্ডল সহ বিফল মল বেগ কষ্টিকমের লক্ষণ। (৩) নাইট্রিক এসিড।—নাইট্রিক এসিডে সরলান্ত্রে চোচফুটার ন্যায় যাতনা জন্মে; মলত্যাগকালে মলদ্বার আকুঞ্চিত হয় ও তৎপরেও কতিপয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই আকুঞ্চন বিদ্যমান থাকে, এবং সরলান্ত্র ছিন্নবৎ অনুভূত হয়। (৪) ন্যাট্রম-মিউর। ন্যাট্রম-মিউরের লক্ষণে মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে সঙ্কোচন অনুভূত হয়, মল নিঃসরণে মলদ্বার বিদীর্ণ হয়; বারংবার নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি, ও মলদ্বারের আক্ষেপিক আকুঞ্চন জন্মে। (৫) ইগ্নেশিয়া।—ইগ্নেশিয়া গুহ্যদ্বারের স্নায়ু-শূল; সঞ্চরমান কর্ত্তনবৎ বেদনাসংযুক্ত সঙ্কোচন, মলত্যাগান্তে মলদ্বারের সঙ্কোচনের আধিক্য; এবং হিষ্টিরিয়া রোগের ন্যায় অসঙ্গত, অনিয়মিত, ও আবেশিক লক্ষণ জন্মায়। (৬) কালীবাইক্রম।—কালীবাইক্রম ল্যাকেসিসের ন্যায় মলদ্বারে প্লগ থাকার মতন অনুভব, ও কপিশ, ফেণিল, জলবৎ অতিসার উৎপন্ন করে। অতিসারের মল প্রত্যূষে সবেগে নির্গত হয় ও তৎপরে মলদ্বারে শূল জন্মে। (৭) ওপিয়ম।—ওপিয়মে উদর-বেদনা কালে আক্ষিপ্ত-ভাবে মলদ্বার অবরুদ্ধ হয়, এবং তৎসহকারে দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। প্লম্বমের লক্ষণও অনেকটা এই প্রকার; কিন্তু ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টেই ল্যাকেসিস হইতে এই সকল ঔষধের প্রভেদ হইয়া থাকে। যথা, ল্যাকেসিসেও সরলান্ত্রে যন্ত্রণাপ্রদ শূল (আবেগ) বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু মলদ্বারের আকুঞ্চনবশতঃ সেই আবেগ প্রদানে রোগীর এতই যাতনা হয় যে উহা হইতে

তাঁহাকে অগত্যা নিবৃত্ত থাকিতে হয়। অপর, ল্যাকেসিসে আকুঞ্চিত মলদ্বার সহকারে অর্শবলি বহির্গত হইয়া থাকে। (৮) মেজেরিয়ম।—এস্থলে মেজেরিয়ম ল্যাকেসিসের প্রায় সমতুল্য। ইহার লক্ষণেও মলত্যাগের পরে বহির্গত সরলান্ত্রের চতুর্দ্দিকে মলদ্বার আকুঞ্চিত হয়। অন্যান্য বিষয়ে এই দুই ঔষধে বিস্তর প্রভেদ। (৯) কালীবাইক্রমিকম।—রক্তাতিসার যোগে ল্যাকেসিসের সহিত কালীবাইক্রমিকমের সম্বন্ধ দেখা যায়। আরক্ত, বিদারিত, মসৃণ জিহ্বা; ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মল উভয় ঔষধেরই লক্ষণ, সুতরাং উৎকট রোগে বা সন্নিপাতাবস্থায় এই দুই ঔষধ একটীর পরে অপরটী সুন্দর উপযোগী হয়। মলের দুর্গন্ধে ল্যাকেসিস; এবং স্নেহবৎ, ও কখন কখন রজ্জুর আকার মল লক্ষণে কালীবাইক্রমিকম ব্যবস্থেয়। (১০) ককুলাস।—মলত্যাগান্তে মূর্চ্ছা সহকারে সরলান্ত্রের শূল, অথচ অন্ত্রের ধমন-ক্রিয়ার হ্রাস ককুলাসের লক্ষণ।

মলের দুর্গন্ধ ল্যাকেসিসের এমনই বিশেষ লক্ষণ যে জীবনীশক্তির নিস্তেজতা লক্ষণাপন্ন বিবিধ রোগে কেবল এই মল-লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার এরূপ ভাবে আক্রান্ত হয় যে সরলান্ত্রে মল-প্রবৃত্তি পরিশূন্য অবিরাম যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ উপস্থিত হয়। অন্ত্রের আক্ষিপ্ত অবস্থা ও মলদ্বারের আবরক-পেশীর অতিশয় উপদাহিতা হইতেই এই আবেগ জন্মে। ল্যাকেসিসের আর একটী লক্ষণ এই যে রোগী মলত্যাগ কালে বেগ দিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মলদ্বারের আবরক-পেশীর বেদনা বশতঃ কুন্থন করিতে পারেনা; সরলান্ত্র বহির্গত ও আকুঞ্চিত দ্বারাবরক পেশী দ্বারা ধৃত হয়; মলত্যাগান্তে সরচাচর সরলান্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত, বিশেষতঃ অপরিমিত সুরাপায়ীদিগের মধ্যেই এই সকল লক্ষণ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়।

পেরিটোনাইটিস।—পেরিটোনাইটিস বা অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহে, রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় জ্বর থাকিলে ও সেই জ্বর দিবা একটার সময় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইলে; রোগীর গাত্রে যৎসামান্য স্পর্শও অসহ্য হইলে; এবং সন্নিপাত লক্ষণ সংস্পৃষ্ট থাকিলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। অন্ধান্ত্রের প্রদাহ জন্মিলেও পূযোৎপত্তির পরে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় হইতে পারে। বেলেডোনা, ব্রাইও-

নিয়া, বা মারকিউরিয়স করোসাইভসের পরেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসটক্সের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রসটক্স অপেক্ষা ল্যাকেসিসে অধিকতর সন্নিপাত লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং রসটক্স অপেক্ষা রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

জননেন্দ্রিয়ের রোগ।—(১) ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য।—ল্যাকেসিসে পুরুষের শারীরিক শক্তির ন্যূনতা সংযুক্ত কাম-প্রবৃত্তির অতিশয় উত্তেজনা জন্মে। মনে নানাপ্রকার প্রলোভন উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সম্যকরূপে উপস্থ উত্থিত ও শুক্র পরিস্রাবিত হয় না। (২) ডিম্বাশয়ের রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ল্যাকেসিসের অতিপ্রবল ক্রিয়া দর্শে। ডিম্বাশয়ে, বিশেষতঃ বাম ডিম্বাশয়েই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এজন্য, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, স্নায়ুশূল, ও অর্ব্বুদ রোগে বস্ত্রের প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ এবং এই ঔষধের অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এতদ্দ্বারা উপশম জন্মে। স্বল্প, ক্ষীণ, কৃষ্ণবর্ণ, অতিদুর্গন্ধি খণ্ড খণ্ড ঋতুশোণিত; কুচকিতে বেদনা; বাম ডিম্বাশয়ে আবেগ; এবং উত্তমরূপে রক্তস্রাবিত হইলে এই সকল লক্ষণের শান্তি; ও জরায়ুতে অত্যল্প মাত্র চাপের অসহ্যতা ল্যাকেসিসের লক্ষণ। ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদে, রোগ বাম হইতে দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে সম্প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে, এবং পূযোৎপন্ন হইলেও ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে হিপার বা মারকিউরিয়সের পরেই ইহা বিশেষ উপযোগী হয়। (৩) জরায়ু-প্রদাহ।—সূতিকাবস্থায় জরায়ু-প্রদাহে, বিশেষতঃ প্রসবান্তিকস্রাব অতিশয় দুর্গন্ধময় হইলে, এবং রোগিণীর অচৈতন্য ও মুখমণ্ডলের বার্ত্তাকুবর্ণ থাকিলে ল্যাকেসিস প্রয়োজিত হইতে পারে। (৪) উপদংশ।—উপদংশ রোগে পারদের বিষ-দোষ বিনাশার্থে অথবা ক্ষত পচিয়া উঠিলে ল্যাকেসিস ব্যবহার করা যায়। ল্যাকেসিসজ্ঞাপক বিশেষ গলা-বেদনা, ক্ষতের চারিদিকে নীলবর্ণ পরিবেষ্টন, রাত্রিকালীন অস্থি-বেদনা, এবং ফ্যাজিডেনিক শ্যাঙ্কার বা শীঘ্র শীঘ্র খাইয়া যায় এপ্রকার উপদংশ ক্ষত ইহার বিশেষ লক্ষণ। পারদ অপব্যবহারের পরবর্ত্তী নীলবর্ণ পরিবেষ্টন বিশিষ্ট জঙ্ঘার চেপ্টা ক্ষতে, দীর্ঘাস্থির ক্ষতে; ক্ষতস্থানের নীলবর্ণ ও স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে, গল-ক্ষতে, ও রাত্রিকালীন অস্থি-বেদনায়ও ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—১। (১) **নীলাভ ক্ষতে;**—হিপার, এসাফিটিডা, লাইকো, সিলিশিয়া, আর্সেনিক। (২) **ক্ষতের চারিদিকে অপচ্যমান বা পচ্যমান পীড়কা,ও ফোস্কা লক্ষণে;**—আর্সেনিক, ফসফরাস, লাইকোপো-ডিয়ম, মারকিউরিযস, হিপার, সিলিশিয়া ইত্যাদি। (৩) **ক্ষতের চারিদিকে জ্বালাকর আরক্তমণ্ডলে;**—আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়ম, মারকিউরিয়স, সিলিশিয়া। (৪) দুর্গন্ধময় পূযে;—আর্সেনিক, এসাফিটিডা, লাইকোপো-ডিয়ম, সিলিশিয়া, সলফার, হিপার। (৫) চেপ্টাক্ষতে;—আর্সেনিক,এসা-ফিটিডা, লাইকোপোডিয়ম, মারকিউরিযস, সিলিশিয়া, ফসফরিক এসিড ইত্যাদি। (৬) ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ হইলে বা পচিয়া উঠিলে;—আর্সেনিক, সিকেল, সিলিশিয়া, প্লম্বম, কার্ব্বো-ভেজি, ইউফর্বিয়া, মিউরিয়েটিক এসিড। এই সকল ঔষধ ল্যাকেসিসের সমগুণ। কিন্তু ল্যাকেসিসের লক্ষণে ক্ষত স্পর্শ করিলে জ্বালা অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা সমধিক সুনিশ্চিত থাকে। ক্ষতের চারি দিকের ত্বকে অসম-প্রগাঢ় বর্ণের পচ্যমান পীড়কা জন্মে। জঙ্ঘার ক্ষতগুলি কালীবাইক্রমের ক্ষতের ন্যায় গভীর না হইয়া অগভীর ভাবে প্রসারিত হয়, উহা হইতে অল্প স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ও শক্তির ক্ষীণতা জন্মে। মলিনবর্ণ ফোস্কায় ক্ষতগুলি পরিবেষ্টিত থাকে এবং ক্ষতের চতুর্দ্দি-কের চর্ম্ম মরিয়া যায়। কখন কখন বা স্রাব রুদ্ধ হইয়া রোগী হতবুদ্ধি ও শীতল; এবং তাহার জঙ্ঘা স্ফীত হইয়া পড়ে। তখন শিরায় নীলাভ লোহিত বর্ণের স্ফীততা দৃষ্টে শিরা-প্রদাহ রোগের বিদ্যমানতা উপলব্ধ হয়। ল্যাকে-সিসের এই সকল লক্ষণের সহিত আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, বিউফো, সিকেল, ও সিঙ্কোনাদি ঔষধের সাদৃশ্য দেখা যায় বটে; কিন্তু আর্সে-নিকের লক্ষণে অবসন্নতা সহকারে রক্তবহা নাড়ীর অধিকতর উত্তেজনা ও অধিকতর স্নায়বীয় উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের অবসন্নতা ল্যাকেসিস অপেক্ষা অধিক; এবং এতদ্দ্বারা শীতল ঘর্ম্ম, শীতল শ্বাস, ও পতনাবস্থা উৎপন্ন হয়। অপর, ইহার ক্ষতে মৃতদেহের ন্যায় দুর্গন্ধ জন্মে। অন্যগ্র প্রকৃতির রোগে এই দুই ঔষধের একেবারেই সাদৃশ্য নাই; কারণ কার্ব্বোভেজিটেবিলিস অতিশয় জ্বালা, চর্ম্মের বলিতে অবদরণ; ও

ক্ষতের প্রান্তের কঠিনতা জন্মায়, কিন্তু ল্যাকেসিসের ন্যায় অতিরিক্ত স্পর্শ-দ্বেষ উৎপন্ন করে না।

২। (১) হিপার।—হিপার ও ল্যাকেসিসের সমগুণ। কারণ পারদ অপব্যবহারের পর ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। হিপার জ্ঞাপক ক্ষতের এরিওলা বা পরিবেষ্টন-মণ্ডলে অতিশয় অনুভবাধিক্য থাকে এবং একপ্রকার ঘৃষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ অনুভূত হয়। যদিও ক্ষতের পূযস্রাবী অংশ ঈষৎ নীলবর্ণ দেখাইলেও দেখাইতে পারে, এবং রোগী দুর্ব্বলতা অনুভব করে, তথাপি উহা ল্যাকেসিস সূচক জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ও গ্যাংগ্রিণের নিদর্শন নহে। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায়ই ল্যাকেসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। (২) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়ম ল্যাকেসিসের অনুপূরক। গলার অভ্যন্তরে উপদংশ-ক্ষত, তাহার মলিন ধূসরাভ পীতবর্ণ, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আতিশয্য; কপালে তাম্রবর্ণ পীড়কা, বদনের মলিনতা, ও কুঞ্চিততা, কিন্তু ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় পীতবর্ণ ত্বকে লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীর অবিদ্যমানতা; *নিস্তেজ উপদংশ-ক্ষত; উপযোগ সংযুক্ত উপমাংস; জঙ্ঘার দুরারোগ্য ক্ষত,* উহাতে ছিন্নকর বেদনা ও জ্বালা, রাত্রিতে যন্ত্রণার আতিশয্য, পোল্টিশ বা পটী প্রদানে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি; সচরাচর স্বর্ণবৎ পীতবর্ণ পূয; এবং আধ্মান সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য লাইকোপোডিয়মের লক্ষণ। (৩) নাইট্রিক এসিড।—বিদাহী (ফেজিডেনিক) উপদংশ ক্ষতে, ও দীর্ঘাস্থি প্রভৃতির ক্ষতে, ক্ষতের অসমপ্রান্ত; সহজে রক্তস্রাবী, অতিরিক্ত ক্ষতাঙ্কুর; ওষ্ঠ-বিদারণ, ও গলার অভ্যন্তরে চোঁচ বিদ্ধবৎ অনুভব ইত্যাদি গল-লক্ষণে নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থেয়। (৪) কালী-আইওড।—চর্ব্বণবৎ বা রন্ধ্র করণবৎ অস্থি-বেদনা; কপালের ও নাসিকার অস্থিতে দপদপ ও জ্বালা; হরিতাভ পীতবর্ণ, অবদরণকর স্রাব বিশিষ্ট পূতিনস্য; ক্ষত-জনক ও ক্ষত-চিহ্ন-উৎপাদক অপচ্যমান পীড়কা; রূপিয়া; দধির ন্যায় পূযবিশিষ্ট কঠিন-প্রান্ত উপদংশ ক্ষত; খাইয়া খাইয়া গভীর হয় এ প্রকার ক্ষত; সর্প-বিষের লক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর তীব্র শিরঃ-পীড়া ও তজ্জন্য মস্তকোপরি কঠিন পিণ্ডোৎপত্তি; এবং কোমল বিধান-তন্তু ও অস্থির সান্তরাংশে রস-প্রসেকের অভিমুখতা কালী-আইওডেটমের

লক্ষণ। ল্যাকেসিসেসের রস প্রসেক কেবল কোমল বিধান-তন্তুতেই জন্মে, অস্থিতে প্রবিষ্ট হয় না।

৩। গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধের তুলনা হয়। (১) প্লাটিনা।—প্লাটিনার লক্ষণে স্বল্প রক্তের পরিবর্ত্তে প্রভূত, মলিনবর্ণ রক্ত স্রাবিত হয়, এবং রোগিণীর দাম্ভিকতা অধিকতর বিশদ থাকে। কামোন্মাদের সহিত জননেন্দ্রিয়ের সুড়সুড়ি ও শীৎকার বা যোনিমুখের অনৈচ্ছিক আক্ষেপিক অবরোধ লক্ষিত হয়। ডিম্বাশয়ের রোগে ল্যাকেসিস বিফল হইলে প্লাটিনা দ্বারা উপকার হইতে দেখা গিয়াছে; যথা, ডিম্বাশয়ে পূয উৎপন্ন হওয়াতে প্লাটিনার ক্রিয়ায় তাহা বহির্নির্গত হইয়াছে। প্রবল আবেগ সংযুক্ত জ্বালাকর বেদনা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। (২) প্যালেডিয়ম।—ল্যাকেসিসের ন্যায় এই ঔষধেও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের কঠিনতা ও স্ফীততা উপশমিত হইয়াছে। মানসিক লক্ষণে প্যালেডিয়ম ও ল্যাকেসিসে বিস্তর প্রভেদ। প্যালেডিয়ম এক প্রকার অহমিকা বা আত্ম-শ্লাঘা জন্মায়, তজ্জন্য রোগিণী অপরের প্রশংসালাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, কাজে কাজেই অনেক সময় তাহার অভিমানে আঘাত লাগে। মনোভাবে সর্প-বিষের লক্ষণের ন্যায় প্যালেডিয়মের রোগিণীর ডিম্বাশয়ের বেদনাও বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারে বৃদ্ধি পায়। ল্যাকেসিসের রোগিণী সহজে উত্তেজিত হয়, কোন আখ্যায়িকা বর্ণনাকালে তাহার অশ্রুপাত হয়। প্যালাডিয়মের রোগিণী জন-সমাজে সহজে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে; উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপে, বা সামাজিক আমোদপ্রমোদে তাহার বেদনা বিবর্দ্ধিত হয় এবং শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি জন্মে। (৩) এপিস।—ডিম্বাশয়ের রোগে ল্যাকেসিসের সহিত এপিসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ডিম্বাশয়েই ইহার অধিকতর ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দংষ্ট্রবৎ বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ, হুল-বেধ, বা জ্বালা; এবং কখন কখন বা অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা এপিসের লক্ষণ। এপিসসূচক কন্দ-সংসৃষ্ট বা ঋতুকালীন আবেগ দক্ষিণ ডিম্বাশয়েই জন্মে বলিয়া বোধ হয়; এবং বেদনান্তে স্বল্পপরিমাণ মলিন শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। উভয় ঔষধের লক্ষণেই বাম হইতে দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে বেদনার সম্প্রসারণ লক্ষণ আছে; কিন্তু এপিসের বেদনা শরীর-প্রসারণ করিবার সময়ই অনুভূত হয়। অপর, ইহাতে ডিম্বাশয়

প্রদেশে এক প্রকার বিশেষ আবেগ অনুভব লক্ষণও থাকে। দুই ঔষধেই বেদনা উপরের দিকে উঠে; কিন্তু এপিসে দক্ষিণ ডিম্বাশয়েই বেদনা অবস্থিতি করে, এবং তৎসহকারে বাম বক্ষঃদেশে বেদনা ও কাসি লক্ষণ থাকে। মানসিক লক্ষণে ইহাদের অধিক পরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয় ঔষধেই প্রেম-ঘটিত বিদ্বেষ, বাচালতা, ও সঙ্গম-প্রবৃত্তির আধিক্য; এবং অস্থিরতা ও ব্যস্ততা লক্ষণ আছে। (৪) আর্সেনিক।—আর্সেনিকের ক্রিয়ায়ও ডিম্বাশয় ও গর্ভাশয় আক্রান্ত হয়, এবং জরায়ু হইতে মলিনবর্ণ রক্তস্রাব, ও সঙ্গম-প্রবৃত্তির আতিশয্য জন্মে। কিন্তু আর্সেনিকে দক্ষিণ ডিম্বাশয়ই সমধিক আক্রান্ত হয় এবং সুস্পষ্ট জ্বালা, অনুম্যবৎ বেদনা, ও অস্থিরতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অস্থিরতা অবিরত পা নাড়িলে কথঞ্চিৎ কম পড়ে। রজ-শূলও বিদ্যমান থাকে, এবং উক্ত প্রয়োগে তাহা উপশমিত হয়। (৫) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়মের বেদনা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে অর্থাৎ ল্যাকেসিসের বিপরীত অভিমুখে সঞ্চরণ করে। বেদনা সহকারে এই ঔষধের আমাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণগুলিও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। (৬) গ্রাফাইটিস।—গ্রাফাইটিসেরও বাম ডিম্বাশয়েই অধিকতর ক্রিয়া দর্শে এবং দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশের বেদনার পরে যোনি হইতে স্রাব নিঃসরণ হইলে উপশম জন্মে। কিন্তু রোগিণীর ধাতু অনুসারেই ল্যাকেসিস ও গ্রাফাইটিসের প্রভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। (৭) মস্কস ও জিঙ্কম।—রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিলে বেদনার উপশম ল্যাকেসিসের একটী প্রধান লক্ষণ। মস্কস বা মৃগনাভীর লক্ষণেও ঋতুর প্রারম্ভে আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে এবং ঋতু-শোণিত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলেই বেদনার বিরতি জন্মে। ল্যাকেসিসের ন্যায় জিঙ্কমেও রক্ত-স্রাব হইলে বাম ডিম্বাশয়ের ছিদ্রকরণবৎ বেদনা উপশমিত হয়। প্লাটিনা ও এমোনিয়ম কার্ব্বের বেদনা রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেও বিদ্যমান থাকে। এমন কি, অধিক পরিমাণ রক্তপাত হইলেও প্লাটিনার বেদনার বিরাম পড়ে না; এমন-কার্ব্বের লক্ষণে বেদনার অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রক্ত পতিত হয়।

হৃৎপিণ্ড, রক্ত-সঞ্চলন, ও জ্বর।—রক্ত-সঞ্চলনে ল্যাকেসিসের ক্রিয়া বশতঃ রজ-নিবৃত্ত কালে উত্তাপাবেশ; মস্তকাভিমুখে রক্তের প্রবল গতি, ও তৎসহকারে পদের শীতলতা, হৃৎপিণ্ডে দৃঢ়রূপে রজ্জু বন্ধের ন্যায় আকুঞ্চন

অনুভব জন্মে। শেষোক্ত লক্ষণ, এবং তৎসহকারে বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, ও শয়ন করিতে অসামর্থ্য,—এই সকল লক্ষণানুসারে হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার সম্ভূত বক্ষঃস্থলের শোথে ও হৃদ্বেষ্টের শোথে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

শোথ।—সর্ব্বাঙ্গীন শোথে মূত্রের মলিন, প্রায় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ও অণ্ডলাল সংমিশ্রতা, এবং স্ফীতস্থানের উপরের ত্বকের নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী এবং মদ্যপায়ীদিগের শোথেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ল্যাকেসিস বিশেষ উপযোগী।

মূত্র-যন্ত্রের রোগ।—(১) বৃক্কক ও মূত্রাশয়ের রোগ।—বৃক্কক ও মূত্রাশয়ের রোগে স্থানিক লক্ষণ অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, এল্বুমিনুরিয়া বা ব্রাইটাখ্য রোগে শ্বাস-যন্ত্রের লক্ষণ, নিদ্রান্তে উপচয়, এবং গাত্রের নীলবর্ণ অনুসারে এই ঔষধ যত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মূত্র-লক্ষণানুসারে তত হয় না। মূত্রাশয়ের প্রদাহে দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা যখন দূষিত হইয়া উঠে তখন ল্যাকেসিসের সার্ব্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণানুসারে এই ঔষধও উপযোগী হয়। মূত্রের দূষিত গন্ধের যতই আধিক্য থাকে, ল্যাকেসিসের উপযোগিতাও ততই অধিক হয়। (২) রক্ত-মূত্র।—রক্তের অপকৃষ্টতার নিদর্শন স্বরূপ জ্বরাদিতে রক্ত-মূত্র জন্মিলে এবং তজ্জন্য মূত্রে ঈষদগ্ধ তৃণের আকার বিচ্ছিন্ন রক্ত-কোষ ও রক্ত-তন্তু প্রভৃতি অধঃক্ষেপ (তলানি) থাকিলে ক্রোটেলসের ন্যায় ল্যাকেসিসও ব্যবহৃত হয়। স্কার্লেটিনার পরে যে এল্বুমিনুরিয়া রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে শস্ক-পাতের বিলম্ব নিবন্ধন শোথ জন্মে, এবং মূত্রের বর্ণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সংযুক্ত থাকে। এই প্রকার কাল চিহ্নে চিহ্নিত মূত্রাকৃতি হেলিবোরাসেরও লক্ষণ। কলচিকম, ন্যাট্রম-মিউর, কার্ব্বলিক-এসিড ও ডিজিটেলিসও কাল মূত্র জন্মায়। এপিস, এমোনিয়ম-বেঞ্জ, আর্সেনিকম, আর্নিকা, ওপিয়ম, কার্ব্বো-ভেজি, কালি-কার্ব্ব, ও টেরেবিন্থিনায় মলিন ঘোলা মূত্র উৎপন্ন হয়। কেবল ল্যাকেসিসেই ফেনিল মূত্র জন্মে এবং তৎসহকারে এই ঔষধের ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) হেলিবোরস।—ঔদাসীন্য, পেশীর দুর্ব্বলতা

পাণ্ডুর স্ফীত মুখমণ্ডল, এবং লেহবৎ আমস্রাবী অতিসার লক্ষণাপন্ন শোথে হেলিবোরস ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিক ও ল্যাকেসিসে শয়নে শ্বাস-কষ্টের আধিক্য জন্মে, হেলিবোরসে শয়নে শ্বাস-কষ্টের লাঘব হয়। (২) ডিজিটেলিস। —ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্বল্প আবিল মূত্র, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছা, ও তৎসহ মুখমণ্ডলের ঈষৎ নীলবর্ণ লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত ডিজিটেলিসের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ল্যাকেসিসের লক্ষণে স্বরযন্ত্রের অধিকতর আকুঞ্চন এবং বক্ষঃস্থলের গৌরব ও আকুঞ্চন থাকে; ডিজিটেলিসের লক্ষণে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরের অংশগুলি যেন একত্রিত হইয়া গিয়াছে এপ্রকার শ্বাস-রোধক আকুঞ্চন জন্মে। অপর, ডিজিটেলিসে জীবন যেন শেষ হইতেছে আমাশয়ে এরূপ এক প্রকার নিমগ্নতা বা দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। (৩) টেরেবিন্থিনা। —টেরিবিন্থিনায় কফিচূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপবিশিষ্ট ধূমল ও আবিল মূত্র জন্মায়। স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী শোথে এই ঔষধ সচরাচর উপযোগী হয়। মূত্রের অধঃপতিত পদার্থে বিচ্ছিন্ন রক্তাণু; রক্ত-মূত্র; শ্বাস-কষ্ট, তজ্জন্য শয্যায় রোগীর বালিশ ঠেশ দেওয়ার প্রয়োজন; অতিশয় তন্দ্রালুতা; জিহ্বার পরিশুষ্কতা ও চিক্কণতা ইহার লক্ষণ। বৃক্ককের রোগের প্রথমাবস্থায়, যখন রক্তাধিক্যের প্রাবল্য থাকে, অর্থাৎ মূত্রে অধিক পরিমাণে বৃক্ককের ছাঁচ দৃষ্ট না হয়; তখন টেরেবিন্থিনা প্রয়োগে উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠে ল্যাকেসিস অপেক্ষা অধিকতর তীব্র জ্বালা ও যাতনা জন্মে, এবং মূত্রে ভায়োলেটের গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে। টাইফয়েড জ্বরে টর্পেণ্টাইন ও ল্যাকেসিসের মল ও মূত্র একরূপ। দুর্গন্ধময় মল, ক্ষত বশতঃ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; রক্তের মলিন, কালিম বর্ণ, ও কফি-চূর্ণের ন্যায় আকৃতি; দুর্গন্ধি মূত্র, মূত্রে রক্তের বিচ্ছিন্ন কণার বিদ্যমানতা উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। অধিকন্তু, টেরেবিন্থিনা দ্বারা স্ফীতি; পরিশুষ্ক, মসৃণ, ও চিক্কণ জিহ্বা; এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মে। কিন্তু আধ্মানের আতিশয্য এবং তৎসহকারে জ্বালা, ও জিহ্বার মসৃণতা অর্থাৎ জিহ্বা-কণ্টকগুলি যেন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এপ্রকার সমতলতা দ্বারাই ল্যাকেসিস হইতে টেরেবিন্থিনার প্রভেদ হইয়া থাকে। (৪) এপিস।—স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী শোথে ল্যাকেসিসের সহিত এপিসের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অণ্ডলাল-মূত্র, বিসমাসিত রক্ত বিমিশ্রিত নিবন্ধন মলিন বর্ণ স্বল্পমূত্র, ও শ্বাস-

কষ্ট উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু পিপাসাহীনতা, পাণ্ডুর মোম-বর্ণ ত্বক্, গাত্রের স্থানে স্থানে শীতপিত্তের ন্যায় উদ্ভেদ, লোহিত পীড়কা, অথবা শোথা-ক্রান্ত অঙ্গের বিসর্পবৎ পাটল বর্ণ থাকিলেই সচরাচর এপিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃক্কের রোগে মূত্রের স্বল্পতা ও রক্তশূন্য অণ্ডলালময়তা লক্ষণে, এপিসের সুনিশ্চিত অন্যলক্ষণ ও মানসিক অস্থিরতাদি অনুসারেই এপিস প্রযো-জিত হয়। এই সকল স্থলে এপিস ও ল্যাকেসিসের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হয় না। কিন্তু মূত্রের মলিন বর্ণ, আবিলতা, রক্ত-বিমিশ্রতা, কফিচূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, শীতল জলপান সহকারে অগ্নিপানেচ্ছা, শ্বাস কষ্ট, বক্ষঃস্থলের প্রতিস্থায়, শ্লেষ্মা না উঠা পর্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় আয়াস, এবং স্বরযন্ত্রের আক্ষেপিক আকুঞ্চন লক্ষণ থাকিলে ল্যাকেসিসের সহিত আর্সে-নিকের তুলনা হয়। মূত্র মলিন গোময়ের জলের ন্যায় দেখাইলে, বৃক্কের ছাঁচের প্রাচুর্য্য থাকিলে, সায়াহ্নে শয়ন-চেষ্টায় ও পুনরায় রাত্রি দুই প্রহরের পরে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আতিশয্য জন্মিলে, এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনে শ্বাস-কষ্ট উপ শমিত হইলে আর্সেনিক ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়। শয়নান্তে নিদ্রা হইলে শ্বাস-কষ্টের আধিক্য, সবল শ্লেষ্মা, বা খানিকটা গাঢ় আঠাল শ্লেষ্মা কাসিয়া উঠাইয়া ফেলিলে শ্বাস কষ্টের উপশম, এবং পরিচ্ছদের সংস্পর্শে আর্সেনিক অপেক্ষা অনেক অধিকতর বিরক্তি লক্ষণে ল্যাকেসিস উপযোগী। পাছে বস্ত্রের চাপে রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হয় এজন্য বস্ত্র শিথিল বা ছিন্ন করিয়া দেওয়া ল্যাকেসিসের লক্ষণ, কেবল ত্বকের এক প্রকার স্পর্শাধিক্য আর্সে-নিক জ্ঞাপক। (৫) কলচিকম।—কলচিকম আমাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, এবং বৃক্কের এক প্রকার তীব্র রক্তসঞ্চয় জন্মায়। ইহার ক্রিয়ায় মলিন, আবিল, রক্তাক্ত, কালীর ন্যায় কাল, ও অণ্ডলালবিশিষ্ট মূত্র; এবং শোথ জন্মে। মূত্রাশয়ের মুখাবরকপেশীর উপদাহের প্রাবল্য ও তৎসহকারে মূত্রত্যাগান্তে মূত্রাশয়ে আবেগ দৃষ্টে ল্যাকেসিস হইতে সহজেই কলচিকমের প্রভেদ জানিতে পারা যায়। গাউটরোগগ্রস্ত ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রোগে অতিরিক্ত স্পর্শাধিক্য থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপ-যোগী। কলচিকমের এই স্পর্শাধিক্য লক্ষণের সহিত যদি ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় তবে কলচিকমের সাধারণ ক্রিয়া দেখিয়া,

যথা, সম্ভবতঃ আধ্মানিত উদর ভিন্ন অন্যত্র স্পর্শাধিক্য; ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা, বিশেষতঃ উগ্রগন্ধে অনুভবাধিক্য; আমাশয়িক লক্ষণের প্রাধান্য, মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি, মনস্থির করিতে বা সংস্পষ্টভাবে চিন্তা করিতে অপারগতা; শিরঃপীড়া, করোটীর ত্বকে অশিথিলতা অনুভব; লেপাচ্ছন্ন জিহ্বা, বিবমিষা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, অথচ বাহ্য সংস্কারে সহজে কোপনতা;—এই সকল লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলচিকম ব্যবহৃত হয়। কলচিকমের এক বিশেষ স্বভাব এই যে এতদ্দ্বারা অধিক লালা ও অধিক মূত্র নিঃসৃত হইলে মল স্বল্প হয় ও কুন্থন সহকারে নির্গত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বিরেচন অধিক হইলে মূত্রের স্বল্পতা জন্মে ও উহা সকুন্থনে নিঃসারিত হয়।

জ্বর।—ল্যাকেসিসের মানসিক লক্ষণের উল্লেখ কালেই উহার জ্বরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে সবিরাম জ্বরের কথা উল্লেখ করা আবশ্যকীয় বটে। শরৎকালে কুইনাইন ব্যবহার সত্ত্বেও যে জ্বর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয় তাহাতেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরাহ্ণে একটা বা দুইটার সময় শীতাবস্থার প্রকাশ; উষ্ণ থাকিবার জন্য ততনয়, কিন্তু স্থির থাকিবার জন্য শীতের সময় গাত্রে রাশীকৃত বস্ত্র প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব; (এইটী ল্যাকেসিসের একটী বিশেষ লক্ষণ। চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার অভিলাষ জেলসিমিয়মেরও লক্ষণ); উত্তাপাবস্থায় তীব্র দাহ, বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডে গৌরব, এবং তৎসহকারে তন্দ্রালুতা বা বহুভাষিতা এই ঔষধের লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—১। (১) কার্ব্বোভেজিটেবিলিস।—ল্যাকেসিসের জ্বরের ন্যায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের জ্বরও বৎসর বৎসর প্রত্যাবৃত্ত হয়। উত্তাপাবস্থায় বাচালতা, জ্বরকালীন পিপাসার অভাব, ও শ্বাস-গৌরব, দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ও কুইনাইন অপব্যবহার বশতঃ রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীতের পূর্ব্বে নয়, কিন্তু শীতাবস্থায় পিপাসার আতিশয্য, শীত সহকারে সচরাচর শ্বাসের শীতলতা, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত থাকিলেও জানুর শীতলতা; সন্ধ্যাকালের জ্বরের আক্রমণে, পিপাসা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে দাহকর উত্তাপের আবেশ; উদরাধ্মান; এক পার্শ্বে, সাধারণতঃ বাম পার্শ্বে শীত, পতনাবস্থার স্পষ্টতা; এই গুলি কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের লক্ষণ। (২) ক্যাপ্সিকম।

—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা; উষ্ণতার অভিলাষ, পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ, এবং বিষম, সপর্য্যায় নাড়ী,—এই সকল লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত ক্যাপ্সিকমের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ক্যাপ্সিকমের শীত পৃষ্ঠে আরম্ভ হইয়া তথা হইতে সম্প্রসারিত হয়, শীতাবস্থা পর্য্যন্ত পিপাসা থাকে এবং জলপানে বৃদ্ধি পায় (ইলাপ্স দ্রষ্টব্য)। পৃষ্ঠে তপ্তজলপূর্ণ বোতলাদি উষ্ণ প্রয়োগে রোগী উপশম বোধ করে। (৩) মেনিয়্যান্থিস।—নাসাগ্র, কর্ণ প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগের শীতলতা, পা হইতে জানু পর্য্যন্ত তুষারবৎ শীতল, হাত পা তুষারবৎ শীতল, শরীরের অন্যান্য স্থান উষ্ণ,—এই সকল লক্ষণে মেনিয়্যান্থিস উপ-যোগী। নাসিকার শীতলতাদি লক্ষণাপন্ন এই প্রকার অনিয়মিত জ্বরে গাত্রের নীলবর্ণ, ও অতিশয় দুর্ব্বলতা সূচক সূত্রবৎ নাড়ী থাকিলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়।

২। জ্বরে—ল্যাকেসিসের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির সবিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কারণ, এই সকল ঔষধে দুর্ব্বল বা সূত্রবৎ নাড়ী, গাত্রের শীতলতা বা নীলবর্ণ, সুতরাং অত্যন্ত অবসন্নতা জন্মে। (৪) ভিরেট্রম এলবম।—শীতের সহিত পিপাসা, শীত আভ্যন্তরিক হইলে, উর্দ্ধদিকে নয়, কিন্তু নিম্নদিকে শীতের গতি; নীলবর্ণ, শীতল, আর্দ্রতিস্তাপক ত্বক্, নীলবর্ণ হস্ত; বদন, মুখ, ও জিহ্বার শীতলতা, শ্বাসে আয়াস ও গৌরব, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, উত্তাপে অনুপশম, শীতল, আঠাআঠা ঘর্ম্ম, কপালে উহার আতিশয্য;—এই সকল লক্ষণে ভিরেট্রম ব্যবস্থেয়। (৫) আর্সে-নিকম।—বাহ্য উত্তাপে শান্তি, মুখ ও জিহ্বার শীতলতা, মুখমণ্ডলের ও শরীরের কোন কোন স্থানের নীলবর্ণ, অতিশয় দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা, শীতল আঠাআঠা ঘর্ম্ম, ও মধ্যে মধ্যে শ্বাস-রোধের আক্রমণ আর্সেনিকের লক্ষণ। (৬) ক্যাম্ফর।—বাহিরে বরফের ন্যায় শীতলতা অথচ অন্তরে উত্তাপ, সুতরাং গাত্রের আবরণ-বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, মুখ-মণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নীলবর্ণ; সাধারণতঃ উত্তপ্ত শ্বাস; আক্ষেপ, অথবা চৈতন্য থাকিলে স্বরের বৈলক্ষণ্য, পরিশেষে প্রগাঢ় নিদ্রা;—এই সকল লক্ষণে ক্যাম্ফর উপযোগী। (৭) হাইড্রোসায়েনিক এসিড।—সমগ্র শরীরের মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় শীতলতা, দুর্ব্বল বা অপ্রাপ্য নাড়ী;

অনেকক্ষণ স্থায়ী মূর্চ্ছা; সশব্দে পেয়দ্রব্যের গলাধঃপতন, হৃৎপিণ্ডে যাতনা, আক্ষেপ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ও হনুর পেশীর স্তব্ধতা এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। (৮) হেলিবোরস।—পেশীর শিথিলতা, সহসা রোগীর পতন, তৎসহ শরীরের শীতলতা, কপালে শীতল ঘর্ম, ও মন্দ-বেগ নাড়ী, শরীরের অত্যন্ত শীতলতা সহকারে ভয়ঙ্কর টঙ্কার, অন্ত্রে আমবাতিক বেদনা;—হেলিবোরসের লক্ষণ। (৯) ডিজিটেলিস।—সর্প-বিষের ন্যায় ডিজিটেলিসও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা জন্মায়। গাত্র ত্বক অতিশয় শীতল হয়। প্রভূত ঘর্মস্রাব হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা জ্বরলক্ষণের শান্তি জন্মে না। প্রতি তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম স্পন্দনে নাড়ীর বৈষম্য-দোষ পরিলক্ষিত হয়; এবং নাড়ীর অতিশয় মন্দ-গতি জন্মে। ইহা যেন স্মরণ থাকে যে ল্যাকেসিসের লক্ষণে বক্ষঃস্থলের গৌরব ও তৎসহকারে পদের শীতলতা থাকে, এবং পা উষ্ণ হইতে আরম্ভ হইলেই বক্ষ-গৌরব হ্রাস পড়ে। (১০) সিকেলি।—শীতল গাত্র; নিমগ্ন, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও নীলবর্ণ ওষ্ঠাধর, আবৃত থাকিতে অপ্রবৃত্তি; হস্তে শীৎকার, রোগী অঙ্গুলীগুলি অতিশয় ছড়াইয়া হাত তুলিয়া রাখে, শীতল আঠাআঠা ঘর্ম; ক্ষীণ, মিনমিনে কথা, ইহার লক্ষণ। (১১) হাইওসায়েমাস।—পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধে শীত, শরীরের বিষয়নিষ্ঠ শীতলতা, টঙ্কার, ও প্রলাপ;—এই সকল লক্ষণে ল্যাকেসিসের সহিত হাইওসায়েমাসের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু হাইওসায়েমাসের শীত রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, এবং পা হইতে পৃষ্ঠবংশে, ও পৃষ্ঠবংশ হইতে ঘাড়ে প্রসারিত হয়। ইহার গাত্র-তাপের হ্রস্বতার সহিত ধমনীর ক্রিয়ার ধীরতা, তন্দ্রালুতা, অথবা প্রলাপ ও উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপ, শয্যা-বস্ত্র খুঁটন, বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা, অবাস্তব বস্তু দর্শন বা চিত্ত-বিভ্রম, পেশীতন্তুর স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। (১২) ল্যাক-নাস্থিস।—ল্যাকনাস্থিসও ল্যাকেসিসের ন্যায় জ্বরের শীতাবস্থায় চক্ষুর চিক্কণতা; শরীরের তুষারবৎ শীতলতা, ও উষ্ণতায় তাহার উপশম লক্ষণ উৎপন্ন করে বটে। কিন্তু কেবল ল্যাকনাস্থিসেই জ্বরের উত্তাপাবস্থা ও প্রলাপ সহকারে চক্ষুর প্রদীপ্ততা ও গণ্ডস্থলের সীমাবিশিষ্ট আরক্ততা দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১৩) লাইকোপোডিয়ম।—লাইকোপোডিয়ম ল্যাকেসিসের পরে ব্যবহৃত হয়। জ্বরে তন্দ্রালুতা বা হতবুদ্ধিতা, বরফের উপর শয়নের ন্যায় শরীরের

শীতলতা; এক পায়ের উষ্ণতা, ও অপর পায়ের শীতলতা (বিশেষ আবশ্যকীয় লক্ষণ); এবং রক্ত-সঞ্চলন যেন রুদ্ধ হইতেছে রোগীর এরূপ অনুভব;—এই ঔষধের লক্ষণ। সবিরাম জ্বরে ল্যাকেসিসের লক্ষণের ন্যায় পৃষ্ঠে শীতের আবম্ভ; কিন্তু অপরাহ্ণে চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত, অথবা সাতটার সময় উহার আতিশয্য; হস্ত-পদের অবশতা ও বরফবৎ শীতলতা; প্রায়ই, বিশেষতঃ শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অম্ল উদ্গার বা বমনের বর্ত্তমানতা; প্রধানতঃ ঘর্ম্মাবস্থার পরে পিপাসা, এবং কেবল তপ্তজল পানে প্রবৃত্তি লাইকোপোডিয়মের লক্ষণ। (১৪) এপিস।—জ্বরে, ও অন্যান্য অনেক স্থলে সর্প-বিষের সহিত এপিসের অনুকূল সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। পুরাতন বা কুচিকিৎসিত রোগীদিগের পক্ষে উভয় ঔষধই উপযোগী। অপরাহ্ণে শীত, বক্ষ-গৌরব, নাসিকার শীতলতা, নাড়ীর দ্রুত ও অনিয়মিত গতি, হস্ত ও বাহুর ত্বকের নীলবর্ণ, এবং পতনাবস্থার সাধারণ আকৃতি, দুই ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু এপিসে উত্তাপে উপচয় লক্ষণ আছে, ল্যাকেসিসে তাহা নাই; অপর এপিসের বক্ষ গৌরব ও তজ্জনিত শ্বাস-রোধ অধিকতর সুস্পষ্ট। জিহ্বার আরক্ততা, অবদরণ, অগ্র ও প্রান্তভাগে ফোস্কা; শীতের পূর্ব্বে নয়, কিন্তু শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং শীতপিত্ত;—এই গুলিও এপিসের লক্ষণ। (১৫) কুপ্রম।—আক্ষেপ সহকারে গাত্রের শীতলতা, সমগ্র শরীরের তুষার সদৃশ শীতলতা; শীতল ঘর্ম্ম, নীলবর্ণ ত্বক; অপিচ পতনাবস্থা সহ শরীর-শাখায় তীব্র খল্লী; ও মূত্র-নাশ কুপ্রমের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় ক্যাম্ফরের পরে কুপ্রম ফলপ্রদ। কিন্তু অন্যবিধ হিমাঙ্গ অবস্থায়ও এই ঔষধ অনুপযোগী নহে। এমনকি, এতদ্দ্বারা খল্লী, প্রলাপ, ও ক্রমে নিশ্চেষ্টতা লক্ষণাপন্ন সর্পদংশনেও উপকার দর্শে।

স্কার্লেটিনা।—মৃদু আকারের স্কার্লেটিনায় ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়না। কিন্তু দূষিত প্রকৃতির আরক্ত জ্বরে তন্দ্রালুতা, ও প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ; পীড়কার অসম্যকরূপে বা অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ; ঝিল্লিকপ্রদাহের ন্যায় গলার অভ্যন্তরে কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি; গল-মধ্যের কোষময় বিধান-তন্তুর প্রদাহিত অবস্থা ও পূয়োৎপত্তির আশঙ্কা; গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীততা; গলার অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলে উহার মলিন আরক্ততা, ও তালুমূলে, বিশেষতঃ বাম তালুমূলে মলিন শুভ্রবর্ণ স্ফীতি, জিহ্বার নিম্নভাগে মলিন পীতবর্ণ লেপ, ও সেই লেপের

ভিতর দিয়া আরক্ত উন্নত জিহ্বা-কণ্টকের প্রকাশ; নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও গাত্রের শীতলতা; এবং মুখ ও নাসিকা পথে মলিন রক্ত ক্ষরণ;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। স্কার্লেটিনার চিকিৎসার প্রারম্ভে অনেক চিকিৎসকেরই একটী ভুল হয়। চিকিৎসার প্রারম্ভে ভুল হইলে হয় রোগের ভোগ দীর্ঘকাল থাকে, নয় রোগী সত্বর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। লক্ষণালক্ষণ বিচার না করিয়া নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক রোগীকে বেলেডোনা ব্যবস্থা করাই এই ভুল। অতএব এস্থলে বেলেডোনা ও ল্যাকেসিসের প্রভেদ প্রদর্শিত হইল। লঙ্কামরিচের চূর্ণ প্রক্ষিপ্তবৎ জিহ্বা, দপদপকর শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখমণ্ডল, ও উচ্চ জ্বর উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কেবল সবল প্রকৃতির জ্বরে, প্রবল প্রলাপ লক্ষণে; এবং গলার অভ্যন্তরের উজ্জ্বল আরক্ততা, নাড়ীর পূর্ণতা, ও উল্লম্ফনশীলতা, পীড়কার প্রদীপ্ত আরক্ততা ও মসৃণতা থাকিলেই বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়।

কার্ব্বঙ্কল।—কার্ব্বঙ্কল ও ক্যানসার রোগে কার্ব্বঙ্কলের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী স্থান স্ফীত হইয়া উঠিলে এবং অতি ধীরে ধীরে পূয উৎপন্ন হইতে থাকিলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ল্যাকেসিস ব্যবহার করিলে পূযের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উহার গুণের উৎকর্ষ জন্মে, এবং রোগীর বলও বর্দ্ধিত হয়।

ম্যালিগন্যাণ্ট পষ্টিউল।—সাংঘাতিক পচামান ব্রণে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ডাঃ ডনহাম তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রাণ্ডি সেবনেরও বিধি দেন।

যে পদ্ধতি বা রীতি অনুসারে ঔষধের লক্ষণের বিশেষ হইয়া থাকে, তাহাকে ইংরেজীতে "মোডালিটি" বলে; আমরা লক্ষণের গুণবাচক বা বিশেষক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। ঔষধগুলি অধ্যয়ন কালে, বিশেষতঃ সমধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধের প্রভেদ নির্দ্ধারণ করিবার সময় এই মোডালিটি জানা থাকা নিতান্ত আবশ্যকীয়। যথা, দুইটী ঔষধেই অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধে সঞ্চরমান বেদনা উৎপন্ন করিলে, যদি এক ঔষধজনিত বেদনা প্রচাপনে ও অন্য ঔষধজনিত বেদনা নিদ্রায় পরিবর্দ্ধিত হয় তবে ব্যবস্থাকালে সহজেই তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করা যাইতে পারে। বিশেষণ যেমন বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করে, মোডালিটিও সেইরূপ লক্ষণের গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব ইহাকে

লক্ষণের গুণবাচকও বলা যাইতে পারে। কিন্তু লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণের গুণবাচকের কোন অর্থ হয় না। সুতরাং লক্ষণের অনুকল্পে কেবল "বিশেষক" উল্লেখ করা উচিত নহে। যথা, "নিদ্রান্তে আতিশয্য" বিশেষ্য পরিশূন্য কেবল এই বিশেষণ কোন অর্থ-বোধক হয়না। অতএব নিম্নে ল্যাকেসিসের লক্ষণের বিশেষকগুলি অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনের সময়ও অবস্থাদি উল্লিখিত হইল :—

।১। উপচয়।—নিদ্রাকালে, গল-লক্ষণের বিশেষ আধিক্য জন্মে, গলবোধ জন্মিয়া রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিদ্রান্তে বিশেষতঃ প্রাতেও উপচয় দৃষ্ট হয়। ।২। দিবাকাল।—মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ল্যাকেসিসের লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কতকগুলি প্রধান লক্ষণ প্রাতঃকালে ও পূর্ব্বাহ্ণেও বৃদ্ধি পায়। নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র রোগীর শিরোঘূর্ণন জন্মে, আবার বেলা এগারটার সময় চক্ষু বুজিলেও ভ্রমি হয়। কপালের বাম দিকের উন্নতাংশে শিরোবেদনা প্রাতে প্রকাশ পায়। প্রাতে উঠিবার অব্যবহিত পরেই দুর্ব্বলতা জন্মে। এবং হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ অবশ বোধ হয়। প্রাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলে শ্বাসের ধীরতা, আয়াস ও হিসহিস শব্দ উৎপন্ন হয়। ।৩। রাত্রিকাল।—সায়াহ্নে ও রাত্রি বারটার পূর্ব্বে গলমধ্যের অনুভবাধিক্য; শুক্তি ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা, অতিসার, ও খক্‌খক্ কাসের আতিশয্য জন্মে। বেলা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে কোন সময় জ্বরের শীতাবস্থার আরম্ভ, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য, এবং রাত্রি বারটার পূর্ব্বে উহার আতিশয্য হয়। ।৪। শীতাতপ ও ঋতু।—শীতল বায়ুতে, শীতাতপের পরিবর্ত্তনে ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি; ভিজিলে, আর্দ্র ঋতুতে, ও ঝড় বাতাসে বৃদ্ধি; বজ্রপাত সংযুক্ত ঝটিকার পূর্ব্বে বৃদ্ধি, সূর্য্যাতপে বৃদ্ধি; এবং বসন্তকালে বৃদ্ধি,—ল্যাকেসিসের উপচয়-লক্ষণ। সচরাচর উষ্ণতায়, বস্ত্রাবরণে, ও চুল্লীর নিকটে হ্রাস এই ঔষধের উপশম লক্ষণ। অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে ল্যাকেসিসের রোগীর দুর্ব্বলতা জন্মে। ।৫। গতি, বিশ্রাম ও অবস্থানাদি।—শয্যা হইতে উত্থানে বা উত্থানান্তে বৃদ্ধি; উপবিষ্ট অবস্থায় বৃদ্ধি, আসন হইতে উত্থানান্তে হ্রাস; অব্যথিত পার্শ্বে ভর দিয়া শয়নে হ্রাস, কিন্তু শয্যার উষ্ণতায়, ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে

বৃদ্ধি; এবং নড়িলে চড়িলে, কিন্তু অধিকক্ষণ নড়িলে নয়, কোন কোন লক্ষণের উপশমও ল্যাকেসিসের লক্ষণ। ।৬। স্পর্শ, প্রচাপন, ও উপঘাতাদি।—প্রায় সর্ব্বদাই স্পর্শে, এমন কি বৎসামান্ত স্পর্শে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের একটী সাধারণ লক্ষণ। অতিশয় রক্তস্রাব বা বিগলন (গ্যাংগ্রিণ) সংযুক্ত বিদ্ধ ব্রণাদি উপঘাতের মন্দ ফলেও ইহা উপযোগী।

অরম মেট্যালিকম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) মন, (২) রক্তাধিক্য, (৩) কাঠিন্য, (৪) অস্থি, ও (৫) মেদাপকর্ষে প্রধানতঃ অরমের কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায়। স্বর্ণজনিত স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা ও রক্তবহানাড়ীর উপদাহ হইতেই ইহার সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

অরমের প্রধান গুণ এই যে এতদ্দ্বারা অস্বাস্থ্যকর রক্তাধিক্য জন্মে; দ্বিতীয় গুণ এই যে বুদ্ধি-বৃত্তি অপেক্ষা ভাব-বৃত্তিতে ইহার অধিকতর প্রভাব দর্শে।

অরমের কতকগুলি বিশেষ মানসিক লক্ষণ আছে। এই ঔষধজ্ঞাপক প্রায় সকল রোগেই সেই সকল মানসিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। বিষণ্নতা, বিলাপ-প্রবৃত্তি, ও জীবন-ধারণে বিতৃষ্ণাবিশিষ্ট আত্মগ্লানি ইহার সেই মানসিক লক্ষণ। এই আত্মগ্লানি গভীর নিরাশায় পরিণত হইয়া কখন কখন ধর্ম্মোন্মাদের আকার ধারণ করে। তখন রোগী সকল সময়ই ঈশ্বরাধনায় অতিবাহিত করে। মুক্তি হইবে না বলিয়া তাহার অবধারিত ধারণা জন্মে। যদি সে আত্মহত্যার প্রকৃত চেষ্টা না করুক তথাপি তাহার মনে আত্মহত্যা বিষয়ক চিন্তা উদিত হয়। অপর, এতৎসহকারে অতিশয় মানসিক যাতনা বর্ত্তমান থাকে। এই মানসিক যাতনার সহিত হৃদ্‌প্রদেশে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অরম কেবল যে ঈদৃশ বিষাদই জন্মায় এমন নহে, স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাও উৎপাদন করে, অধিকন্তু ক্রোধের উদ্রেক জন্মায়। প্রতিবাদ বা বিতর্কে রোগীর প্রচণ্ডতা জন্মে, তাহার বদন আরক্ত হইয়া উঠে; এবং বিবাদ প্রবৃত্তি

উত্তেজিত হয়। মানসিক পরিশ্রমে সে বিরক্তি বোধ করে; এবং প্রায়ই তাহার মাথাধরে। এই মাথাধরার প্রকৃতি অতঃপর উল্লিখিত হইবে।

আময়িক ব্যবহার।

বক্ষ-গৌরব।—শরীরের যে কোন স্থলে অরমের ক্রিয়া দর্শে তাহাতেই পূর্ব্বকথিত রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া উহার ক্রিয়াধিক্য উৎপন্ন হয়। প্রসারণ পরিশূন্য হৃৎপিণ্ডের বিশুদ্ধ বিবর্দ্ধনের ন্যায় হৃদাঘাতের বেগাধিক্য দ্বারা এই ক্রিয়াধিক্য জানিতে পারা যায়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য হইতেই হৃৎপিণ্ড বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহার হাইপারট্রফি বা বিবৃদ্ধি জন্মে। এই উপসর্গের ফল স্বরূপ কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা, ফুসফুস অতিরিক্ত রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং রোগী পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানে উঠিতে চেষ্টা করিলে,অথবা অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলে,বুক্কাস্থির নিম্নে অত্যন্ত ভার বোধ করে। তাহার বোধ হয় যেন বিচরণে বিরত না হইলে বুক ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। এই প্রকার অবস্থায় অরম ব্যবহার করিলে সুন্দর শান্তি জন্মে। কাফকা বলেন যে অরম মেটেলিকম অপেক্ষা এস্থলে অরম মিউরিয়েটিকমই বিশেষ উপযোগী। বক্ষাস্থির উপর এইরূপ গুরুত্ব অনুভব লক্ষণটী এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম নামক ঔষধেও আছে; কিন্তু উহার লক্ষণে নিদ্রালুতার আধিক্য লক্ষিত হয় এবং শৈরিক রক্তপূর্ণতায়ই অরম অপেক্ষা এমন-কার্ব্ব অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে।

মস্তকে রক্তাধিক্য।—হৃদ্‌পিণ্ডের এবম্বিধ অবস্থার অনুষঙ্গী ফল-স্বরূপ অন্যান্য যন্ত্রেও রক্তাধিক্য জন্মে। মস্তকে রক্ত উত্থিত হয়, ও মানসিক পরিশ্রমে উহা বৃদ্ধি পায়। কারণ, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিলে অধ্যয়নে মস্তিষ্কে সর্ব্বদাই রক্তের পরিমাণের আধিক্য জন্মায়। মস্তকে পূর্ণতা অনুভূত হয় ও তৎসহকারে কর্ণে কর্ণনাদ জন্মে। মস্তক ব্যথিত ও দৃষ্ট অনুভূত হয়, ও মনের বিশৃঙ্খলতা জন্মে। উপতারার রক্তবহা নাড়ীতে প্রচাপন বশতঃ চক্ষের সমক্ষে স্ফুলিঙ্গ বা আলোক-শিখা দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত রক্তসঞ্চিত অবস্থায় মুখমণ্ডল কতকটা স্ফীত ও কাচবৎ দেখায়। অক্ষী-বীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা চক্ষু পর্য্যবেক্ষণ করিলে চক্ষে রক্তাধিক্যের পরিষ্কার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্ষু

যেন উৎপতিত হইতেছে এরূপ বোধহয় এবং উহাতে অল্প অল্প অশিথিলতা অনুভূত হইতে থাকে। এই সকল লক্ষণের সহিত দুই প্রকার দৃষ্টি-বৈলক্ষণ্য থাকিলেও থাকিতে পারে। রোগী হয় একটী বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখে, নয় তাহার এক বস্তুর অর্দ্ধেক খানি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃই এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহার, প্রতিনিয়ত ব্যবহার, অথবা উত্তপ্ত স্থানে কার্য্য করা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মস্তিষ্কে এই প্রকার রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে।

চক্ষু-প্রদাহ।—গণ্ডমালাজনিত চক্ষুপ্রদাহে পূর্ব্ববর্ণিত রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণের বিদ্যমানতা; এবং রক্তবহা নাড়ীগুলির আরক্ততা; কনীনিকার আরক্ততা ও মাংসময়তা, বিশেষতঃ চক্ষুর রক্তবহা নাড়ীগুলির অতিশয় রক্তপূর্ণতা, অরমের প্রয়োগ-লক্ষণ। অধিকন্তু প্রভূত, বিদাহী অশ্রুস্রাব; এবং চক্ষুর অতিশয় স্পর্শদ্বেষও এই ঔষধি জ্ঞাপক। গ্লকোমা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

তারকামণ্ডল-প্রদাহ।—উপদংশ জনিত আইরাইটিস বা তারকামণ্ডল প্রদাহে, স্পর্শে অক্ষি-লক্ষণ নিশ্চিতই বৃদ্ধি পাইলে, এবং চক্ষুর চারিদিকে (যেন অস্থির অভ্যন্তরে) অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। পারদ অপপ্রয়োগের পরেই ইহা বিশেষ উপযোগী হয়।

সমগুণ ঔষধ।—এসাফিটিডা।—এই রোগে চক্ষুর চারিদিকে দুষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে অরমের সহিত এসাফিটিডার তুলনা হইতে পারে। এসাফিটিডার স্পর্শ-দ্বেষ অরম অপেক্ষা অল্প। এস্থলে মারকিউরিয়স করোসাইভস ও নাইট্রিক এসিডেরও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

নাসা-স্ফীতি।—অরমের ক্রিয়ায় নাসিকায়ও রক্তসঞ্চিত হয় এবং নাসাগ্র আরক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। বহুকাল মদিরাপান জন্য, অথবা শিশুদিগের গণ্ডমালা ধাতু বশতঃ নাসিকায় এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। গণ্ডমালা দোষ বশতঃ হইলে উহার সহিত অরম জ্ঞাপক বিশেষ প্রতিশ্যায় বর্ত্তমান থাকে।

পূতিনস্য।—নাসিকার প্রতিশ্যায় বা পূতিনস্য রোগে, নাসারন্ধ্রের স্পর্শ-দ্বেষ ও বিদারণ, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধি স্রাবনিঃসরণ, ও তৎসহকারে সচরাচর নাসাস্থির ক্ষত, এবং নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রভিন্নকর অস্থি-খণ্ডে রন্ধ্র,—এই

সকল লক্ষণে অরম ব্যবহৃত হয়। গণ্ডমালাজনিত অথবা পারদ ও উপদংশের সমবেত ফলে সমুৎপন্ন রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

কর্ণ-রোগ।—অরমের কর্ণ-লক্ষণ বড় অধিক নহে। কর্ণে রক্তসঞ্চয়; কর্ণ-নাদ; শব্দে অতিশয় অনুভবাধিক্য ইহার প্রধান লক্ষণ। অতএব মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায় (ক্যাটার) রোগে কখন কখন এই ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল রোগীদিগের একপ্রকার দুর্গন্ধি কর্ণ-স্রাবও বিদ্যমান দেখা যায়। সম্ভবতঃ কর্ণ-পটহ উপহত হয়। এবং রোগপ্রসারিত হইয়া কর্ণ-কুহরের বাহ্যপ্রণালী, ও শঙ্খাস্থির স্তনাগ্রবৎ প্রবর্দ্ধন আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই পীড়া প্রবর্দ্ধিত হইয়া অস্থি-ক্ষতও জন্মিতে পারে। অস্থিরোগে অরমের উপ-কারিতা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্তনাগ্রবৎ প্রবর্দ্ধনে অরমের ক্রিয়ার সহিত নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উহার সামান্য স্পর্শদ্বেষে বা প্রদাহে ক্যাপসিকমেরও কথঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু ক্ষত জন্মিলে অরম, সিলিশিয়া, ও নাইট্রিক এসিডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

গল-রোগ।—তালুমূলের আরক্ততা ও স্ফীততা, আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণমূলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, ও কঠিনতালুর ক্ষত অরমের প্রধান গল লক্ষণ। পারদ-সেবন বা উপদংশ-দোষ বশতঃ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়ই অরম দ্বারা এইগুলি দূরীকৃত হইয়া থাকে।

বৃক্কক-রোগ।—অরমের অতিক্রিয়ায় বৃক্ককেও রক্তাধিক্য জন্মে। প্রারম্ভাবস্থায় কেবল মূত্রাধিক্য দ্বারা উহার সূচনা জানা যায়। ক্রমে ক্রমে বৃক্ককের মেদাপকর্ষ জন্মিতে থাকে। তখন মূত্র স্বল্প ও অণ্ডলালময়, অথবা বৃক্কক দানাময় হইয়া উঠে। কোন হৃদ্রোগের গৌণফলস্বরূপ বৃক্ককের এই প্রকার পীড়া জন্মিলে অরম সেবনে সুফল দর্শে। নতুবা এতদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না। বৃক্ককের দানাময়তায় প্লম্বম অরমের সমগুণ।

অণ্ড-প্রদাহ।—অরম জনিত রক্তাধিক্যে সঙ্গমেন্দ্রিয়ও আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং উপস্থের প্রবল উদ্রেক জন্মে; অণ্ডকোষ, বিশেষতঃ দক্ষি-ণাণ্ড প্রদাহিত হয়। অতএব পুরাতন অণ্ড-প্রদাহ রোগে, বিশেষতঃ দক্ষিণাণ্ড আক্রান্ত হইলে এই ঔষধে সমধিক উপকার দর্শে।

হৃদ্রোগ।—অরম দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডেও রক্তসঞ্চয় জন্মে এবং হৃদ্রোগের

গৌণফলস্বরূপ যকৃৎ স্ফীত হইয়া উঠে। যকৃতের রক্তাধিক্যের সহিত দক্ষিণ কুক্ষিদেশে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা বিদ্যমান থাকে। রক্তসঞ্চয়ের দীর্ঘকাল অবস্থিতি নিবন্ধন যকৃতের সিরোসিস বা মেদাপকর্ষ জন্মিয়া উদরী উৎপন্ন হয়; এবং পিত্তস্রাবের অল্পতা বশতঃ মল ধূসর বা পাংশুবর্ণ হইয়া থাকে; অধিকন্তু অরম প্রয়োজ্য অন্যান্য রোগের ন্যায় ইহাতেও রোগীর চিত্তের এক প্রকার বিষাদ বা বিমর্ষভাব লক্ষিত হয়।

ফুসফুস-রোগ।—অরমের ক্রিয়ায় ফুসফুসেও রক্তসঞ্চিত হইয়া বক্ষঃস্থলে একপ্রকার গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং উহা রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রির প্রথমভাগে; অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিশ্রম করিলে; ও অধিকক্ষণ হাঁটিলে বৃদ্ধি পায়। মুখমণ্ডল বেগুণি বর্ণ হয় এবং রোগের অত্যন্ত প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় মূর্চ্ছা জন্মিতে পারে।

কন্দ-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে অরমের প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় জন্মে। সুতরাং জরায়ুর অতিশয় গৌরব জন্মিয়া উহা বহির্গত হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল রক্তসঞ্চয় বশতঃ জরায়ু বিবর্দ্ধিতও হয়। এই প্রকার কন্দ রোগেই অরম ব্যবস্থেয়। অন্য কোনপ্রকার কন্দ রোগ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয় না। কন্দরোগে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ অর্থাৎ লিলিয়ম বা নক্সভমিকাদি দ্বারা এই প্রকার কন্দে কোন ফল দর্শে না। কারণ, জরায়ুর বন্ধনীর শিথিলতা অথবা সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা বশতঃ ঈদৃশ কন্দ উৎপন্ন হয় না, জরায়ুর গুরুভারবশতই ইহা জন্মিয়া থাকে। এই রোগে অরম মেটালিকমের পরিবর্ত্তে অরম মিউরিয়েটিকম ন্যাট্রনেটম দ্বিতীয় বা তৃতীয়ক্রমও ব্যবহৃত হয় ও বিলক্ষণ উপকার করে।

অস্থি-রোগ।—অস্থিরোগে অর্থাৎ করোটির অস্থি, এবং নাসিকার ও তালুকার অস্থির ক্ষতে অরম ব্যবহৃত হয়। উপদংশ সম্ভূত হউক আর না হউক, পারদ অপব্যবহারের পরেই ইহা বিশিষ্টরূপে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

সমগুণ।—(১) বেলেডোনা। (২) মারকিউরিয়স, নাইট্রিক এসিড্। (৩) আর্সেনিক, এসাফিটিডা। (৪) এমোনিয়ম-কার্ব্ব। (৫) ন্যাট্রম-মিউর।

বিষগুণ।—হিপার, বেলেডোনা, মারকিউরিয়স।

আর্জ্জেণ্টম মেট্যালিকম।

বিশেষ বিবরণ।

স্বর্ণ ও রৌপ্যে অনেকগুলি লক্ষণের সাধারণত্ব আছে বটে, তথাপি অনায়াসেই এই দুই ঔষধের প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারা যায়। নিম্নে সেই প্রভেদস্থলগুলি যথাক্রমে উল্লিখিত হইল:—(১) রক্তসঞ্চলনেই স্বর্ণের অধিকতর প্রভাব দর্শে; এবং মনে ইহার ক্রিয়াবশতঃ কেবল ভাব-বৃত্তি সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। অরমের রক্ত-সঞ্চলনের লক্ষণ মুখ্য লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ গৌণ লক্ষণ। রৌপ্যে শ্বাস যন্ত্র ও বুদ্ধি-বৃত্তি বিষয়ক লক্ষণেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। অরম রক্তাধিক্য জন্মায়; আর্জ্জেণ্টম অধিক স্নায়বীয় লক্ষণ উৎপন্ন করে। কেবল অরম দ্বারাই অস্থি আক্রান্ত হয়। আর্জ্জেণ্টমে প্রায়ই অস্থি-লক্ষণ জন্মে না। কিন্তু এতদ্দ্বারা সন্ধিস্থলে এক প্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে। সন্ধির উপাস্থিও আক্রান্ত হয়, তজ্জন্য কন্দরোগগ্রস্তা নারীদিগের সন্ধিস্থলের স্নায়ুশূলে, যখন সন্ধিস্থান সঞ্চালন করিতে পারা যায় না অথচ অত্যন্ত সূক্ষ্মানুসন্ধানেও তথায় কোন প্রকার আমবাতিক প্রদাহ দৃষ্ট হয় না, তখন রৌপ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (২) অরম রক্তবহানাড়ীর রক্তপূর্ণতা, বা রক্তাধিক্য-প্রবণতাসূচক মুখমণ্ডলের আরক্ততাসংযুক্ত গণ্ডমালায় উপযোগী। এই সকল গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের কনীনিকার অস্বচ্ছতা ও ক্ষতের চারিদিকে অরম ব্যাপক রক্তাধিক্যের নিদর্শন স্বরূপ রক্তপূর্ণ রক্তবহানাড়ী দৃষ্ট হয়। আর্জ্জেণ্টম ক্লোরোসিস বা হরিৎ পাণ্ডু রোগেই উপযোগী। এতদ্দ্বারা রক্তের অম্লজানোৎপাদিকাশক্তি আক্রান্ত হয়; সুতরাং শরীর কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। স্বর্ণে রক্তসঞ্চলন আক্রান্ত হওয়াতে রক্তাধিক্য জন্মে; রৌপ্যে রক্তের গুণের বৈলক্ষণ্য উৎপাদিত হওয়াতে রক্ত সম্যকরূপে অম্লজান বহন করিতে পারে না; তজ্জন্য অসম্যক পরিপোষণবশতঃ শরীরের সর্ব্বাংশ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। (৩) রৌপ্য, বিশেষতঃ উহার নাইট্রেট এল্বুমেন বা অণ্ডলাল সংযত করে এবং এই কারণেই নাইট্রেট-অভ-সিলভার ক্ষার-কর্ম্মে প্রযোজিত হইয়া থাকে। আর্দ্র দ্রব্য সহকারে ইহা প্রাণী-দেহের বিধান তন্তুতে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ উহার অণ্ডলালময় অংশ সংযত হইয়া উঠে, সুতরাং সেই স্থানের প্রচলিত

প্রক্রিয়া স্থগিত হইয়া পড়ে। সংবৃত এল্বুমেনের স্তর জন্মে। সেই স্তর ভেদ করিয়া নাইট্রেট অভ সিলভারের ক্রিয়া অধিক দূর প্রবিষ্ট হইতে পারে না। (৪) অপর, আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম আর্জ্জেণ্টম মেট্যালিকম অপেক্ষা, অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ জন্মায়। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত প্রাণী-দিগের উপত্বক আক্রান্ত হয় বলিয়াও বোধ হয়। কিছু দিন ইহা সেবন করিয়া যে সকল জন্তুর মৃত্যু হয় তাহাদের শরীরের সর্ব্বাংশেরই উপত্বকের আস্তরণ অল্লাধিক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই নাইট্রেট অভ সিলভার ক্যানসার রোগে ও রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, এই উভয় রোগেই রোগীর উপত্বক রোগাক্রান্ত হয়।

আময়িক ব্যবহার।

অপস্মার।—আর্জেণ্টম মেট্যালিকম দ্বারা অপস্মার সদৃশ আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। রোগাক্রমণের পরে প্রচণ্ড প্রলাপ প্রকাশ পায়। রোগী লম্ফ ঝম্ফ করে ও সমীপবর্ত্তী লোকদিগকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে।

বেদনা।—রৌপ্য শরীরের নানাস্থানে আক্ষেপিক বেদনা জন্মায়। এতদ্দ্বারা মস্তকে যে বেদনা জন্মে তাহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় ও বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়া সহসা বিরাম প্রাপ্ত হয়। এই শিরোবেদনা সচরাচর বামদিকেই জন্মে ও ইহার সহিত প্রায়ই শিরোঘূর্ণন ও অতিশয় বিস্মৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই সকল স্নায়বীয় বেদনার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীরও সহানুভূতি দৃষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশীতে, বিশেষতঃ রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, আক্ষেপিক আকুঞ্চন জন্মে।

দুর্ব্বলতা।—সন্ধিস্থলের উপাস্থির সহিত রৌপ্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলতা সম্ভূত কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব সংযুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য এবং শয়ন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীন শ্রান্তি জন্মে। বিশেষতঃ জানুদ্বয় অতিশয় দুর্ব্বল অনুভূত হয়। পূর্ব্ববর্ণিত শিরোবেদনার ন্যায় বেদনা লক্ষণাপন্ন সন্ধি-বেদনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু সন্ধিস্থলের প্রকৃত আমবাত জন্মে না। স্নায়ুপ্রধানা গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক এবং রস, রক্ত, বিশেষতঃ শুক্রের ক্ষীণতাবিশিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যেই রৌপ্যের এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

গল-রোগ।—গল মধ্য ও স্বর-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও রৌপ্যের

ক্রিয়া দর্শে; এবং এতদ্দারা স্বরযন্ত্রে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব জন্মে। এই শ্লেষ্মা পূযাক্ত বা রক্ত-মস্ত মিশ্রিত নহে, কিন্তু বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা। ইহা সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় দেখায় ও সহজে নিষ্ঠীবিত হয়। ইহার সহিত স্বরযন্ত্রে জ্বালা ও অবদরণ থাকে এবং এই জ্বালা ও অবদরণ আলাপেও দীর্ঘকাল স্বরচালনায় বৃদ্ধি পায়।

জরায়ু-রোগ।—বৌপ্যের ক্রিয়ায় বামডিম্বাশয়ে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, এবং কখন কখন ডিম্বাশয় যেন বড় হইতেছে রোগীর এরূপ অনুভব জন্মে। এই ঘৃষ্টবৎ বেদনার সহিত অনেক সময় কন্দ-লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

—০:(*:০—

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

বিশেষ বিবরণ।

মস্তিষ্কে ও পৃষ্ঠবংশে আর্জেণ্টম নাইট্রিকম বা নাইট্রেট অভ সিলভারের ক্রিয়ায় যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় তদ্দৃষ্টে এই ঔষধ সামান্য স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য হইতে পূর্ণ বিকসিত লোকোমোটর এটাক্সি বা পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত বিবিধ স্নায়বীয় রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে শরীর বা শরীরের কোন অংশ যেন সম্প্রসারিত হইতেছে রোগীর এরূপ অনুভব হয়। যথা, শিরঃপীড়ায় রোগী মস্তক অতিশয় বড় বোধ করে। ডিম্বাশয়ের বেদনায় রোগাক্রান্ত পার্শ্বে রোগিণীর নিকট অত্যন্ত স্ফীততা অনুভূত হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিলে বাস্তবিক কোন প্রকার স্ফীততা পরিলক্ষিত হয় না। অন্য কতকগুলি ঔষধেও এই লক্ষণটী দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু নাইট্রেট অভ সিলভারেই ইহার প্রাধান্য দেখা যায়। অপর, যে সকল রোগে এই ঔষধ উপযোগী তাহাতে প্রায়ই শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকে। শিরোঘূর্ণন সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যজনিত কম্পন জন্মে। রোগী মত্ততার ন্যায় আন্দোলিত হয়। কখন কখন শিরোঘূর্ণন এতই তীব্র হইয়া উঠে যে উহাতে তাহার চিত্তের বিশৃঙ্খলা জন্মে, সময়ে সময়ে চক্ষে অন্ধকার দেখা যায়, কর্ণে গুণ্ গুণ্ শব্দ হয় এবং বিবমিষা ও কম্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ঔষধি জ্ঞাপক রোগীর উৎকণ্ঠিতচিত্ততা ও ক্ষিপ্রকারিতা জন্মে। সে সর্ব্বদাই কার্য্যাবিষ্ট থাকিতে চায়, কিন্তু বাস্তবিক কোন কার্য্যই করে না। তাহার

অনুভব-শক্তি অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন অঙ্গীকৃত স্থানে যাইতে হইলে সে যথাসময়ের এক ঘটিকা পূর্ব্বেই অযথা বিলম্বে পৌছিবে মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়ে ও তাড়াতাড়ি করিতে থাকে। কাহার কাহার বা গভীর বিষাদ উপস্থিত হয়; এবং দুরারোগ্য মস্তিষ্ক-রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে; ও একাকী থাকিলে মৃত্যু হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থানের দূরত্ব অনুমানে প্রতিনিয়তই ভ্রম জন্মে। যথা, রাস্তায় বেড়াইবার সময় সে উহার কোণ দিয়া যাইতে ভয় পায়। তাহার বোধ হয় যে পার্শ্বস্থ গৃহের কোণ বাড়িয়া রহিয়াছে, সে ঐ স্থান দিয়া গেলে উহাতে তাহার গাত্রে আঘাত লাগিবে। পেশীর অসম্যক সামঞ্জস্যবশতঃই এই সকল ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই শেষ লক্ষণটী কল্পিত লক্ষণ নহে। ইহা অনেক সময়ই প্রকৃতরূপে বিদ্যমান দেখা গিয়াছে ও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহারে বাস্তবিক আরোগ্য হইয়াছে।

আময়িক ব্যবহার।

লোকোমোটর এটাক্সিয়া।—পেশীর অসম্যক সামঞ্জস্যই লোকোমোটর এটাক্সিয়া নামক রোগের প্রধান লক্ষণ। এলোপ্যাথেরা এই রোগে নাইট্রেট অভ সিলভার বহুকাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। রোগী অন্ধকারে বা চক্ষু রুদ্ধ করিয়া হাঁটিলে যদি গতি আন্দোলিত হয়; তাহার জঙ্ঘা দুর্ব্বল ও জঙ্ঘা-পৃষ্ঠ অধিকক্ষণ বিচরণের ন্যায় ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়; নিতম্ব ও ত্রিকাস্থি প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ, এবং কটিদেশে বেদনা থাকে; কটি-বেদনা উপবেশনান্তে উঠিবার সময় অধিক তীব্র, ও বিচরণে কতকটা উপশমিত বোধ হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথেরাও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিচরণে উপশম ও উপবেশনে উপচয় লক্ষণে জিঙ্কমও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রভেদ এই যে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম জ্ঞাপক বেদনা বসিয়া উঠিবার সময় অনুভূত হয়। কখন কখন ইলিয়ম ও স্যাক্রম নামা অস্থির সংযোগ সন্ধিতে এক প্রকার বেদনা জন্মে। সেই বেদনায় অস্থিগুলি যেন আলগা হইয়া গিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়। ইসকিউলস্ হিপোকাষ্টেনম নামক ঔষধের সহিত এই লক্ষণে নাইট্রেট অভ সিলভারের সাদৃশ্য আছে। নাইট্রেট অভ সিলভারের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাতে রোগীর হস্ত-কম্প

জন্মে এবং হস্ত হইতে ধৃত বস্তু পড়িয়া যায়। সে রাত্রে অতিশয় স্নায়বীয় হইয়া উঠে। নিদ্রা হইলে সে নানা প্রকার ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। এই সকল স্নায়বীয় লক্ষণ পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়। সলফারের লক্ষণও পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নাইট্রেট অভ সিলভারের হৃৎস্পন্দ সংযুক্ত ও গাত্র-কম্পবিশিষ্ট দুর্ব্বলতা ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের লক্ষণে; এবং ভয় ও আশঙ্কাশীলতা, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে অসমর্থতা মনে করা, কালী ব্রোমেটমের লক্ষণেও দৃষ্ট হয়। ডিফথিরিয়া প্রভৃতি অবসন্নকর রোগের পরবর্ত্তী ক্রিয়া বিকার জনিত পক্ষাঘাতেও নাইট্রেট অভ সিলভার উপযোগী। এস্থলে জেলসিমিয়ম ইহার সমগুণ ঔষধ।

অর্দ্ধশিরঃশূল।—অর্দ্ধশিরঃশূলেও আর্জ্জেণ্টমনাইট্রিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই অর্দ্ধশিরঃশূল সামান্য স্নায়ুশূল নহে, কিন্তু গভীর মূল স্নায়বীয় রোগ বিশেষ; কেহ কেহ ইহাকে অপস্মারের প্রকৃতি বিশিষ্ট মনে করেন। ইহা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। মস্তকে সচরাচর বন্ধকরণের ন্যায় বেদনা, কপালের বাম দিকের উন্নতাংশে উহার আধিক্য; দৃঢ়রূপে মস্তক বন্ধন করিলে বেদনার উপশম, অসুখকর মনোভাব, অথবা রসরক্তাদি নিঃসরণ, নিদ্রাহীনতা, কিম্বা মানসিক পরিশ্রমাদি স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদকর কারণে উহার উদ্রেক; এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। এই বেদনা কখন কখন এত তীব্র হয় যে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। রোগাবেশের চরমসময়ে পিত্ত বা অম্ল তরল পদার্থ বমন হয়। আর এক প্রকার শিরোবেদনায়ও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম বিশেষ ফলপ্রদ। এই শিরোবেদনা প্রধানতঃ স্নায়বীয় বেদনা। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে মস্তকের অস্থিগুলি যেন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, অথবা মস্তক যেন অতিশয় বড় হইয়াছে রোগীর এরূপ অনুভব হয়। মস্তকের বেদনা এত বৃদ্ধি পায় যে রোগী প্রায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। বমন হইয়া রোগাবেশের পরিসমাপ্তি জন্মে, কিন্তু প্রায়ই কয়েক মিনিট বা এক ঘটিকা পরে পুনর্ব্বায় উহা উপস্থিত হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে, বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের অক্ষি-কোটরের নিম্নস্থ শাখা ও দন্ত-গামী স্নায়ু আক্রান্ত হইলে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবস্থেয়। এই বেদনা অতিশয় উগ্র। ইহার তীব্রতম

অবস্থায় রোগীর মুখে এক প্রকার বিস্বাদ অম্ল আস্বাদ জন্মে। আস্বাদন-স্নায়ুর কোন প্রকার বিকৃতি হইতেই এই অম্ল আস্বাদ উৎপন্ন হয়। ইহা আমাশয়-মূলক বলিয়া বোধ হয়না। বেদনার প্রকৃতি পুর্ব্ববর্ণিত অর্দ্ধশিরঃশূলের ন্যায় থাকে। এই সকল রোগীর মুখমণ্ডল প্রায়ই মলিন ও নিমগ্ন দৃষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত উৎকট অবস্থায় শোণিত সমধিক আক্রান্ত হইলে গাত্র মলিন, কর্দ্দম বর্ণ বা সীসবর্ণ হইয়া উঠে।

গ্যাষ্ট্রালজিয়া।—গ্যাষ্ট্রালজিয়া বা আমাশয়ের স্নায়ু-শূলেও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহৃত হয়। স্নায়ু-প্রধানা সুকুমারী নারীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। এই আমাশয়-শূল চিত্ত-বিকার, ও অনিদ্রাদি জন্য সাধারণতঃ ঋতুকালে প্রকাশ পায়। আমাশয়ে পিণ্ডাবস্থানের ন্যায় অনুভব; ও তৎসহকারে সময়ে সময়ে আমাশয়-গহ্বরে চর্ব্বণ ও ক্ষতবৎ বেদনা, এবং তথা হইতে সকল দিকেই বেদনার বিকীরণ ইহার প্রধান লক্ষণ। এই বেদনা ষ্টাণম জ্ঞাপক বেদনার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় বালয়া বোধ হয়। ইহার সহিত বক্ষঃস্থলের পেশীতে অতিশয় আক্ষেপও উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলে রোগীর মুখের নিকট রুমাল ধরিলে তাহার শ্বাস-কষ্টের আশঙ্কা জন্মে। তাহার অল্পমাত্র আহারও সহ্য হয় না। কিছু আহার করিলেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে এবং হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে আমাশয় চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম জন্মে। বেদনার আক্রমণ পরিসমাপ্ত হইবার সময় অণ্ডলালের ন্যায় বমন হয়। এই বান্ত পদার্থ টানিলে রজ্জুর ন্যায় দীর্ঘ হয়। অথবা সাধারণতঃ বমনের সহিত অধিক পরিমাণে বায়ু-সঞ্চিত থাকে। রোগী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্গার তুলিতে পারেনা, কিন্তু উদ্গার উঠিলে প্রভূত পরিমাণে বায়ু নিঃসৃত হয়। এতৎ সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন কম্প, ও স্নায়বীয়তা, অথবা আকুঞ্চিতবৎ অনুভব প্রায়ই বিদ্যমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—বিসমথ।—এই রোগে বিসমথ, আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের ঘনিষ্ঠ সমকক্ষ ঔষধ। বিশুদ্ধ স্নায়বীয় আমাশয়-শূলে বিসমথ ব্যবহৃত হয়। বমনের প্রকৃতি অনুসারেই এই দুই ঔষধের প্রভেদ হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য আমাশয় স্পর্শ করিবামাত্র উদ্গীরণ বিসমথের লক্ষণ।

অপস্মার।—অপস্মার রোগেও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের ব্যবহার আছে। রোগাবেশের কয়েক দিবস বা কয়েক ঘটিকা পূর্ব্বে রোগীর চক্ষুর তারার প্রসারণ; এবং রোগাবেশের পরে অতিশয় অস্থিরতা ও হস্ত-কম্প এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। ভয়জনিত, অথবা ঋতুকালে সমাগত অপস্মারেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

সূতিকাক্ষেপ।—সূতিকাক্ষেপ রোগে আক্ষেপের বিরাম সময়ে রোগিণীর অতিশয় অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হৃদ্‌শূল।—হৃদ্‌শূলেও নাইট্রেট অভ সিলভার ব্যবহৃত হয়। বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডের নিকটে সুতীব্র বেদনা, এবং অতিশয় শ্বাস কষ্ট ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

শ্বাস।—বিশুদ্ধ স্নায়বীয় শ্বাসরোগে, শ্বাস-ক্রিয়া-সাধক পেশীর আক্ষেপ, অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র, এবং লোক-পূর্ণ গৃহে সেই শ্বাস-কৃচ্ছ্রের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি লক্ষণে নাইট্রেট অভ সিলভার ব্যবস্থা করা যায়।

অভিষ্যন্দ।—পূযস্রাবী অভিষ্যন্দ রোগে অর্থাৎ অক্ষিপুটের বা চক্ষের প্রদাহ ক্ষতে বা পূযস্রাবে পরিণত হইলে নাইট্রেট অভ সিলভার ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধিজ্ঞাপক পূয গাঢ়, পীতাভ ও অবিদাহী। নবজাত শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও প্রভূত পরিমাণ পূয লক্ষণে নাইট্রেট অভ-সিলভার ফলপ্রদ। পলসেটিলা বা মারকিউরিয়াস বিফলান্তেই ইহা বিশেষ উপযোগী। যুবকদিগের পূযস্রাবী চক্ষু-প্রদাহে পূর্ব্ববর্ণিত পূয-লক্ষণে; এবং পলসেটিলার ন্যায় রোগ-লক্ষণ অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত ও উষ্ণগৃহে বিবর্দ্ধিত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

সমগুণ ঔষধ।—পলসেটিলা।—পূযস্রাবী চক্ষু-প্রদাহে পলসেটিলার সহিত আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয় ঔষধেই প্রভূত, গাঢ়, অবিদাহী পূযস্রাব, এবং অনাবৃত শীতল বায়ুতে উপশান্তি লক্ষণ আছে। চিকিৎসাকালে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের ক্রিয়ার যখন বিরতি জন্মে তখন অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ একমাত্রা পলসেটিলা প্রয়োগ করিলে সুন্দর উপকার দর্শে।

অক্ষিপুট-প্রদাহ।—অক্ষিপুটের প্রদাহ রোগে চক্ষুর পাতায় স্থূল চিপিটিকা, ও উহার বিধান-তন্তুতে পূযোৎপত্তি ও কাঠিন্য থাকিলে; অপিচ প্রতিনিয়ত প্রদাহে কনিনীকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে; এবং অগ্নির উত্তাপে রোগ-লক্ষণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে নাইট্রেট অভসিলভার প্রয়োজ্য। অগ্নি-সন্তাপে উপচয় মারকিউরিয়সেরও লক্ষণ।

শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ।—চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের দানাময় প্রদাহে শুক্লমণ্ডল অত্যন্ত আরক্ত থাকিলে এবং অধিকপরিমাণে পূয ও শ্লেষ্মামিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হইলে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) রসটক্স।—অক্ষিপুটের প্রদাহে রসটক্স ও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রসটক্সে আক্ষেপিক লক্ষণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। রসটক্সজ্ঞাপক অক্ষিপুট-প্রদাহে অক্ষিপুট আক্ষে-পতঃ বদ্ধ হয় এবং উহা বলপূর্ব্বক উন্মীলিত করিলে বিদাহী অশ্রু ক্ষরিত হইয়া প্রদাহিত চক্ষুর চারিদিকে ব্রণ উৎপন্ন করে। (২) ইউফ্রেসিয়া।—অক্ষিপুটের দানাময় প্রদাহে ইউফ্রেসিয়ার সহিত নাইট্রেট অভসিলভারের সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে ইউফ্রেসিয়ার পূয বিদাহী অর্থাৎ অবদরণকর, ও ইহার অশ্রুস্রাবও অবদরণকর। (৩) ক্রিয়োজোট।—কি শিশু, কি যুবক সকলেরই অক্ষিপুট-প্রদাহে প্রত্যূষে উত্তপ্ত অশ্রুস্রাব লক্ষণে ক্রিয়োজোট ব্যবহৃত হয়।

এস্থিনোপিয়া।—এস্থিনোপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টি রোগে স্থূল কার্য্য করি-তেও চক্ষু শ্রান্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

মুখ-রোগ।—আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম মুখ-গহ্বরের মলিন আরক্তবর্ণ জন্মায় এবং গলার অভ্যন্তরে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত করে। রোগীর বোধ হয় যেন সেই স্থানে একটা চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে। এতৎসহকারে পারদ, উপ-দংশ, বা গণ্ডমালাজনিত ক্ষতও থাকিতে পারে। জিহ্বা-কণ্টক উন্নত হয়। মাঢীর কোমলতা জন্মে ও উহা হইতে সহজে রক্তপাত হয়, কিন্তু প্রায়ই স্ফীত হয় না। স্ফীততা মারকিউরিয়স জ্ঞাপক লক্ষণ, এবং এতদ্দ্বারাই নাইট্রেট অভসিলভার হইতে এস্থলে উহার প্রভিন্নতা জানিতে পারা যায়।

স্বরযন্ত্রের রোগ।—স্বরযন্ত্রেও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের ক্রিয়া দর্শে।

এবং তজ্জন্য শ্লেষ্মা ও পূযময় নিষ্ঠীবন নিঃসৃত হয়, বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্রের পশ্চাৎ প্রাচীর হইতেই এই নিষ্ঠীবন আসিতেছে। স্বরভঙ্গ ও কখন কখন স্বরনাশও উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় গায়কদিগের অনুভব হয় যেন তাঁহাদের স্বরনিঃসারক যন্ত্র গুলির অভ্যন্তরে গোঁজ পূরণ হইতেছে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ম্যাঙ্গেনম।—স্বরযন্ত্রে, বিশেষতঃ ফুসফুস-প্রদাহ বা গুটিকা (যক্ষ্মা) রোগগ্রস্ত রোগীদিগের স্বরযন্ত্রে ম্যাঙ্গেনম যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে সেই সকল লক্ষণের সহিত নাইট্রেট অভসিলভাবের স্বর-যন্ত্রের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। ম্যাঙ্গেনমজ্ঞাপক স্বরভঙ্গ সাধারণতঃ প্রাতঃ-কালে বৃদ্ধি পায় এবং কাসিয়া দলাদলা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিলে উপশম পড়ে। ম্যাঙ্গেনম প্রযোগোপযোগী রোগীর উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে কাসের উদ্রেক হয়, ও তৎসহকারে স্বরযন্ত্রে যন্ত্রণাপ্রদ পরিশুষ্কতা ও খরস্পর্শতা বিদ্যমান থাকে। শয়ন করিলে সাধারণতঃ এই কাস উপশমিত হয়। (২) সেলেনিয়ম।—স্বরযন্ত্রের রোগে সেলেনিয়মও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের সমতুল্য। (৩) পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া।—প্রধানতঃ প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ ও আঠাআঠা নিষ্ঠীবন নিঃসারিত হইলে পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া উপযোগী।

জরায়ু-রোগ।—জরায়ু-গ্রীবার ক্ষতে, গ্রীবা বিবর্দ্ধিত ও কঠিনীভূত হইলে ও তৎসহকারে প্রভূত পরিমাণ, পীতবর্ণ, বিদাহী প্রদর থাকিলে এবং ক্ষতস্থান হইতে বারংবার রক্তপাত হইলে নাইট্রেট অভসিলভার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বৃক্ক-শূল।—রক্তসঞ্চয় অথবা অশ্মরীর সমাগম জনিত বৃক্কের স্নায়ু-শূলে, মলিন পরিশুষ্ক মুখাকৃতি, কটিদেশের অনুপ্রস্থে ও মূত্রাশয় প্রদেশের উপরে অতীব্র বেদনা; মূত্রত্যাগে জ্বালা ও মূত্রমার্গে স্ফীততানুভব; সহসা মূত্র-বেগ, রক্ত বা বৃক্কের উপত্বক বিমিশ্রিত, এবং ইউরিক এসিড অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মলিন মূত্র,—এই সকল লক্ষণে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যান্থেরিস বিফল হইলেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সমগুণঔষধ।—নাইট্রিক এসিড।—মূত্রাশ্মরীরোগে মূত্রে অকজেলিক এসিড থাকিলে এবং অকজেলিক এসিডই অশ্মরীর প্রধান উপাদান হইলে নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অন্ত্র-রোগ।—অন্ত্রে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের ক্রিয়া অনেকটা আর্সেনিকের সমতুল্য। ইহার মল হরিদ্বর্ণ; তন্তুময়; রক্ত, আঠা আঠা কর্দ্দমবর্ণ আম ও উপত্বক মিশ্রিত; ও সচরাচর অতিশয় বায়ু নিঃসরণ সংযুক্ত থাকে; এবং চিনি আহারে উদ্রিক্ত হয়। অল্পমাত্র আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেই মলবেগ উপস্থিত হয়। উত্তেজনা বা কল্পনা-বৃত্তির পরিচালনার পরবর্ত্তী অতিসারেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

শিশু-বিসূচী।—শিশু বিসূচিকায় ক্ষীণকায়, পরিশুষ্ক, প্রায় কঙ্কালাবশিষ্ট; অস্থি-চর্ম্মময় জঙ্ঘা বিশিষ্ট শিশুদিগের হরিদ্বর্ণ ও আঠা আঠা কর্দ্দমবৎ মল, তৎসহ উচ্চশব্দে বায়ু নিঃসরণ এবং রাত্রিকালে রোগের উপচয় লক্ষণে আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহৃত হয়।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের অপব্যবহার জনিত কুফল ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম সেবনে নিবারিত হয়।

সমগুণ।—(১) আর্সেনিকম, নাইট্রিক এসিড। (২) প্লম্বম, কুপ্রম (৩) জিঙ্কম অনুপূরক।—ন্যাট্রম মিউর।

কুপ্রম মেট্যালিকম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) রক্তে কুপ্রমের ক্রিয়ায় হরিৎপাণ্ডু, জ্বর, হৃদ্বিকার; স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়াবশতঃ আক্ষেপ, খল্লী, স্নায়ু-শূল, প্রতিক্রিয়া-পরিশূন্যতা, পক্ষাঘাত; এবং (৩) পতনাবস্থা উৎপন্ন হয়।

অধিক মাত্রায় কুপ্রম সেবন করিলে উদরে প্রদাহ জন্মিয়া বেদনা উপস্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা আমাশয় ও অন্ত্র আক্রান্ত হইয়া সমবেতরূপে স্নায়বীয় ও প্রাদাহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। নিম্নোদর প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠে। প্রথমতঃ দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে ও সময়ে সময়ে কোষ্ঠবদ্ধের পরে রক্তাক্ত, হরিতাভ, জলবৎ মল নিঃসৃত হয়। ভয়ঙ্কর, আক্ষেপিক বমন হইতে থাকে। শীতলজল পানে আর্সেনিকম, ভিরেট্রম এলবম, ও অন্যান্য ঔষধের লক্ষণের ন্যায় বমনের আতিশয্য না জন্মিয়া বরং উপশম জন্মে বলিয়াই বোধহয়।

উল্লিখিত লক্ষণ-স্তবক দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কুপ্রম যে কেবল অন্ত্রেরই প্রদাহ জন্মায় এমন নহে, কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলেও ইহার ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্য তন্তুময় বিধানের, বিশেষতঃ রক্তবহানাড়ী প্রভৃতির অনৈচ্ছিক পেশীর তন্তুগুলির আকুঞ্চন উৎপন্ন হয় ও তৎসহকারে প্রদাহোৎপাদক মুখ্য উপদাহ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে শীঘ্রই অতিশয় অবসন্নতা-বিশিষ্ট পতনাবস্থা উপস্থিত হয় এবং উহা হইতে রোগীর রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। অতএব প্রতিক্রিয়ার অভাব কুপ্রমেরও গৌণ লক্ষণ। এই প্রতিক্রিয়া পরিশূন্যতায় আরও কতকগুলি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিরূপ অবস্থায় সলফার বা কার্ব্বোভেজিটেবিলিস প্রযুজ্য তাহা সেই সেই ঔষধের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে। লরোসিরেসস, এম্ব্রা গ্রিসিয়া, ও ভেলেরিয়ান কোন কোন স্নায়বীয় প্রকৃতির রোগীদিগের পক্ষে উপযোগী। শিথিল-তন্তু, লোলিত-দেহ, অলস ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্যাপ্সিকম, ও সোরাধাতু অর্থাৎ কচ্ছু-বিষ সংদুষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে সোরিণম ব্যবহার্য্য। কিন্তু রোগীর সমস্ত লক্ষণ গুলির প্রত্যাবৃত্ত হইবার অভিমুখতা থাকিলে কুপ্রম ব্যবস্থেয়। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ যাহাদের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়াগিয়াছে তাহাদের এইপ্রকার প্রতিক্রিয়াপরিশূন্যতায়ই কুপ্রম বিশেষ উপযোগী। ঈদৃশ একজন রোগীর নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত এই ঔষধে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল।

আময়িক ব্যবহার।

নিউমোনিয়া।--নিউমোনিয়া রোগে আকস্মিক শ্বাসরোধের আক্রমণ ও গাত্রের শীতলতা; অতিশয় অবসন্নতা ও ফুসফুসের দৃঢ়তার পরিমাণাপেক্ষা শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আধিক্য, শরীরে আঠা-আঠা শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি পতনাবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনার্থে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। তৎপরে যথাবিহিত ঔষধ ব্যবস্থা করিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

স্নায়বীয় রোগ।--স্নায়ুমণ্ডলেই কুপ্রমের প্রধান ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্যই এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হয়। মিনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি মস্তিষ্ক-রোগের আনুষঙ্গিক আক্ষেপে কুপ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। স্কার্লেটিনা, হাম,

বিসর্প প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া, বেলেডোনার স্থায় প্রবল প্রলাপ, জলপান করিতে দিলে জলপাত্র দংশন; নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবামাত্র বাচালতাপূর্ণ প্রলাপ, অথবা চৈতন্যোদয়ে ভীতবৎ আকৃতি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে কুপ্রম ব্যবস্থেয়। এস্থলে কুপ্রম ষ্ট্রামোনিয়মের ঠিক অনুরূপ। কিন্তু ষ্ট্রামো-নিয়ম অপেক্ষা কুপ্রমের ক্রিয়া অধিকতর প্রগাঢ়। কুপ্রমজ্ঞাপক আক্ষেপ সাধারণতঃ মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হয় এবং এতৎসহকারে বদন ও ওষ্ঠের নীল-বর্ণ জন্মে, চক্ষুর তারা বিঘূর্ণিত, ও মুখে ফেণা বিনির্গত হয়, এবং প্রসারণী পেশীগুলি প্রবলভাবে আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আক্ষেপান্তে রোগীর গভীর নিদ্রা জন্মে। এই আক্ষেপ, বিশেষতঃ অপস্মার রোগের আক্ষেপ হইলে, উচ্চ চিৎকার সহকারেও উপস্থিত হইতে পারে। রোগীর দন্তে দন্ত বিঘর্ষিত হয়।

স্নায়ুশূল।—স্নায়ু-শূলে সচরাচর কুপ্রম ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু প্রবল রক্ত-সঙ্কয়বশতঃ অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া সহসা স্নায়ুশূল উপস্থিত হইলে কখন কখন কুপ্রম ব্যবহার করা যাইতে পারে। উদরের অন্তঃকোষ্ঠের স্নায়ুশূলে, অন্য কোন ঔষধ বিশেষ উপযোগী বোধ না হইলে কুপ্রম আর্সেনি-কোসম তৃতীয় ক্রম প্রযোগে উপকার দর্শে।

ক্লোরোসিস।—ক্লোরোসিস রোগে লৌহ অপব্যবহারের পর, ও গ্রীষ্মকালে রোগ-লক্ষণের আতিশয্যে কুপ্রম ব্যবস্থেয়।

জ্বর।—প্রতিক্রিয়া-শক্তির ক্ষীণতাবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল জ্বরে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত পৌনঃপুনিক জ্বরে ইহার ব্যবহার দেখা যায়না।

ওলাউঠা।—গাত্রের অতিশয় শীতলতা, ত্বকের নীলাক্ততা, পেশীর খল্লী, খল্লীজনিত আকৃষ্টতা বশতঃ উরুর ও জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগের পেশীগুলির গ্রন্থির আকার ধারণ; উদরোর্দ্ধদেশে অতিশয় যাতনা; এবং অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট;—এই সকল লক্ষণে ওলাউঠায় কুপ্রম ব্যবস্থেয়। ওলাউঠার পরবর্ত্তী ইউরিমিয়া বা মূত্রনাশে এবং তজ্জনিত আক্ষেপেও কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। কুপ্রমজ্ঞাপক আক্ষেপের লক্ষণ স্নায়বীয় রোগে উল্লিখিত হইয়াছে। সলফারের স্থায় কুপ্রমও ওলাউঠার প্রতিষেধক ঔষধ স্বরূপ প্রযোজিত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—**ক্যাম্ফর।**—কুপ্রমের পতনাবস্থার লক্ষণের সহিত ক্যাম্ফরের; ও শ্বাসকষ্টসংযুক্ত উদরোর্দ্ধদেশে ভয়ঙ্কর যাতনার সহিত আর্জেণ্টম নাইট্রিকমের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ক্যাম্ফরের পতনাবস্থায় কুপ্রমের পতনাবস্থার ন্যায় নিয়ত বিরাজিত প্রবল খল্লী বিদ্যমান থাকেনা।

সমগুণ।—(১) সলফার, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিকম, ভিরেট্রম। (২) কলোসিন্থ, প্লম্বম। (৩) ষ্ট্রামোনিয়ম, বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস।

বিষমগুণাদি।—ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম কুপ্রমের অনুপূরক। চিনি ও এম্বুমেন ইহার বিষঘ্ন। হিপার, বেলেডোনা, ও ষ্ট্রামোনিয়ম কুপ্রমের বিষমগুণ।

প্লাটিনম।

বিশেষ বিবরণ।

মনে, স্নায়ুমণ্ডলে, ও জননেন্দ্রিয়ে প্রধানতঃ প্লাটিনার ক্রিয়া দর্শে। অতএব এই ঔষধের বিষয় অধ্যয়ন কালে ইহার মানসিক লক্ষণ, এবং সাধারণ স্নায়ুমণ্ডলে ও জননেন্দ্রিয়ে প্রদর্শিত ক্রিয়া এই তিনটী বিষয়ের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা আবশ্যক করে। প্লাটিনার রোগীর অতিশয় অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, ও অহমিকা থাকে। সে সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করে। এই প্রকার চিত্ত-বিকারের সহিত সচরাচর তাহার এক প্রকার দৃষ্টি-বিভ্রমও জন্মে; দৃষ্ট পদার্থগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখায়। প্লাটিনার প্রভাবে মন ও সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল এরূপ ভাবে সমুত্তেজিত হয় যে সকল বস্তুই তাহার নিকট অদ্ভুত বা ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। সে কল্পনার চক্ষে ভূত প্রেতাদি দর্শন করে। ভূতপ্রেতাদি দর্শন লক্ষণে কালীব্রোমেটম ও হাইওসাইয়েমাসের সহিত; এবং অহঙ্কারে লাইকোপোডিয়মের সহিত প্লাটিনার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্লাটিনার রোগিণী স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহ-সামগ্রী সকল অপরিচিত বোধ হয়; সে যে কোথায় আছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। আবার কখনও বা অতিশয় বিষণ্ণতা জন্মে। তখন তাহার বোধহয় যেন মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার ভয় জন্মে। এস্থলে আর্সেনিক ও একোনাইটের

সহিত প্লাটিনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একোনাইটের রোগীও মৃত্যুর সময় পূর্ব্বে বলিয়া থাকে। মৃত্যুসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তি ব্যতীত একোনাইট ও প্লাটিনায় অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ ঐক্য নাই। প্লাটিনার রোগিণীর গুল্মবায়ুর লক্ষণের ন্যায় অকারণে পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দনও উপস্থিত হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃই এই সকল মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়।

আময়িক ব্যবহার।

স্ত্রী-রোগ।—(১) নিম্ফোমেনিয়া।—প্লাটিনা জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে অতিশয় অনুভবাধিক্য জন্মায়। সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে অবিরত শীৎকার বা সুড়সুড়ি অনুভূত হইতে থাকে। ইহাতে সঙ্গম-লিপ্সা এতই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে যে রোগিণীর নিম্ফোমিনিয়া বা স্মরোন্মাদ নামক ভয়ঙ্কর রোগ উৎপন্ন হয়। তাহার আসুরিক শক্তি জন্মে। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে চায়। এই কামোন্মাদের লক্ষণের সহিত অর্ব্বদের লক্ষণের ন্যায় জরায়ুর কাঠিন্য সংযুক্ত কন্দ বিদ্যমান থাকে। (গুহ্যদ্বার হইতে অপত্য-পথে কৃমি প্রবেশ করিয়া উপদাহ উৎপাদন পূর্ব্বক নিম্ফোমেনিয়া জন্মাইলে ক্যালেডিয়ম উপযোগী)। (২) ডিম্বাশয়ের রোগ।—প্লাটিনা ডিম্বাশয়ে জ্বালাকর বেদনা জন্মায়। ডিম্বাশয়ের প্রদাহে পূযোৎপন্ন হইলে এবং হিপার ও ল্যাকেসিস সেই পূয সম্যকরূপে নিঃসারণ করিতে না পারিলে প্লাটিনা প্রয়োগে ডিম্বাশয়ের প্রদাহ আরোগ্য হয়। (৩) রজোরোগ।—প্লাটিনায় ঋতু-শোণিত, সংযত ও মলিন আকারে, এবং নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বিনির্গত হয়। তৎসহকারে আক্ষেপ, অথবা জরায়ু-প্রদেশে একপ্রকার বেদনাজনক আবেগ থাকে। গুল্মবায়ুগ্রস্তা রোগিণী দিগেরই সচরাচর এই প্রকার আক্ষেপ জন্মে। পর্য্যায়ক্রমে শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং হনুস্তম্ভ সংযুক্ত ধনুস্তম্ভবৎ শরীরের এক প্রকার দৃঢ়তা এই আক্ষেপের লক্ষণ। (৪) কন্দ।—জরায়ু কঠিনীভূত বা বিনির্গত হইলে এবং তৎসহকারে কুচকীতে ও কটিতে অবিরত গৌরব, ও স্ত্রী-অঙ্গে অতিশয় স্পর্শ দ্বেষ থাকিলে; এবং সংসর্গ-সময়ে ক্লেশানুভব, এমনকি যোনি-মুখের আক্ষেপিক সংকোচন পর্য্যন্ত জন্মিলে প্লাটিনা ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ।—ঋতু লক্ষণে প্লাটিনার সহিত আরও দুই তিনটী ঔষধের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (১) ক্রোকস।—গর্ভস্রাব সহকারে বা তদ্ব্যতীত মলিন বা কাল সংযত রক্তস্রাব, এবং তৎসহ উদরের চারিদিকে যেন কিছু নড়িতে চড়িতেছে এপ্রকার অনুভব ক্রোকসের লক্ষণ। (২) ক্যামোমিলা। ক্যামোমিলায়ও প্রভূত, মলিন, সংযত ঋতু রক্ত নিপতিত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ প্লাটিনার মানসিক লক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র। (৩) মিলিফোলিয়ম ও স্যাবিনা।—উজ্জ্বললোহিতবর্ণ আংশিক সংযত রক্ত এই দুই ঔষধের লক্ষণ। (৪) বেলেডোনা।—বেলেডোনায়ও প্লাটিনার লক্ষণের ন্যায় কপাল হইতে যেন সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; মুখমণ্ডলের জ্বালাকর আরক্ততা, এবং জরায়ুতে আবেগাদি লক্ষণ আছে। কিন্তু বেলেডোনাজ্ঞাপক বেদনা সহসা উপস্থিত ও সহসা তিরোহিত হয় এবং রক্ত সমুজ্জ্বল থাকে, অথবা মলিন রক্ত নিঃসৃত হইলে তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে।

জরায়ুর দৃঢ়তায় সিপিয়া, অরম, আর্জেন্টম নাইট্রিকম ও কেলোনিয়ামের সহিত; এবং মৈথুনে ক্লেশানুভবে সিপিয়া, বেলেডোনা, ক্রিয়োজোট, ফিরম, থ্যাট-মিউর, এপিস প্রভৃতির সহিত প্লাটিনার তুলনা হইয়া থাকে। অপত্যপথের পরিশুষ্কতায় সিপিয়া ও বেলেডোনা, গর্ভান্তে রক্তস্রাবে ক্রিয়োজোট, সংসর্গ সময়ে ভিম্বাশয়ে হুল-বেধে ফিরম, ন্যাট-মিউর, ও এপিস প্লাটিনার সদৃশ।

স্নায়ুশূল।—প্লাটিনা প্রয়োজ্য রোগীর শরীরের নানাস্থানে স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়। এই সকল বেদনার খল্লীর ন্যায় প্রকৃতি থাকে, এবং এতদ্দ্বারা আক্রান্ত স্থানের অবশতা ও শীৎকার জন্মে। সচরাচর মস্তকেই ঈদৃশ বেদনা দৃষ্ট হয়। নাসামূলেও (পেঁচে) নিষ্পেষিতবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। বেদনার পরে তথায় অবশতা ও শীৎকার প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে স্নায়ুর গতি অনুসারেই এই লক্ষণ উৎপন্ন হয়। প্লাটিনাজ্ঞাপক বেদনা ষ্টানমের বেদনালক্ষণের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) বেলেডোনা।—স্নায়ুশূলের লক্ষণে বেলেডোনাই প্লাটিনার ঘনিষ্ঠ সমকক্ষ। উভয় ঔষধেই মস্তকে অবরোধিত রক্ত-সঞ্চয় এবং তৎসহকারে মুখমণ্ডলের প্রদীপ্ত আরক্ততা ও প্রলাপ জন্মে বটে, কিন্তু

প্লাটিনার বেদনার ন্যায় বেলেডোনার বেদনা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়না, হঠাৎ বৃদ্ধি পায় ও হঠাৎ কমিয়া যায়। (২) ক্যাপ্সিকম।—শিথিল-তন্ত্ব ব্যক্তিদিগের স্নায়ুশূলে মুখমণ্ডলের জ্বালাকর তীব্র বেদনা অল্পমাত্র উষ্ণ বা শীতল বায়ুর প্রবাহে বর্দ্ধিত হইলে ক্যাপ্সিকম উপযোগী। (৩) ভার্ব্বাস্কম।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে ব্যথিত স্থলে চিমটাদ্বারা মোচড়ানের ন্যায় বেদনা, এবং কথা বলিলে, হাঁচিলে, বা শীতাতপের পরিবর্ত্তনে, এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষণে ভার্ব্বাস্কম ব্যবস্থেয়। (৪) আর্সেনিকম।—সূচী-বেধবৎ ও জ্বালাকর বেদনা লক্ষণে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে আর্সেনিক ফলপ্রদ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ।—যৌবনের পূর্ব্বে কৈশোর বয়সে হস্ত-মৈথুনের মন্দফলে বালকের বিষণ্ণ ও সলজ্জ মুখাকৃতি লক্ষণে প্লাটিনা ব্যবহৃত হয়। অপর, এই অস্বাভাবিক ক্রিয়ার কুফলে অপস্মারবৎ আক্ষেপ জন্মিলে এবং তাহাতে রোগীর নিমগ্ন নয়ন, ও পীতবর্ণ ত্বক; রোগাবেশের সময়, অথবা সকল সময়ই মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবতা ও নিমগ্নতা; সচরাচর চেতনার বিদ্যমানতা, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাধারণতঃ উপরের দিকে আকৃষ্টতা ও স্বতন্ত্রভাবে প্রসারিততা;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে প্লাটিনা প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

আক্ষেপ রোগ।—প্রসব-সময়ের আক্ষেপেও প্লাটিনা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালে শিশু নীরক্ত ও পাণ্ডুর থাকিলে, হনু স্তম্ভিত হইলে, এবং আক্ষেপের আবেশের পরে শিশু জঙ্ঘা অবনত করিয়া ও জানুদ্বয় পরস্পর অধিক দূর অন্তরিত রাখিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্লাটিনা প্রয়োজিত হয়। প্লাটিনাজ্ঞাপক আক্ষেপে কি যুবক, কি বালক উভয় প্রকার রোগীরই পর্য্যায়ক্রমে আক্ষেপিক ক্রিয়া ও পশ্চাদ্দিকে বক্রতা বা বহিরায়াম টঙ্কার জন্মে। স্ত্রীলোকদিগের আক্ষেপ রোগে প্রভূত, মলিন বর্ণ ঋতু-শোণিত, এবং দাম্ভিক প্রকৃতি লক্ষণে প্লাটিনা ব্যবহার করা যায়। গুল্মবায়ুজনিত আক্ষেপ, বা স্নায়বীয় উত্তেজনা সম্ভূত আক্ষেপেও আক্ষেপের পূর্ব্বে বা পরে গল-নলীর আকুঞ্চন ও শ্বাস-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ একপ্রকার শ্বাস-রোগের ন্যায় অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে, এবং বায়ুস্ফী

প্রতিকূলদিকে বিচরণে সহসা শ্বাসরুদ্ধ হইলে প্লাটিনা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত লক্ষণ ক্যালকেরিয়া ও আর্সেনিকেও লক্ষিত হয়। শুলবায়ুরোগে মস্কসের সহিত প্লাটিনার সাদৃশ্য আছে।

উদর-রোগ।—উদর-লক্ষণে প্লাটিনা অনেকটা প্লম্বমের অনুরূপ। এজন্য প্লম্বম জনিত সুপরিচিত উদর-বেদনা এতদ্দ্বারা অনেক সময় আরোগ্য হইয়া থাকে। প্লম্বমের ন্যায় প্লাটিনাও অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা জনিত কোষ্ঠবদ্ধ জন্মায়; সেই কোষ্ঠবদ্ধে বারংবার নিষ্ফল মল প্রবৃত্তি লক্ষণ থাকে; মল নির্গত হইলে তাহা আঠাআঠা লেহ বা শিরীষের ন্যায় দেখায় ও মলদ্বারে দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে। ঔপনিবেশিকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে প্লাটিনার অতিশুণ প্রতিষ্ঠা আছে।

অস্থি-ক্ষত।—গুল্ফাস্থির ক্ষতে ক্লোরাইড অভ প্লাটিনমের ব্যবহার আছে। উপদংশদুষ্ট রোগীদিগের পক্ষে অথবা পারদ অপব্যবহারের পরেই এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়।

সমগুণ।—(১) মানসিক লক্ষণে,—বেল, প্যালাড, ফস। (২) স্নায়বীয় লক্ষণে,—বেল, হেলোন, ষ্টাণম, প্লম্বম। (৩) জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণে,—প্যালাড, আর্জ্জ-মেট, হেলোনিয়াস, পলস, ফস, অরম।

প্যালেডিয়ম।

বিশেষ বিবরণ।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মানসিক লক্ষণগুলি জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-বিকার হইতেই উৎপন্ন হয়। প্যালেডিয়মের রোগিণী অশ্রুপাত করে। লোক-সংসর্গে তাহার চিত্ত উত্তেজিত হয়। সন্ধ্যাকালে গীতবাদ্যাদি আমোদপ্রমোদে পর দিন তাহার রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। সহজে সে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং তখন কটুভাষা ব্যবহার করে। সে আপনাকে অতিশয় উপেক্ষিত মনেকরে এবং লোকানুরাগ প্রিয়তার আধিক্য বশতঃ উহাতে অত্যন্ত উত্যক্ত হয়। প্লাটিনাজ্ঞাপক রোগিণীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র প্রকার। প্যালেডিয়মের লক্ষণের ন্যায় প্লাটিনার রোগি-

ণীর অভিমানে সহজে আঘাত লাগেনা ; সে দাম্ভিকতা বশতঃ অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

আময়িক ব্যবহার ।

শিরঃপীড়া ।—প্যালেডিয়মে এক প্রকার বিশেষ শিরোবেদনা জন্মে ; সেই শিরোবেদনায় সহজে রোগীর ক্রোধের উদ্রেক হয়। বেদনা মস্তক-শিখরের অনুপ্রস্থে এক কর্ণ হইতে অন্যকর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে। বদনের মালিন্য ও চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হয়। বিবমিষাও জন্মে, সাধারণতঃ সায়াহ্নে বিবমিষা বৃদ্ধি পায়, এবং অতিশয় অম্ল উদ্গার উঠে। কোষ্ঠকাঠিন্য, ও মলের ঈষৎ শুভ্র বর্ণ জন্মে।

জরায়ু-রোগ ।—নিম্নাভিমুখে প্রচাপন সহ নিম্নোদরে স্পর্শ-দ্বেষ ; দিবাভাগে কোন প্রকার পরিশ্রম করিলে পর গর্ভাশয়ে ও মূত্রাশয়ে বেদনা ; জরায়ুতে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা, ও মল ত্যাগান্তে উহার উপশম ; কটিদেশে অবিরত শ্রান্তি অনুভব ; শ্রান্তির আতিশয্য বশতঃ রোগিণীর আন্দোলিত গতি, নিদ্রাতুরতা অনুভব, সর্ব্বশরীরে স্পর্শ-দ্বেষ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব ; বস্তি-গহ্বরে সীস স্থাপিতবৎ গৌরব, পরিশ্রমে ও দণ্ডায়মানে উহার আধিক্য ; বিচরণ অপেক্ষা দণ্ডায়মানে সমধিক অপ্রবৃত্তি, বাম পার্শ্বে শয়নে উপশম, দক্ষিণ ডিম্বাশয়প্রদেশে স্ফীততা ও তৎসহকারে নাভী হইতে বস্তি-গহ্বরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সঞ্চরমান বেদনা, এবং ঘর্ষণে উপশমিত আবেগ ;—এই গুলি প্যালেডিয়মের জরায়ু-লক্ষণ। এই জরায়ুর লক্ষণ ও মানসিক লক্ষণানুসারেই জরায়ুর রোগে প্যালেডিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থকে।

হিষ্টিরিয়া ।—হিষ্টিরিয়া বা অপতানক রোগে রোগিণীর নিরহংকারিতা, অথচ কোপনতা. এবং কটু ও কর্ক্কশ বাক্য ব্যবহার, গীতবাদ্য, জনসংসর্গ, বা প্রমোদজনক আলাপে উত্তেজনা, ও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে বেদনার উৎপত্তি ; পরদিন আবার অতিশয় শ্রান্তি অনুভব, প্রশংসা লাভের অতিরিক্ত আকঙ্ক্ষা, সুতরাং অনেক সময়ই আপনাকে উপেক্ষিত মনেকরা প্যালেডিয়মের লক্ষণ। এই ঔষধ জ্ঞাপক জরায়ু-লক্ষণে জরায়ুর এক প্রকার দুর্ব্বলতা থাকে, জরায়ু যেন নিমগ্ন হইতেছে, এবং অন্ত্র নিদ্দাশিত হইয়া বঙ্ক্ষণ স্থল যেন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে রোগিণীর একপ অনুভূত হয়।

ওভেরাইটিস।—দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের দৃঢ়তা ও স্ফীততা প্যালেডিয়ম সেবনে উপশমিত হয়। প্রফুল্লকর আলাপে বা সামাজিক আমোদ-প্রমোদে বেদনার বৃদ্ধি এবং তৎপরে শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—(১) **আর্জেন্টম মেটালিকম।**—প্যালেডিয়মের ন্যায় এই ঔষধেও গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের রোগ জন্মে। এজন্য কন্দ রোগে বাম ডিম্বাশয়ের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে আর্জেন্টম মেটালিকম ব্যবহৃত হয়। বাম ডিম্বাশয় যেন অত্যন্ত বড় হইতেছে রোগিণীর এপ্রকার অনুভব ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। (২) **লিলিয়ম টাইগ্রিনম।**—প্যালেডিয়ম ও প্লাটিনম উভয় ঔষধের সহিতই লিলিয়মের সাদৃশ্য আছে। কোপনতা, অর্থাৎ সহজে ক্রোধের উদ্রেক এই তিন ঔষধেরই লক্ষণ। বিরক্ত করিলে ক্রোধের উত্তেজনা কেবল প্যালেডিয়মেরই লক্ষণ। প্লাটিনার রোগিণীরই কেবল অতিশয় আত্মাভিমান দৃষ্ট হয় (৩) **হেলোনিয়াস।**—এই ঔষধও প্যালেডিয়মের সমতুল্য। ইহাতেও কোপনতা, স্পর্শ দ্বেষ, এবং শ্রান্তি অনুভব লক্ষণ আছে।

জিঙ্কম।

বিশেষ বিবরণ।

(১) স্নায়বীয় অবসাদনে, (২) স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগের অধিকাংশে; (৩) মস্তিষ্কে; (৪) পৃষ্ঠবংশে; (৫) নীরক্ততায়; (৬) শারীরিক যন্ত্রে; ও (৭) ত্বকে প্রধানতঃ জিঙ্কের ক্রিয়া দর্শে।

বিষমাত্রায় জিঙ্ক 'কীট-চরণা' জন্মায়, অর্থাৎ শরীরের উপর দিয়া যেন পিপীলিকা হাঁটিতেছে এরূপ বোধ হয়। এই পিপীলিকা চারণা বা সুড়সুড়ি মর্দ্দন বা প্রচাপনে উপশমিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তর দিয়া এক প্রকার প্রকম্পিত অল্প অল্প আন্দোলনও অনুভূত হয়। সেই আন্দোলন রোগী স্বয়ং ও পরিদর্শক উভয়েই প্রত্যক্ষ করে। অনন্তর বারংবার মূর্চ্ছার আবেশ উপস্থিত হয়, এবং তৎসহকারে অতিশয় অবশতা ও বিবমিষা জন্মে। জল আমাশয় স্পর্শ করিবামাত্র বমন হইয়া পড়ে। অন্ন সেবনে উহার আধিক্য

উপস্থিত হয়, রোগীকে সির্কা বা লেবুর রস পান করাইলে বিবমিষার আতিশয্য জন্মিয়া তাহার যাতনা বৃদ্ধি পায়। অপর, এই সকল লক্ষণ সহকারে শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকে। মস্তক দুলিতে থাকে, চক্ষু দুইটী যেন একত্র আকৃষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, নাসা-মূলে গুরু প্রচাপন জন্মে। তৎপর টঙ্কার ও সুপ্তি উপস্থিত হয় এবং কোন বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট না হইলে অবশেষে রোগীর মৃত্যু হয়। জিঙ্ক দ্বারা বিষাক্ত কোন রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইলে সুরা বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করা একেবারেই উচিত নহে। কারণ, সুরায় মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত জিঙ্কের সমস্ত লক্ষণই বৃদ্ধি পায়।

সুরাপানে উপচয় রোডোডেণ্ড্রণ, গ্লনয়েন, নক্সভমিকা, সেলেনিয়ম, লিডম, ফ্লোরিক এসিড, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম এবং পলসেটিলার ও লক্ষণ। রক্তসঞ্চয়জনিত শিরোবেদনার সুরাপানে বৃদ্ধি গ্লনয়েনের লক্ষণ। সন্ধিস্থলের আকর্ষণী বেদনা সুরাপানে বর্দ্ধিত হইলে লিডম উপযোগী। লোহিতসুরা বা পোর্টওয়াইন পানে বৃদ্ধি লক্ষণে ফ্লোরিক এসিড; গন্ধক সংমিশ্রিত সুরাপানে বৃদ্ধি লক্ষণে পলসেটিলা; এবং রেণদেশীয় অম্লমদিরার মন্দ ফলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম উপকারী। সহজে মত্ততার উৎপত্তি লক্ষণে বোভিষ্টা; এবং সুরাপানে রক্তের উদ্বেলনের বিবর্দ্ধণে সিলিশিয়া ব্যবস্থেয়।

দশ বার বৎসর জিঙ্কের কার্য্য করিলে উহার বিষ-দোষবশতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়ঃ—পৃষ্ঠে বেদনা; পদতলে অনুভবাধিক্য; জঙ্ঘার কীট-চারণা, অবশতা, ও শীতলতা; উদরের চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় অনুভব; এবং পেশীর খল্লী ও স্পন্দন জন্মে। প্রতিক্ষিপ্ত উত্তেজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য শরীরের এক স্থানে উপদাহ জন্মিলে অন্য স্থানে প্রবল উৎক্ষেপ উৎপন্ন হয়। পেশীর স্পর্শ-শক্তি কমিয়া যায়, সুতরাং রোগী চক্ষু বুজিয়া বা অন্ধকারে হাঁটিতে গেলে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হয়। প্রায় বেপথু রোগের কম্পনের ন্যায় তাহার পেশীগুলি কাঁপিতে থাকে। অনন্তর গতির শুব্ধতা জন্মে, সমগ্র পদতলের উপর ভরদিয়া পা ফেলিতে আক্ষেপিক গতি উৎপন্ন হয়। সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হওয়াতে এনিমিয়া বা রক্ত-হীনতা জন্মে এবং ক্রমিক ও সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলেই জিঙ্কের প্রধান ক্রিয়া দর্শে; এবং এতদ্দ্বারা স্নায়ু-বিধানের উত্তেজনা না জন্মিয়া বরং অবসাদনই জন্মে। জিঙ্কের ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর, অপিচ সহানুভৌতিক বা গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা সমুৎপন্ন হয়। সুতরাং যে সকল রোগে স্নায়ুমণ্ডলের দৌর্ব্বল্য থাকে তাহাতে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। এই কথা স্মরণ রাখিয়াই জিঙ্ক ঔষধ স্বরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আময়িক ব্যবহার।

প্রচ্ছন্ন রোগ।—স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন কোন রোগ প্রকাশ পাইতে পারে না, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রোগীর নানাপ্রকার অসুখ জন্মাইতে থাকে, অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি আক্রমণ করে, তখন জিঙ্ক দ্বারা অতীব উপকার দর্শে। যথা, হাম বা স্কার্লেটিনার পীড়কা অপ্রকাশিত থাকিলে এবং তজ্জন্য মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। ঋতুস্রাবে ওভেরির বেদনার উপশম জন্মিলে; শ্বাসরোগে শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন আরম্ভ হইবামাত্র বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন হ্রাস পড়িলে, এবং পৃষ্ঠবংশের উপদাহ না কৃত্রিমমৈথুন জনিত উপস্থের উপদাহ শুক্রস্রাবে প্রশমিত হইলে জিঙ্ক ব্যবস্থা করা যায়। (শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনে বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চনের লাঘব ক্যাডমিয়ম সলফ, কালী-ক্লোর এবং ক্যাক্টসেরও লক্ষণ)।

দন্তোদ্ভেদ।—শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় দন্ত বহির্গত হইতে না পারিলে, বিলম্বিত তরঙ্গ গতির ন্যায় নাড়ীর মন্দগতি, রোগীর তন্দ্রালুতা, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ অধিক দূর বালিসে প্রবিষ্ট করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত বা তির্য্যক্ নয়নে শয়ন; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা, অথবা পর্য্যায়ক্রমে আরক্ততা ও পাণ্ডুরতা; সর্ব্বশরীরের কম্পন সহ মাস্তিষ্ক রোগ সূচক বিশেষ চিৎকার লক্ষণের কতকটা অনুরূপ, অথচ ঠিক তৎসদৃশ নয়, এরূপ উচ্চ চিৎকার; সিনা, ভিরেট্রম এল্বম্, এরম-ট্রিফ, ও আরও দুইএকটী ঔষধের লক্ষণের ন্যায় নাসা-রন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবেশ; অথবা শুষ্ক ওষ্ঠ আকর্ষণ (এরম-ট্রিফেরও লক্ষণ), শরীরের নানা স্থানের অনৈচ্ছিক সঙ্কলন, সাধারণতঃ বাহু ও হস্তের, এবং বিশেষতঃ পদদ্বয়ের অবিরত অস্থিরতা (পা নাড়া জিঙ্কের একটী প্রধান লক্ষণ); এখনও চৈতন্য থাকিলে ও জল পান করিতে পারিলে তাড়াতাড়ি জল পান,

রোগের অত্যন্ত প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় উদরের উত্তপ্ততা ও নিমগ্নতা, এবং অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ;—এই সকল লক্ষণে জিঙ্ক ব্যবস্থেয়। অপর মৃদু মাস্তিষ্ক লক্ষণে যখন শিশুর প্রলাপ জন্মে, নিদ্রা হইতে জাগিলে তাহাকে ভীতবৎ দেখায়, সে কাহাকেও চিনিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে মস্তক আন্দোলন করিতে থাকে, তাহার টঙ্কারও জন্মিতে পারে; টঙ্কার জন্মিলে সে আকুল হইয়া চিৎকার পূর্ব্বক শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে; চক্ষু ঘুরায় ও দাঁত কড়মড় করে, রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে তাহার অতিশয় ক্ষণরাগিতা ও কোপনতা উৎপন্ন হয়, রাত্রিকালে বিশিষ্টরূপে শরীর উত্তপ্ত হয় ও অতিশয় অস্থিরতা জন্মে, তখনও জিঙ্ক উপযোগী।

কোরিয়া।—ভয় প্রাপ্তি বা উদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ কোরিয়া রোগ জন্মিলে, বিশেষতঃ তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের অধিক বৈলক্ষণ্য; এবং বিমর্ষতা ও কোপনতা থাকিলে জিঙ্ক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মিনিঞ্জাইটিস।—মিনিঞ্জাইটিস নামক মস্তিষ্ক রোগেও জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। আমবাত বা অন্যবিধ কারণে সমুৎপন্ন মিনিঞ্জাইটিস রোগের প্রারম্ভাবস্থায় মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, সুরা বা অন্য কোন উত্তেজক দ্রব্য সেবনে সেই বেদনার বৃদ্ধি, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রচাপনবৎ ছিন্নকর বেদনা, চক্ষুর অভ্যন্তর দিয়া উহার সঞ্চরণ, এবং সহানুভূতি বশতঃ দন্তে সম্প্রসারণ, নাসা-মূলে জিঙ্কের বিষ-লক্ষণের ন্যায় এক প্রকার অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ খল্লীবৎ বেদনা,—এই সকল লক্ষণে বহুবিধ মস্তকের উপসর্গে, বিশেষতঃ উদ্ভেদের অপ্রকাশ বশতঃ মিনিঞ্জাইটিস রোগে জিঙ্ক উপযোগী।

স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনা রোগে পূর্ব্ববর্ণিত মস্তিষ্ক-লক্ষণ; অধিকন্তু অসম্পূর্ণরূপে বিকসিত পীড়কা; গাত্র-ত্বকের সীসবর্ণ; শিশুর অস্থিরতা ও প্রলাপিতা, অথবা সুস্থিরতা ও সংজ্ঞা হীনতা লক্ষণে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। মসৃণ পীড়কা বিশিষ্ট স্কার্লেটিনায়ও রোগীর স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য থাকিলে বেলেডোনার পরিবর্ত্তে জিঙ্ক উপযোগী হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা উৎকট অবস্থায় অর্থাৎ ত্বক নীলাভ ও শীতল, শরীর ভারী, এবং নাড়ী সূত্রকল্প হইলেও জিঙ্ক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) কুপ্রম।—চিৎকার সহকারে টঙ্কার, হস্তের তালু পর্য্যন্ত অঙ্গুষ্ঠের আকুঞ্চন, বালিশে মস্তক প্রবিষ্ট করণ, সঙ্কোচনী পেশীর আক্ষেপের প্রাবল্য; মুখমণ্ডলের সাধারণতঃ লোহিত বর্ণ, অথবা বার্ত্তাকুবর্ণ, দাঁত কপাটি; মুখে ফেণা; ভীতবৎ নিদ্রা হইতে জাগরণ, এবং জিঙ্কম ও ষ্ট্রামোনিয়মের লক্ষণের ন্যায় কাহাকেও চিনিতে না পারা;—এই সকল মাস্তিষ্ক লক্ষণে কুপ্রম ব্যবস্থেয়। কুপ্রমের এই সমস্ত লক্ষণ পীড়কা বসিয়া গিয়া উৎপন্ন হয়। জিঙ্কমের লক্ষণ পীড়কা উদ্ভিন্ন না হওয়াতে জন্মে। কুপ্রমের লক্ষণ অধিকতর তীব্র, ও অনেকটা প্রবল প্রদাহের অনুরূপ। (২) বেলেডোনা।—মসৃণ স্কার্লেটিনার অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায় বেলেডোনা উপযোগী। প্রবল বমন, মাস্তিষ্ক লক্ষণের প্রাধান্য, চিৎকার; প্রমত্ত দৃষ্টি, মুখমণ্ডলের আরক্ততা; গলমধ্যের প্রদীপ্ত আরক্ততা ও স্ফীততা, জিহ্বায় উন্নত জিহ্বা-কণ্টক; নিদ্রা হইতে চিৎকার পূর্ব্বক লাফিয়া উঠা ও নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে জড়াইয়া ধরা,—এই গুলি বেলেডোনার লক্ষণ। বেলেডোনার ব্যবহার সত্ত্বেও যদি রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং পীড়কা প্রকাশিত না হয়; রোগী পাণ্ডুর বা শ্যাব বর্ণ হইয়া উঠে; বালিসে মস্তক বিলুণ্ঠিত করে, দাঁত কড়মড় করে, নাড়িলে চিৎকার করে, এবং অনবরত পা নাড়ে চাড়ে; তাহা হইলে বেলেডোনা, কুপ্রম, বা ল্যাকেসিসে কোন উপকার করে না, জিঙ্ক ভিন্ন তখন অন্য কোন ঔষধে কিছুই ফল দর্শেনা। (৩) ক্যাম্ফর।—জিঙ্ক প্রয়োগ সত্ত্বেও রোগ বৃদ্ধি পাইয়া গাত্র সীসবর্ণ ও শীতল এবং নাড়ী সূত্রবৎ হইলে, বিশেষতঃ শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে তখনও ক্যাম্ফর ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া জন্মিতে পারে। (৪) ভিরেট্রম।—কোন কোন রোগীর পক্ষে ভিরেট্রম এলবম প্রয়োগ করা আবশ্যক করে। (৫) হাইড্রোসায়েনিক এসিড।—কাহার কাহার পক্ষে বা হাইড্রোসায়েনিক এসিডের প্রয়োজন পড়ে। (৬) ক্যালকেরিয়া।—স্কার্লেটিনায় ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ইহা জিঙ্কের সমতুল্য। গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়কা না উঠিলে অথবা বসিয়া গেলে এবং তজ্জন্য মুখমণ্ডলের অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ ও স্ফীততা জন্মিলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

শিরঃপীড়া।—নানাপ্রকার শিরোবেদনায় জিঙ্ক উপযোগী। তাহার একপ্রকার এই:—ছুলবেধনবৎ বা ছিন্নকর বেদনা, মস্তকের পার্শ্বে বেদনার

আধিক্য; সুরাপানে অতিশয় বৃদ্ধি; ও মধ্যাহ্নের আহারান্তে উপচয় ইহার লক্ষণ। জিঙ্ক জ্ঞাপক অন্য প্রকার শিরোবেদনা বড়ই দুর্দ্দম্য, কিন্তু বিরামশীল। ইহা কখন অতিশয় তীব্র হইয়া উঠে, কখনও বা হ্রাস পড়ে, কিন্তু অনবরত প্রত্যাবৃত্ত হয়। অপর, অবসাদবায়ু ও মস্তক-শিখরে গুরুত্ব এবং আহারান্তে উহার বৃদ্ধি লক্ষণেও জিঙ্ক উপযোগী।

শিশু-বিসূচিকা।—শিশু-বিসূচিকার পরবর্ত্তী হাইড্রোসিফেলয়েড বা মস্তিষ্কের বিকারে শিশুর মস্তকান্দোলন; ভীতবৎ নিদ্রা হইতে জাগরণ, ও গৃহের চারিদিকে ভয়-ব্যাকুলিতবৎ দৃষ্টিপাত, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের উত্তপ্ততা ও সম্মুখকপালের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, দন্তেদন্তে ঘর্ষণ; স্থির ও একতান নয়ন, ও জ্যোতিতে চক্ষুর অনুভবাধিক্য, পাণ্ডুর ও নিমগ্ন, অথবা এক বার পাণ্ডুর এক বার আরক্ত বদন, নাসিকার পরিশুষ্কতা, নিদ্রাকালে পেশীর স্পন্দন; এবং অবিরত পদ সঞ্চালন;—এই সকল লক্ষণে জিঙ্কম ব্যবস্থেয়। এই রোগে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকার সহিত জিঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ।—পৃষ্ঠবংশের ক্রিয়া-বিকারজনিত রোগে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশের উপদাহে জিঙ্কম অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধ। পৃষ্ঠদেশের শেষ কশেরুকায় অথবা কটিদেশের প্রথম কশেরুকায় মৃদু মৃদু অবিরাম বেদনা, ও উপবিষ্ট অবস্থা অপেক্ষা বিচরণ সময়ে উহার আতিশয্য জিঙ্কের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। প্রায় এই প্রকার লক্ষণ সিপিয়ারও আছে। কিন্তু সিপিয়ার বেদনার কেবল উপচয় লক্ষণেই জিঙ্কের সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, অবস্থান-স্থল ঠিক এক নহে। কোবাল্টেরও এইটী বিশেষ লক্ষণ। জিঙ্কজ্ঞাপক পৃষ্ঠ-বেদনার সহিত পৃষ্ঠবংশের অনুক্রমে জ্বালা লক্ষণ থাকে, সেই জ্বালা কেবল রোগীর নিকটই অনুভূত হয়, রক্তসঞ্চয় বশতঃ উহা জন্মে না বলিয়া বোধ হয়। অঙ্গ-কম্প, ও কম্পিত অঙ্গ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবে এরূপ অনুভব; হৃৎপিণ্ডের নিকট আকস্মিক আক্ষেপিক বিদারণবৎ- অনুভব; (হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য বোধ হয় না, অথচ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইবে সহসা এপ্রকার অনুভব জন্মে); শ্বাস-হ্রস্বতাজনক বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন, ক্ষীণ, বা দুর্ব্বল ও অনিয়মিত নাড়ী; পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বা শূন্যতানুভব;—এইগুলি

জিঙ্কের লক্ষণ। এই শেষোক্ত লক্ষণটী ফসফরাস, ন্যাট্রম-কার্ব্ব, সলফার, এবং ইণ্ডিয়ম নামক ঔষধেও আছে।

পক্ষাঘাত।—মস্তিষ্কের কোমলতাজনিত; পদের ঘর্ম্ম বিলোপের পরবর্ত্তী; এবং শিরোঘূর্ণন, কম্পন, অবশতা ও পিপীলিকা-চারণাদি সংযুক্ত পক্ষাঘাতে, মর্দ্দনে উপশম ও সুরাপানে অতিশয় উপচয় লক্ষণে জিঙ্কম ব্যবহৃত হয়। পক্ষাঘাতের সহিত সুস্পষ্ট অক্ষিপুটের স্তব্ধতা বা টোসিসও বিদ্যমান থাকিতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) ফসফরাস।—পক্ষাঘাতে ফসফরাসও প্লম্বমের সহিত জিঙ্কের সাদৃশ্য হয়। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কের কোমলতা এবং তৎসহকারে কম্পন লক্ষণে জিঙ্কম ও ফসফরাস উভয় ঔষধই উপযোগী। কিন্তু ফসফরাসে জিঙ্কের সুরাপানে উপচয় ও অক্ষিপুটের স্তব্ধতা লক্ষণ নাই। (২) প্লম্বম।—প্লম্বমের লক্ষণ ও জিঙ্কের লক্ষণ প্রায়ই একরূপ। তবে পক্ষাঘাতিত অঙ্গের শুষ্কতা প্লম্বমের অতিরিক্ত লক্ষণ। শীর্ণ অঙ্গে ও উদরে পর্য্যায়ক্রমে বেদনার বিদ্যমানতাও ইহার আর একটি লক্ষণ।

চক্ষু-রোগ।—(১) এম্ব্লিওপিয়া।—এমোরোসিস রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতায়, সম্ভবতঃ মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর কোনরূপ বিধান-বিকার জনিত তীব্র শিরোবেদনা, নাসা-মূলে উগ্রবেদনা; এবং প্রত্যেক চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণে বেদনার সবিশেষ আতিশয্য; ও কনীনিকার সঙ্কোচ লক্ষণে জিঙ্ক উপযোগী। (২) কনীনিকার অস্বচ্ছতা।—পুনঃপুনঃ কনীনিকার দীর্ঘকালস্থায়ী প্রদাহের পর উহার অস্বচ্ছতা জন্মিলে জিঙ্কম সলফিউরিকম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (৩) টেরিজিয়ম।—অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিকে উপমাংস উৎপন্ন হইলে, বিশেষতঃ তজ্জন্য চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে সূচবেধবৎ বেদনা জন্মিলে জিঙ্ক ব্যবহারে উপমাংস বিদূরিত হইতে পারে। (৪) অক্ষিপুটের দানাময়তা।—এই রোগেও জিঙ্ক উপকারী। জিঙ্কম মেটালিকম অপেক্ষা জিঙ্কম সলফিউরিকমই ইহাতে অধিকতর উপযোগী।

স্নায়ু-শূল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে বেদনার তীব্রতা; ও তৎসহকারে অক্ষিপুটের নীলবর্ণ থাকিলে জিঙ্কম ব্যবহার্য্য।

পরিপাক-যন্ত্রের রোগ।—(১) আমাশয়।—জিঙ্কে আমাশয় ও যকৃতের কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হয়। এতদ্দ্বারা মুখে তিক্ত আস্বাদ জন্মে, রোগী সেই তিক্তস্বাদ গল-গহ্বরে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করে। গণ্ডূষমাত্র জল আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র অমনি উঠিয়া পড়ে। বুকজ্বালা বর্তমান থাকে। সুরাপানে ও গর্ভকালে সেই বুকজ্বালার আতিশয্য জন্মে। গর্ভাবস্থায় বুকজ্বালা জন্মিলে উহার সহিত জঙ্ঘার শিরার স্ফীততাও বিদ্যমান থাকিতে পারে। মধ্যাহ্ন সময়েই বিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। (২) যকৃৎ।—যকৃতেও জিঙ্কমের ক্রিয়া দর্শে; এবং নাভীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটা শক্ত অর্ব্বুদের ন্যায় এক প্রকার অনুভব ও তৎসহকারে কামড়ান বেদনা জন্মে। এই লক্ষণানুসারে জিঙ্ক যকৃৎ-বিবর্দ্ধনে ব্যবহৃত হয়। (৩) উদর।—উদরে কিয়ৎপরিমাণে প্লম্বমের ন্যায় জিঙ্কের ক্রিয়া জন্মে এবং তজ্জন্য নাভীর সমীপে পেটকামড়ানি, ও অত্যন্ত দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়। উহার সহিত পশ্চাদ্দিকে অতিশয় প্রচাপন অনুভূত হয়, বোধ হয় যেন উদর পৃষ্ঠবংশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। যে সকল রোগীদিগের জিঙ্ক দ্বারা উপকার দর্শে তাহাদের প্রায় সকলেরই উদরের পার্শ্বে প্রচাপনের প্রাবল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়; প্রধানতঃ ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী স্থূলান্ত্র আক্রান্ত হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। মূত্রে প্রায়ই রক্ত থাকে; কখন কখন মূত্র ঘোলা ও কর্দ্দমবর্ণ হয়, এবং উহার তলে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ তলানি জমে। মূত্রাশয় মূত্রপূর্ণ থাকিলেও রোগী জঙ্ঘার উপর জঙ্ঘা রাখিয়া না বসিয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারে না।

কাস।—জিঙ্কজ্ঞাপক কাস আক্ষেপিক, উহাতে বক্ষঃস্থল যেন খণ্ডে খণ্ডে আকৃষ্ট হয়। নিষ্ঠীবনে রক্তও থাকে। ঋতুর পূর্ব্বে বা ঋতুকালেই এই লক্ষণ বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। মিষ্টদ্রব্য আহারে কাস বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকবার কাসিবার সময় বালকেরা জননেন্দ্রিয়ে হস্তপ্রদান করিলে জিঙ্ক ব্যবহারে কখন কখন উপকার জন্মে।

জননেন্দ্রিয়ের রোগ।—শুক্রমেহ।—পুং-জননেন্দ্রিয়ে জিঙ্কের

ক্রিয়া কোনায়মের অনুরূপ। জননে[ন্দ্রি]য়ের দীর্ঘকালস্থায়ী অপব্যবহারের পরবর্ত্তী শুক্রমেহ রোগে অবসাদ-বায়ুর লক্ষণের আতিশয্য থাকিলে জিঙ্ক ব্যবস্থা করা যায়। জিঙ্কজ্ঞাপক রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও নিমগ্ন, চক্ষু নীলবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত; এবং জননেন্দ্রিয় অতিশয় উপদাহিত থাকে। অণ্ডদ্বয় বহিবঙ্গুরীয়কের অভিমুখে দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয়। কোনায়মে ও জিঙ্কমে প্রভেদ এই যে কোনায়মে জিঙ্কের ন্যায় জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত স্থানিক উপদাহিতা বর্ত্তমান থাকে না। স্ত্রী-রোগ।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের রোগে, বিশেষতঃ স্ত্রী-ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্যে জিঙ্ক উপকারী। ঋতু-বৈষম্যের সহিত জরায়ু-গ্রীবার ক্ষত ও বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে ছিদ্র করণের ন্যায় বেদনা থাকিলে; এবং ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলেই সমস্ত লক্ষণের উৎকর্ষ জন্মিলে এই ঔষধ বিশিষ্ট রূপে উপযোগী।

সমগুণ।—বেলেডোনা, কুপ্রম, ষ্ট্রামোনিয়ম। হাইওসায়েমাস। ক্যাল-কেরিয়া অষ্টিরম। ক্যাম্ফর। প্লম্বম।

বিষমগুণ।—ইগ্নেশিয়া, হিপার। প্রতিকূল, নক্সভমিকা।

ইগ্নেশিয়া ও নক্সভমিকা উভয় ঔষধেই ষ্ট্রিকনিয়া আছে বটে, অথচ জিঙ্কের সহিত উহাদের সম্বন্ধ এক নহে। জিঙ্কের পরে ইগ্নেশিয়া ভালরূপে উপযোগী হয়; এবং স্নায়ুমণ্ডলে জিঙ্কের যে ক্রিয়া দর্শে তাহাও এতদ্দ্বারা প্রত্যাহৃত হইতে পারে। নক্সভমিকায় জিঙ্কের লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হয়; ফলতঃ নক্সভমিকা জিঙ্কের প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিপার জিঙ্কের ক্রিয়াঘ্ন। অন্যান্য ধাতুর বিষ-দোষও হিপার দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। কোন ধাতুদ্বারা বিষাক্ত হইলে, এবং অপর কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে সাধারণতঃ হিপারই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীঘ্র শীঘ্র বেদনার আগমন; নিদ্রাকালে কণ্ডরার উৎক্ষেপ; মস্তকের উত্তপ্ততা ও পদের শীতলতা; এবং তখন পর্য্যন্তও বৃক্ককের ক্রিয়ার বর্ত্ত-মানতা;—এই সকল লক্ষণে এপিসের পূর্ব্বে প্রায়ই জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

ফিরম।

বিশেষ বিবরণ।

রক্তসঞ্চলনের অসামঞ্জস্যে যুবক যুবতীদিগের শরীরে ফিরমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই সকল রোগীর গণ্ডস্থলের সমুজ্জ্বল আরক্ত রাগ দৃষ্টে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক এই আরক্ত রাগ স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে; কেবল ছদ্ম রক্তাধিক্য মাত্র। কারণ, অনুত্তেজিত ও প্রশান্ত ভাবে থাকিলে তাহাদের গণ্ডস্থল পাণ্ডুর ও মুখমণ্ডল মৃদ্বর্ণ হয়। এই রক্ত-সঞ্চলনের বৈষম্যের নিদর্শন স্বরূপ নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়:—রোগীর হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়া জন্মে এবং রাত্রি বারটার পরে তাহা বৃদ্ধি পায়; নাক দিয়া রক্ত পড়ে ও তৎসহকারে গণ্ডদ্বয়ের উজ্জ্বল আরক্ত রাগ বিদ্যমান থাকে; শর্দ্দির আক্রমণ-কালে নাসিকার অভ্যন্তর মলিন সংযত রক্তে পূর্ণ হয়; বক্ষঃস্থলে রক্ত-সঞ্চয় সহকারে শ্বাস (হ্যাজমা) জন্মে এবং উহাও রাত্রি বারটার পরে বৃদ্ধি পায়, তখন রোগীকে উঠিয়া বসিতে ও বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়; শ্বাস-ক্রিয়ার সুবিধার জন্যেই সে উঠিয়া বসে এবং বুক শীতল রাখিবার জন্যে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবক যুবতীদিগের রক্তকাসেও লৌহ উপযোগী। এই সমস্ত লক্ষণের প্রায় সকল গুলিই চিত্ত-বিকারে সমুত্তেজিত হয় এবং এতৎসহকারে রোগীর দৃশ্যমান সুস্থাকৃতি সত্ত্বেও তাহার অতিশয় শ্রান্তি থাকে। ফিরম ব্যবস্থেয় স্নায়ু-শূলে পর্য্যন্ত আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ রক্তবহানাড়ীর পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইবার পরে শীতলজলে প্রক্ষালনে এই স্নায়ুশূল উদ্রিক্ত হয়। ইহার বেদনা দপদপকরে ও রাত্রে বৃদ্ধি পায়। লৌহের রক্তসঞ্চয় ও বেদনা এবং প্রায় অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ ধীরে ধীরে হাঁটিলে উপশম পড়ে। ফিরমের ক্রিয়ায় রক্তবহা নাড়ীগুলি প্রসারিত হয়, সম্ভবতঃ ভ্যাসোমোটর স্নায়ুর ক্রিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াই এই প্রসারণ জন্মে। এজন্যই লৌহের লক্ষণে নাড়ীর পূর্ণতা, ও নমনীয়তা থাকে। কিন্তু একোনাইটের ন্যায় পূর্ণতা ও উল্লম্ফনশীলতা থাকে না। ফিরমের এই একটী গুণ স্মরণ রাখিলেই ইহার সমগ্র ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায়। ফিরম ব্যবস্থেয় রোগে

রোগীর উদর-প্রাচীরে দুষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণ থাকে। প্রদাহ বশতঃ এই স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে না, রক্তবহানাড়ী প্রসারিত হইয়াই ইহা উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা জেলসিমিয়মের সহিত লোহের সাদৃশ্য ও একোনাইটের সহিত উহার পার্থক্য জানিতে পারা যায়।

আময়িক ব্যবহার।

ক্লোরোসিস বা হরিৎপাণ্ডু।—এই রোগে রক্তে লৌহের পরিমাণ ন্যূন হয় বলিয়া এলোপ্যাথেরা ফিরম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি মতে সে জন্যে লৌহ ব্যবহৃত হয় না। রক্তে যথোপযুক্তরূপে হিমেটিন সঞ্চিত না হইলেই লৌহ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। আহারে লৌহের অভাব বশতঃ এরূপ ঘটে না, কিন্তু শরীর-যন্ত্রের লৌহ সমীকরণের শক্তির অভাব নিবন্ধনই রক্তে হিমেটিন উৎপন্ন হয় না। অতএব শরীরের সেই দোষ সংশোধনার্থেই হোমিওপ্যাথেরা লৌহ প্রয়োগ করেন। সুতরাং এই মতে ক্লোরোসিস রোগে লৌহ সর্ব্বপ্রধান ঔষধ স্বরূপ পরিগণিত হয় না। তবে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বিকৃত রক্তাধিক্য বিশিষ্ট ক্লোরোসিস রোগেই ইহার ব্যবহার হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে রোগের আধিক্য, সচরাচর শ্লেষ্মগুলের পাণ্ডুর, মধুর বা মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণ অথচ সামান্য মনোভাবে আরক্ত রাগ,—অল্পমাত্র সুখ বা দুঃখের ভাবোদয়, সহসা গৃহে কাহারও প্রবেশ, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি চিত্তের বিকারজনক যে কোন ঘটনায় মুখ-রাগের উৎপত্তি, ও গণ্ডস্থলের উদ্দীপ্ত আরক্ততা, অর্থাৎ ছদ্ম রক্তাধিক্যের নিদর্শন ফিরমের প্রয়োগ লক্ষণ। এই সকল রোগীর সততই আমাশয়ের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। তাহাদের আমাশয়ে বেদনা থাকে, অথবা গুরুত্ব অনুভূত হয়। গলার অভ্যন্তরে যেন কিছু লুণ্ঠিত হইতেছে ও কপাটের ন্যায় গল-রোধ জন্মাইতেছে এরূপ বোধ হয়। মাংস ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যে অরুচি জন্মে। আহারে একেবারেই স্বাদ পাওয়া যায় না, অথবা অতি অল্পমাত্র স্বাদ পাওয়া যায়। রোগীর বারংবার বিবমিষা উপস্থিত হয়। আহার করিবামাত্র, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিয়মিতরূপে এই বিবমিষা প্রকাশ পায়। (আর্সেনিকেও এই প্রকার বিবমিষা লক্ষণ দৃষ্ট হয়)। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ জন্মে।

ওষ্ঠের বিম্ব-বর্ণ অনুজ্জ্বল পাটলে পরিণত হয়; পুরুষ রোগী দিগের লিঙ্গ মুণ্ড কুঞ্চিত ও শুভ্র হইয়া উঠে। মুখ-গহ্বর ও দন্ত-মূলও প্রায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া নীরক্ততার পরিচয় প্রদান করে। নারীদিগের জলবৎ, খণ্ডখণ্ড রক্তবিশিষ্ট প্রভৃত রজঃ নির্গত হয়; এবং রজঃনিঃসরণকালে উদরে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা জন্মে। রোগিণীর অতিশয় নিশ্চেষ্টতা থাকে, অধিক চেষ্টা না করিলে সে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারে না। ব্যায়ামে তাহার শান্তি জন্মে। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাহার শীত শীত বোধহয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে গণ্ডদ্বয়ে প্রদীপ্ত আরক্ত রাগ উৎপন্ন হয়। সুস্পষ্ট ভস্ত্রা শব্দবিশিষ্ট হৃৎকম্প থাকে। শরীরের সকল স্থানেরই রক্তবহা নাড়ীগুলি দপদপ করে। কখন কখন নীরক্ততা এতই প্রবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে যে রোগীর পায়ে শোথ জন্মে।

শিরোরোগ।—ফিরম প্রয়োগোপযোগী রোগীর সচরাচর রক্তসঞ্চয় জনিত শিরোবেদনা জন্মে। মস্তকে দপদপকর বেদনা থাকে এবং সাধরণতঃ উহা মধ্য রাত্রের পরে বৃদ্ধি পায়। বেদনার আবেশ সময়ে মুখমণ্ডল অগ্নি-শিখার ন্যায় আরক্ত ও পাদদ্বয় শীতল হয়। ঈদৃশ লক্ষণে বেলেডোনার সহিত ফিরমের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বেলেডোনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এক শ্রেণীর রোগীদিগের পক্ষেই লৌহ ব্যবহৃত হয়। লৌহসূচক রোগী-দিগের ভ্রমি বা শিরোঘূর্ণন লক্ষণ থাকে। শয়িত বা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে সহসা উঠিলে সেই শিরোঘূর্ণনের আতিশয্য জন্মে। সেতুর উপর বা জল-স্রোতের সমীপে বিচরণে, অথবা শকটারোহণে শিরোঘূর্ণন উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগীদিগের পক্ষেই ফিরম উপযোগী ও উপকারী। একজন ইংরেজ চিকিৎসক বলেন যে আহারান্তে লৌহ প্রয়োগ করিলেই ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ হয় কিনা, এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই।

থাইসিস।—লৌহ দ্বারা রক্ত উদ্বেলিত হইবার সম্ভবনা আছে বলিয়া থাইসিস ফ্লোরিডা রোগেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। টিউবার কিউলোসিস রোগাক্রান্ত যুবক যুবতীদিগের পক্ষেই ইহা উপযোগী ও ফস-ফরাসের সমকক্ষ। পূর্ব্ববর্ণিত পরিদৃশ্যমান রক্তাধিক্য সহকারে অল্পমাত্র পরিশ্রমে বক্ষঃস্থলে অতিশয় গৌরব অনুভব লক্ষণে ফিরম, ফসফরাস অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। শ্বাস-চেষ্টায় নাসা-রন্ধ্রের প্রসারণ ও অধিক ক্রিয়াশীলতা,

নাসিকা ও ফুসফুস হইতে উজ্জল লোহিত ও সংযত রক্তস্রাব; শুষ্ক বিরক্তিকর কাস, ও উষ্ণদ্রব্য পানে উহার আতিশয্য, এবং সাধারণতঃ বক্ষঃস্থলে স্ফুটবৎ স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব, ও মস্তকের [illegible]দ্দেশে অবিরাম মৃদুমৃদু বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় পূয়ময়, হরিতাভ, অতিশয় দুর্গন্ধি, ও রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবনেও ফিরম ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রদাহ।—ডাঃ শূসলার সকল প্রকার প্রদাহেই রস-প্রসেকের পূর্ব্বে ফিরম ফসফরিকম উপযোগী মনে করেন। তিনি ফিরম ও ফসফরাসের সমবেত গুণানুসারেই প্রদাহে ফিরম ফসফরিকম ব্যবহারের বিধি দিয়া থাকেন। এই ঔষধ একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্য-পথবর্ত্তী বলিয়া বোধহয়। বাস্তবিক, প্রদাহের যে অবস্থায় রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ ও ভাসোমোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মে, ফিরম-ফসফরিকমের ক্রিয়ায় সেই অবস্থা সমুৎপন্ন হয়। শূসলার ফিরমফস, একোনাইটের অনুকল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা প্রদাহে অনেকবার সফলরূপে ব্যবহৃতও হইয়াছে। অতএব এস্থলে ইহার লক্ষণগুলির উল্লেখ করা গেল। পূর্ণ, গোল ও কোমল নাড়ী; প্রদাহের রস-প্রসেকের পূর্ব্বাবস্থা; প্রদাহে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকিলে রক্তাঙ্কিত স্রাব ফেরি-ফসের লক্ষণ। যক্ষ্মাগ্রস্ত কোন রোগীর শর্দ্দি লাগিয়া অতিশয় অবসন্নতা জন্মিলে এবং রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবন নির্গত হইলে ফিরম-ফস দ্বিশত ক্রমেও সম্ভব তাহার ফুসফুসের রক্তসঞ্চয়ের শান্তি জন্মায়। নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী গৌণ রক্তসঞ্চয়েও এতদ্দ্বারা এই প্রকার উপকার দর্শে। যথা, দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহে, সহসা বাম ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় জন্মিলে ফিরম ফস ব্যবস্থা করা যায়। আবার, গ্রীষ্মকালের উষ্ণ দিবসে ঘর্ম্মাবস্থায় বাতাসাদি লাগিয়া কোন বালকের স্বেদ রুদ্ধ হইয়া অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং জলবৎ ও রক্তময় মল নির্গত হইতে থাকিলে ফিরম-ফস ব্যবহৃত হইতে পারে। ডিসেণ্টেরি বা রক্তাতিসার রোগের প্রারম্ভে কুন্থন থাকিলে এই ঔষধে কোন উপকার দর্শে না। তখন মারকিউরিয়স বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

অতিসার।—অতিসারে ফিরম মেট্যালিকম ব্যবহার করা যাইতে পারে।-মলে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের অবস্থিতি, এবং আহার করিতে চেষ্টা করিবামাত্র মলস্রাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বালকদিগের গ্রীষ্মকালীন

অতিসারে বা শিশু-বিসূচিকায় এই সকল লক্ষণ ঠিক নিয়মিতরূপে বা দুইপ্রহর রাত্রির পরে সপর্য্যায়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল সহকারে পর্য্যায়শীল বমন লক্ষণও থাকিতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত মল লক্ষণে ফিরম, আর্সেনিকম, সিঙ্কোনা ও ওলিএণ্ডারের সমগুণ। (১) সিঙ্কোনা ও আর্সেনিক।—সিঙ্কোনা ও আর্সেনিক জ্ঞাপক মল আহারকাল অপেক্ষা আহারান্তেই সমধিক নিঃসৃত হয়। (২) ওলিএণ্ডার।—ওলিএণ্ডারের মল আহারের অনেকক্ষণ পরে, যথা, পূর্ব্বদিনের ভুক্তদ্রব্য পরদিন বিনির্গত হইয়া থাকে। (৩) আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম।—এই প্রকার অতিসারে বালকের মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত যেন কেবল একটী অন্ত্রই বিদ্যমান এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্জেণ্টম নাইট্রিকমও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

রক্তস্রাব।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে সংযত রক্তখণ্ড মিশ্রিত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত, প্রবাহাকারে নিপতিত হইলে ও তৎসহকারে অতিশয় মুখরাগ থাকিলে, রোগিণীর সচরাচর মৃদ্বর্ণ বা মলিন মুখাকৃতি উজ্জ্বল লোহিত ও আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে; শ্বাস ইপিকাকের লক্ষণের ন্যায় দ্রুত ও অল্প অল্প আয়াসিত, এবং নাড়ীর দ্রুততা ও বল সমধিক বিবর্দ্ধিত হইলে ফিরম ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধ।—রক্তস্রাবে ফিরম, সিঙ্কোনা ও ইপিকাকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। (১) সিঙ্কোনা।—সিঙ্কোনার ন্যায় ফিরমও স্বভাবতঃ স্বল্পরক্ত ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবজনিত অবসন্নতায় উপযোগী। (২) ইপিকাক।—সবেগে প্রবাহিত, উজ্জ্বল লোহিত রক্ত ও শ্বাস-কষ্ট লক্ষণে ফিরম ইপিকাকের অনুরূপ। প্রবলবেগে বিনিঃসৃত রক্তস্রাবেই ইপিকাক উপযোগী হয়।—রক্তস্রাব সহকারে বিবমিষা থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু উচ্চ ও দ্রুত শ্বাস থাকিলেই এই ঔষধে উপকার দর্শে।

সবিরাম জ্বর।—সবিরাম জ্বরে, বিশেষতঃ কুইনাইন অপব্যবহারের পরে, উত্তাপাবস্থায় রক্তবহানাড়ীর, বিশেষতঃ শঙ্খস্থলের ও মুখমণ্ডলের শিরার স্ফীততা, দপদপকর শিরোবেদনা, প্লীহার বৃদ্ধি, এমন কি শোথ থাকিলেও ফিরম ব্যবহৃত হয়।

শমগুণ।—ইপিকাক, আর্সেনিক, চায়না, ভিরেট্রম। পলসেটিলা। আইওডিন। কুপ্রম।

বিষমগুণ।—আর্সেনিকম, পলসেটিলা। পলসেটিলাই আয়রণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষমগুণ বা বিষঘ্ন ঔষধ। সৌভাগ্যবশতঃ পলসেটিলা সিঙ্কোনারও বিষমগুণ। অতএব এলোপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত অতিরিক্ত সিঙ্কোনা ও আয়রণের সমবেত মন্দ ফল নিবারণে পলসেটিলাই উপযোগী।

অনুপূরক।—সিঙ্কোনা, এলুমিনা। ক্লোরোসিস রোগে এলুমিনা, এবং শারীরিক রসরক্তাদির অপক্ষয়জনিত এনিমিয়ায় সিঙ্কোনা ফিরমের অনুপূরক।

প্লম্বম।

বিশেষ বিবরণ।

প্লম্বম অর্থাৎ সীসের প্রধান গুণ এই যে এতদ্দ্বারা ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর তন্তুর আকুঞ্চন জন্মে। সুতরাং রক্তবহা নাড়ীও আকুঞ্চিত হয়। প্লম্বমের এই আকুঞ্চন-ক্রিয়া হইতেই ইহার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

শূল-বেদনা।—সীসের বিষ-ক্রিয়ায় একপ্রকার শূল-বেদনা জন্মে। ইহাকে সীস-শূল বলে। বিষমাত্রায় বা সীস-কণা সংমিশ্রিত জলপান করিয়া অল্পে অল্পে ও ক্রমে ক্রমে সীস সেবনে, অথবা চিত্র-কর্ম্মে সীসজাত বর্ণের অণু নিশ্বসনে, যেরূপেই কেন সীসদ্বারা বিষাক্ত হওয়া যাউক না, ইহার প্রথম বিষ-লক্ষণ এই শূল-বেদনাই প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগীর উদরে ভয়ঙ্কর থল্লীবৎ কামড়ান বেদনা জন্মে, উদর-প্রাচীর আকুঞ্চিত হইয়া কুব্জাকার অর্থাৎ অভ্যন্তর দিকে অবনত হয়, সরলান্ত্রের পেশীতে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়; এবং সেই সকল পেশী আকুঞ্চিত হওয়াতেই উদর-প্রাচীর অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদনা সকল দিকেই বিকীর্ণ হয়, সাধারণতঃ স্নায়ুর গতি অনুসারেই উহার গতি জন্মে, কখন কখন মস্তিষ্কে সম্প্রসারিত হইয়া প্রলাপ জন্মায়, কখন বা বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া শ্বাস-কষ্ট উৎপন্ন করে;

অণ্ডাভিমুখে প্রসারিত হইলে মুষ্ক আকুঞ্চিত হয়; এবং জঙ্ঘার স্নায়ুতে উপস্থিত হইলে জঙ্ঘায় প্রবল খল্লী জন্মে। এই শূল-বেদনার সহিত দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, এবং কাহার কাহার বা পুরীষ বমন হয়। সীসজনিত শূল এলুমিনা, এলম, প্লাটিনা, ওপিয়ম, নক্সভমিকা বা বেলেডোনা দ্বারা আরোগ্য, এবং এলকোহলপানে নিবারিত হয়। অন্য কারণে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন শূল জন্মিলেই প্লম্বম ব্যবহৃত হয়।

পক্ষাঘাত।—প্লম্বমের বিষ-ক্রিয়ায় পক্ষাঘাত ও উৎপন্ন হয়। প্রথমে মণিবন্ধের প্রসারণী পেশীর পক্ষাঘাত জন্মিয়া মণিবন্ধ স্তব্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সীসের বিষ-ক্রিয়া ভিন্ন,অন্য কারণে মণিবন্ধের পক্ষাঘাত জন্মিলে প্লম্বম সেবনে তাহা আরোগ্য হয়। এই পক্ষাঘাত সম্প্রসারিত হইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানও আক্রমণ করে, এবং এতদ্দ্বারা সঙ্কোচনী পেশী অপেক্ষা প্রসারণী পেশীই সমধিক আক্রান্ত হয়। রোগীর দন্ত-মূলের প্রান্তে এক প্রকার নীলবর্ণ রেখা উৎপন্ন হয়। ইহাকে দন্ত-মূল-রেখা বলে। দন্ত-কপালিকা (টার্টার অভ্‌দি টীথ) স্থিত গন্ধকের সহিত রক্ত-বহা নাড়ী স্থিত সীস সংমিলিত হইয়াই এই নীল বর্ণ রেখা পড়ে। পক্ষাঘাত অন্যান্য অঙ্গে প্রসারিত হইলে প্রকৃত বৈধানিক পরিবর্ত্তন বশতঃ আক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা জন্মে। এজন্য বিধান-বিকার-মূলক পক্ষাঘাতে; এবং পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-গুচ্ছের রোগ নিবন্ধন পক্ষাঘাতে, সেই স্নায়ু-বিধানের মেদাপকর্ষ বা স্থূলত্ব জন্মিলে প্লম্বম ব্যবহৃত হয়। মল্টিপল্‌ সেরিব্রোস্পাইন্যাল স্ক্লেরোসিস নামে যে রোগ অভিহিত হইয়া থাকে তাহাতেও কম্পের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাতে এই ঔষধ সুন্দর উপযোগী হইয়া থাকে। আকুঞ্চন সংযুক্ত পক্ষাঘাতেও সচরাচর ইহার ব্যবহার আছে। ক্রমাগত বিবর্দ্ধিত, পেশীর শীর্ণতায়ও প্লম্বমের প্রয়োজন পড়িতে পারে।

গর্ভপাত।—সীসে জরায়ুর বিকাস প্রতিরুদ্ধ হয়। অতএব গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন জরায়ুর পেশী বৃদ্ধি না পাওয়াতে গর্ভাশয়ে ভ্রূণের স্থান সংকুলন হয় না ও গর্ভপাতের সম্ভবনা জন্মে তখন প্লম্বম ফলপ্রদ।

মস্তিষ্কের উপসর্গ।—কখন কখন প্রলাপেও প্লম্বম ব্যবহৃত হয়। এই প্রলাপ সহকারে পর্য্যায়ক্রমে উদর-বেদনা বিদ্যমান থাকে। বেলেডোনার ন্যায় প্লম্বমের প্রলাপেও রোগী নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে দংশন ও আ-

ঘাত করে কিন্তু প্রথম জ্ঞাপক প্রলাপে রোগীর মস্তক ও হস্ত কম্পিত, এবং মুখে ও দন্তে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। অধিকন্তু, প্রলাপের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে উদর-বেদনা জন্মে। বেলেডোনায় এই সকল লক্ষণ থাকে না। সীসের বিষ-ক্রিয়ায় সচরাচর মস্তিষ্কের অন্য কোন উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কখন কখন অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন সংযুক্ত বা বিবর্জ্জিত সম্মুখ কপালের বা পশ্চাৎ কপালের তীব্র শিরঃপীড়া, কর্ণনাদ; দৃষ্টি-বৈলক্ষণ্য, দ্বিত্ব-দৃষ্টি; দৃষ্টিহীনতা; গল-কোষের আকুঞ্চন, অথচ আগ্রহপূর্ব্বক ঢোকে ঢোকে তরল পদার্থ নিগীরণ; চিত্তের দুর্ব্বলতা, ও বিমর্ষতা; এবং তৎপূর্ব্বে অণ্ডলালময় মূত্র;—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে।

অপস্মার।—প্রথম অপস্মার রোগ জন্মায়। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে প্রায় পক্ষাঘাতের ন্যায় জঙ্ঘার গুরুত্ব, এবং রোগাবেশের পরে পক্ষাঘাতবৎ নিশ্চেষ্টতা ও নাসা-রব সংযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। মস্তিষ্কের স্থূলত্ব বা অর্ব্বুদ জনিত আক্ষেপেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

কোষ্ঠবদ্ধ।—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত উদরের আকুঞ্চন এবং মলদ্বারা-বরক পেশীর সুস্পষ্ট আক্ষেপ বা সঙ্কোচন লক্ষণে কোষ্ঠবদ্ধে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ জ্ঞাপক কোষ্ঠবদ্ধে মল-বেগ থাকে এবং রোগীর বোধ হয় যেন মলদ্বার রজ্জুবদ্ধ হইয়া সরলান্ত্রের অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে।

বৃক্ক-রোগ।—বৃক্কে প্রথমের ক্রিয়ায় উহার দানাময় অপকর্ষ বা সিরোসিস জন্মে। অত্যল্প শোথ বা এল্‌বুমিনুরিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইউ-রিমিয়া জনিত আক্ষেপরই সবিশেষ অভিমুখতা থাকে।

সমগুণ।—বেলেডোনা, প্লাটিনা নক্সভমিকা, কুপ্রম, ওপিয়ম, চায়না।

বিষমগুণ।—ওপিয়ম, এলুমিনা।

ষ্টাণম।

বিশেষ বিবরণ।

ষ্টাণমজ্ঞাপক রোগীর সাধারণতঃ পলসেটিলার লক্ষণের ন্যায় বিমর্ষতা ও অশ্রুস্রাবিতা থাকে। ক্রন্দনে তাহার অবস্থার অপকৃষ্টতা জন্মে। ফুসফুসের রোগে এই প্রকার বিমর্ষতা থাকিলে ষ্টাণম ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীরা

সচরাচর জীবনের প্রায় শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবিতাশা পরিশূন্য হয় না। কিন্তু যদি কদাচিৎ কোন রোগীর পূর্ব্বোক্ত অপ্রসন্নতা লক্ষণ প্রকাশিত হয় তবেই ষ্টাণম প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং প্রকৃত যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। ষ্টাণম প্রয়োগোপযোগিনী রোগিণীদিগের স্নায়বীয়তা ও দুর্ব্বলতাও থাকে। এই স্নায়বীয়তা ও দুর্ব্বলতার এতই প্রাবল্য দৃষ্ট হয় যে গৃহ কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যে যৎসামান্য আয়াস জন্মে তাহাতেই তাহাদের উৎকণ্ঠা ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা অপেক্ষা নীচে নামিবার সময়ই এই স্নায়বীয় অবসন্নতা অধিক অনুভূত হয়। রোগিণীর বোধ হয় যেন নীচের তলায় যাইতে সে হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না, অথবা যথেষ্ট বল পাইবে না। কিম্বা হাঁটিতে তাহার অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু বসিতে চেষ্টা করিলে সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইটী কাল্পনিক লক্ষণ নহে, জরায়ু-রোগে ইহা বাস্তবিকই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মানসিক লক্ষণে ষ্টাণমের সহিত ন্যাট্রম-মিউর, পলসেটিলা ও সিপিয়ার সাদৃশ্য হইয়া থাকে। (১) ন্যাট্রম-মিউর।—ন্যাট্রম-মিউরের লক্ষণেও বিষণ্ণতা ও অশ্রুস্রাবিতা লক্ষণ আছে। সান্ত্বনায় এই ঔষধজ্ঞাপক রোগীর রোগ-লক্ষণ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বোধ হয়। তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে সে রাগান্বিত হইয়া উঠে। (২) পলসেটিলা।—পলসেটিলার রোগিণীর বিনম্র, অশ্রুপূর্ণ, ও নমনীয় স্বভাব থাকে। সান্ত্বনা সে ভালবাসে। তাহার বিলম্বে অল্প রজঃস্রাব হয়। ষ্টাণমের রোগিণীর অবিলম্বে অধিক রজঃ নির্গত হইয়া থাকে। (৩) সিপিয়া।—সিপিয়ার রোগিণী আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই দুঃখিত থাকে, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে তাহার অতিশয় ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়। সে সহজেই বিরক্ত ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে।

বিধান-তন্তুর শিথিলতা জনিত পরিশূন্যতা (খালি খালি অনুভব) বা দুর্ব্বলতা লক্ষণে ষ্টাণমের সহিত আরও কয়েকটী ঔষধের তুলনা হইয়া থাকে। কথা বলিলে অবসন্নতা জন্মিলে ষ্টাণমের সহিত ককিউলাস, ভিরেট্রম এলবম, সলফার ও ক্যালকেরিয়ার সাদৃশ্য হয়। পরিশ্রান্তি বা চিত্তবিকার সম্ভূত ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য জনিত পক্ষাঘাতে ষ্টাণমের সহিত ককিউলাস, ইগ্নেসিয়া, ফসফরাস, ন্যাট্রম-মিউর, ও কোলিনসোনিয়ার তুলনা হয়।

আময়িক ব্যবহার।

অগ্নিমান্দ্য।—ষ্টানমজ্ঞাপক রোগীর পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকে। প্রাতে বিবমিষা ও বমন জন্মে, অথবা রন্ধনের গন্ধে বমন হয়। শেষোক্ত লক্ষণটী, বিশেষতঃ স্ত্রী-লোকদিগের পক্ষে, ষ্টানম প্রয়োগের একটী প্রবল লক্ষণ। ষ্টানমেও সিপিয়ার লক্ষণের ন্যায় আমাশয়ে দুর্ব্বলতা বা শূন্য-তানুভব; ও মুখে তিক্তাস্বাদ জন্মে। ষ্টানমের রোগীর সরলান্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এজন্য কোমল মল নিঃসারণেও অতিশয় বেগ দিতে হয়। মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুর ও নিমগ্ন দেখায়; এবং চক্ষু মলিন মণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকে। এই গুলি স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতা এবং ক্রিমির লক্ষণ। ক্রিমিজন্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ষ্টানম ব্যবহৃত হয়। ক্রিমির উপদাহবশতঃ আক্ষেপ উৎপন্ন হই-লেও সিনা, আর্টিমিসিয়া প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ষ্টানম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অবসাদ-বায়ু।—পুরুষদিগের অবসাদ-বায়ু রোগে আমাশয়ে বেদনা, সেই বেদনার শান্তির নিমিত্ত বিচরণের প্রয়োজন, দুর্ব্বলতাবশতঃ এই বিচরণে পর্য্যন্ত অতিশয় শ্রান্তি, এবং জিহ্বায় ঈষৎ পীতবর্ণ লেপ;—এই সকল লক্ষণে ষ্টানম ব্যবস্থেয়।

কন্দ।—কন্দরোগেও ষ্টানম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ সামান্য কন্দে এই ঔষধই সাধারণতঃ উপকারী মনে করেন। যোনি-ভ্রংশেও ইহার ব্যবহার আছে। এই ঔষধ জ্ঞাপক কন্দরোগের লক্ষণ মলত্যাগকালে বৃদ্ধি পায়। রোগিণীর সর্ব্বদাই অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়। এবং ঈষৎ পীতবর্ণ বা পরিষ্কার শ্লেষ্মাস্রাবী ও অসহ্য দৌর্ব্বল্যসংযুক্ত প্রদর থাকে। রোগিণীর এতই দুর্ব্বলতা জন্মে যে সে প্রায় নড়িতে চড়িতে পারে না, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেও তাহাকে দুই তিন বার বসিতে হয়। তাহার বাহু ও জঙ্ঘা কম্পিত হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সীসের ন্যায় ভারী বোধ হয়। নীচে নামিবার সময় অথবা বসি-বার সময় সর্ব্বদাই তাহার দুর্ব্বলতার আতিশয্য জন্মে। জরায়ু-লক্ষণের সহিত বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা বা শূন্যতানুভবও বিদ্যমান থাকিতে পারে।

সমগুণ ঔষধ।—পডোফিলম।—মলত্যাগকালে উপচয় লক্ষণে কন্দরোগে পডোফিলমের সহিত ষ্টানমের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতিসার

সহকারে কন্দ পডোফিলমের লক্ষণ। সাধারণতঃ ইহার মল হরিদ্বর্ণ থাকে ও সবেগে বিনির্গত হয়।

স্নায়ু-শূল।—ষ্টানমের রোগিণীর স্নায়ুমণ্ডল এতই দুর্ব্বলীভূত হইয়া পড়ে যে তাহার স্নায়ু-শূল না জন্মিয়া পারে না। বাস্তবিকও তাহার স্নায়ু-শূল উৎপন্ন হয়। অক্ষি-গহ্বরের উর্দ্ধস্থ স্নায়ু-পথেই এই বেদনা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে বেদনার বৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে হ্রাস ষ্টানমের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। এই বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সবিরাম জ্বর ও কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও ষ্টানম উপকারী। বেদনার ধীরে ধীরে হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষণে প্লাটিনা ও ষ্ট্রনশিয়ানা কার্ব্ব ষ্টানমের ঘনিষ্ঠ সমকক্ষ।

অপস্মার।—অন্ত্র-পথে কৃমির অবস্থিতি বশতঃ উদরের উপদাহ জন্মিয়া সেই উপদাহের প্রতিক্ষিপ্ততা নিবন্ধন মৃগীরোগ উৎপন্ন হইলে; এবং রোগীর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে মলিন মণ্ডল, ও উদর-বেদনা, উদর দৃঢ়রূপে প্রচাপনে সেই বেদনার শান্তি; এবং মুখে মিষ্ট-স্বাদ; এই সকল লক্ষণ থাকিলে অপস্মার রোগে ষ্টানম ব্যবহৃত হয়। জননেন্দ্রিয়ের উপসর্গ সংযুক্ত অপস্মারে; বহিরায়াম আক্ষেপে; ও হস্তাঙ্গুষ্ঠের আকুঞ্চনেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

হিষ্টিরিয়া।—উদর ও বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক-পেশীর (ডায়াফ্রাম) বেদনা সম্বলিত অপতানক আক্ষেপেও ষ্টানম উপযোগী।

যক্ষ্মা।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ষ্টানমের ক্রিয়ায় উহা হইতে প্রভূত স্রাব নিঃসৃত হয়। এই স্রাব অবিদাহী ও অনুপদাহকর, এবং ঈষৎ পীতবর্ণ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ; সুতরাং পূয ও শ্লেষ্মা বিমিশ্রিত থাকে। কখন কখন এই শ্লেষ্মা দুশ্ছেদ্য, আঠাআঠা ও রক্তমিশ্রিতও থাকে। ইহা শীঘ্র শীঘ্র বক্ষঃস্থলে সঞ্চিত ও অতিসহজে নিষ্ঠীবিত হয়। শ্লেষ্মা উঠিলে রোগীর অনেকটা শান্তি জন্মে। নিষ্ঠীবন নির্গত হইলে তাহার বক্ষঃস্থলের গৌরব, দুর্ব্বলতা, ও অশিথিলতা সকলই হ্রাস পড়ে; ভগ্ন স্বর উত্থিত, ও শ্বাস-কষ্ট উপশমিত হয়। ষ্টানম জ্ঞাপক কাস বড়ই বিরক্তিকর। কথা বলিলে, ও তাড়াতাড়ি হাঁটিলে এই কাস উদ্রিক্ত হয় ও রাত্রিতে উহার আতিশয্য জন্মে। রোগী বক্ষঃস্থল অতিশয় দুর্ব্বল মনে করে। বুকে যেন একেবারেই বল নাই তাহার একরূপ

বোধ হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্বাস-কষ্টের আধিক্য জন্মে। এই সকল লক্ষণে উপেক্ষিত প্রতিশ্যায়ে ষ্টানম ব্যবহৃত হয়। প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মায়ও (ক্যাটারাল থাইসিস) পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে। সুস্পষ্ট বিলেপী জ্বর; প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময় শীতের প্রকাশ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোগীর মুখ-রাগ ও উত্তপ্ততা এবং পরিশ্রমে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি; রাত্রিতে প্রভূত ঘর্ম্ম, ও রাত্রি চারি পাঁচটার সময় উহার সবিশেষ আতিশয্য যক্ষ্মারোগে ষ্টানমের অন্যান্য প্রয়োগ-লক্ষণ। পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময় শীত-লক্ষণ দৃষ্টে এই বিলেপী জ্বরে ন্যাট্রম মিউর ব্যবহারে কোন ফল দর্শে না। ষ্টানম ব্যবস্থা করিতে হইলে অতি সাবধানেই এই ঔষধ নির্ব্বাচিত করিতে হয়। নতুবা ইহা ব্যবহার করিয়া সফলকাম হইতে পারা যায় না। দৌর্ব্বল্য লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে ষ্টানম ব্যবস্থা করা উচিত নহে। প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মায় ষ্টানম দ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে পরবর্ত্তী ঔষধ কয়েকটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—১) সিলিশিয়া।—কি প্রতিশ্যায় জনিত যক্ষ্মা, কি প্রকৃত সগুটিক যক্ষ্মা, উভয়প্রকার যক্ষ্মায়ই কাস ও দ্রুতবেগে নড়িলে চড়িলে সেই কাসের বৃদ্ধি; বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড়ঘড় শব্দ, ষ্টানমের নিষ্ঠীবন অপেক্ষা নিষ্ঠীবনের অধিকতর পূয়াক্তা; এবং সাধারণতঃ ফুসফুসে পূয সঞ্চয় এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের ক্যাটারাল থাইসিস রোগেই সচরাচর সিলিশিয়া প্রয়োজিত হইয়া থাকে। (২) ফসফরাস।—ষ্টানমের সহিত ভালরূপে তুলনা করিয়াই ফসফরাস ব্যবস্থা করা বিহিত। কারণ, অনেক সময় ইহার একটী অন্যটীর স্থলে অপপ্রয়োজিত হয়। স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যাকালে উপচয়, দুর্ব্বল বক্ষঃস্থল, কাস, প্রভূত নিষ্ঠীবন, বিলেপীজ্বর প্রভৃতি উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। কিন্তু ফসফরাসে নিষ্ঠীবনে রক্ত বা রক্তের রেখার ও বক্ষঃস্থলে অশিথিলতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। (৩) সেনেগা।—সেনেগা বক্ষ-প্রাচীরে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ ও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার অণ্ডলালময় শ্লেষ্মা-সঞ্চয় জন্মায়। এই শ্লেষ্মা সহজে কাসিয়া তোলা যায় না। এই সকল লক্ষণ সহকারে প্রায়ই ফুসফুস যেন ধাক্কা লাগিয়া পৃষ্ঠবংশের দিকে সরিয়া যাইতেছে বক্ষঃস্থলে এপ্রকার প্রচাপন অনুভূত হয়। শিথিলতন্তু স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষেই সেনেগা বিশেষ উপযোগী। (৪) কোকস ক্যাক্টাই।—হুপশব্দ

কাসে বৃহৎরজ্জুর ন্যায় পরিষ্কার অণ্ডলালময় শ্লেষ্মাবমন লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ক্যাটারাল থাইসিস রোগেও ঈদৃশ রজ্জুবৎশ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে কণ্ঠাস্থির নিম্নে তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা থাকিলে ক্লোকস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (৫) বালসাম অভ পেরু।—প্রভূত পূযময নিষ্ঠীবনে ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ঔষধের বিষয় অধিক কিছু জানা নাই, সুতরাং ইহা না ব্যবহার করাই ভাল। (৬) ইয়ার্বাসান্টা।—শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোগের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসে; এবং অতিশয় শীর্ণতা ও জ্বর লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

বক্ষঃস্থলে অধিক শ্লেষ্মাসঞ্চিত থাকিলে এই সকল ঔষধ ও প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম, ক্যামোমিলা, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিবম, ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ও ইপিকাকুয়ানহা (বালকদিগের রোগে), লাইকোপোডিয়ম, সলফার, ফসফরাস, বালসামঅভপেরু (পূযময় নিষ্ঠীবন), হিপার, সিলা, ইয়ার্বাসান্টা (জ্বর, শীর্ণতা, শ্লেষ্মাসঞ্চয়বশতঃ শ্বাস), কোপেভা (প্রভূত, হরিতাভ ধূসরবর্ণ, দুর্গন্ধময় নিষ্ঠীবন); ইলিসিয়ম এনিসেটম (দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের তৃতীয় উপাস্থিতে বেদনা সহ পূয নিষ্ঠীবন); পিক্স লিকুইডা (বাম পার্শ্বের তৃতীয় পর্শুকার উপাস্থিতে বেদনা; ও পূযাক্ত নিষ্ঠীবন); মাইওসোটিস (প্রচুর নিষ্ঠীবন, শীর্ণতা, নৈশঘর্ম্ম)।

প্লুরিসি।—বাম কক্ষ-তলে আবদ্ধ হইয়া বাম কণ্ঠাস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত তীব্র, ছুরিকা-বেধবৎ যাতনা; কখন কখন বা বাম পার্শ্ব হইতে উদর পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; এবং সম্মুখদিকে অবনত হইলে, চাপপ্রদানে, ও নিশ্বাস গ্রহণে উপচয় লক্ষণে প্লুরিসি রোগে ষ্টানম ব্যবস্থেয়।

পক্ষাঘাত।—কৃত্রিম মৈথুন বা চিত্তবিকার সম্ভূত ক্রিয়া-বিকারজনিত পক্ষাঘাতে কখন কখন ষ্টানমের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সময় সময় প্রবল চিত্তবিকার বশতঃ ষ্টানম প্রয়োগোপযোগী স্নায়ু-প্রধান দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের গতিশক্তি বিনষ্ট হয় তখন এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। এস্থলে ষ্টাফিসেগ্রিয়া ও ন্যাট্রম-মিউরের সহিত ষ্টানমের তুলনা হইয়া থাকে।

সমগুণ।—কষ্টিকম; ফসফরাস, সলফার, সিপিয়া, পলসেটিলা।

অনুপূরক।—পলসেটিলা।

এসিড।

চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লিখিত এসিড বা অম্ল নামক ঔষধগুলি সকলই অম্লাস্বাদ নহে এবং ইহার সকল গুলি দ্বারাই নীলবর্ণ কাগজ আরক্ত হয় না। এসিড গুলি সকলই অল্লাধিক অপুষ্টতাড়িত। এজন্য ইহারা অতি সহজেই পোটাসিয়ম ও সোডিয়ম প্রভৃতি পুষ্ট-তাড়িত পদার্থের সহিত সংমিলিত হয়। এই সমস্ত এসিডের কতকগুলি খনিজ পদার্থ ও কতকগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এসিডের মধ্যে ক্লোরিক এসিড, মিউরিয়েটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, সলফিউরিক এসিড, অকজেলিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, পিক্রিক এসিড, ল্যাক্টিক এসিড, ম্যালিক এসিড, সিলিসিক এসিড, ও আর্সেনিয়স এসিড প্রভৃতি এসিডই প্রধানতঃ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এসিড দ্বারা শরীরের অম্ল নিঃস্রব হ্রাস ও ক্ষারাক্ত নিঃস্রব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিয়ৎপরিমাণে সাইট্রিক এসিডাদি কোন এসিড সেবন করিলে অম্ল আমাশয়িক রস নিঃসরণের ন্যূনতা ও ক্ষারাক্ত লালাস্রাবের আধিক্য জন্মে। সময়ে সময়ে জ্বরে অসহ্য পিপাসা জন্মে। লালাগ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া মুখ শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়ে, জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যায়; এবং কতকটা এই জন্যই এইপ্রকার দুর্নিবার পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল রোগীদিগের পক্ষে অম্ল মিশ্রিত পেয়দ্রব্য ব্যবস্থা করিলে লালাস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া দুর্দ্দম্য পিপাসার হ্রাস জন্মিতে পারে। এরূপ অবস্থায় যদি ব্যবস্থিত ঔষধের সহিত সাইট্রিক এসিডের প্রতিকূল সম্বন্ধ না থাকে তবে লেমনেড দেওয়া যায়। ভিনিগার অর্থাৎ সির্কা বেলেডোনার ক্রিয়া মন্দীভূত করে, অতএব বেলেডোনা ব্যবহার কালে পানীয়রূপে সির্কা ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কিন্তু লেমনেড সেবনে বেলে-

ডোনার ক্রিয়ার অনুকূলতা জন্মে, সুতরাং তৎকালে লেমনেড ব্যবহার করা অপ্রশস্ত নহে। এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের ক্রিয়া অম্ল সেবনে নষ্ট হয়, কেবল তেঁতুল ব্যবহার করা যাইতে পারে। অরকালীন মুখ ও গলার অভ্যন্তরে ক্ষত থাকিলে অম্লেরতীব্রতা দূর করিবার নিমিত্ত উহা গঁদের মণ্ডের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যেও অম্ল ফলপ্রদ। আমাশয়ের অম্লতায় এসিড সেবনে উপকার দর্শে। আহারের পূর্ব্বে লেমনেড পান করিলে আহারান্তিক বুকজ্বালা ও অম্লোদগার অনেক পরিমাণে কম পড়ে। অগ্নিমান্দ্যের চিকিৎসায় যে পেপ-সিন ব্যবহৃত হয় উহা বাস্তবিক কোন ঔষধ নহে, এবং উহাতে অন্য কোন ঔষধেরও গুণের ব্যত্যয় জন্মে না। কোনপ্রকার অম্লব্যবহারে বরং পেপসিনের ক্রিয়ার সাহায্য হয়, ও যবক্ষারজানবিশিষ্ট আহার্য্যদ্রব্য পরিপাকে বিশেষ অনু-কূলতা জন্মায়। মাদকজনিত মত্ততা অপনয়নে ভিনিগার উপযোগী। ল্যাকটিক এসিড অতিশয় বিদাহী। এতদ্দ্বারা শরীরের যে কোন বিধান-তন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দন্তাবরণে লাগিলে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। অতএব স্থূলমাত্রায় ব্যবহার করিতে হইলে এই এসিড নলের ভিতর দিয়াই সেবন করান উচিত। মিউরিয়েটিক এসিড ও ল্যাকটিক এসিড পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। কেহ কেহ অম্লদুগ্ধ পানে বিলক্ষণ উপকৃত হয়। কোন আকারেই সলফিউরিক এসিড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ইহা ভুক্তদ্রব্যের আণ্ডলালিক উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া উহা অদ্রবণীয় করিয়া তোলে। হাইড্রো-সায়েনিক এসিড নিশ্চয়ই জীর্ণশক্তির আনুকূল্য করে। পিচফলের বীজের শাঁস খাইয়া কাহার কাহার অগ্নিমান্দ্য রোগ আরোগ্য হইয়াছে। ঐ শাঁসে হাইড্রোসায়েনিক এসিড আছে।

খণিজ অম্লগুলি সকলই স্থূল ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে দেহ-তন্তুর দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা সম্বলিত উপদাহিতা জন্মায়। সুতরাং উহাদের ক্রিয়ায় নাড়ী দুর্ব্বল ও উপদাহিত হইয়া পড়ে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ অম্লগুলি উপদাহিতা পরিশূন্য দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে। অম্ল জাতীয় ঔষধগুলি রক্তস্রাবও রুদ্ধ করিয়া থাকে। এসেটিক এসিড দ্বারা রক্তস্রাব প্রতিরুদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত জরায়ুর রক্তস্রাবে সির্কায় বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া নাভীর নিম্নদেশে মণিপুর নামক স্থানে

স্থাপন করিলে অনেক সময় উপকার দর্শে। নাইট্রিক এসিড রক্তস্রাব উৎপন্ন ও আরোগ্য করে। লেবুতে সাইট্রিক এসিড আছে। একজন বালক অত্যন্ত অধিক পরিমাণে লেবু ভক্ষণ করাতে তাহার শরীরের সকল দ্বার হইতেই রক্তস্রাব হইয়াছিল। ফসফরিক, সলফিউরিক ও আর্সেনিয়স এসিড রক্তস্রাব জন্মায় ও আরোগ্য করে। এলোপ্যাথেরা বলিয়া থাকেন যে ইহাদের সঙ্কোচন-ধর্ম্মবশতঃই রক্ত রুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিশততম ক্রমেও যখন এই সকল এসিডের রক্ত-রোধক ক্রিয়া প্রকাশ পায় তখন তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? এসিড সকলের আর একটী গুণ এই যে এতদ্দ্বারা কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হয়। এই জন্যই মিউরিয়েটিক, ফসফরিক, সলফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি এসিড ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল অম্ল, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ অম্লগুলি ক্রুপরোগের কৃত্রিম ঝিল্লী জন্মাইতে পারে। অতএব ক্রুপরোগ হইতে আরোগ্যোন্মুখ বালক-দিগকে অম্ল ফল খাইতে দেওয়া উচিত নহে। অম্ল সেবনে কাহারও কাহারও পুনরায় ঐ রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

সকল এসিডগুলিই এক প্রকার বিশেষ দুর্ব্বলতা জন্মায়। অবসন্নকর অতিসার সম্ভূত ক্রিয়া-বিকারজনিত সিঙ্কোনাজ্ঞাপক যে দুর্ব্বলতা, অথবা জিঙ্ক-সূচক যে স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, এ সে প্রকার দুর্ব্বলতা নহে। এই দুর্ব্বলতা পরি-পোষণ-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, বিশেষতঃ রক্তের রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত বিষদুষ্ট হইয়া নিস্তেজ প্রকৃতির যে সকল রোগ জন্মে অর্থাৎ সন্নিপাতা-বস্থায় ও স্কার্লেটিনায় শরীরের বিবিধযন্ত্রগুলি দুর্ব্যবহৃত হইয়া যখন অবসন্নতা উৎপন্ন করে তখনই এই সকল এসিডের প্রয়োজন পড়ে। এই জন্যই দীর্ঘকাল অপরিমিত মদ্যপানজনিত রোগে সলফিউরিক, ফসফরিক ও আর্সেনিয়াস এসিড দ্বারা উপকার দর্শে। মধু-মেহেও এসিড ব্যবহৃত হয়। এই রোগে ফসফরিক ও ল্যাক্টিক এসিডই প্রধানতঃ উপযোগী।

স্কার্ব্বি রোগেও অনেকগুলি এসিড ফলপ্রদ। উদ্ভিজ্জ পরিশূন্য লবণাক্ত দ্রব্য আহার হইতে এই রোগ জন্মিলেই অম্ল বিশেষ উপযোগী।

নাইট্রিক্ এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবদরণ, চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংমিলন স্থলে উহার আধিক্য। ২। দুর্গন্ধময় আস্রাব। ৩। অসম-প্রান্ত, অতিরিক্ত ক্ষতাঙ্কুর সংযুক্ত, স্পর্শে বিবর্দ্ধিত ও রক্তস্রাববিশিষ্ট ক্ষত। ৪। পারদ-দোষ। ৫। সান্নিপাতিক দুর্ব্বলতা। ৬। প্রতিশ্যায়। ৭। তন্তুময় ও অস্থিময় বিধানের রোগ প্রভৃতিতে সচরাচর নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার প্রবল ক্রিয়া দর্শে, এবং শরীর-দ্বারের যে সকল স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ত্বক সম্মিলিত সেই সকল স্থানে ইহার ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত মুখ, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্র, মূত্র ও মল-দ্বারে নাইট্রিক এসিডের লক্ষণের আধিক্য দেখা যায়। বস্তুতঃ যে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ত্বকের সংমিলন, সেই স্থানেই ইহার ক্রিয়ার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিড সূচক স্রাব দুর্গন্ধময়, পাতলা, ও অবদরণকর পূয়ময় হইলে উহা মলিন পীতাভ হরিদ্বর্ণ ও দূষিত হয়।

আময়িক ব্যবহার।

বাহ্যপ্রয়োগ।—বিধান-তন্তুতে নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়াবশতঃ চর্ম্মে পীতাভ মলিন কপিশবর্ণ দাগ পড়ে। এই এসিড অতিশয় বিদাহী, ইহার সংস্পর্শে মাংস ধ্বংস হয়। সুতরাং আঁচিল, অর্ব্বুদ, ক্ষত ও অতিরিক্ত ক্ষতাঙ্কুর দূরীকরণার্থ নাইট্রিক এসিডের বাহ্য-প্রয়োগ হয়।

মুখ-ক্ষত।—মুখের ক্ষতে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হয়। এই এসিডের প্রকৃতি অনুসারে ওষ্ঠেই এই সকল ক্ষতের আধিক্য ও প্রাবল্য জন্মে। ওষ্ঠের উপরে ও চারিদিকে ফোস্কার ন্যায় জলপূর্ণ উদ্ভেদ সকল প্রকাশ পায়। লালাস্রাবিত হয়, পারদ অপব্যবহৃত হইলেই উহা বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। এই প্রকার, নাইট্রিক এসিডের অতিসারেও মলদ্বারের ক্ষত ও অবদরণ থাকে। মলদ্বারের বিদীর্ণতাও বিদ্যমান থাকিতে পারে।

ক্ষত।—নাইট্রিক এসিড জ্ঞাপক ক্ষত দুর্গন্ধময়, অসমপ্রান্ত ও গভীর। মারকিউরিজনিত ক্ষত অগভীর ও চেপ্টা। নাইট্রিক এসিড সূচক ক্ষতগুলিতে

সচরাচর অতিরিক্ত ক্ষতাঙ্কুর উৎপন্ন হয়; সামান্য স্পর্শে, এমন কি পট্টি প্রয়োগেও উহা হইতে রক্তপাত হয়; বিদ্ধবৎ বেদনা, অর্থাৎ কণ্ঠ হুলে যেন চোঁচ ফুটিতেছে এপ্রকার অনুভব, এবং উহার সহিত সচরাচর জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। শীতল জল প্রয়োগে ক্ষতগুলির মন্দাবস্থা জন্মে। পারদ অপব্যবহারের পরে উপদংশ-ক্ষতে; এবং ক্যালকেরিয়া বিফলান্তে গণ্ডমালা-ক্ষতে নাইট্রিক এসিড বিশেষ উপযোগী।

মূত্র-রোগ।—নাইট্রিক এসিড জনিত শারীরিক নিঃস্রবগুলি যে দূষিত, মূত্রের দুর্গন্ধ তাহার অন্যতর প্রমাণ-স্থল। নাইট্রিক এসিডে মূত্রে তীব্রগন্ধ, অনেকটা অশ্ব-মূত্রের ন্যায় গন্ধ জন্মে। সম্ভবতঃ মূত্রে অধিক পরিমাণে হিপিউরিক এসিড বিদ্যমান থাকাতেই এই প্রকার উগ্রগন্ধ উৎপন্ন হয়। মূত্রের অশ্ব-মূত্রের ন্যায় গন্ধ বেঞ্জোইক এসিডের একটী সর্ব্বপ্রধান বিশেষ লক্ষণ। এত বিশেষ লক্ষণ যে কেবল এই লক্ষণটীর প্রতি নির্ভর করিয়া বেঞ্জোইক এসিড ব্যবস্থা করিলে এতদ্দারা অন্যান্য নানাবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রদর।—নাইট্রিক এসিড জ্ঞাপক প্রদর স্রাব বিদাহী, দুর্গন্ধি, পাতলা, কপিশ, জলবৎ বা বজ্জুবৎ থাকে।

মল-রোগ।—নাইট্রিকএসিডসূচক মলও দূষিত। এতজ্জনিত পুরীষ দুর্গন্ধময়, ও হরিদ্বর্ণ হয়; অধিকন্তু শিশুদিগের মলে কেজিনের পিণ্ড সংযুক্ত থাকে। অপর, অতিরিক্ত আমনিঃস্রব বশতঃ মল আঠাআঠা হয় এবং কুন্থন সহকারে নিঃসারিত হইয়া থাকে; এই কুন্থনের সহিত মারকিউরি জ্ঞাপক কুন্থনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কখন কখন, বিশেষতঃ গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের মল পিত্তস্রাবের অল্পতা বশতঃ পাণ্ডুর, লেহাকার, অম্ল, ও দুর্গন্ধময় হইলেও নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থা করা যায়।

প্রতিশ্যায়াদি।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে নাইট্রিক এসিডের প্রভাব বশতঃ প্রতিশ্যায় জন্মে। অতএব স্কার্লেটিনা বা ডিফথিরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের আনুষঙ্গিক প্রতিশ্যায়ে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ক্ষত সংযুক্ত দুর্গন্ধময় পীতবর্ণ পামা; ও ইউষ্টেকিয়ান টিউব অর্থাৎ কর্ণ-নলের অবরোধেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। নাসিকার ডিফথিরিয়ায় নাইট্রিক এসিড একটী প্রধান ঔষধ।

নাসা হইতে জলবৎ, অতিশয় দুর্গন্ধি, ও বিদাহীস্রাব নিঃসরণ এবং উহার সংস্পর্শে ত্বকের অবদরণ, বারংবার নাসিকা হইতে রক্তপাত; নাসার অভ্যন্তরে শুভ্রবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লী সঞ্চয; এবং এই সমস্ত অবস্থান সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর সপর্য্যায় গতি নাইট্রিক এসিডের প্রবোগ-লক্ষণ। গলার অভ্যন্তরে কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হইলে গলা হইতেও পুতিগন্ধ নিঃসৃত হয়; এবং বালক গলায় যেন চোঁচ ফুটিযা বহিয়াছে একপ প্রকাশ করে। রুগ্ন স্থানে মৎস্যকণ্টক, কাচখণ্ড, অথবা চোঁচ বিদ্ধবৎ অনুভব নাইট্রিক এসিডের একটী প্রধানতম বিশেষ লক্ষণ। এই ঔষধের সকল লক্ষণেই এই বিশেষ লক্ষণটীর বিদ্যমানতা দেখা যায। কি গলার ঝিল্লিক-প্রদাহে, কি ক্ষতে, কি ভগন্দর ও অর্শ-রোগে সরলান্ত্রে, সর্ব্বত্রই এই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইযা থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) এরম।—নাইট্রিক এসিডের অনুপূরক এরম ট্রিফাইলম নামক ঔষধেও নাইট্রিক এসিডের ন্যায নাসা হইতে বিদাহীস্রাব উৎপন্ন হয এবং উহার সংস্পর্শে ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে, ও সৃক্কণী বিদারিত হয এই ক্ষত বশতঃ শিশু মুখ বিকসিত করিতে পারে না। (২) এসিড মিউর।—মিউরিযেটিক এসিডেও পাতলা বিদাহী নাসা স্রাব, নাড়ীর সবিরাম গতি, ও ক্ষুধামান্দ্য জন্মে।

পারদ-দোষ।—পারদ-দোষ দূরীকরণে নাইট্রিক এসিডই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোপনতা, অস্থিরতা, ও মানসিক উৎকণ্ঠা, এবং সেই কোপনতা নিবন্ধন অভিসম্পাত ও শপথ করা, এই কএকটী বিশেষ লক্ষণানুসারেই সাধারণতঃ পারদ-দোষে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অস্থি-বেষ্টে বেদনা, অভিমান্দ; কনিনীকার প্রদাহ বা ক্ষত, ও সেই ক্ষতদ্বারা কনিনীকায বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, মধ্য-কর্ণ ও কর্ণ-নলের প্রদাহ বশতঃ শ্রুতি-ক্ষীণতা, লালা-স্রাব; গল-ক্ষত, অস্থির, বিশেষতঃ শঙ্খাস্থির স্তন-বৃন্তবৎ প্রবর্দ্ধণের ক্ষত, এবং রক্তাতিসার প্রভৃতি লক্ষণও থাকে।

উপদংশ।—মুখ্য উপদংশ অপেক্ষা গৌণ উপদংশেই নাইট্রিক এসিড বিশেষ উপযোগী। পারদ অপব্যবহৃত, দ্বিতীয অবস্থাপ্রাপ্ত উপদংশেই এই ঔষধ সমধিক উপকারী। উপদংশ ক্ষতের পুনঃপ্রকাশ ও দূষিত আকৃতি ধারণ; রাত্রিতে অস্থিতে, বিশেষতঃ মস্তক ও জঙ্ঘার সম্মুখাংশের অস্থিতে

অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, এবং বায়বীয় পরিবর্ত্তনে উহার বৃদ্ধি, আর্দ্রদিবসে অস্থিতে-রন্ধ্রকরণবৎ বেদনা; গলার মধ্যে বা গাত্রোপরি ক্ষতোৎপত্তি, ও সেই সকল ক্ষতের নাইট্রিক এসিড সূচক বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ অসম প্রান্ত; উপযোগ-বিশিষ্ট আঁচিল; সর্ব্বশরীরে পীতাভ কপিশ বা তাম্রবর্ণ পীড়কা; এবং ঘর্ম্ম ও অবসন্নতাসহ অতিশয় দুর্ব্বলতা এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। পারদ-অপব্যবহারে হিপার সলফারই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক। কিন্তু উপদংশ সংসৃষ্ট পারদ-দোষে নাইট্রিক এসিড অধিকতর উপযোগী।

যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায়ও সময়ে সময়ে নাইট্রিক এসিডের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বক্ষঃস্থলে সহসা রক্তের আবেগ, এবং গুটিকা ভগ্নবশতঃ ফুসফুসের ক্ষতজ্ঞাপক সুস্পষ্ট বিলেপী জ্বর; বক্ষঃস্থলে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; বারংবার ফুসফুস হইতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রভূত রক্তস্রাব, অতিশয় শ্বাস-কষ্ট, কথা বলিলে রোগীর শ্বাস-হ্রস্বতা; প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গ, প্রাতে বিবর্দ্ধিত, দুর্ব্বলকর অতিসার, এবং দক্ষিণ বক্ষঃ হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সুতীব্র সূচী-বেধ; সবিরাম নাড়ী, সামান্য শ্রমোদ্যমে হৃৎকম্প ও শ্বাস-কষ্ট; রাত্রিতে ও প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘর্ম্মস্রাব ও তজ্জন্য অতিশয় অবসন্নতা, প্রাতঃকালের প্রাক্কালে গাত্রের শীতলতা, শয়ন করিলে শীতানুভব; থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবেশ, অথবা কেবল হাতপায় উত্তাপ, গল-কণ্ডূয়নকর কাস ও সারারাত্র কাসের উদ্রেক; বক্ষ-বীক্ষণযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় সমগ্র বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া ঘড়ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধময়, রক্তাক্ত, নিশ্চিত পূযবিশিষ্ট, মলিন হরিদ্বর্ণ নিষ্ঠীবন, (লাইকোপোডিয়ম ও পলসেটিলার ন্যায় পীতাভ হরিৎ ও অদূষিত নিষ্ঠীবন নহে); কখন কখন বা সরল ও ঘড়ঘড় শব্দবিশিষ্ট কাস; এই সকল লক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও নয়নবিশিষ্ট ক্ষীণ-কায় ব্যক্তিদিগের যক্ষ্মারোগে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—কালকেরিয়া।—ক্যালকেরিয়া বা কালী-কার্ব্ব ব্যবহারের পরেই প্রায়শঃ নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থেয় হয়। শ্লেষ্মা ও রসপ্রধান-ধাতু রোগীদিগের পক্ষেই ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপযোগী। বদনের পাণ্ডুরতা ও অনুজ্জ্বলতা; বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দ্বেষ, এবং স্পর্শে বা প্রচাপনে উহার অতিশয় আধিক্য, সরল, ও ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস, অতিসার থাকিলে সন্ধ্যাকালে

উহার আতিশয্য; এবং বেদনাশূন্য ছুর্নিবার স্বরভঙ্গ ক্যালকেরিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। কিন্তু ক্যালকেরিয়ার অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া অম্ল ও দৌর্ব্বল্য জন্মিলে ক্যালকেরিয়ার পরে নাইট্রিক এসিড বিশেষ উপযোগী। এতদ্দ্বারা যদিও সর্ব্বদা রোগ আরোগ্য না হউক, কিন্তু উপশমিত হইয়া থাকে এবং রোগী আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে পেয়ারাখ্য গ্রন্থির ক্ষত জন্মিতে আরম্ভ হইলে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরিদ্বর্ণ, আমাক্ত ও দুর্গন্ধময়, এবং কখন কখন বা ঐ সকল ক্ষত-নিঃসৃত পূযসংযুক্ত মল, অন্ত্র হইতে উজ্জ্বল লোহিত প্রভৃত রক্তস্রাব ও যৎসামান্য শরীর সঞ্চালনে মূর্চ্ছা; শুভ্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটাকীর্ণ, অথবা ঈষৎকপিশ ও পরিশুষ্ক জিহ্বা; ফুস-ফুসের উপসর্গ; এবং ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা;—নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ-লক্ষণ। টাইফয়েড জ্বরে ফুসফুসের স্তব্ধতা অসাধারণ ঘটনা নহে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড়ঘড় শব্দ দ্বারা উহার পূর্ব্বরূপ অবস্থা অবগত হওয়া যায়। এবং এই সকল রোগীদিগের নাড়ীতে প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে সবিরাম-দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থায় মস্কস, ফসফরাস, এণ্টিমোনিয়ম টার্ট, আর্সেনিকম ও কুপ্রম প্রভৃতি ঔষধও ব্যবস্থা করা যায়।

সমগুণ ঔষধ।—(১) এলুমেন।—টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে বৃহৎ রক্তখণ্ড নির্গত হইলে এলুমিনা ফলপ্রদ। (২) আর্সেনিক।—মলিন জলবৎ রক্তস্রাব ও তৎসহকারে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহার্য্য। (৩) হেমেমেলিস।—উৎকণ্ঠা পরিশূন্য মলিনবর্ণ শৈরিক রক্ত-স্রাবে হেমেমেলিস ব্যবস্থেয়। (৪) লেপ্টাণ্ড্রা।—আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব ও পৈত্তিক লক্ষণে লেপ্টাণ্ড্রা উপযোগী।

সমগুণ।—ক্যালকেরিয়া, কালী-কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়ম। আর্সে-নিকম, কার্ব্বো-ভেজি, ফসফরাস, মস্কস, এণ্ট-টার্ট। ফসফরিক এসিড, মিউ-রিয়েটিক এসিড। হিপার, মারকিউরিয়স।

অনুপূরক।—এরম ট্রিফাইলম।

মিউরিয়েটিক্ এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

দুর্ব্বলতা, টাইফয়েড জ্বর। ডিফথিরিয়া। স্কার্লেটিনা। আহিফেণজানত পেশীর দুর্ব্বলতা। সচরাচর এই কয়েকটী রোগে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিউরিয়েটিক এসিডের বিষ-ক্রিয়ায় দুই শ্রেণীর লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এতজ্জাত মানসিক ও স্নায়বীয় উপদ্রবের দুই প্রকাব অবস্থা জন্মে। (১) প্রথমে ইহার ক্রিয়ায় অতিশয় উত্তেজনা প্রকাশ পায়। রোগী কোপন ও বিরক্তচিত্ত, এবং তাহার ইন্দ্রিয়গুলি অতিরিক্ত প্রখর হইয়া উঠে। চক্ষে জ্যোতিঃ সহ্য হয় না, দূরবর্ত্তী শব্দে কর্ণনাদ জন্মায়, অথবা শিরঃপীড়া বৃদ্ধি করে। ঘ্রাণ-শক্তি ও স্বাদ-শক্তির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগী অস্থির হয় এবং বারংবার অবস্থান পরিবর্ত্তন করে। তাহার চিত্ত ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান সংক্রান্ত নানাপ্রকার অবাস্তব বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে। গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল আরক্ত; জিহ্বা ও মুখ পরিশুষ্ক; এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত ও উপদাহিত হইয়া উঠে। হৃৎপিণ্ডের আঘাত দ্রুত হইলেও উহাতে সবলতা থাকেনা। প্রলাপ জন্মিলে যৎসামান্য প্রলাপই উপস্থিত হয়। নিদ্রাতুরতা সত্ত্বেও তাহার নিদ্রা হয় না, সারারাত্র সে এপাশ ওপাশ করে ও স্বপ্ন দেখে। এই গুলি মিউরিয়েটিক এসিডের ক্রিয়া জনিত উত্তেজনার ক্ষণস্থায়ী লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণের সহিত প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক প্রকার দুর্ব্বলতার বিদ্যমানতা দৃষ্টহয়। দেখিতে অতিরিক্ত বল দেখা যায় বটে, কিন্তু রোগীর শরীর বাস্তবিক দুর্ব্বল থাকে; কেবল উপদাহিতার ফলেই এরূপ ঘটে। (২) দ্বিতীয় অবস্থায় অবসাদ জন্মে। তখন রোগীর বিমর্ষতা, নীরবতা, আত্ম-চিন্তায় নিবিষ্টতা ও অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণতা উপস্থিত হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে তাহার কোন বাস্তবিক বা অবাস্তবিক বিষয়ে উৎকণ্ঠা আছে। এক্ষণ শিরঃপীড়াও প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার বোধহয় যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন বা দুষ্ট অথবা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ সীস-নির্ম্মিতের ন্যায় ভারী হইয়াছে। অনন্তর রোগী জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, এবং নিদ্রাবস্থায় দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ ও কাতর-ধ্বনি করে। তাহার

জিহ্বা অধিকতর পরিশুষ্ক, কুঞ্চিত, অপ্রশস্ত, ও সূক্ষ্ম হয়। জিহ্বা এতই শুষ্ক হইয়া পড়ে যে কথা বলিতে চেষ্টা করিলে উহাতে থর্ থর্ শব্দ হয়। অনন্তর জিহ্বার পক্ষাঘাত জন্মে এবং উহা নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনিয়মিত ও ক্ষীণ হয়। নাড়ীর প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে বিরাম-দোষ অনুভূত হয়। এক্ষণ রোগী এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার পেশীগুলি আর কার্য্য করিতে পারে না। জলবৎ অতিসার জন্মে ও তৎসহকারে গুহ্যভ্রংশ লক্ষণ থাকে। মূত্র-ত্যাগে বেগ দিবার সময় অজ্ঞাত সারে মলস্রাব হয়। সে শয্যার নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে ও শক্তি না থাকাতে বালিসের উপর মাথা রাখিতে পারে না। এ সময় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা প্রকাশ পায় এবং শূন্য ও একতান দৃষ্টি, নিম্ন হনুর অধঃপতন, ও হস্ত-পদের শীতলতাদি লক্ষণ দ্বারা উহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপসর্গ গুলি প্রতিরুদ্ধ না হইলে অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

আময়িক ব্যবহার।

টাইফয়েড জ্বর।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে রোগে, বিশেষতঃ টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—রসটক্স, ব্রাইওনিয়া, এপিস, ফসফরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ও আর্সেনিক সন্নিপাতজ্বরে মিউরিয়েটিক এসিডের সমগুণ। (১) ব্রাইওনিয়া।—টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় ব্রাইওনিয়ার সহিত মিউরিয়েটিক এসিডের সাদৃশ্য আছে। শয্যায় উঠিয়া বসিলে বিবমিষা, পরিশুষ্ক জিহ্বা, ও সর্ব্বশরীরে স্পর্শ-দ্বেষ উভয় ঔষধের লক্ষণেই লক্ষিত হয়, কিন্তু এমন অনেকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা দেখিয়া এই দুই ঔষধে প্রভেদ করিতে পারা যায়। সেই সকল লক্ষণ ব্রাইওনিয়ার বিষয় বর্ণনাকালে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) রসটক্স।—টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় অস্থিরতা, শয্যায় অবিরত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, রাত্রে অনিদ্রা; এবং বিড় বিড় করিয়া অল্প অল্প প্রলাপ বলা রসটক্স ও মিউরিয়েটিক এসিড উভয় ঔষধের লক্ষণেই আছে। কিন্তু রসটক্সে মিউরিয়েটিক এসিডের ন্যায় এত অধিক দুর্ব্বলতা লক্ষণ নাই। (৩) ফসফরিক এসিড।—ফসফরিক এসিডের লক্ষণে সম্যক উদাসীনতা দৃষ্ট হয়। রোগী অনাবিষ্ট থাকে, তাহার নিজের কিম্বা অপরের সম্বন্ধে যাহা

কেন যটুকনা তৎপ্রতি তাহার একেবারেই চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। মিউরিয়েটিক এসিডে এরূপ অবস্থা জন্মে না। কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি জন্মে বটে, কিন্তু নীরবতাত আর উদাসীনতা নহে। অপর, মিউরিয়েটিক এসিডে, যে প্রকার অবসন্নতা জন্মে, ফসফরিক এসিডে সেরূপ অবসন্নতা জন্মে না। ফসফরিক এসিডের প্রকৃতিগত সুপ্তি হইতে রোগীকে সহজে জাগরিত করিতে পারা যায়, এবং জাগরিত অবস্থায় তাহার কোন প্রকার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে শীঘ্রই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে। (৪) এপিস।—পরিশুষ্ক ও কুঞ্চিত জিহ্বা, শয্যার পাদদেশে সরিয়া যাওয়া, এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কাদি লক্ষণ এপিস ও মিউরিয়েটিক এসিড উভয় ঔষধেই আছে। কিন্তু এপিসের জিহ্বা-লক্ষণে বিশেষ স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয় এবং ঐই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টেই মিউরিয়েটিক এসিড হইতে এপিস পৃথক্ করিতে পারা যায়। এপিসজ্ঞাপক জিহ্বায়, বিশেষতঃ জিহ্বার প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা পড়ে। রোগী জিহ্বা বাহির করিতে পারে না, বোধ হয় যেন উহা দাঁতে বাধিয়া যায়, অথবা বাহির করিলেও জিহ্বা কম্পিত হয়। (৫) আর্সেনিক।—আর্সেনিকমে উল্লিখিত লক্ষণ দেখিয়া আর্সেনিক ও মিউরিয়েটিক এসিডের প্রভেদ জানিতে পারা যায়। (৬) ব্যাপ্টিসিয়া।—মিউরিয়েটিক এসিডের এই অতি দৌর্ব্বল্য লক্ষণ ব্যাপ্টিসিয়াযও আছে। কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীর মুখাকৃতি হতবুদ্ধিবৎ; দন্ত কৃষ্ণবর্ণ দন্ত-শর্করায় আচ্ছন্ন; এবং জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত ও কেন্দ্রস্থানের নিম্নভাগ পীতাভ-কপিশ বর্ণ থাকে।

মিউরিয়েটিক এসিডের লক্ষণগুলি বেলেডোনার লক্ষণ বলিয়া অনভিজ্ঞ নবীন চিকিৎসকদিগের ভ্রম জন্মিতে পারে। যথা, প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, ইন্দ্রিয় সকলের অতিরিক্ত উত্তেজনা, নিদ্রার অভিলাষ অথচ নিদ্রা যাইতে অপারগতা বেলেডোনারও লক্ষণ বটে। কিন্তু বেলেডোনার লক্ষণ রক্তাধিক্য হইতে রোগের প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন হয়; এবং মিউরিয়েটিক এসিডের লক্ষণ রোগ-কর্ত্তৃক সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল অভিভূত হইলে উদ্ভূত হয়।

আরক্ত জ্বর।—শরীরের অত্যন্ত আরক্ততা; মস্তকে রক্তের আবেগ, ও তৎসহকারে মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং অতিশয় তন্দ্রালুতা; তৎপরে পীড়কাগুলির অতি অল্প অল্প প্রকাশ ও শরীরোপরি অসমভাবে

বিস্তার, এবং মধ্যে মধ্যে ঈষৎ নীল বা ঈষৎ বেগুণি রঙের চিহ্ন; শিশুর অতিশয় অস্থিরতা, গাত্রবস্ত্র উত্তোলন, ও অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা; রোগের লক্ষণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাত্র-ত্বকের ঈষৎ বার্ত্তাকুবর্ণ ও পায়ের নীলবর্ণ; অনন্তর প্রতিশ্যায় বা ঝিল্লিক-প্রদাহের লক্ষণের উপস্থিতি; অর্থাৎ নাসিকা হইতে ওষ্ঠ-অবদরণকর পাতলাস্রাব নিঃসরণ; মুখ হইতে নিঃসৃত আস্রাব সংলগ্নে উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় আরক্ততা ও উপত্বক বিচ্যুতি; ক্রমে ক্রমে মুখের অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ মুখ-গহ্বর, তালুমূল, উপজিহ্বা, ও গল-কোষের পশ্চাৎ প্রাচীরে পীতাভধূসরবর্ণ স্তুপ্তি বা কৃত্রিম ঝিল্লী সঞ্চয়; শ্বাসের অতিশয় দুর্গন্ধ ও উপজিহ্বার স্ফীততা; কখন কখন বা উপজিহ্বার অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূলতা ও লম্বিত হইয়া জিহ্বার উপরে অবস্থিতি এবং তজ্জন্য শিশুর বাক্‌রোধ ও শ্বাস-রোধ;—এইগুলি মিউরিয়েটিক এসিডের ঝিল্লিকপ্রদাহ ও প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ স্কার্লেটিনা সহকারে বা তদ্ব্যতীতও উপস্থিত হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধ।—(১) বেলেডোনা।—এ স্থলে বেলেডোনা দৃষ্টতঃ মিউরিয়েটিক এসিডের সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বেলেডোনা ব্যবস্থা করিলে ভ্রমাত্মক ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃত ব্যবস্থা হয় না। কারণ, তন্দ্রালুতা, ভগ্ননিদ্রা প্রভৃতি বেলেডোনার লক্ষণ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়বশতঃ জন্মে, মিউরিয়েটিক এসিডের তন্দ্রাদি সে জন্য উৎপন্ন হয় না। (২) এপিস ও সলফার।—এই রোগে এপিস ও সল-ফারের সহিত মিউরিয়েটিক এসিডের অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কারণ এই দুই ঔষধেও চর্ম্মের সুস্পষ্ট আরক্ততা উৎপাদন করে। (৩) কালী-পার্ম্মেঙ্গ।—গল লক্ষণে, বিশেষতঃ উপজিহ্বার স্ফীততায় মিউরিয়েটিক এসিডের সহিত কালী পার্ম্মেঙ্গেনিকমের সাদৃশ্য আছে। এপিস, ন্যাট্রম আর্সেনিকোসম, মার্কি-উরিয়স সায়েনেটস, আর্সেনিকম ও হাইড্রোসায়েনিক এসিডেও এই লক্ষণটী দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত ঔষধে গাত্রের নীলবর্ণ ও পীড়কায় পিটিকিয়ির বিদ্যমানতাও আছে। (৪) সলফিউরিক এসিড।—স্কার্লেটিনা রোগের নীলাভ চিহ্ন, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ঝিল্লিক-প্রদাহ জনিত কৃত্রিম ঝিল্লী লক্ষণ মিউরিয়েটিক এসিডের ন্যায় সলফিউরিক এসিডেও লক্ষিত হয়। কিন্তু সলফিউরিক এসিডে অনা-

বৃদ্ধতা হইতে উপশম লক্ষণ নাই। অপর, সলফিউরিক এসিডে চর্ম্মে ঘৃষ্টবৎ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয়।

শোথ।—যকৃতের সিরোসিসজনিত শোথের শেষাবস্থায় সন্নিপাত-দোষ উপস্থিত হইয়া রোগীর তন্দ্রালুতা; অতিশয় শীর্ণতা; মুখের পরিশুষ্কতা, বা উপক্ষত, সচরাচর জলবৎ ও অনৈচ্ছিক মলস্রাব, এবং আমাশয়ের উপদাহিতা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ কোনপ্রকার আহার ধারণে অসমর্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহারে রোগ উপশমিত হইয়া থাকে, কিন্তু একেবারে আরোগ্য হয় না। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে যকৃতের অন্যান্য গুরুতর রোগেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

অহিফেনের কুফল।—দীর্ঘকাল অহিফেণসেবনজনিত পেশীর দুর্ব্বলতায়ও এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

সমগুণ।—রসটক্স, ব্রাই, যস, ফস-এসি। এপিস, রসটক্স, আর্সেনিকম। ওপিয়ম। নাইট্রিক এসিড।

বিষমগুণ।—ক্যাম্ফর ও ব্রাইওনিয়া দ্বারা মিউরিয়েটিক এসিডের স্থূলক্রিয়ার এবং এলকালিজ দ্বারা তরুণ বিষ-ক্রিয়ার কুফল নিবারিত হয়।

—০:(৬):০—

ফ্লোরিক এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

ফ্লোরিক এসিড অতিশয় বিদাহী। এতদ্দ্বারা কাচপর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অস্থিতে ও চর্ম্মে ইহার ক্রিয়াবশতঃ প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শরীরের নিম্নভাগের বিধান-তন্তুতেই ফ্লোরিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

আময়িক ব্যবহার।

অস্থিক্ষত।—অস্থিক্ষতে, বিশেষতঃ উর্ব্বস্থি, প্রগণ্ডাস্থি, রেডিয়স প্রভৃতি দীর্ঘাস্থি গুলি আক্রান্ত হইলে এই এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রুগ্ন অস্থি হইতে পাতলা ও অবদরণকর আস্রাব নিঃসরণ; এবং শীতপ্রয়োগে রোগ লক্ষণের উপশম ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। শঙ্খাস্থির ক্ষতে, বিশেষতঃ উহার

স্তনবৃন্তবৎ প্রবর্দ্ধনের ক্ষতে, ক্ষত উপদংশজনিতই হউক, অথবা গণ্ডমালা বশতঃ মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায় সম্ভূতই হউক ফ্লোরিক এসিড ব্যবহারে সচরাচর উপকার দর্শে।

দন্তের নালীক্ষত।—দন্তের নালীক্ষতে, রক্তময়, লবণাস্বাদ, মুখের দুর্গন্ধজনক স্রাব, এবং ক্রমে ক্রমে শরীর-নাশ লক্ষণে ফ্লোরিক এসিড ব্যবহার করিলে উপকার জন্মে। এই রোগে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা ফ্লোরিক এসিড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অস্থির অর্ব্বুদে, এবং ক্ষত সংযুক্ত বা ক্ষতপরিশূন্য অস্থির বিবর্দ্ধনেই ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা বিশেষ উপযোগী। অস্থি রোগে ফ্লোরিক এসিড ও সিলিশিয়া পরস্পর অনুপূরক অর্থাৎ একটীর পরে অপরটী ব্যবস্থেয়। সিলিশিয়া অপব্যহৃত হইলেই ফ্লোরিক এসিড বিশেষ উপযোগী। সিলিশিয়া দ্বারা কতকটা উপকার দর্শিয়া সম্যকরূপে রোগ আরোগ্য না হইলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অস্থি-রোগে ও ক্ষতরোগে ফ্লোরিক এসিড ও সিলিশিয়ায় প্রভেদ এই যে ফ্লোরিক এসিডে শীতলতায় উপশম জন্মে; সিলিশিয়ায় একেবারেই শীতলতা সহ্য হয় না, সামান্য বায়ু-প্রবাহও অসহ্য হয়।

চর্ম্ম-রোগ।—চর্ম্মে ফ্লোরিক এসিড বন্ধুরতা ও খরস্পর্শতা জন্মায় এবং কণ্ডূয়নবিশিষ্ট নানাপ্রকার উদ্ভেদ উৎপাদন করে। কোন ঔষধেই ফ্লোরিক এসিডের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন ও দুর্নিবার কণ্ডূয়ন উৎপন্ন হয় না। শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলে এই কণ্ডূয়ন জন্মে এবং উষ্ণতায় উহা বিবর্দ্ধিত ও শীতল স্থানে উপশমিত হয়। ক্ষত-চিহ্ন সকল আরক্ত হইয়া উঠে ও চুলকায়। ক্রমে ক্রমে ক্ষত চিহ্নের উপরে বা নিকটে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হয়। তদনন্তর শরীরে লোহিতবর্ণ বড়বড় উদ্ভেদ জন্মে ও উহা হইতে উপত্বক স্খলিত হয়। ফ্লোরিক এসিড ভিন্ন অন্য কোন ঔষধেই এই সকল চর্ম্ম-লক্ষণ এত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না।

নখ-রোগ।—ফ্লোরিক এসিডে নখও আক্রান্ত হয় এবং উহা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। থুজার ক্রিয়ায় নখ কোমল হয়। আঙ্গুল-হাড়া রোগে, বিশেষতঃ অস্থির আঙ্গুল-হাড়ায়, ফ্লোরিক এসিড জ্ঞাপক অন্যান্য অস্থি-রোগের স্রাবের ন্যায় দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসৃত হইলে ও শীতপ্রয়োগে উপশম জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

পেশীর দুর্ব্বলতা।—ফ্লোরিক এসিড পেশীর উপরেও ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং এতদ্দ্বারা পেশীর সহিষ্ণুতা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রভাবে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। অধিকন্তু, গ্রীষ্মকালের গ্রীষ্ম ও শীতকালের শীত অধিক সহ্য হয়। অতএব ইহার বলকর গুণ আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অন্যান্য কতকগুলি ঔষধেরও এইরূপ গুণ দৃষ্ট হয়। রসটক্স ও আর্সেনিকও পেশীর শ্রম-সহিষ্ণুতা জন্মায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কোকা নামক ঔষধেরই এই গুণ অধিক।

ফ্লোরিক এসিডের প্রভাবে অল্প নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয়। সিফাইটিস পিউ-টোরিয়স নামক ঔষধও নিম্ন ক্রমে এই প্রকার ফল দর্শায়।

শিরা-স্ফীতি।—ফ্লোরিক এসিড শিরা-স্ফীতি উৎপন্ন করে। অতএব এতদ্দ্বারা এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। যকৃতেও ইহা ব্যবহার করা যায়। তরুণ শিরা-স্ফীততায় সচরাচর হেমেমেলিসের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সমগুণ।—সিলিশিয়া, ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা, কালী-কার্ব্ব, আর্সেনিকম, ফসফরিক এসিড, মারকিউরিয়স, রসটক্স।

সলফিউরিক এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

কার্য্যে ব্যস্ততা, দ্রুততা, ও অস্থিরতা সলফিউরিক এসিডের প্রয়োগ-লক্ষণ। কখন কখন সন্নিপাতাবস্থায় অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণেও এই ঔষধ প্রযোজিত হইয়া থাকে। ফসফরিক এসিডের লক্ষণের ন্যায় আস্তে আস্তে ও অতিকষ্টে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যেন কম্পিত হইতেছে রোগীর এপ্রকার অনুভব, বদনের স্ফীততা ও পাণ্ডুরতা, চক্ষুর চারিদিকে নীল-বর্ণ মণ্ডল; কখন কখন গাত্রে যেন অণ্ডের শ্বেতাংশ পরিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব, পরিপাক-যন্ত্রের বিশেষ দুর্ব্বলতা, আমাশয়ে শীতলতা ও শিথি-লতা অনুভব, এবং তজ্জন্য ব্রাণ্ডী প্রভৃতি উগ্র ও উত্তেজক পানীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, আমাশয়ের ক্ষীণতাবশতঃ সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য বমন, পাকস্থলা-র্দ্ধের অতিশয় অবসাদ সলফিউরিক এসিড ব্যবহারের বিশেষ লক্ষণ।

আময়িক ব্যবহার।

মদিরার মন্দফল।—অপরিমিত মদিরাপায়ীদিগের চরম অবস্থায় যখন শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায় এবং নক্সভমিকা ব্যবহারের অবস্থা অতীত হইয়া পড়ে; দেহ পাণ্ডুর, কুঞ্চিত, ও শীতল হয়; আমাশয় এমনই শিথিল হইয়া উঠে যে কোন প্রকার আহারই সহ্য হয় না, হুইস্কিমদিরা মিশাইয়া না দিলে জল পর্য্যন্তও পান করা যায় না, যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে; এক প্রকার শুষ্ক আমাশয়িক কাস উপস্থিত হয়, কাসিবার সময় যকৃতে বেদনা লাগে, জলবৎ দুর্গন্ধি অতিসার হইতে থাকে ও তৎসহকারে চিত্তের অত্যন্ত উগ্রতা জন্মে, রোগী সকল কার্য্যই অতিশয় দ্রুততা ও ব্যস্ততাপূর্ব্বক সম্পাদন করে; তাহার অর্শ-বলি বিনির্গত হয়, বলিগুলি জ্বালা করে ও এত বড় হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা সরলান্ত্র প্রপূরিত হয়, সরলান্ত্র হইতে সর্ব্বদা আর্দ্র পদার্থ বা রস ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন সলফিউরিক এসিড ব্যবস্থা করিলে উপকার ও উপশম দর্শে।

সুরাপান-প্রবৃত্তি।—সুরাসক্তদিগের সুরাপানপ্রবৃত্তি এই এসিড পানে পরিবর্ত্তিত হয়। দুই বা তিন ফোটা বিশুদ্ধ সলফিউরিক এসিড অর্দ্ধ গ্লাস পরিমিত জলে দ্রবীভূত করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অন্তর এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করাইলে সুরাপানের শারীরিক প্রবৃত্তি পরাভূত হয়। যে পর্য্যন্ত না রোগী সুস্থ হয় সে পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত, মুখে উপক্ষত জন্মিলেও ইহা প্রয়োগ করিতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি এতদ্দ্বারা অতিসার জন্মে তবে পলসেটিলা সেবনে তাহা নিবারিত হয়।

উপক্ষত।—দীর্ঘকাল রোগ-ভোগজনিত দুর্ব্বলতা, অথবা বালকদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা ক্ষয়রোগবশতঃ মুখের উপক্ষতে, পীতাভ বিন্দু বিন্দু ক্ষত; প্রচুর লালা-স্রাব, তৎসহ অম্ল দুগ্ধ বা অম্ল শ্লেষ্মা বমন, অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক প্রক্ষালন করিলেও শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ; পীতাভ বা কর্দ্দমবৎ আঠা আঠা, অণ্ড-খণ্ডের ন্যায় দৃশ্য মল; সম্ভবতঃ আমাশয়িক কাস, ও কাসান্তে বাতোদ্গার লক্ষণে সলফিউরিক এসিড ফলপ্রদ।

ঝিল্লিক-প্রদাহ।—ডিপথিরিয়া বা ঝিল্লিক-প্রদাহরোগে তালুমূল উজ্জ্বল আরক্ত ও সম্পূর্ণ স্ফীত হইলে, সেই স্ফীততার আধিক্যবশতঃ পেয়দ্রব্য

নাসিকার অভ্যন্তর দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে; শিশুর মৃতবৎ পাণ্ডুবাকৃতি; ও তন্দ্রালুতা বা নিদ্রালুতা থাকিলে; এবং কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রাচুর্য্য নিবন্ধন রোগী ভাল করিয়া শ্বাস ছাড়িতে, কথা বলিতে ও শব্দ করিতে না পারিলে, সলফিউরিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অভিঘাত।—অভিঘাতেও সলফিউরিক এসিডের ব্যবহার আছে। কোমলাঙ্গের ঘৃষ্টব্রণে আর্নিকার পরে; গ্রন্থির ঘৃষ্টব্রণে কোনায়মের পরে, এবং অস্থির উপঘাতে রুটার পরে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অভিঘাতের পরে দীর্ঘকালস্থায়ী কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ, এবং স্পর্শ-দ্বেষ ও অনম্যতাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র স্থান বিদ্যমান থাকিলেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

রক্তস্রাব।—সলফিউরিক এসিড শরীরের সকল দ্বার হইতেই মলিন ও পাতলা রক্তস্রাব জন্মায়। সুতরাং অন্যান্য এসিড অপেক্ষা রক্তস্রাবে এই এসিড অধিক উপকার করে।

অগ্নিমান্দ্য।—মদ্যপায়ীদিগের অগ্নিমান্দ্যে অম্লাধিক্যে সলফিউরিক এসিড ও মলাদির দুর্গন্ধাধিক্যে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ব্যবহৃত হয়। এই দুই ঔষধের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

সমগুণ।—আর্নিকা, কোনায়ম, রুটা। পলসেটিলা; নক্স ভমিকা ল্যাকেসিস।

বিষমগুণ।—পলসেটিলা। **অনুপূরক।**—পলসেটিলা।

পিক্রিক এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

পিক্রিক এসিড প্রথমে কিয়ৎপরিমাণে রক্তসঞ্চয় জন্মায়। তৎপরে ইহার ক্রিয়ায় সত্বরই দুর্ব্বলতা ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা প্রকাশ পায়। জীবনীশক্তি তীব্ররূপে আক্রান্ত হইয়াই এরূপ ঘটে। এই দুর্ব্বলতা সঞ্চলনে যৎসামান্য শ্রান্তি অনুভবে আবদ্ধ হইয়া সম্যক পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। এতৎসহকারে উদাসীনতা ও ইচ্ছা শক্তির ন্যূনতা, এবং শয়ন ও বিশ্রাম করিবার অভিলাষ

জন্মে। পিক্রিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত জন্তুদিগের পশ্চাৎদিগের জঙ্ঘার পক্ষাঘাত ও তৎসহকারে শ্বাস-ক্রিয়ার ধীরতা এবং পেশীর অতিশয় দুর্ব্বলতা সমুৎপন্ন হয়। এই সকল জন্তুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৃহৎ মস্তিষ্কের আবরণ-ঝিল্লী, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, দীর্ঘীভূত মজ্জা ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা কোমল, মলিন কপিশ বর্ণ, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বসাময় অণু-পূর্ণ হইয়া থাকে। মূত্রে ফসফেটস্ ও ইউরিক এসিডের আধিক্য এবং সলফেটস্ ও ইউরেট্‌সের নূ্যনতা জন্মে। যকৃৎ বসাময় দানায় পূর্ণ হয়।

আময়িক ব্যবহার।

মস্তিষ্ক-রোগ।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত উৎপন্ন হয় বলিয়া মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার রোগে পিক্রিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পক্ষাঘাতোৎপত্তির সূচনা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। সন্নিপাতাবস্থায় ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যেও পিক্রিক এসিড উপকারী। মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যে ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য।—স্নায়ুর দুর্ব্বলতায়ও পিক্রিক এসিড উপকারী। মৃদু শিরঃপীড়া, মানসিক পরিশ্রমের যৎসামান্য চেষ্টায় উহার বৃদ্ধি; কপালে বা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনার অবস্থিতি, এবং তৎপরে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, অবিরত ক্লান্তি ও গাত্র-গৌরব অনুভব; অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিলে এই সমস্ত মাস্তিষ্কলক্ষণের পুনরাবির্ভাব, অধিকন্তু পৃষ্ঠবংশে জ্বালা, জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং পেশী ও সন্ধি-স্থলে স্পর্শ-দ্বেষ, কখন কখনবা অস্থির নিদ্রা ও নিদ্রাকালে তীব্র লিঙ্গোদ্রেক; তৎসহকারে বারংবার রেতঃস্রাব, কখনবা গ্রীবা ও মস্তক-পৃষ্ঠে সুতীব্র বেদনা এবং সেই বেদনার অক্ষিকোটরের ঊর্দ্ধস্থ রন্ধ্র পর্য্যন্ত, তদনন্তর আবার নিম্নদিকে চক্ষু পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ; পৃষ্ঠের নিম্নদেশে উত্তাপানুভব, এবং কটিদেশে বেদনা ও আকর্ষণ ও সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি; নিদ্রা হইতে উত্থানের পর কটিদেশে ক্লান্তি ও বেদনা; জঙ্ঘার যুগপৎ গুরুত্ব ও দৌর্ব্বল্য; পদের গৌরব সহকারে সময়ে সময়ে কপালে মৃদু বেদনা; কখন কখনবা জঙ্ঘায় অবশতা, কীট-চারণার ন্যায় সুড়সুড়ি, কম্প ও সূচী-বেধবৎ যাতনা অনুভব; ওষ্ঠে স্ফুরণ, মস্তকে ও গাত্রে পিপীলিকা হাঁটার ন্যায় সুড়সুড়ি; অল্পমাত্র পরিশ্রমে অবসন্নতা; শিরোঘূর্ণন,

এবং অবশীর্ষ হইলে, হাঁটিলে, অথবা উপরের তলায় উঠিলে উহার আধিক্য; মৃদু, দপদপকর, গুরুত্ব বিশিষ্ট শিরঃপীড়া, অধ্যয়নে বা চক্ষু-চালনায় উহার আতিশয্য এবং বিশ্রামে, অনাবৃত বায়ুতে, অথবা দৃঢ়রূপে বন্ধনে উপশম; কনিনীকার বিস্তৃতি; চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ দর্শন, ও তজ্জন্য চক্ষে জ্বালা; চক্ষের কোণে গাঢ় স্রাবোৎপত্তি; কৃত্রিম আলোকে অক্ষি-লক্ষণের বিবৃদ্ধি; মস্তকের রক্তসঞ্চয়ের আনুষঙ্গিক নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকার শ্লেষ্মা-পূর্ণতা; কেবল মুখ দ্বারা শ্বাসত্যাগ; ফেণিল বা রজ্জুবৎ লালা; মুখে পিক্রিক এসিডের আস্বাদের ন্যায় অম্ল ও তিক্ত আস্বাদ; গল মধ্যে রুক্ষতা ও অবদরণ অনুভব, আহার করিতে উহার অল্পতা ও খালি ঢোক গিলিলে এবং নিদ্রান্তে আধিক্য; তালুমূলে গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মাসঞ্চয়; গিলিবার সময় গল-মধ্য যেন প্রায় বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব; কপাল-বেদনা সহকারে অম্ল উদ্গার; মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য সহকারে এই সকল আমাশয়িক লক্ষণের বিদ্যমানতা; বিবমিষা, পূর্ব্বাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ও উত্থান-চেষ্টায় উহার বৃদ্ধি; আমাশয়ে প্রচাপন ও গুরুত্ব অনুভব; উদ্গারেচ্ছা, কিন্তু উদ্গার তুলিতে অসমর্থতানুভব, পাতলা, পীতবর্ণ, কখনবা তৈলাক্ত মলবিশিষ্ট অতিসার, তৎসহকারে মলদ্বারে অতিশয় জ্বালা ও টাটানি, এবং অবসন্নতা ও বিফল মল-বেগ; বৃক্কে রক্ত-সঞ্চয়; মূত্রের অতিশয় আপেক্ষিক গুরুত্ব, ও উহাতে শর্করার অবস্থিতি; অণ্ডলালময় মূত্র; পাণ্ডুরোগের ন্যায় চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের পীতবর্ণ; মুখমণ্ডলে অপচ্যমান পীড়কার উৎপত্তি ও সেইসকল পীড়কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে পরিণতি; এবং পদের শীতলতা,—এইগুলি পিক্রিক এসিডের প্রধান লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—পিক্রিক এসিডের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সম্বন্ধ দৃষ্টহয়। (১) ফসফরাস।—পিক্রিক এসিডের ন্যায় ফসফরাসও রক্ত, বৃক্ক, মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠাংশীয় মজ্জার মেদাপকর্ষ জন্মায়। এই দুই ঔষধই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত অপকারে ও কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক ব্যবহার করা যায়। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যে রক্তসঞ্চয়জনিত শিরোঘূর্ণন, শরীরের স্থানে স্থানে স্ফুরণ ও কীটচারণাবৎ অনুভব উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। তবে প্রভেদ এই যে ফসফরাসে এই দুর্ব্বলতার সহিত উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে, এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আতিশয্য দ্বারা সেই উপদাহিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই

নিমিত্তই ফসফরাসে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলির অতিরিক্ত প্রাখর্য্য জন্মে, অথবা ভদ-ভাবে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ দর্শন ; কর্ণে উচ্চ কর্ণ-নাদ শ্রবণ; ঘ্রাণাতিশয্য ; বায়বীয় পরিবর্ত্তনে অনুভবাধিক্য ; মস্তকের দুর্ব্বলতা; চিন্তা করিতে অসমর্থতা, ও উচ্চ শব্দে উহার বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নড়িলে চড়িলে পৃষ্ঠ যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এরূপ অনুভব, পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে জ্বালা, এবং ঘর্ষণে উহার উপশম লক্ষণাপন্ন পৃষ্ঠ-বেদনাও ফসফরাসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফসফরাস সঙ্গম-প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনা জন্মায়, এতদ্দ্বারা পিক্রিক এসিড জনিত উপস্থব সুতীব্র উদ্গমের ন্যায় তত উগ্র উদ্গম জন্মে না বটে, কিন্তু সম্ভোগ-প্রবৃত্তির আতিশয্য তদপেক্ষা অধিক থাকে। রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় এই উত্তেজনার সম্যক বিরতি দৃষ্ট হইলেও রোগীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে একদা ঈদৃশ উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল। (২) নক্সভমিকা। —মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় ও আমাশয়িক লক্ষণে, অম্ল উদ্গারে, প্রাতঃকালের প্রাক্কালে বৃদ্ধি,এবং অধ্যয়নেঅসমর্থতায় পিক্রিক এসিডের সহিত নক্সভমিকার সাদৃশ্য দেখা যায়। (৩) অকজেলিক এসিড।—পৃষ্ঠবংশীয় কোমলতার চরমাবস্থায় ফসফরাস অপেক্ষা অকজেলিক এসিড পিক্রিক এসিডের অধিকতর সদৃশ। কটি ও উরুদেশের দুর্ব্বলতা এবং উহার জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, ও পৃষ্ঠদেশের অবশতা এই ঔষধের লক্ষণ। শুক্রত্বের আধিক্যে পিক্রিক এসিড, এবং অবশতার আধিক্যে অকজেলিক এসিড ব্যবস্থেয়। জঙ্ঘার নীলাক্তা ও শীতলতা ; শ্বাস-কষ্টের আবেশ, এবং সমগ্র পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠবংশের মজ্জাবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহ সূচক সুতীব্র প্রাদাহিক বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনার উপস্থিতি এবং বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে উহার অতিশয় বৃদ্ধি অকজেলিক এসিডের একটী সাধারণ লক্ষণ। (৪) সলফার।—পৃষ্ঠবংশের কটি-ভাগের রক্তসঞ্চয় উৎপাদনে পিক্রিক এসিডের সহিত সলফারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এই রক্ত-সঞ্চয় এমনই তীব্র যে এতদ্দ্বারা অবশতা ও স্ফুরণ লক্ষণাপন্ন উরুস্তম্ভ (প্যারাপ্লিজিয়া) ; পৃষ্ঠবংশে উত্তাপ ; এবং মূত্রস্তম্ভ জন্মে। (৫) ফসফরিক এসিড।—অতি পরিশ্রমজনিত মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় অবসাদে ফসফরিক এসিড উপযোগী। যৎসামান্য অধ্যয়ন-চেষ্টায় মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গৌরব ;

অবশতা; ভ্রমি, চিন্তার বিশৃঙ্খলা; শিহরণ; বিশেষতঃ কটিতে কীট-চারণার ন্যায় সুড়সুড়ি; পৃষ্ঠ ও ঘজ্ঘার দুর্ব্বলতা, অথচ একেবারে বেদনার অভাব, কেবল মাত্র রোগীর নিকট এক প্রকার জ্বালার অনুভব; মলত্যাগকাল পর্য্যন্ত শুক্রক্ষরণ; এবং জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। (৬) আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম।—পৃষ্ঠবেদনা, আসন হইতে প্রথম উত্থানে উহার বৃদ্ধি ও ইতস্ততঃ নড়িয়া চাড়িয়া বেড়াইলে উপশম, এবং তৎসহকারে অঙ্গের দুর্ব্বলতা ও কম্প; গৃহের কোণাদি বৃদ্ধির আশঙ্কা সম্বলিত শিরোঘূর্ণন; অঙ্গ-কম্প; ধ্বজভঙ্গ; ও জননেন্দ্রিয়ের কুঞ্চিততা লক্ষণে আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম ব্যবস্থেয়। (৭) এলুমিনা।—এসিডের ন্যায় লক্ষণাপন্ন রোগীদিগের পক্ষে এলুমিনাও কিয়ৎপরিমাণে পিক্রিক উপযোগী। পৃষ্ঠবংশে তপ্তলৌহ প্রবিষ্টের ন্যায় যাতনা; অন্ধকারে বিচরণ কালে আন্দোলিত গতি; এবং পদতলে বেদনানুভব এলুমিনার প্রভিন্নকর লক্ষণ। (৮) সিলিশিয়া।—সিলিশিয়া পিক্রিক এসিডের সম্পূর্ণ সমতুল্য এবং স্নায়বীয় অবসাদে, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী। কাজ করিতে করিতে উত্তেজনা জন্মিলে কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে সামর্থ্য; পদাঙ্গুলী হস্তাঙ্গুলী ও পৃষ্ঠদেশের অবশতা; এবং সিলিশিয়াসূচক বিশেষ কোষ্ঠকাঠিন্য ইহার অপর কয়েকটী লক্ষণ। (৯) জিঙ্কম।—জিঙ্কও স্নায়বীয় অবসাদ জন্মায়। কটিদেশীয় শেষ কশেরুকায় পৃষ্ঠ-বেদনার আতিশয্য, উপবেশনকালে উহার আধিক্য; পৃষ্ঠবংশে জ্বালা; জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে সুড়সুড়ি; অঙ্গ-দৌর্ব্বল্য; পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং তৎসহকারে ক্ষুধিত হইলে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্ন একাদশ ঘটিকার সময় উদরে শূন্যতানুভব; এবং সুরাপানে সমস্ত স্নায়বীয় লক্ষণের বৃদ্ধি জিঙ্কের প্রয়োগ-লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ।—ক্যান্থেরিস, ফসফরাস, ক্যাপ্সিকম, এগেবি..., পলসেটিলা, প্লাটিনম, ওপিয়ম, এম্বাগ্রিসিয়া, জিঙ্কম, ফাইসষ্টিগমা, পেট্রোসেলিনম, ও মাইগেলও উপস্থে প্রবল উদ্রেক জন্মায়। অতএব লিঙ্গোদ্রেকে এই ঔষধগুলি পিক্রিক এসিডের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

হাইড্রোসায়েনিক এসিড।

বিশেষ বিবরণ।

আক্ষেপ; অপস্মার; ধনুষ্টঙ্কার। বিসূচিকা। আরক্তজ্বর। হৃদ্রোগজনিত কাস। এই সকল রোগে সাধারণতঃ হাইড্রোসায়েনিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আময়িক ব্যবহার।

অপস্মার।—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ মেডুলায় ও পৃষ্ঠ-বংশীয় মজ্জার উপরের অংশে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দারা অনেকটা পূর্ণবিকসিত অপস্মারের আক্রমণের ন্যায় আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাঃ হিউজ হাইড্রোসায়েনিক এসিড অপস্মারের অমোঘ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল প্রকার অপস্মার এতদ্দারা আরোগ্য হয় না। এই রোগ আরোগ্য করিতে হইলে প্রত্যেক রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্যানুসারেই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

ধনুষ্টঙ্কার।—হাইড্রোসায়েনিক এসিড এক প্রকার ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন করে। নক্সভমিকা জনিত টঙ্কারের সহিত এই টঙ্কারের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতে শরীর আড়ষ্ট ও পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়; সিকিউটার ন্যায় গ্রীবা-পৃষ্ঠে খল্লী জন্মে; থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস বহে, দাঁতকপাটি লাগে, মুখে ফেণা নির্গত হয়, কিন্তু মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ থাকে।

আক্ষেপ।—কোন রোগের সুতীব্র আক্রমণ কালে আক্ষেপ জন্মিলে, এবং মুখ-মণ্ডলের নীলবর্ণ; অতিশয় অবসন্নতা; মুখবিকাশপূর্ব্বক শ্বাসত্যাগ, হৃৎপিণ্ডের খল্লী ও গাত্রের শ্যাববর্ণ লক্ষণ থাকিলে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ফলপ্রদ।

অবসন্নতা।—মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের আসন্ন পক্ষাঘাত সহবর্ত্তী উৎকট অবসন্নতায় গিলিবার সময় গলা হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত কুলকুল শব্দ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

ওলাউঠা।—উলাউঠায় বমন বিরেচনাদি সহসা স্থগিত হইয়া সুস্পষ্ট

পতনাবস্থা প্রকাশ পাইলে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ব্যবহৃত হয়। এই রোগে এই ঔষধে ও ক্যাম্ফরে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

আরক্তজ্বর।—সাংঘাতিক আরক্তজ্বরে প্রারম্ভ হইতেই উদ্ভেদগুলি নীলবর্ণ হইলে এবং রোগীর পদদ্বয় প্রায় সর্ব্বদা শীতল থাকিলে হাইড্রোসায়েনিক এসিড প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কাস।—হৃদ্‌পিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত প্রতিক্ষিপ্ত কাসে হাইড্রোসায়েনিক এসিড় ব্যবহৃত হয়। ক্ষয়রোগীদিগের গল-কণ্ডূয়নকর শুষ্ককাসেও ইহা উপযোগী। ক্ষয়রোগের রাত্রিকালীন বিবর্দ্ধিত, শুষ্ক, বিরক্তিকর কাসে হাইড্রোসায়েনিক এসিড অপেক্ষা লরোসিরেসস অধিকতর উপকারী। শ্লেষ্মাস্রাবী কাসেও নিষ্ঠীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দু প্রক্ষিপ্ত থাকিলে লরোসিরেসস ব্যবস্থা করা যায়।

অশুদ্ধ সংশোধন।

২০২	...	১'৪	... ... লোপাচ্ছন্নতা	... লেপাচ্ছন্নতা,
২১০	...	১৯	... ... অস্থিবৎপ্রবর্দ্ধন	... অস্থি-প্রবর্দ্ধন।
২৪৬	...	৭	... ... পরে	... পারে।
২৫১	...	৩	... .. পাকৃতি	... আকৃতি।
২৫৬	...	৪	... ... উদ্ভিদ	... উদ্ভেদ।
৩১৫	...	১২	... ... শ্বাসবরোধ	... শ্বাসাবরোধ।
৩৩৬	...	১৯	... ... যদি	... যদিও।
৩৪৬	...	১৪	... ... উপস্থিক্ষ	... উপস্থিত।
৩৫০	...	১০	... ... মাইট্রিক	... নাইট্রিক।